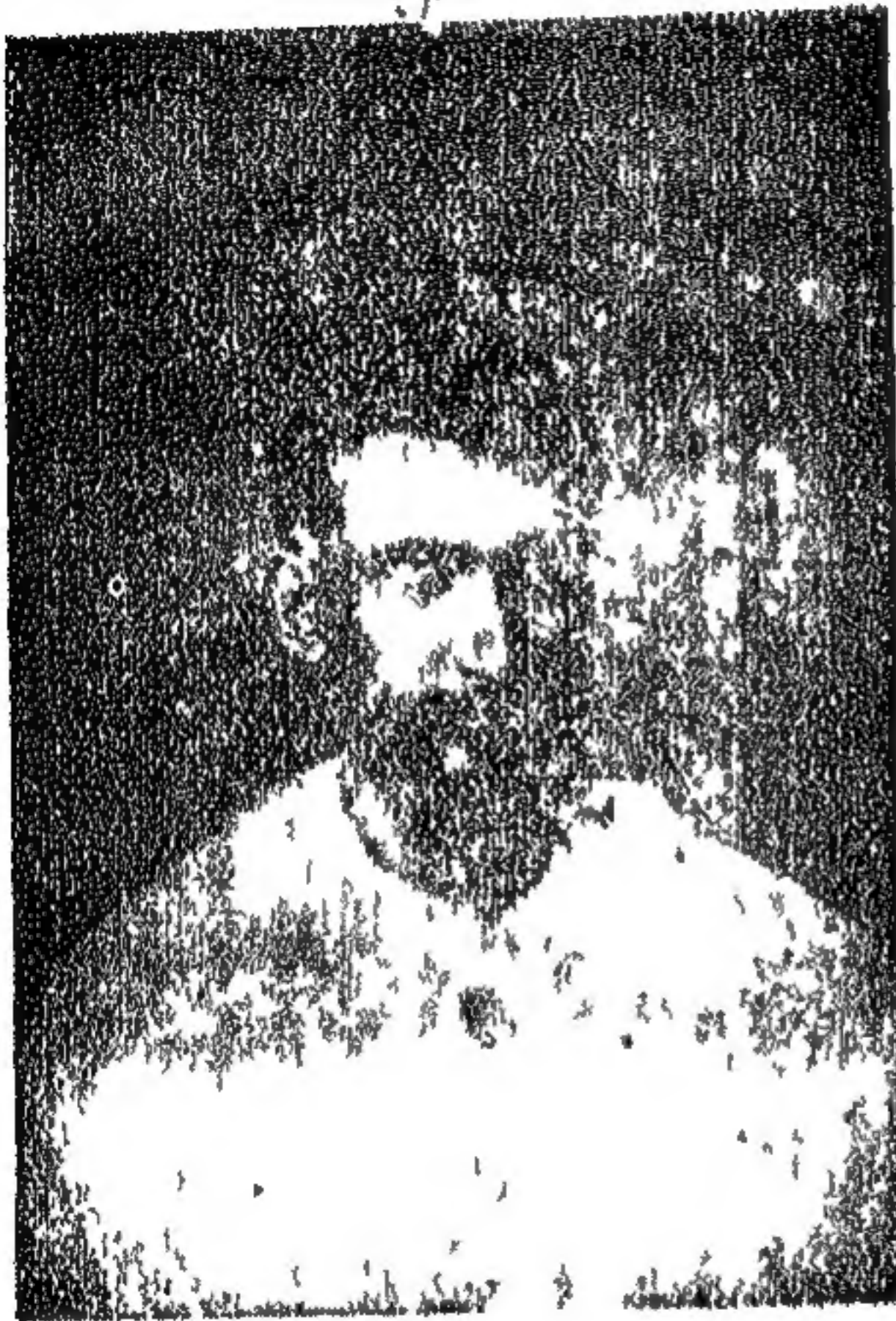


কুমার নাথ ।



“কেন্দ না কেন্দ না ভাই,
মরি নাই আছি আমি,

তাখিয়াছি অনিত্য সংসার
আগে মাত্র এসেছি তোয়ার !”



শ্রী

সুধাকর গ্রন্থাবলী ।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীকুমার নাথ মুখোপাধ্যায় ।

এ, কে, রায় এণ্ড কোঃ

৫৭।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

এবং সদর হস্পিটাল, বর্ধমান-ঠিকানায় গ্রন্থকারের
নিকট প্রাপ্য ।

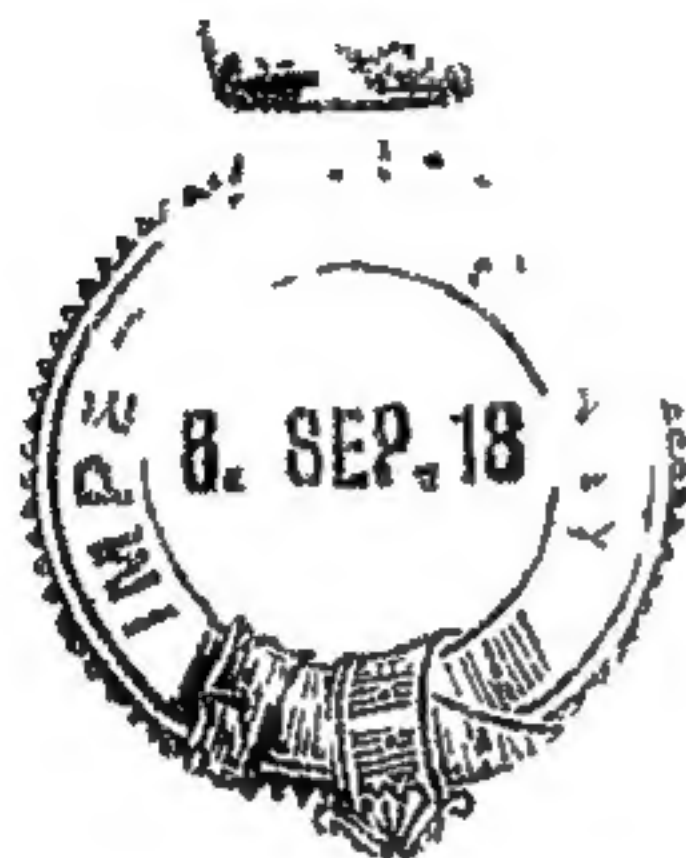
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট

মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত ।

শুভ মাস ১৩১৩ ।

সর্ব সত্ত্ব সুরক্ষিত ।

মূল্য ১/- এক টাকা মাত্র ।



বিজ্ঞাপন ।

ভারত-ভৈষজ্য-রত্নালয় ।

তাত্ত্বিক ও অবধৌতিক ঔষধ ।

মহাজ্বর-নির্বাণ । এক কোটা ১, এক টাকা ।

সর্বপ্রকার জ্বরের পরীক্ষিত ব্রহ্মাঙ্গ ঔষধ । এক কোটা

সেবনে নূতন বক্ত, নূতন বল ও নূতন দেহ প্রাপ্ত হয় ।

“আপনার মহাজ্বর-নির্বাণ ও বডি সেবনেই আমার দূষিত
জ্বর বন্ধ হইয়াছে । এক কোটা সেবন করিলে বোধ হয় বাস্তব-
বিকই নূতন দেহ হইবে । * *”

শ্রীকুঞ্জ কামিনী দাসী, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান ।

~~“আপনার জ্বর নির্বাণ সেবন করিয়া ৪ দিনেই আমার জ্বর
আরোগ্য হইয়াছে । তারপরে আর জ্বর হয় নাই । ইহা জ্বরের
চমৎকার ঔষধ বটে ।~~

~~শ্রীমহম্মদ তাহা, কেশেড়া, বর্ধমান । শ্রীগোলাম মোস্তাফা, খেতিয়া ।~~

জ্বরোগ মাত্রে বিশেষ আরোগ্য ।

বাধকান্তক ও রজঃশোধিনী ।

এক কোটা ১, এক টাকা ।

অনিয়ম রজঃদোষ ও বাধকের অব্যর্থ ঔষধ । শ্রীলোকের
শরীর বর্দ্ধন ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের জন্য এই ঔষধ অমূল্য ।

প্রদর-বিজয়া । এক কোটা ১, এক টাকা ।

সর্ববিধ শ্বেত ও রক্ত প্রদরের বহুপবীকিত অমোঘ ঔষধ ।
নিশ্চয় আবোগ্য ।

“আমাব শরীর প্রদর রোগে বহুদিন হইতে জীর্ণ জীর্ণ হইয়াছিল । আপনার প্রদর-বিজয়া সেবনে আমি নূতন দেহ ও নূতন বল পাইয়াছি । অধিক বাহুলা ।” শ্রীমতী—দাসী, বর্দ্ধমান ।

“আমি একটা স্ত্রীলোকেব কঠিন পুরাতন প্রদর রোগের জন্ম মহাশয়েব নিকট হইতে প্রদর-বিজয়া আনা হইয়াছিলাম । এক্ষণে অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ঐ ঔষধ মহাশয়ের লিখিত মতে ষাওয়া হইয়াছে, এবং রোগালী নির্দোষ আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।”

নিঃ শ্রীহবিচরণ মৈত্র, ভিতর বন্দ, রংপুর ।

ধাতু-ধনুস্তুরি । এক কোটা ১, টাকা ।

ধাতু রোগ, স্নায়ুদৌর্বল্য, মেহ ও গুরু ক্ষয়ের আশ্চর্য্য ঔষধ ।
“আমি আপনার ধাতু-ধনুস্তুরি ব্যবহার কবাইয়া দেখিয়াছি । ৭ দিনেই আশাতীত উপকার দৃষ্ট হইয়াছে । এটি খুব ভাল ঔষধ ।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার, বর্দ্ধমান ।

স্বাভাবিক কোষ্ঠ শুদ্ধি । এক শিশি ১০ চাবি আনা ।

রাত্রে আহাৰান্তে এক মাত্রাসেবনে প্রাতে একবার কোষ্ঠ
ক্ষার হয় । ২ মাত্রা সেবনে ২৩ বার কোষ্ঠ হয় । কোন মারি
না ।

সমস্ত ঔষধ পাইবার ঠিকানা ।

শ্রীকুমাৰ নাথ সুখোপাধ্যায়, মেয়েন্দ্রাসুপাতাগের শূর, বর্দ্ধমান ।



শ্রীশ্রী

সুধাকর গ্রন্থাবলী ।

“গুহাতে নিহিত যিনি অতীত মনের,
অবিচার্য-আচার্য্য মে ‘আর্য্যমিশনের’,
অগম্যযী “সুবধুনী” শিরে ধরা য়ার,
ত্রিকালজ্ঞ “পঞ্চাননে” কোটী নমস্কার ।”

বিজ্ঞাপন ।

“সাধুদের পাঠ্য এই কাব্য মনোরম,
অতি অল্প কথা যার, ভাব সর্বোত্তম ।”

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা গতিঃ
ক্রিয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে ।
স্তত্র লৌধ্যমপি মূল্য মেকলম্
অন্য কোটি-স্কুটৈ ন লভ্যতে ॥

অর্থ্যৎ

কোথাও যদি কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা গতি পাওয়া যায় তবে
তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় কর। লোভই উহার একমাত্র মূল্য—যে
লোভ কোটি জনের পুণ্য ফলেও পাওয়া ছকর ।

“বঙ্গবন্ধু” সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য তাঁহার “ইন্দিরা” পত্রিকায় লিখিয়াছেন—“কবি কুমারনাথ এক জন নিরীহ শান্তিনীল পরম বিনয়ী, কোলাহলপূর্ণ জগতের বহু দূরে নির্লিপ্তজীবন-চারী কবি। আমরা অনেক কবি দেখিয়াছি, বহু বক্তার সহিত আলাপ করিয়াছি, অনেক লেখক ও সম্পাদকের সহিত প্রীতিভাবে সংবন্ধ আছি বটে, কিন্তু সরল ও স্বার্থশূন্য ধার্মিকবর কবি-কুমারনাথের সঙ্গে দুই ঘণ্টা বসিয়া আলাপ করিলে, যেন সত্য সত্যই সংসারের সকল জালা কোথায় লুকাইয়া পড়ে, যেন কোন্ অচেনা স্বরপুরির স্বধাশ্রোতঃ প্রাণে উৎসারিত হয়।

কুমার নাথ সরল-প্রাণ অথচ তেজস্বী, অল্পে সন্তুষ্ট, নিরহকার, মধুবভাষী, প্রেমানন্দে সদানন্দ, জগতে থাকিয়াও জগতের আশী-বিষের দংশন এড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রাণ আকাশের স্থায় উদার, চিত্ততন্ত্রী নারদেব বীণার স্থায় নিয়তই বিভূষণ-গানে বিভোর। তাই, এক কথায় বলিতে হয়, তিনি ধন্য পুরুষ।

কুমার নাথ কিশোর হইতেই প্রকৃতির চিরমধুর লীলাকুঞ্জে সেই ভাবগয়ী রাণীর চাকর করে লালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার “নিতুই নূতন, নিতুই মধুর” নিকণ শুনিলে স্বতঃই মনে হয়, বাণীর বীণা হইতে যেন কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে দুই একটা তার ছিঁড়িয়া তাঁহার বীণায় সংযোজিত হইয়া গিয়াছে।

কুমার নাথের গীতার কাব্য-অনুবাদ আজ বঙ্গের সহস্র সহস্র নর-নারীর কণ্ঠগত হইয়াছে। কেমন চিত্তাকর্ষণী ভাষা! ভাষার কি সবেগ গতি! একেবারে চিত্র বিজয় করিয়া বসে! এ কণ ভাষার ঐশ্বর্য্য না থাকিলে গীতার অনুবাদ করিতে যাওয়া ধূর্ততা মাত্র।

ধর্মপ্রাণ কুমার নাথ, কি গীতার শতাব্দীবাদে, কি বুদ্ধদেবচরিতে
কি শ্রীকৃষ্ণজনা-গীতার, কি শ্রীগৌরানন্দ গীতার, ছত্রে ছত্রে ধর্মপ্রাণতা
মাথাইয়া রাখিয়াছেন। একবার পড়িলেই কঠিন মন ভ্রব হইবে—
অগ্নিময় জ্বালাপূর্ণ হৃদয় শাস্তি-সারসে স্নান করিতে থাকিবে। এমন
নির্মল ও শাস্তিপ্রদ ভাব অতি অল্প পুস্তকেই পাওয়া যায়। এমন
স্বল্প আঁধারে এক কোণে অনাদৃত থাকিলে বাঙ্গালী ভাষার নিতাস্তই
হুর্ভাগ্যের কথা। শুধু অস্পৃষ্য অধরা নভেলের গান্দা বাড়িলে,
সাহিত্যের উন্নতি হয় না। গীতাবাদের জায় তাঁহার সমস্ত পুস্তকেই
বহুমূল্য ও উদার মতানীতিতে পরিপূর্ণ। তাই বাঙ্গালি। তোমরা
শ্রুণের আদর কর, ধর্মপ্রাণ হও এবং কুমারনাথের অমূল্য গাথা
শ্রবণ কর, মোহিত হইবে।”

সাহিত্যাহুসারী বিখ্যাত সবজজ্ শ্রীযুক্ত হরিনাথ মুখোপাধ্যায়
বি, এল, মহোদয়ের অভিমত,—

আপনার তপোবনের “উজ্জ্বল-মুক্তামালা” অতি সুন্দর, অতি
উপাদেয় হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের মূল নীতি গুলি, সংসার সংগ্রামের
বক্ষাজ স্বরূপ নিত্য অরণীয় উপদেশ গুলি, গৃহে থাকিয়া পবিত্র
জীবন লাভের প্রধান উপদেশ সমূহ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সহজ
হৃদয়-গ্রাহী কবিতায় সন্নিবেশিত হওয়ার বালক বৃদ্ধ সকলেরই বড়
মুখ-রোচক ও উপকারী হইয়াছে।”

আপনার “অশোক-বন” বাস্তবিকই “অশোকে”র প্রস্তাবণ।
প্রত্যেক কবিতায় মনের মোহ-কলুষ অপসারিত করিয়া বৈরাগ্য-
ভাব উপস্থিত করতঃ মোক্ষফল পাইবার পথ দেখাইয়া দেয়।”

আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত প্রকাশ—

“শ্রীরঙ্গনা গীতা—এই ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ। ইহাতে ৮টি মালিকা বা অধ্যায় আছে। কুমার নাথের লেখা পড়িলেই বোধ হয় কুমার নাথ বৈষ্ণব সাধক। কুমার নাথ কবিতা লিখিতে সিক্ত হস্ত। কুমার নাথ অনুবাদক, কিন্তু সে অনুবাদ সরস, সতেজ, অথচ তাহাতে মূল গ্রন্থের ভাব অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হইয়াছে। কুমার নাথ সনাতন ধর্মের ছোট বড় এই সকল অনুবাদ কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া অমর হইলেন।

শ্রীগৌরঙ্গ গীতা।—কুমার নাথ ভক্ত কবি। তাঁহার কবিতা, হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, সুতরাং ভাষা ও ভাব সজীব, সরস সুন্দর, সুমধুর ও প্রাণস্পর্শী। আমরা তাঁহার এই গৌরঙ্গ-গীতিকার কল-কুঞ্জে প্রকৃতই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুই খণ্ডে বিভক্ত। অন্তরঙ্গ খণ্ডে লীলাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, বৃন্দাবন-তত্ত্ব ও মহাভাব-তত্ত্বের বিষয় লিখিত আছে। তাঁহার কবিতায় ভক্তি ও মাধুর্য্য কিরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, আমরা সকলকে তাহাই পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পঞ্চম-চন্দ্রিকা পড়িতে বিশেষ অনুরোধ করি। গ্রন্থখানি স্বধর্ম-পিপাসু-গণের সঞ্জীবনী সুধা স্বরূপ।”

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র ঘোষ ভাণ্ডার-ডিহি হইতে লিখিয়াছেন,—
“ত্রিতাপ তাপে দগ্ধীভূত চিত্তের উদ্ধার সাধনে উপায়ান্তর না দেখিয়া উত্তম হারা হইয়া এতদিন কালাতিপাত করিতেছিলাম। না জানি কোন ভাগ্যোদয় ক্রমে “তপোবন” গ্রন্থ হস্তে পাইলাম। শ্রীতপোবন হস্তে পাইয়া মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছে। মনে স্থির জানি-

লাম যে অনন্ত যজ্ঞার্থে অর্জবীভূত হইয়া কাতরে যাহার ত্রীচরণে
আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলাম, সেই দয়াময় দীনঘনুই এই “তপোবন”
পাঠাইয়াছেন। ইহা যতই পাঠ করিতেছি ততই গ্রন্থকারকে
দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।”

গ্রন্থকারের জীবনভাস ও পারিবারিক পরিচয় সংগ্রহ।

স্বপ্ননের স্মৃতি। (গ্রন্থকারের লিখিত)।

লও ভক্তি উপহার, মাতৃভাষা কঠোর

‘ভগবদ্ গীতা’ মম ত্রিদিবের ধন,

নলডাঙ্গা—রাজমন্ত্রী বিশ্বরাজ ঘরে শাস্ত্রী

দেবদেব পিতৃদেব ‘অন্তরা চরণ’ (ক)।

‘ব্রহ্মা ন্যাস’ দিয়া সেবি ‘বরদা সুনন্দী দেবী’ (খ)

বিশ্বমাতা-সমা-মাতা মেহ-পানীবারা।

অনাথ্যে অন্ন-দায়িনী, জাহ্নবী-তট বাসিনী,

জগৎ-জননী-সমা-জননী আমাধা।

(ক) অস্ত্রচরণ-মুখোপাধায়—নিবাস মেলা বশোহরের অন্তর্গত নলডাঙ্গা
গ্রামে। ইনি গ্রন্থকারের পিতা এবং স্বপ্ননের আদর্শ হন। নিজের প্রতিভা,
কার্যদক্ষতা এবং বিজ্ঞতাবলে নলডাঙ্গা-রাজ-ষ্টেটের প্রধান কার্যকারক স্বরূপে
বহুকাল ধরিয়া যশঃ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার সরলতা, সত্যনিষ্ঠা
এবং দেবোপম প্রকৃতিতে সকলেই মুগ্ধ হইত। বাস্তবিকই তাঁহার আশ-স্থিরচিত্ত
পুত্রের ব্যক্তি-সুতিশয় নিরল।

(খ) স্বর্গীয়া বরদা সুনন্দী দেবী—ইনি গ্রন্থকারের মাতা এবং বঙ্গীয় রমণী-
কুলের শিরোমণি। ইহার বুদ্ধিমত্তা, গৃহিণীপণা ও সর্বজন-বৎসলতা স্ত্রীলোক

‘উজ্জ্বল-মুক্তাগলা’ মম, ভক্তিফুল রাশি সম,
 করিম্ব অনকোপম, অশ্রুজ্ঞে অর্পণ!—
 বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যিনি সাহিত্য-আচার্য্য-মণি,
 স্নেহেতে লক্ষণাগ্রজ—‘অধিকা চরণ’ (গ) !
 দূরতার বহু দূরে, জনন্তের শান্তি-পুরে,
 জাগ্রত মধ্যমাগ্রজ চিরানন্দ ধামে,
 ভীষক ‘রজনীকান্ত’ (ঘ) স্মরি তাঁর পদপ্রান্ত,
 ‘বিষ-চিকিৎসার-গ্রন্থ’ রাখি তাঁর নামে ।
 “নিত্য বৃন্দাবন” ধন করিলাম সমর্পণ
 ধর্মনিষ্ঠ শুভাদৃষ্ট কনিষ্ঠে আমার ।
 যার কবি-কণ্ঠ-গানে নাচে গোপী বৃন্দাবনে,
 পণ্ডিত ‘সরোজ নাথ’ দেবর্ষি-আকার । (ঙ)

মাত্রেরই অনুকরণীয় । ইনি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী স্বরূপা ছিলেন এবং জাহ্নবীতটে গীতাপাঠে ও অবিরাম নাম জপে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন ।

(গ) শ্রীযুক্ত অধিকা চরণ সুখোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্তার জ্যেষ্ঠাগ্রজ এবং ইংরাজিসাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন । পূর্বে ভূতপূর্বে কুষ্টিয়াকলেজের প্রিন্সিপাল ও কুষ্টিয়া সিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্বরূপে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, লেফটেন্যান্ট গবর্নর, স্কুল ইন্সপেক্টর, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর প্রভৃতি রাজ-পুরুষগণের প্রশংসাত্মক ও সাধারণের অসাধারণ প্রকার পাত্র হইয়া অতুল সম্মান লাভ করেন । বহুকাল ধরিয়া শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করাতে ইহার অনেক ছাত্র এক্ষণে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফ, উকিল, প্রোফেসর প্রভৃতির কার্য্য করিতেছেন । ইহার যত্নশীলতা, অসীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও চারনিষ্ঠা অতীব প্রশংসনীয় । বর্তমানে (১৩১৩ সাল) ইনি ঘাড়ীতে থাকিয়া নলডাঙ্গার ত্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরের স্টেটের সেরেস্তাদারের পদে কার্য্য করিতেছেন ।

(ঘ) ৮রজনী কান্ত সুখোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্তার মধ্যমাগ্রজ । চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল । ডাক্তারি ব্যবসায় ইনি বিলক্ষণ যশস্বীও হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে লোকে ইহাকে যথেষ্ট আদরও করিত । ইহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন ।

(ঙ) শ্রীযুক্ত সরোজ নাথ সুখোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্তার কনিষ্ঠ সহোদর ও

লও 'শ্রীজানন্দবেদ' সূচাও মনের খেদ,
 বি, এল, 'বীরেন্দ্রনাথ' ভগ্নীপতি মম ! (চ)
 সুরপুরে পিতা যথা চিরানন্দে থাক তথা,
 মোদের পঞ্চম ভ্রাতা মহদেব-সম !
 কনিষ্ঠা-মিষ্টভাষিনী বিদূষী ত্রুষ্ণচারিণী
 'তমালিনী' অনাথিনী ভগিনীর করে, (ছ)
 মক্খভূমে সুধাসিন্ধু অমরাতে পরদিনু—
 অর্পিতাম "মধুবন", চিরশান্তি-তরে ।
 'শ্রীগোরাঙ্গ গীতা' থানি প্রেমের পূর্ণতা জানি,
 দিলাম প্রেমের থানি বঙ্গ-রমণীরে ।
 'রাজসম্মী দেবী' অর চির-প্রেম পার্শ্বাবার, (জ)
 অনন্তের অর্দ্ধাঙ্গিনী সহ-ধর্মিণীরে ।
 (৫০০ পৃষ্ঠার পরে দেখুন)

অতিশয় ধর্মপরায়ণ । সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রগাঢ় ব্যাপ্তি আছে । ইনি বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি কবিতা লিখিতে সিদ্ধ হস্ত । ইহার রচিত বাঙ্গলা গীতসমূহ কি রচনাচতুর্ঘ্যে, কি প্রতিমাধুর্ঘ্যে, কি রসলালিত্যে—কোনও অংশে অর-দেষ কৃত স্বগদুর গীতাবলী অপেক্ষা ন্যূন নহে । ঐ সকল বাঙ্গলা গীত ভিক্ষুক বৈষ্ণবগণ অনেক স্থানে গাইয়া বেড়াইয়া থাকে । ইনি বহুকাল ধর্মিয়া অনেকানেক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিতের কার্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ণ কথোকথা কহিয়া সর্বজন মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন ।

(চ) ৷বীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্তার ভগিনীপতি ও সুবিদ্বান্ ছিলেন । নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সামন্তী গ্রামে । ইনি মিশ্রলচরিত্র ও শাস্ত্রসম্ভাব ছিলেন, এবং ওকালতি ব্যবসারে প্রভূত অর্থ ও যশঃ উপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়া অকালে আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ডাসাইয়া স্বর্গলাভ করেন ।

(ছ) শ্রীমতী তমালিনী দেবী, (বা গোপালি)—গ্রন্থকর্তার একমাত্র ভগিনী, ৷বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী । ইহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধীরতা, মিষ্টব্যবহার ও

ସୁଧାକର ଶ୍ରୀହାବଳୀ ।

ମୁଖବନ୍ଧ ।

ଶ୍ରୀ ନହେ ମଧୁଚକ୍ର, ସୁଧା-ସୁପୁରିତ,
 ତମୋବନ ଫୁଲ ଚ'ତେ ସୁଧା ସଂଗୃହୀତ ।
 ବର୍ଜମାନ ଅକ୍ରମେବ କିରଣ କିଞ୍ଚିତ,
 ଶ୍ରୀମତ୍ କୁମାର ନାଥ ସୁଧାବର କୃତ ।
 ଜୟୋ'ଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ-ପଦା-ବିନ୍ଦିତ,
 ସୁଧାକର ଶ୍ରୀହାବଳୀ, ମାଧୁ-ସମାଦୃତ ।
 କୁଡ଼ାରେ ଛୁଇଁବ ବନ୍ଧୁ, ମର୍ବ୍ବ ବନ୍ଧୁ-ମାର,
 ଶ୍ରୀ ମାତ୍ର ଦିନା ତାର କୁନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀହାବଳୀ ।
 ଚରଣେ ଧରିଯା କହେ—କହ ଏକ ରାତି,
 ହେନ ରହ, ବିନ୍ଦୁ ବାଧା ନିନ୍ଦା ଗୁଞ୍ଜୟାତି ।

ଅକାଳ ସୈନ୍ଧବ ଜନିତ କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଏତେ ହୁଏ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ
 କୁନ୍ଦ୍ରଶୃଙ୍ଗାଳେ ଯନ୍ତ୍ର ଥାକେନ ଓ କାବନ ଶୁନିତ ଶୁନିତେ ଆହାରୀ ହୁଏ ଯାନ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ
 ରଚିତ ପଦାବଳୀ ନରୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ
 ବାଞ୍ଛକ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ।

(ଅ) ଶ୍ରୀମତୀ ବାଞ୍ଛାବଳୀ ନେନୀ—ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦିବ୍ୟାବଳୀ



শ্রীশ্রী গুববে নমঃ

সুধাকর গ্রন্থাবলী ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

অৰ্জুন-বিষাদ যোগ ।



দুতনষ্ট্র কহিলেন,—

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একত্র হইয়া
পরস্পর যোদ্ধতব সমর লাগিয়া,
আমাদের পক্ষ আব পাণ্ডু-সুত গণ,
কি করিল, হে সঞ্জয় কহ বিবরণ । ১

সঞ্জয় কহিলেন,—

পাণ্ডবের সৈন্য-বাহু কবি দরশন,
কহিলা আচার্য্যে গিয়া রাক্ষা হুর্যোধন,—২
দেখ, গুরু, পাণ্ডবের মহাসৈন্য চয়,
ধীমান তোমার শিষ্য দ্রুপদ-তনয়
বাহু বিবচিয়া রক্ষা কবিছে কেমন,—
আচার্য্য, এ অস্ত্র-সেনা কর দরশন । ৩

এই সেনাদলে আছে মহা বলবান্,
 সমরে সমর্থ ভীম অর্জুন সমান,
 মহাধনুর্ধর বীর বিক্রম অপার,
 সাত্যকি, বিরাট, শৈব্য, ধৃষ্টকেতু আর,
 চেকিতান, বীৰ্য্যবান্ কাশিরাজ ধীর,
 পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, উত্তমোজা বীর,
 যুধামন্যু, অভিমন্যু, দ্রুপদ পুরাণ,
 দ্রৌপদীর পুত্রগণ—সবে মহারথ। ৪—৬
 আমাদের পক্ষে যারা মহা ধনুর্ধর,
 সৈনিক-নায়ক মম, শুন অতঃপর,—৭
 তুমি, ভীষ্ম, ব্রণজয়ী কৃপ আর কর্ণ,
 অশ্বখামা, সোমদত্ত তনয়, বিকর্ণ ; ৮
 রহিয়াছে আরো কত বীর ব্রণস্থলে,
 মম হিতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত সকলে,
 করে ধরি নানা শস্ত্র, শাণিত কৃপাণ,
 যুদ্ধ-বিশারদ তারা সকলে সমান। ৯
 তথাপি মোদের সেনা, ভীষ্মের রক্ষিত,
 অরি সৈন্য সহরণে অসমর্থ, ভীত ;
 ভীষ্মের রক্ষিত কিন্তু সেনা সমুদয়
 কুরুসৈন্য মনে রণে সমর্থ নিশ্চয়। ১০
 সর্ববাহু-দ্বারে থাকি নিজ নিজ স্থানে,
 ভীষ্মবীরে রক্ষা কর সবে সাবধানে। ১১
 তখন প্রতাপ-শালী বৃদ্ধ পিতামহ
 বীর ভীষ্ম উচ্চ স্বরে সিংহনাদ সহ,

মহা হরষিত করি রাজা হর্যোধনে,
 সুগভীর শঙ্খধ্বনি করিলা সঘনে । ১২
 অমনি বাজিল শঙ্খ শিঙ্গা-ভেরী ঢোল,
 উঠিল তুমুল শব্দ—মৃদঙ্গের রোল । ১৩
 বসিয়া খেতাব রণে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,
 অতঃপর বাজাইলা দিব্য শঙ্খাঘর । ১৪
 পাঞ্চজন্তু-শঙ্খ বাজে হৃষীকেশ-করে,
 দেবদত্ত-শঙ্খ পার্থ বাজান সমরে ;
 মধ্যম পাণ্ডব ভীম, ভীমকর্মা রণে,
 পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ ঘোষিলা সঘনে ; ১৫
 বাজাইলা অরিদলে করিয়া অধীর,
 অনন্তবিজয় শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির ;
 সুঘোষ—নকুল-শঙ্খ বাজে উচ্চ স্বরে,
 বাজিল মণিপুষ্পক সহদেব করে । ১৬
 ধনুর্ধর কাশিরাজ, ধুষ্টদ্রুম আর
 দ্রুপদ ভূপতি, যত দ্রৌপদী-কুমার,
 শিখণ্ডী, বিরাট, আর সাত্যকি হুর্জয়,
 মহাযোদ্ধা অভিমন্যু শ্ৰুভদ্রা তনয়,—
 রাজন, সে বীরগণ মিলি ঘোর রবে,
 পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলা সবে । ১৭, ১৮
 সেই শব্দ ক্ষিতি ব্যোম ধ্বনিত করিয়া,
 বিদৌর্ণ করিল যত কৌরবের হিয়া । ১৯
 উত্তত বিপক্ষগণ শঙ্গপাত করে,
 ধৃতরাষ্ট্র-পুঞ্জগণ প্রস্তুত সমরে—

নিবধি, গাভীৰ ধনু কৰি উত্তোলন,
 হৃষীকেশে পার্থ বীর কহিলা তখন—২০
 অচ্যুত, ধাবৎ আমি নিরখি হেথায়
 বীর যত, উপস্থিত বণ-কামনায়,—
 সমর কবির কোন বীরগণ সনে ;
 কৌরব-হিতার্থী যারা সমাগত রণে,
 ধাবৎ সে শুবগণে করি নিবীক্ষণ,
 দুই পক্ষ মাঝে রথ কব সংস্থাপন । ২১—২৩

সঙ্গত কহিলেন,—

হে রাজন্, অর্জুনেব এই বাহ্য জানি,
 উভয় সেনাব মধ্যে দিব্য রথ আমি,
 ভীষ্মাদি ভূপালগণ সম্মুখে তখন
 সেই শোভাময় বথ করিয়া স্থাপন,
 কহিলেন কৃষ্ণ,—পার্থ, দেখ একবার,
 সমবেত কুরুকুল সম্মুখে তোমাব । ২৪, ২৫

সেই স্থানে অবস্থিত উভয় পক্ষীয়
 পিতৃব্য, আচার্য্য, ভ্রাতা, বান্ধব, আশ্রয়,
 শ্বশুর, মাতুল আর বীর পিতামহ,
 হেবিলেন পার্থ সবে, পুত্রপৌত্র সহ । ২৬

নিরখিয়া ধনঞ্জয় সেই বন্ধুগণে
 কহিলেন নারায়ণে বিবাদিত মনে—২৭
 যুদ্ধার্থী স্বজনগণে সম্মুখেতে হেরি,
 শুষ্ক মুখ মম, অক্ষ অবসন্ন-হবি । ২৮

দেহে মোর বোম্বিহর্য, কম্প অতিশয়,
গাওঁর স্থলিত হস্তে, গাত্র দাহ হয় । ২৯
রহিতে না পারি আব, ঘুরিতেছে মন,
দেখিতেছি বিপরীত সকল লক্ষণ । ৩০

কেশব, স্বজন-বধে না দেখি মঙ্গল,
চাহি না বিজয়, রাজ্য স্থখে কিবা ফল । ৩১

গোবিন্দ, কি হবে রাজ্যো, কি হবে বাচিয়া ?

রাজ্যভোগ আমাদের যাদের লইয়া,
উপস্থিত তাঁরা, প্রাণ দিতে বিসর্জন,
পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, শ্যালক, স্বজন,
পিতৃব্য, শ্বশুর, শুক, মাতুলগণি যত,—
মারিলেও পারিব না কবিত্তে নিহত । ৩২—৩৪

পৃথিবী কি ?—পাই যদি এ তিন ভবন,
কি স্থখ, সংহাব কবি আশ্রয় স্বজন ? ৩৫
বিনাশ করিলে এই মহা শত্রুগণ,

আমাদের মহাপাপ হবে জনাদিন,—
সবাক্ষর কুরুকুল নাশিতে না পারি,
কেননে স্বজন-বধে স্থখী হব হরি ? ৩৬

লীপতি, অন্নাতি দল যদিও এ ভবে
রাজ্যলোভে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে সবে,—
কুলনাশে দোষ নাহি করে দরশন,
স্বজন-বিদ্বেষে পাপ না করে শ্রবণ, ৩৭

সে দোষ দেখিয়া ক্রোধ, আমাদের মন
কেন না ত্যজিবে এই পাপ প্রলোভন ? ৩৮

বহু লোক নষ্ট যদি হর্ষ জনাঙ্গিন,
সে কুলের ধর্ম আর থাকে কি তেমন ?
লোককণ্ঠে তাই হয় কুলধর্ম নাশ,
অবশিষ্ট লোকে হয় অধর্ম প্রকাশ । ৩৯
বহু পুরুষের হয় যতপি নিধন,
ধর্ম যদি হীনবল হয় নারায়ণ,
সহজেই নারীগণ ধর্মচ্যুত হয় ;
তাহাতে সঙ্করবর্ণ নিশ্চয় উদয় । ৪০

সেই কুল-হস্তাদেয়, সে কুলের আর,
নরকের তরে হয় হেন ভ্রষ্টাচার,
পিতৃপুরুষের জল পিণ্ড বিলোপন,
তাহাতে পতিত হন যত পিতৃগণ । ৪১

জাতিধর্ম কুলধর্ম সব লোপ হয়,
কুল হস্তাদেয় এই দোষেতে নিশ্চয় । ৪২
কুলধর্ম নষ্ট, হরি, হয় যাহাদেয়,

— শুনেছি নরকে বাস নিয়ত তাদের । ৪৩

হায় রে, কি পাপ মোরা বসেছি করিতে—
রাজ্যলোভে এসেছি এ স্বজন বধিতে । ৪৪

যদি প্রতিহিংসা হীন অশস্ত্র আশ্রয়
সশস্ত্র কোরবে বধে, স্ময়জল তায় । ৪৫

সশ্রয় কহিলেন,—

এত বলি রথে পার্থ বসিলা তখন,
ফেলিয়া সশর চাপ, শৌকাকুল মন । ৪৬

ইতি অর্জুন-বিষাদ-যোগো নামক
প্রথম অধ্যায় ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সাংখ্য যোগ ।

সঙ্কর কহিলেন,—

হইয়াছে অর্জুনের সজল নয়ন,
 স্বজন-নিধন ভাবি বিষাদিত মন,—
 নিরখিয়া নারায়ণ প্রবোধ বচনে,
 বুঝাইয়া বলিলেন কুন্তীর নন্দনে,—১
 নিন্দনীয়, ধর্মহীন, আখ্যা-অশ্লীলিত,
 এ মোহ, বিপদে হেন, কেমনে উদিত ? ২
 কাতরতা কেন ? এ ত তব যোগ্য নয়,
 তুচ্ছ-দুর্জলতা ত্যজি উঠ, ধনঞ্জয় । ৩

অর্জুন কহিলেন,—

জনর্দিন, পূজনীয় ভীষ্মদ্রোণ-সহ,
 বাণ যুদ্ধ করি আমি কি রূপে তা কহ ? ৪
 গুরু বধ না করিয়া ভিক্ষার ভোজন
 ইহলোকে শ্রেয়ঃ বোধ করি, নারায়ণ ;
 গুরু বধি কধিরাক্ত রাজ্য-সুখভোগ,
 অর্থ-কামনায় হবে করিতে সম্ভোগ । ৫
 যুদ্ধ জয় করি কিংবা যুদ্ধে যাই হারি—
 কিবা ভাল, কিবা মন্দ, বুঝিতে না পারি ।
 যাদের নিধন করি বাঁচিতে না চাই,
 সেই ধৃতরাষ্ট্র-সুত সমুখে সবাই । ৬

দীন-চিত্ত, কুলক্ষয় ভর্মে মরি হায় !
 অভিভূত, ধর্মমুঢ়—জিজ্ঞাসি তোমায়,
 শ্রেয়ঃ কি ? নিশ্চয় কহ, কি করিব আমি ?
 শরণাগত এ শিষ্যে শিক্ষা দাও তুমি । ৭
 নির্বিরোধ রাজ্য যদি অধিকার করি,
 কিংবা দেব-আধিপত্য পাই যদি, হরি—
 যাহাতে আমার এই শোক দূর হবে
 এমন কিছুই কৃষ্ণ দেখি না এ ভবে । ৮

সঙ্গম কহিলেন,—

এই রূপ ধনঞ্জয় কহি হৃষীকেশে
 “করিব না যুদ্ধ” বলি মৌনো অবশেষে । ৯
 হে রাজন্, কৃষ্ণ তবে প্রসন্ন বদনে,
 কহিলেন, সেনামধ্যে বিষম অর্জুনে—১০

যাহাদের তরে শোক উচিত না হয়,
 করিছ তাদের লাগি শোক, ধনঞ্জয় !—
 পণ্ডিতের ছায় তুমি কহিছ বচন,
 শোক কি করেন কভু পণ্ডিত যে জন ?
 জগতে জীবিত কিবা মৃত জন তরে
 জ্ঞানিগণ কভু, পার্থ, শোক নাহি কবে । ১১
 আমি না ছিলাম পূর্বে এমন ত নয়,
 সে রূপ ছিলে না তুমি,—তাহাও না হয় ;
 হেন নহে ছিল না এ নৃপতি মণ্ডল,
 পরেও নিশ্চয় মোরা থাকিষ সকল । ১২

বাল্যকাল গিরে আসে যেমন যৌবন,
যৌবনের পরে আসে বার্কিক্য যেমন,
সে রূপ অবস্থা-ভেদ সবণে কেবল,
তাহে নাহি মুগ্ধ হন পণ্ডিত সকল । ১৩
ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় বিষয়ে যখন,
শীত তাপ—সুখ দুঃখ উদয় তখন;
সুখ দুঃখ আসে সত্য, থাকে না আবার,
তাই সুখ-দুঃখ বোধ অনিত্য অসার ।
সহ কর অস্থায়ী সে উল্লাস বিধাদ,
তাহাদেব ধনীভূত হইলে প্রমাদ । ১৪

সম ভাবে সুখ দুঃখ করিয়া বহন,
হে অর্জুন, যেই জন ব্যথিত না হন,
অমরত্ব লাভ তিনি করেন নিশ্চয়—
ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দ ময় । ১৫
অনিত্য বিষয়, পার্থ, স্থানিচ্ছ-বিহীন,
নিত্য যাহা কভু তাহা না হয় বিলীন,
নিত্য আর অনিত্যের পরিণাম ফল,
দেখেছেন তবুদর্শী পণ্ডিত সকল । ১৬
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি রয়েছেন যিনি,
জানিবে জগতে মাত্র অবিদ্যাত্মী তিনি,
উৎপত্তি বিলয় শূন্য অব্যয় আত্মার
বিনাশ করিতে পারে, হেন সূক্ষ্ম কার ? ১৭
নিত্য আত্মা, দেহ তাঁর অনিত্য নিশ্চয়—
• যুদ্ধ কর, দেহনাশে কেন দুঃখোদয় ? ১৮

এই আত্মা হস্তা—সেই করে বিবেচনা,
 এই আত্মা হত হয় যাহার ধারণা,
 জানে না উভয়ে তারা । আত্মা সর্ব্বময়,
 কখনো করে না হত্যা, হত নাহি হয় । ১৯
 অন্য মৃত্যু নাহি তার, জন্মি এক বার
 হইবে না সমুৎপন্ন কিংবা পুনর্জন্ম ।
 পরিণাম-শূন্য আত্মা, নাহি বৃদ্ধি ক্ষয় ;
 শরীর হইলে নষ্ট, বিনষ্ট না হয় । ২০
 জ্ঞানহীন, নিত্য আত্মা—জ্ঞানেন যে জন,
 কি রূপে কাহাকে তিনি করেন হনন ?
 দেহস্থিত আত্মা যদি নিত্য অবিনাশ—
 কারে দিয়া কারে তিনি করেন বিনাশ ? ২১

জীর্ণ বাস ছাড়ি যথা মানব-নিচয়
 নব বস্ত্র পরিধান করে, ধনঞ্জয়,
 সেই রূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার,
 নব কলেবর আত্মা ধরে পুনর্জন্ম । ২২

শত্রু নাহি করিবারে আত্মার ছেদন,
 বহি নাহি পারে তারে করিতে মনন;
 মলিলের সাধা নাই সিক্ত করিবারে,
 অনিলের শক্তি নাই শুষ্ক করে তারে ; ২৩
 ছিন্ন দগ্ধ সিক্ত শুষ্ক হইবার নয়,
 অনাঙ্গি ক্ষয় আত্মা নিত্য সর্ব্বময় । ২৪

অব্যক্ত, অচিন্ত্য আত্মা, চির নির্লিপ্ত,
 এই জানি কর পার্থ, শোক পরিহার । ২৫

নিত্য জন্মে, মরে আত্মা—মনে যদি হয়,
 তথাপি করিতে শোক পার না নিশ্চয়, ২৬
 মরিলেই জন্ম হয়, জন্মিলে মরণ !
 অনিবার্য এই কার্যো শোক কি কারণ ? ২৭
 আদিতে অব্যক্ত জীব, অব্যক্ত অশ্বতে,
 মধ্যোতে দু'দিন ব্যক্ত, দুঃখ কিবা তাতে ? ২৮
 কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ দেখেন আত্মার,
 কেহ বা আশ্চর্য্য অতি বলেন তাহার ;
 কেহ বা আত্মার কথা শুনি চমৎকার,—
 কেহ বা শুনিয়া তত্ব নাহি পায় তার । ২৯
 অর্জুন, অবধ্য আত্মা সর্ব দেহ ময়,—
 জীবগণ তরে দুঃখ করা কিছু নয় । ৩০
 তোমার স্বধর্ম দেখ—ধর্মযুক্ত হ'তে,
 ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ কিছু নাই এ জগতে । ৩১
 ধর্ম-যুদ্ধে হত বীর স্বর্গে চলি যান,
 তাই ধর্ম-যুক্ত স্বর্গ দ্বারের সমান ;
 অযাচিত হেন যুদ্ধ,—যুদ্ধ স্বর্গদ্বার ।
 ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়ের মাত্র অধিকার । ৩২
 যদি এই ধর্মযুক্ত নাহি কর,—তবে
 ছাড়িয়া স্বধর্ম কীর্ত্তি পাপভাগী হবে । ৩৩
 চির অপযশঃ তব ঘোষিবে সংসার,
 তা হ'তে মরণ শ্রেয়ঃ কি কহিব আর । ৩৪
 ভীকু তুমি—ভাবিবেন মহারথ গণ,
 সন্মান করিত যারা, হাসিবে তখন । ৩৫

শত্রুকুল নিন্দা করি সুলোকের কাছে,
কতই কহিবে ! দুঃখ তা হ'তে কি আছে ? ও
ধর্ম যুদ্ধে হত হ'লে স্বর্গে চলি যাবে,
অগ্নী হ'লে ধরাতলে রাজ্যস্থখ পাবে—
তাই বলি এই যুদ্ধ করাই নিশ্চয়,
রণে মন দৃঢ় করি উঠ ধনঞ্জয় । ৩৭

সুখ দুঃখ লাভালাভ অয় পরাজয়
সম ভাবি যুদ্ধ কর, নাহি পাপভয় । ৩৮

কহিলাগ পাত্ম-তত্ত্ব ; হে পার্থ, এখন
শুন কর্মযোগ, যাবে সংসার-বন্ধন । ৩৯
যোগ-অনুষ্ঠান কভু না হয় বিফল,
বিঘ্নশূন্য কর্মযোগ সতত সফল ;

ধনঞ্জয়, এ ধর্মের অন্ন আচরণে,
মহাভয় হ'তে ত্রাণ পায় প্রাণিগণে । ৪০
মানবের স্থিরবুদ্ধি এক পথে রয়,
সকাম জনের বুদ্ধি বহু পথে ধায় । ৪১

জ্ঞানহীন যারা পার্থ, শুধু রত রন
বেদের বাসানুবাদে, কামনায় মন,
স্বর্গ-স্বর্থে সার জ্ঞান “আর তত্ত্ব নাই”—
মধুমাখা কথা হেন কহেন মদাই,
ফল-আশে মুগ্ধ যারা শুনি যথা তথা
স্বর্গ-সুখপ্রদ যত যজ্ঞাদির কথা,
আপাততঃ রমণীয় বিষ-লতা মত,
স্বর্গফল-কথা শুনি যারা মোহগত ;

ভোগস্থখে যাহাদের মন সদা ধায়,
 তাঁদের চঞ্চল বুদ্ধি সমাধি না পায় । ৪২—৪৪
 সকাম কর্মের ফল বেদেতে প্রকাশ,—
 পরিত্যাগ কর পার্থ, কর্মফল-আশা ।
 শীত-তাপে সুখ-দুঃখে সম ভাবে থাক ;
 চৈতন্য-স্বরূপ ত্রয়ে মন স্থির রাখ ।
 অলব্ধ পদার্থ লাভে যত নাহি লও,
 প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা তরে ব্যস্ত নাহি হও ।
 আসক্তি-রহিত হও সর্ব অবস্থায়,—
 কর্মযোগ-তত্ত্ব এই কহিলু তোমায় । ৪৫
 ,সালিলে প্রাবিত হয় বসুধা যখন,
 ক্ষুদ্র জলাশয়ে আর কিবা প্রয়োজন ?
 সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে যার,
 বেদে প্রয়োজন আর নাহি থাকে তাঁর । ৪৬
 কর্মে তব অধিকার—কর্মফলে নয়,
 ফল আশে কর্মে যেন প্রবৃত্তি না হয় । ৪৭
 ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়-সঙ্গ যোগে মন রাখি,
 কার্যসিদ্ধি অসিদ্ধি বা, সম ভাবে দেখি,
 অহঙ্কার ত্যজি কর্ম কর সমুদয়,
 “সমস্তই” যোগ নামে উক্ত ধনঞ্জয় । ৪৮
 নিকৃষ্ট সকাম কর্ম, জ্ঞানযোগ হ’তে,
 কর্মযোগে জ্ঞানাপ্রয় কর বিধিযুক্ত,
 কুন্তীমূত, ঘূণিত সে ফলকামিগণ
 কর্মফল ত্যজি কর্ম যোগে দেহ মন । ৪৯

জ্ঞানযুক্ত যোগী ভবে পাপপুণ্য-জ্যাগী,
 হও তাই জ্ঞানগর্ভে কর্মযোগে যোগী ।
 কর্মের যে সুকৌশল যোগ বলে তার,
 গুরুর নিকটে নরে জানিবারে পায় । ৫০

জ্ঞানিগণ কর্মফল কভু নাহি চান,
 জগৎ বন্ধ মুক্ত হ'য়ে মোক্ষপদ পান । ৫১

দেহ অভিমান ছাড়ি তব বুদ্ধি যবে
 মোহের গহন দুর্গ অতিক্রমি যাবে,
 তখন তোমার হবে বৈরাগ্য উদয়—
 মনের বাসনা যত হইবে বিলয় ;
 সহজেই তুচ্ছ বোধ হবে সে সকল,
 শুনেছ যা, শুনিবে যা, কাম্যকর্ম-ফল । ৫২
 শুনিয়া বেদের ব্যাখ্যা বিবিধ প্রকার,

কর্মফল-আশে বুদ্ধি চঞ্চল তোমার,
 সেই বিচলিত বুদ্ধি, অভ্যাস কাবণ,
 ঈশ্বরে নিশ্চল ভাবে থাকিবে যখন,
 অত্র দিকে মন যবে নাহি যাবে আর,
 তখন সে যোগ লাভ হইবে তোমার । ৫৩

অর্জুন কহিলেন,—

কেমন সে সমাধিস্থ “স্থিরবুদ্ধি” জন ?
 কেশব, কৃপায় কহ, কি তাঁর লক্ষণ ?
 কি রূপ বচন তাঁর, কি রূপ বা স্থিতি-?
 স্থিরবুদ্ধি মানবের কি রূপ বা গতি ? ৫৪

শ্রীভগবান কহিলেন,—

মনের কামনা বৃত করিয়া বর্জন,
অন্তরে অন্তরে করি আত্ম দর্শন,
আপনা আপনি তুষ্ট—আত্মারাম হ'লে,
তখন সে যোগিবরে “স্থিরবুদ্ধি” বসে । ৫৫
হৃৎথে স্থির, সুখেতেও স্পৃহাশূণ্য যিনি,
রাগ ভয় ক্রোধহীন—“স্থিরবুদ্ধি” তিনি । ৫৬
ইষ্ট বা অনিষ্ট হ'লে তুষ্ট রুষ্ট নয়,
হেন অনাবদ্ধ জনে “স্থিরবুদ্ধি” কয় । ৫৭

শত্রু সমাগম জানি কচ্ছপ যেমন
আপন চরণ-কব করে আকুঞ্চন,
তেমতি ইন্দ্রিয়গণে সংযম যে করে,
স্থিরবুদ্ধি বলা যায় সেই যোগিবরে । ৫৮

অজ্ঞানী ইন্দ্রিয়-কর্ম্যে বিরত যখন,
ইন্দ্রিয়ের কর্ম্য শুধু থাকেনা তখন,—
ভোগ-অভিলাষ শূণ্য তাহে নাহি হয়,
ইন্দ্রিয়-আসক্তি মনে গুপ্ত ভাবে রয়,
কিন্তু সেই পরমাত্মা করিয়া দর্শন,
ভোগ-বাহ্যশূণ্য হয় স্থিরবুদ্ধিমন । ৫৯

যত্নশীল মোক্ষার্থীয়ে করি পরাজয়
দ্রুত ইন্দ্রিয়গণ মন হরি লয় । ৬০

সংযত করিয়া সেই ইন্দ্রিয় নিকরে

আত্ম-পবায়ণ যোগী অবস্থান করে,—

দুঃখস্ত ইচ্ছয়গণ বশীভূত যাব,
কুরুবীব, বুদ্ধি স্থিব হইয়াছে তাব । ৬১

বিসয়ে ভাবনা যার আসক্ত সে হয়,
আসক্তিতে অচিবাৎ কামনা উদয়,
কামনাতে ক্রোধ জন্মে, যেই বাধা পায়,
ক্রোধে মোহ, মোহে ভ্রম, ভ্রমে বুদ্ধি যায়,
বুদ্ধিনাশে তুলা হয় জীবন মরণ ;
স যত ইচ্ছিয় ভোগ পাতিব সদন । ৬২—৬৪

সর্ব ছঃখ যায় হ'লে চিত্ত-প্রসাদন,
স্থিরবুদ্ধি হয় শীঘ্র স্প্রসন্ন মন । ৬৫

জিতে'দ্রিয় নহে যে, সে আত্মবুদ্ধি হারা,
আত্মধ্যান শূন্য সেই—ধ্যানশূন্য যাবা,
তাহাদের শান্তিলাভ আশা কবা বৃথা,
শান্তিহীন হৃদয়ের শ্লথ আছে কোথা ? ৬৬

সমুদ্রে তুফান তুলি প্রচণ্ড পবন
যেমন ডুবায় তবি,—সেই রূপ মন
যে দুঃখ ইচ্ছিয়ের সাথে সাথে ধায়,
সে তোরে সংসার-নীরে অচিরে ডুবায় । ৬৭

এ হেন ইচ্ছিয় যার হয় বশীভূত,
সকল বিষয়ে তার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত । ৬৮

সর্ব জীব দেখে যাহা নিশাব মতন,
জিতে'দ্রিয় জন তাহে কবে জাগরণ ;
সর্ব জীব যে বিষয়ে থাকে জাগরিত,
আত্মদর্শী মুনি তাহে ত্যুর্কেন নিদ্রিত । ৬৯

পূর্ণকার অচঞ্চল অর্ণবে ধেমন
নানা জল প্রবেশিয়া হয় নিমগন,
তেমতি কামনা-স্রোত হৃদে যার চলে,—
চিত্ত স্থিতি থাকে কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টি বলে,
শান্তি-ধন পান তিনি, কুস্তীর কুমার,
কামনার দাস যেই, শান্তি কোথা তাব ? ৭০

উপেক্ষিয়া কাম্যবস্ত্র, অহঙ্কারহীন,
নিম্পৃহ, মমতাশূন্য যিনি চিরদিন,
পূর্ব কর্মবশে মাত্র ভোগাদিতে বত,
শান্তি সুখ লাভ তিনি করেন নিয়ত । ৭১

ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা এই গুন পার্থবীৰ,
ইহা লভি শুদ্ধমন পুরুষ সুধীর
সংসারের গাম্ভীর্য মোহ দেন বিসর্জন,
অস্তিম্বেও ইহাতেই পান ব্রহ্মধন । ৭২

ইতি সাংখ্যযোগ নামক
দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

কর্ম যোগ ।

অর্জুন কহিলেন,—

হে কেশব, বুঝিলাম তব অস্তিত্বপ্রাপ্ত,—
কর্ম হ'তে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয়,

তবে কেন মোরে কৃষ্ণ, ছাড়ি জ্ঞানযোগ,
ঘোবতর বুদ্ধ-কর্মে করিছ নিয়োগ ? ১

কভু কর্মে, কভু জ্ঞানে প্রশংসিছ তুমি,
বিবিধ বচনে তব বিমোহিত আমি ;
শ্রেয়োলাভ করি আমি যাহাতে এখন,
এমন একটি পথ কহ জনার্দন । ২

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

মোক্ষের সাধনে নিষ্ঠা ছুই ভাবে হয়,
বলেছি তোমায় আমি পূর্বে, ধনঞ্জয়—
জ্ঞানযোগে সেই নিষ্ঠা লভে জ্ঞানিগণ,
কর্মযোগে যোগিগণ মোক্ষ-পরায়ণ । ৩

কর্ম-অনুষ্ঠান বিনা, কহিছ, তোমারে,
কর্মশূন্য ভাব কেহ পায় না সংসারে ।
কর্মের আগতি, পার্থ, নাহি যদি যায়,
শুধু কর্মত্যাগে সিদ্ধি কেহ নাহি পায় । ৪

কর্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাক নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম আপনি করায় । ৫

ইন্দ্রিয় সংযত রাখি, ইন্দ্রিয়-বিষয়
স্বরণ যে করে, মূঢ় কপটী সে হয় । ৬

ইন্দ্রিয় সংযম কবি কর্ম করে যেই,
অনাসক্ত শুদ্ধচিত্ত প্রশংসিত সেই । ৭

‘অবশ্যকর্তব্য’ যাহা কর সে সকল,
কর্মত্যাগ হ’তে কর্ম করাই মঙ্গল ।

সৰ্বকৰ্মশূন্য হ'লে, পাৰ্থ, দিন দিন
জীবিকা নিৰ্বাহ ভবে হইবে কঠিন । ৮

ঈশ্বরের আরাধনা করিবার তরে,
যে সকল কৰ্ম নবে অনুষ্ঠান করে,
তাহা ভিন্ন অন্য কৰ্মে বন্ধন নিশ্চয়,—
ঈশ্বরেব তরে কৰ্ম কর ধনঞ্জয় । ৯

যজ্ঞ সহ প্রজাগণে করিয়া সৃজন,
কহিলেন প্রজাপতি,—শুন প্রজাগণ,
এ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হোক আত্মা তোমাদের,
ইহাতে অভীষ্ট লাভ হোক সকলের । ১০

দেবগণ তুষ্ট হন যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে,
তোমরা সকলে যজ্ঞ কর মনপ্রাণে ;
এই যজ্ঞে কর সবে দেবতা-বর্দ্ধন,
দেবগণ করিবেন মঙ্গল সাধন ;
পরস্পর সংবর্দ্ধন হোক তোমাদের,
পরস মঙ্গল তাহে হবে সকলের । ১১

যজ্ঞেতেই পরিতুষ্ট হ'লে দেবগণ,
করিবেন তোমাদের অভীষ্ট পূরণ ;
দেবদত্ত দ্রব্য দেবে না করি অর্পণ,
ভোগ করে যেই, তার চৌর্য্য আচরণ । ১২

যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভাগ করিয়া ভোজন,
সৰ্ব পাপ হ'তে মুক্ত হন মাধুগণ ;
'কিন্তু যারা পাক করে আপনার তরে,
পাপই ভোজন সেই পাপিগণ করে । ১৩

অন্ন হ'তে সমুৎপন্ন জীব সমুদয়,
 অন্ন জন্মে বৃষ্টি হ'তে, যজ্ঞে বৃষ্টি হয় ; ১৪
 কর্ম হ'তে যজ্ঞ হয় বেদ হ'তে কর্ম,
 ব্রহ্ম হ'তে বেদ, তাই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ;
 সর্বদাই সেই ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত,
 এই চক্র জানি জ্ঞানী ব্রহ্মে নিয়োজিত । ১৫
 এই চক্রে আবর্তন না করে যে জন,
 স্বেচ্ছাচাবৌ পাপময় বৃথা সে জীবন । ১৬
 আত্মাতেই রতি মতি তৃপ্তি ধার হয়,
 তাঁহার কর্তব্য কিছু নাহি ধনজয় ; ১৭
 করিলেও কোন কর্ম পুণ্য নাই তাঁর,
 না করিলে, বহিতে না হয় পাপ ভার ।
 ঐহিক বা পাবত্রিক কোন বিষয়েতে,
 কাহারো আশ্রয় তিনি না লন জগতে । ১৮
 তাই বলি, ফলাসক্তি করিয়া বর্জন,
 অর্জুন, কর্তব্য কর্ম কর সর্বক্ষণ ।
 অনাসক্ত চিত্তে করি কর্ম অনুষ্ঠান,
 সহজে মানবগণ মোক্ষপদ পান । ১৯
 পূবাকালে, শুন পার্থ, অনকাঙ্গি হবে
 কর্মযোগে জ্ঞানলাভ করিলেন ভবে ।
 যাহাতে স্বধর্ম রত হয় এ সংসার,
 হেন রূপে কর্ম করা কর্তব্য তোমার । ২০
 এ সংসারে যাহা কিছু করে শ্রেষ্ঠ জন,
 তাহা দেখি কর্ম করে লোক সাধারণ—



যাহাই কর্তব্য স্থিতি করে শ্রেষ্ঠ জনে,
অবাধে তাহাই কবে অত্র লোকগণে । ২১

অর্জুন, কিছুই নাই কর্তব্য আমার ;
ত্রিলোকে অপ্রাপ্ত মম কিবা আছে আর ?
পাইতে হইবে হেন বস্তু কিছু নাই ;
তথাপি কৰ্ম্মেতে আমি প্রবৃত্ত সদাই । ২২

অনলস ভাবে আমি,—শুন মতিমান,
নাহি যদি করি সদা কৰ্ম্ম অশুষ্ঠান,
তবে সৰ্ব্ব লোক করি আশ্রয় দর্শন,
সৰ্ব্বথা আমার পথে করিবে গমন । ২৩

আমি কৰ্ম্ম না করিলে নিখিল সংসার,
বিনষ্ট হইবে কৰ্ম্ম করি পবিত্রার,—
কৰ্ম্মলোপে ধৰ্ম্মলোপ, বর্ণলোপ তায়,
আমি হ'তে লোক নষ্ট জাতি-ব্রষ্টার ।
আমি কৰ্ম্ম না কবিলে, পার্থ, দিন দিন
আমিই সকল প্রজা করিব মলিন । ২৪

সৰ্ব্বদা আচরে কৰ্ম্ম অজ্ঞানী যেমন,
অনাসক্ত জ্ঞানী কৰ্ম্ম করিবে তেমন ;—
অধ্যক্ষ করিতে বস্তু সৰ্ব্ব সাধারণে,
সৰ্ব্বদা করিবে কৰ্ম্ম মুক্ত জ্ঞানিগণে । ২৫

করিবে না জ্ঞান তত্ত্ব কহিমা কেবল
কৰ্ম্মাসক্ত নির্বোধের বুদ্ধি বিগুজল ;
আপনি করিয়া কৰ্ম্ম, জ্ঞানিজন ভবে
কবিবেন কৰ্ম্মে রত অজ্ঞান মানবে । ২৬

প্রকৃতির গুণ এই ইন্দ্রিয় সকল
সর্বকর্ম সম্পাদন করিছে কেবল,—
অহঙ্কারে জ্ঞানহীন মায়াযুক্ত নব
“আমিই কর্মেব কর্তা” ভাবে নিরন্তর। ২৭

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে আত্মা লিপ্ত নয়,
আত্মা কভু নাহি করে কর্ম সমুদয়,—
গুণ আব কর্ম হ’তে আত্মাব ভিন্নতা
জ্ঞানেন যে জন, তাঁব অভিমান কোথা ?
“ইন্দ্রিয় কর্মেতে রত, আমি রত নয়”
এই জ্ঞানি হয় তাঁর অহঙ্কার লয়। ২৮

প্রকৃতির গুণে হায়, হ’য়ে জ্ঞান-হারী,
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সদা হইয়াছে যারী,
সে অজ্ঞান মন্দমতি মানবের মন
কবাবে না বিচলিত সর্বত্র যে জন। ২৯

আমাতেই মল কর্ম করি সমর্পণ,
আত্মায় স্থাপন করি অবিচল মন,
কামনা মমতা শোক পরিত্যাগ করি,
কব এই ধর্মযুক্ত কোরব-কেশবী। ৩০

মম বাক্যে প্রজ্ঞাবান্ দোষ-দৃষ্টি হীন,
যাহাবা এ রূপে কর্ম করে চিব দিন,
কর্ম-বদ্ধ হ’তে মুক্ত তাহারাই হয়—
কর্ম করিয়াও তার কর্মে বদ্ধ নয়। ৩১

কিন্তু যারা দোষ দৃষ্টি করিয়া তাহাতে,
কর্ম অমুষ্ঠান নাহি করে হেঁচু মতে,

বিবেক-বিহীন সেই সকল মানব
জানভ্রষ্ট নষ্ট ভবে, জানিবে পাণ্ডব । ৩২
জানীবাও আপনাব প্রকৃতি যেমন,
সেইরূপ কর্ম সদা কবে আচরণ ;
আপন প্রকৃতি-বশে প্রাণিগণ চলে,
কি হবে ইন্দ্ৰিয় চাপি, নিষ্কাম না হ'লে ? ৩৩
আপনাব লাভে দৃষ্টি আছে ইন্দ্ৰিয়ের—
অনুকূলে অনুরাগ হয় তাহাদের ;
প্রতিকূলে যে সকলে লাভ নাহি পায়,
বিদ্বেষে ইন্দ্ৰিয় সব সে দিকে না যায় ;
আগিও না এ ভাবেব বশে, মহাভাগ,
মুক্তির নিবোধী এই হেথ অনুবাগ । ৩৪
সর্কাস-সুন্দর, পার্থ, পবধর্ম্য হ'তে
অঙ্গহীন স্বীয় ধর্ম্য শ্রেষ্ঠ এ অগতে ।
স্বধর্ম্যে নিধন শ্রেয়ঃ, শুন ধনঞ্জয়,
পবধর্ম্যে সর্কদাই আছে মহাভয় । ৩৫
অর্জুন কহিলেন—

পাপেব বাসনা মনে যদিও না করে,
তথাপি বলেতে যেন ধরি পুরুষেবে,
পাপ-পথে নিয়োজিত করে কোন জন ?—
রূপা করি কহ মোরে কংস-নিহন । ৩৬
শ্রীভগবান কহিলেন—

বাজোত্তরে জন্মে মনে “কামনা” দুর্জয়,—
কামনার বাধু হ'লে ক্রোধের উদয়—

সেই কাম ধনঞ্জয়, ধ্রুবি পুরুষেরে,
বল কবি পাপ-পথে আকর্ষণ কবে । ৩৭

ধূম বাশি বাথে যথা বহি সমাবৃত,
জরাযুক্ত গর্ত্ত যথা থাকে আববিত,
মলিনতা ঢাকে যথা বিমল দর্পণ,
কামনার আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন তেমন । ৩৮

জ্ঞানীব সতত শত্রু নিত্য-অপূরণ
কামনাই করে দিয়া জ্ঞানে আচ্ছাদন । ৩৯
মন বুদ্ধি ইন্দ্రిয়েতে কামনার স্থান,
তাই সে তা দেব দিয়া আচ্ছাদিয়া জ্ঞান,
ইন্দ্రిয়ের ছলনায় ভুলাইয়া নবে,
বিষয় বাসনা দিয়া বিমোহিত কবে । ৪০

তাই আগে জাম্য কবি ইন্দ্రిয়-নিচয়,
পাপক্লপী সে কামনা কব পরাজয়,
সেই কবে—মানবেব হৃদে কবি বাস—
শাস্ত্রজ্ঞান আত্মজ্ঞান উভয় বিনাশ । ৪১

দেহ হ'তে শ্রেষ্ঠ, পার্থ, ইন্দ্రిয় সকল,
ইন্দ্రిয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনই কেবল;
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কুন্তীব কুমার,
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি আত্মা নাম তাঁব । ৪২

হেন রূপে, মহাবাহো, আত্মাকে জানিয়া,
স্থিরবুদ্ধি বশে মন নিশ্চল করিয়া,
বিষয় কামনা-অবি কর পরাজয় !—
কর্মযোগ-গুণতত্ত্ব এই ধনঞ্জয় । ৪৩

ইতি কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

জ্ঞান যোগ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

এই যে অক্ষয় যোগ, শুনিলে যা তুমি,
অর্জুন, সূর্য্যকে পূর্বে বলিয়াছি আমি ;
স্বপুত্র মনুকে সূর্য্য কহিলা সাদরে,
পুত্র ইক্ষ্বাকুকে মনু বলিলেন পরে । ১
এই রূপে ক্রমে ক্রমে রাজ-ঋষিগণ,
পবম্পরা-প্রাপ্ত যোগ অবগত হন ;
এ ভবে, কোরব-রবি ক্রমে কালবশে
সেই যোগ হইয়াছে নষ্ট অবশেষে । ২
আমার পরম ভক্ত, সখা তুমি মম,
তাই সেই পুরাতন যোগ নিরূপম
কহিলু তোমায় আজ—নাহি কহি সবে—
এই গুঢ় তত্ত্ব সখে সর্ব্বোত্তম ভবে । ৩

অর্জুন কহিলেন,—

পূর্বেই সূর্য্যের জন্ম, তব জন্ম পরে,—
সূর্য্যকে কহিলে, কৃষ্ণ, যোগ কি প্রকাবে ? ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

‘তোমার আমার, পার্থ, বহু জন্ম গত,—
সে সব না জান তুমি, আমি অবগত । ৫

জগহীন অবিনাশী সৰ্ব্ব-ভূতেশ্বর
 হইয়াও আমি, দেখ পার্থ ধনুর্দ্ধব,
 শ্রীম প্রকৃতিরে ধরি, আত্মমায়ী-বলে,
 আসিয়া উদ্ভব ভবে হই স্নকোশলে । ৬
 ধর্ম-হানি, পাপ-বৃদ্ধি যখন যখন,
 আবির্ভূত হই আমি, অর্জুন তখন ; ৭
 সাধুদের পায়তাল দান কবিতাবে,
 পাপীদের ধ্বংস-নীতি সাধনেব তবে,
 ধনঞ্জয়, ধর্ম-ধন স্থাপন করিতে,
 যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অবনীতে । ৮
 হেন জগা, কর্ম মম, যথার্থ যে জানে,
 আমাকেহ পায় পার্থ, দেহ অবসানে । ৯
 রাগ-ভয়-ক্রোধ হীন আত্ম পরায়ণ,
 আমাব আশ্রয়ে জ্ঞান-তপে শুদ্ধ মন,
 এমন অনেক জন—পাপশূন্য যারা,
 যথার্থ আমাব ভাব পাইয়াছে তারা । ১০
 যে ভাবে যে জন করে ভজন আমার,
 সেই ভাবে অনুগ্রহ করি আমি তায় ।
 মকাম, নিষ্কাম পূজা—যে কবে যেমন,
 সর্বথা আমার পথে কবে আগমন । ১১

ইহ লোকে কাম্য কর্মে সিদ্ধি চায় যারা,
 অনিশ্চিত ফল-আশে দেব পূজে তারা ;
 নিষ্কাম কর্মেতে সিদ্ধি হয় স্ননিশ্চয়,—
 অক্ষয় পরমানন্দ সঙ্গব উদয় । ১২

জ্ঞান আর কর্ম দেখি করিয়া বিভাগ,
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারিভাগ,
 এই চারি বর্ণ আমি কবোছ ধার্য,
 কর্তা হইয়াও আমি লিপ্ত নহি ভায় । ১৩
 কর্মোত্তে আসক্তি মম নাহি ধনঞ্জয়,
 কস্মফলো কোন কালে স্পৃহা নাহি হয়,—
 এই রূপ ভাব মম অবগত যিনি,
 কর্ম করি কস্মে বদ্ধ নাহি হন তিনি । ১৪
 এ রূপ কর্মের ভাব জানি অমুক্তন,
 পূর্বকালে যোগী যত মোক্ষ-পরায়ণ,
 তাঁহাবাও করেছেন কস্ম সমুদয়,
 তুমিও এখন তাই কব ধনঞ্জয়,—
 সেই রূপ কস্ম কব, কবিতা যেমন
 জনকাদি পূর্বতন মহা ঋষিগণ । ১৫

কিবা কর্ম, কি অকর্ম—পণ্ডিত সকল
 না পাবি করিতে স্থির, বিহ্বল কেবল !
 যে কর্ম জানিলে হবে বিমুক্ত-বন্ধন,
 সে কর্ম তোমায়, পার্থ, বলিব এখন । ১৬
 ‘কর্মই’ নিকাম কর্ম—বুঝা চাই তারে,
 ‘বিকর্ম’—কর্মের ত্যাগ বুঝিবে সংসারে ;
 ‘অকর্ম’—সকাম বাহা করে জ্ঞানহীন,
 নিগূঢ় কর্মের গতি বুঝিতে কঠিন । ১৭
 কর্মোত্তে অকর্ম যেই কবে দরশন,
 অকর্মোত্তে কর্ম আব দেখে যেই জন,

সেই বুদ্ধিমান্ ভবে, জ্ঞান-অধিকারী,
সৰ্ব কৰ্ম্ম করিয়াও নিলিখু সংসারী,—
ব্রহ্মে থাকি কৰ্ম্ম কবে নিষ্কাম ধীমান্,
কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম তার কাছে সকল সমান । ১৮

কামনা-সঙ্কলহীন সৰ্ব কৰ্ম্ম যাব,
জ্ঞানানলে কৰ্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে আর,
পণ্ডিত বলেন তাঁকে জ্ঞানবান্ হবে,—
পাণ্ডব, পণ্ডিত তিনি যথার্থই ভবে । ১৯
নিরাশ্রয়, নিত্যভূত, বাঞ্ছাশূন্য যিনি,
কৰ্ম্ম কবিলেও পার্থ, কৰ্ম্মশূন্য তিনি । ২০
নিষ্কাম, সংগ্রহ-ত্যাগী সংযমী যে জন,
দেহ রক্ষা হেতু কৰ্ম্মে পানী নাহি হন । ২১

সাগাত্রে সন্তুষ্ট আর ভেদজ্ঞান-হীন,
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদ-বিহীন,
শত্রুশূন্য সদা যিনি, পাণ্ডুর নন্দন,
সৰ্ব কৰ্ম্ম করিয়াও বদ্ধ নাহি হন । ২২
নিষ্কাম, জ্ঞানস্থ, মুক্ত সাধু সদাশিব,
ঈশ্বরার্থে কৰ্ম্ম কবে—কৰ্ম্ম পার লয় । ২৩

যজ্ঞ পাত্রে ঘূতে ধার ব্রহ্মবোধ হয়,
বহ্নিতে ব্রহ্মেব হোম—দেখে ব্রহ্মময়,
ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাঁর ব্রহ্মে লক্ষ্য বাধি,
সৰ্বদাই ব্রহ্মকৰ্ম্ম সমাধিতে থাকি । ২৪

দৈবযজ্ঞ করে কেহ ; অল্প যোগিগণ
ব্রহ্ম-অগ্নিতেই করে যজ্ঞ সম্পাদন ; ২৫

কোন কোন যোগী, পার্থ, বসি হোম করে,
 সংযম-অনলে ফেলি ইন্দ্রিয়-নিকবে ;
 কেহ কেহ শব্দ-স্পর্শ—ইন্দ্রিয়-বিষয়
 ইন্দ্রিয়েতে বাধি মান অনাসক্ত হয় । ২৬
 ইন্দ্রিয়েব যে যে কর্ম সেই সমুদয়,
 প্রাণবায়ু আগে আর যে যে কর্ম হয়,
 সমস্ত অর্পণ কেহ কবে শূকোশলে,
 জ্ঞানের প্রভাবে আত্মসংযম-অনলে । ২৭
 দান তপে বত কেহ, কেহ যোগী হয়,
 সুসংযত , ত যত ব্রহ্ম জ্ঞানময় । ২৮
 নিশ্বাসেব উদ্ধগতি—‘প্রাণ’ বলে তায়,
 ‘অপান’ নামেতে ধাম অধোদিকে ধায়—
 উর্দ্ধ-অধোগতি স্থিতি হম যে প্রায়ার,
 অপূর্ণ সে ক্রিয়া—বলে প্রাণায়াম তায় ;
 হেন প্রাণায়াম কেহ আচরণ করে,
 ইন্দ্রিয় সংযমে কেহ আগে প্রাণ ধবে ;
 সঙ্গুৎকব উপদেশে জানিবে সে সব,
 গ্রন্থ পাঠে সেই তত্ত্ব জানা অসম্ভব । ২৯
 যজ্ঞ কারি পাপশূন্য হেন সাধুগণ
 কবেন যজ্ঞের শেষ অমৃত গ্রহণ ;
 যজ্ঞ-ফল সে অমৃত লভি সযতনে,
 প্রাপ্ত হন সনাতন পরব্রহ্ম-ধনে । ৩০
 কি কহিব যজ্ঞহীন মানবেব কথা,
 ইহলোক নষ্ট তার—পরলোক কোথা ? ৩১

ব্রহ্মজ্ঞের মুখে ব্যক্ত • বহু যজ্ঞবিধি,
 কৰ্ম্মের সাধন তাহা, কুরুকুলনিধি ;—
 হেন জ্ঞানি জ্ঞাননিষ্ঠ হইবে যখন,
 সংসার বন্ধন তব ঘুচিবে তখন । ৩২
 জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, পার্থ, জ্ঞান যজ্ঞ হ'তে,
 জ্ঞানেতেই কৰ্ম্ম শেষ, জ্ঞান ভাল মতে । ৩৩
 তত্ত্বদর্শিগণে তুমি প্রাণপাত কবি,
 সেবা কর তাঁহাদেব আজ্ঞা শিরে ধবি ;
 জিজ্ঞাসা সন্দেহ যত অন্তরে উদয়,
 তত্ত্ব-উপদেশ তাঁরা দিবেন নিশ্চয় । ৩৪
 সেই জ্ঞান অবগত হ'লে একবার,
 পুনঃ হেন মোহ, পার্থ, হবে না তোমার ;
 আত্মাতে আত্মাতে শেষে জ্ঞানের নয়নে,
 দেখিবে অশেষরূপে সৰ্ব্ব ভূতগণে । ৩৫
 সৰ্ব্বপাপী হ'তে যদি হও পাপাচার,
 জ্ঞান-তরি ধবি যাবে পাপার্ণব-পার । ৩৬
 জলস্ত অনল যথা কাষ্ঠ হবে ক্ষয়,
 জ্ঞানানলে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ভস্মীভূত হয় । ৩৭
 পবিত্র কিছুই নাই জ্ঞানের সমান,
 কৰ্ম্মযোগী যথাকালে পান আত্ম-জ্ঞান । ৩৮
 শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় একনিষ্ঠ জন
 জ্ঞান লভি অচিরে মোক্ষ প্রাপ্ত হন । ৩৯
 অজ্ঞানী সন্দেহী আব শ্রদ্ধাহীন নর
 না পায় অভীষ্ট ফল, নষ্ট অতঃপর !

তার মধ্যে যার, পার্থ, সন্দেহ সদাই,
 ইহ পবলোক, সুখ, কিছু তার নাই । ৪০
 যোগ-পথে ক'য় যার আত্মাতে অর্পিত,
 সকল সন্দেহ যাব জ্ঞানে নিশেঃষিত,
 হে বীবেদ্র, জিতেন্দ্রিয় বিশ্বজয়ী তারে
 সংসারের কর্ণে কভু বান্ধিতে কি পাবে ? ৪১
 তাই বলি বীব-দর্পে উঠ ধনঞ্জয়,
 অজ্ঞানের ফল এই মনের 'সংশয়'
 জ্ঞানরূপ খজাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
 ধব ক'য়যোগ, উঠ পাণ্ডব-কেশবী । ৪২
 ইতি জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

কর্মা-সন্ন্যাস যোগ ।

অর্জুন কহিলেন,—

কর্মাত্যাগ উপদেশ, দিয়া মোরে সুযীকেশ,
 কর্মযোগ কহিছ আবার ;—
 একটি নিশ্চয় করি কহ রূপাময় ত্রি,
 শ্রেয়ঃ যাহা হইবে আমার । ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

যেই রূপ কর্মাত্যাগে, সেই রূপ কর্মযোগে,
 মুক্তি হয় নাপি কর্মভোগ,

আগে না কবিলে কর্ম হয় না সন্ন্যাস-ধর্ম,
ত্যাগ হ'তে ভাল কর্মযোগ । ২

নাহি কর্মফল-আশা, নাহি মনে দ্বেষ হিংসা
এই রূপ কর্মযোগী যিনি,
তিনিই সন্ন্যাসী নিত্য, তিনি কর্মত্যাগী মতা
অনায়াসে মুক্তি পান তিনি । ৩

জ্ঞানযোগ একরূপ, কর্মযোগ অনুরূপ,
অজ্ঞানীও কথা এ সকল ;
জ্ঞানিগণ এই বলে— একটি সাধন হ'লে,
তা'হে ফলে উভয়ের ফল । ৪

জ্ঞাননিষ্ঠ কর্মত্যাগী, হন সেই ফলভাগী,
কর্মযোগী সেই ফল পান ;
জ্ঞানে কন্মে ভিন্ন নয়, হেন যাব দৃষ্টি হয়,
স্বস্বদর্শী সেই মতিমান । ৫

কর্ম বিনা ধনঞ্জয়, সন্ন্যাস সম্ভব নয়,
কর্মযোগী পান ত্যাগ-ফল ;
কর্মযোগে যোগী যিনি, অর্জুন, অচিরে তিনি
পান ব্রহ্মজ্ঞান নিরমল । ৬

আত্মজয়ী যোগযুত, জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত,
সর্বস্বর্ষবে আত্মা আছে যার,
স্থির রাখি আত্মধর্ম, করিয়াও সর্ব কর্ম,
কর্মের বন্ধন নাহি তার । ৭

ব্রহ্মে যুক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানী কর্মযোগে যোগী যিনি,
দেখিয়া শুনিয়া পবনিতা,

ভোজন গমন ঘ্রাণ, • নিজা খাস বাক্যদান,
 ত্যাগ আর গ্রহণ করিয়া,
 উন্মীলিত নিমীলিত, করি নেত্র স্বভাবতঃ,
 মনেতে জানেন এই সাব,—
 ইন্দ্রিয়ের কর্মে বত, রমেছে ইন্দ্রিয় যত,
 কিছুই করি না আমি তার । ৮,৯
 ফল-আশা পরিহরি, ঈশ্বরে সমর্পণ করি,
 সর্ব কর্ম করেন যে জন,
 পাপে নাহি হন লিপ্ত, নলিলে হইয়া সিন্ধু
 পদ্মপত্র নির্লিপ্ত যেমন । ১০
 কর্মের আসক্তি-হার। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা
 বুদ্ধি সহ দিয়া দেহ মন,
 কর্মফল ফেলি দূবে, শুধু চিত্ত-শুদ্ধি তরে,
 যোগিগণ কর্ম-পরায়ণ । ১১
 যুক্তযোগী কর্ম করি, কর্মফল পরিহরি,
 ব্রহ্মনিষ্ঠা-শাস্তি মনে রাখে,
 অযুক্ত যে জন হয়, আসক্ত সে কামনার,
 কর্মের বন্ধনে বাধা থাকে । ১২
 মুখে যোগী বাস করে, নবদ্বার দেহপুরে,
 অন্তরেতে কর্ম চেতয়গিয়া,
 জ্ঞান আছে সর্বদাই— তাঁব কোন কর্ম নাই,
 কিছু না করান কারে দিয়া । ১৩
 জীবের কর্তৃত্ব তার, যত কর্ম দেখ আর,
 কর্ম-ফল দেখিতেছ যত,

বিভু নাহি দেন তাহা, “কর্ত্তা কৰ্ম্ম” দেখে যাহা,
জীবের স্বভাব ওই মত । ১৪

বিকার-রহিত বিভু, তিনি না কাহাবো কভু,
পাপপুণ্য লন এ সংসারে,
অজ্ঞানেতে জ্ঞান ঢাকা, পাপপুণ্য-মবীচিকা,
দেখি জীব ভ্রান্ত অহঙ্কারে । ১৫

যাঁদের জনমে জ্ঞান, দূরে যায় সে অজ্ঞান,
তাঁহাদের জ্ঞানে ধনঞ্জয়,
প্রকাশিত পবনাত্মা, আদিত্য উদয়ে যথা
প্রকাশিত সৃষ্টি সমুদয় । ১৬

আত্মাতেই বুদ্ধি আব আত্মগত চিত্ত যার
আত্ম-নিষ্ঠ আত্ম-পরায়ণ,—
জ্ঞানের সলিলে আর পাপতাপ ধৌত যার,
মুক্তিলাভ করে সেই জন । ১৭

যথার্থ পণ্ডিত যাবা, ভেদ-জ্ঞানশূন্য তাঁরা
দেখিছেন সব এক প্রাণ,—

‘বিজ্ঞাবান্ ব্রাহ্মণেতে, নবাবদম চণ্ডালেতে,
গাভী কবী কুকুবে সমান । ১৮

সাম্যভাবে মন যাব, সংসারেই থাকি তাঁর,
হইয়াছে সংসার বিজয় ;

ব্রহ্মই সর্বত্র সম, তাই তাঁর ঘুচে ভ্রম,
সাম্যময় ব্রহ্মভাব হয় । ১৯

ব্রহ্মে থাকি ব্রহ্মে জানি, স্থিরবুদ্ধি হন যিনি,
মোহ হীন সেই নরবর,

ইষ্ট লাভে হৃষ্ট নন, • অনিষ্টে না ক্ষুণ্ণ হন,

চিদানন্দে থাকি নিবস্তুর । ২০

ইন্দ্রিয়-বিষয়ে নিত্য, অনাসক্ত যাব চিত্ত,

আত্ম-সুখ পায় সেই জন,

ব্রহ্মযোগে তিনি যুক্ত, সংসাবে হইয়া মুক্ত,

অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হন । ২১.

বিষয়েতে সুখ বাহা, দুঃখেব কাবণ তাহা,

হয়, যায়, থাকে না সে সব,

তাই জানি জ্ঞানিজন তাহে নাহি রত হন,—

কণস্থায়ী বিষয় বৈভব । ২২

যাবৎ না মৃত্যু হয়, এ জীবনে ধনঞ্জয়,

কামক্রোধ-বেগ সাগর কাবি,

যে জন থাকিতে পারে, সেই সুখী এ সংসাবে

ব্রহ্মে যুক্ত দিবা বিভাববী । ২৩

আত্মাতে আরাম যার, আত্মাতেই সুখ আর,

আত্মাতেই দৃষ্টি যার হয়,

ব্রহ্মে করি অবস্থান, নির্বাণ-আনন্দ পান,

সদা হন চিদানন্দময় । ২৪

সাধনেতে পাপ ক্ষীণ, হইয়া সংশয় হীন,

সৰ্বভূত-হিত যারা চান,

সত্যত সংযত-চিত, হেন মুনি ঋষি যত,

ব্রহ্মেতে নির্বাণ-শান্তি পান । ২৫

কাম ক্রোধ হ'তে মুক্ত, সংযত যাদের চিত্ত,

• আত্মতত্ত্ব-জ্ঞাত যতিগণ,

এই দেহে ইহলোকে, দেহান্তেও পরলোকে,
ব্রহ্মতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন । ২৬

রূপ রস আদি যত, বাহ্য বস্তু নানা মত,
সে সকল বাহিরে ফেলিয়া,

ক্রোধের মধ্যস্থানে, নেত্রদ্বয় সম্বন্ধে

স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া,—

শ্বাস যবে উর্দ্ধে যায়, প্রাণ বায়ু বলে তায়,
অধঃ হ'লে নাম সে অপান,

সেই প্রাণ অপানেরে, নাসিকার অভ্যন্তরে,
স্থিরভাবে করিয়া সমান,

মন বৃদ্ধি ইন্দ্রিয়েরে, সংযত করিয়া ধীরে,
ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধশৃঙ্খল যিনি,

মোক্ষে লক্ষ্য নিরন্তর, রাখেন যে মুনিবর,
জীবনেই সদামুক্ত তিনি । ২৭, ২৮

আমাকেই যজ্ঞেশ্বর, আমাকেই যোগেশ্বর,
সর্বলোক-মহেশ্বর মানি,

দিয়া তিনি মন প্রাণ, আমাতেই শান্তি পান,—
জীবের পরম বন্ধু জানি । ২৯

ইতি কর্মসন্ন্যাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

অভ্যাস যোগ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

কৰ্মফল যিনি সদা উপেক্ষা করিয়া,
নিম্নত করেন কৰ্ম কর্তব্য বলিয়া,
তিনিহে সন্ন্যাসী সত্য অনিত্য সংসারে,
হে পার্থ, যথার্থ যোগী জানিবে তাঁহারে ;
অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞ কৰ্ম করি পরিহার,
জীবের হিতের কার্য ত্যাগ করি আর,—
শুধু কৰ্ম ছাড়ি সাধু সন্ন্যাসী যে হয়,
যথার্থ সন্ন্যাসী যোগী সে ত কভু নয় । ১
'কৰ্মফল ত্যাগ' যাহা তাহাই সন্ন্যাস,
যোগ বলি তাহা পার্থ, করিবে বিশ্বাস ।
ফলের কামনা নাহি ত্যজেছেন যিনি,
হে ফাস্তনি, যোগী কভু নাহি হন তিনি । ২
জ্ঞান-যোগে তাপসের বাসনা যখন,
কৰ্মের সোপানে ক্রমে করে আরোহণ,
হে কুরুনন্দন, তাই বলে সাধুগণ—
সংসারে কৰ্মই জ্ঞান লাভের কারণ ।
কৰ্ম-অবসানে শান্তি সমাধি হইলে,
তখন সে মুনিবরে 'যোগীকৃত' বলে ;

‘কর্ম-অবসান’ মাত্র জানিবে তখন,
 ‘যোগাক্রম’ হইবার নিগূঢ় কারণ। ৩
 ইন্দ্রিয়ের স্খলভোগ বিষয় অণার,
 সেই ভোগ সাধনের কর্ম যত আর,
 সে সকলে অনুরাগ না করেন যিনি,
 সকল সংকল্পত্যাগী ‘যোগাক্রম’ তিনি। ৪

চঞ্চল হইলে আত্মা ‘মন’ বলে তার,
 অবিচল হলে মন ‘আত্মা’ বলা যায়;
 স্থির আত্মা দিয়া তাই চঞ্চল আত্মার,
 গুরু-উপদেশে, পার্থ, করিবে উদ্ধার;
 যে কার্য্য করিলে হয় আত্মার পতন,
 করিও না হেন কার্য্য কুন্তীর নন্দন;
 সংসারে আত্মাই হন, আত্মার বান্ধব,
 আত্মাই আত্মার রিপু, জানিবে পাণ্ডব। ৫
 আত্মা দিয়া যিনি আত্মা করেছেন জয়,
 আত্মাই তাঁহার বন্ধু হন নিঃসংশয়।
 আপনার আত্মা যার আত্মবশে নয়,
 আত্মাই তাঁহার পক্ষে শত্রুবৎ হয়। ৬
 নীত তাপে, স্খল হুঃখে, মান অপমানে,
 প্রশান্ত সংযমী মাত্র রহে আত্ম-ধ্যানে। ৭

আচার্য্যের উপদেশে লাভ হয় জ্ঞান,
 প্রত্যক্ষ দেখিয়া, পার্থ, জনমে বিজ্ঞান—
 এ জ্ঞান বিজ্ঞানে যার পরিতৃপ্ত মন,
 ত্রিতেন্দ্রিয় নির্জিকার যেই যোগিজ্ঞান,

যুক্তিকা পাষাণে স্পর্শে সমদৃষ্টি য়ার,
 হে অর্জুন, যুক্তযোগী নাম হয় তাঁর । ৮
 স্বভাব-হিতৈষী, আর মিত্র মেহকারী,
 উদাসীন, দেয়া, বন্ধু, মধ্যস্থ, কি অরি,
 সাধু, পাপী, সর্বজনে সম বুদ্ধি য়ার,
 তিনিই প্রশংসনীয়, কুস্তীর কুমার । ৯

একাকী একান্তে বসি যোগী সর্বক্ষণ,
 সম্বতনে দেহ মন করি সংযমন,
 বাহ্য ছাড়ি, সর্ব চিন্তা করি পরিহার,
 অবিচল করিবেন মন আপনার । ১০
 কুণের উপরে চর্ম্ম করিয়া স্থাপন,
 তাহার উপরে বস্ত্র করি আচ্ছাদন,
 পবিত্র স্থানেতে স্থির আসন করিবে,
 অতি উচ্চ কিংবা অতি নীচ না হইবে ; ১১
 তাহে বসি করি চিত্ত একাগ্র, সংযত,
 আত্ম-শুদ্ধি তরে হবে যোগাভ্যাসে রত । ১২
 দেহ-মধ্য, শির, গ্রীবা করিয়া সরল,
 দৃঢ় যত্নে রহিবেন হইয়া নিশ্চল,
 নাসামূলে ক্রম্যের মাঝে দৃষ্টি রাখি,
 স্থির নেত্রে, অন্ত দিকে কিছু নাহি দেখি, ১৩
 হইয়া প্রশান্ত-আত্মা, ভীতি পরিহারি,
 যতনে রহিবে ব্রহ্ম-চারি-ব্রত ধরি,
 সংযত গানস করি আগাতে অর্পণ,
 আঘাতেই যুক্ত ভাবে হবে যোগিজ্ঞান । ১৪

চিত্তের চঞ্চল ভাব করি পরিহার,
 একপে আমাতে মন সমাহিত য়ার,
 নির্বোধের মূল শান্তি লাভ তাঁর হয়,
 যে শান্তি আমাতে সদা বিরাজিত রয় । ১৫

অত্যাহার, অনাহার, নিদ্রা অতিশয়,
 অতি আগরণ হ'লে যোগ নাহি হয় । ১৬
 নিত্য নিয়মিত য়ার আহার বিহার,
 সকল কর্মের চেষ্টা নিয়মিত য়ার,
 নিয়মিত হয় য়ার নিদ্রা আগরণ,
 যোগে হয় তাঁর সর্ব দুঃখ নিবারণ । ১৭

সংযত হইয়া চিত্ত আত্মগত য়ার,
 সর্ব কর্মে অপ্রাহু—‘যুক্ত’ নাম তাঁর । ১৮
 নির্বীত জ্বানের দীপ টলে না যেমন,
 সংযমী যোগীর চিত্তে স্থিরতা তেমন । ১৯
 অভ্যাসে যখন চিত্তে স্থিরতা উদয়,
 আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট অতিশয়,
 জ্ঞানগম্য চিদানন্দ উদয় যখন,—
 বাক্যাভীত অতীন্দ্রিয় স্থখে মগ্ন মন,
 আত্ম-দরশনে চিত্ত অবিচল থাকে,
 অপূর্ব অবস্থা সেই—যোগ বলে তাকে । ২০, ২১
 মধুময় যে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়,
 জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,
 মহা দুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর,
 অপূর্ব অবস্থা সেই—যোগ নাম তার । ২২

কষ্টসাধ্য বন্ধি যেন অযত্ন না হয়—
 কাতরতা-শূন্য চিত্ত করি ধনঞ্জয়,
 যোগের ব্যাঘাতকারী কামনা ছাড়িয়া,
 ইন্দ্রিয় সংযত করি মনোবল দিয়া,
 গুরু-উপদেশে বুদ্ধি করিয়া নিশ্চয়,
 করিবে সে যোগাভ্যাস, পাণ্ডুর তনয় । ২৩, ২৪
 ধারণা-বুদ্ধির বশে, হে শ্বেতবাহন;
 আত্মায় স্থির মন করিয়া স্থাপন,
 ক্রমশঃ প্রশান্ত হবে, ভুলিবে সংসার—
 কিছু মাত্র চিন্তা যেন নাহি আসে আর । ২৫
 স্বভাব-চঞ্চল মন অতীব অস্থির,
 যে যে বিষয়েতে ধার হইয়া অধীর,
 সে সব বিষয় হ'তে বলে ফিরাইয়া,
 রাখিবে আত্মার বশে সংযত করিয়া । ২৬
 নিষ্পাপ ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত হেন যোগিবর,
 রঞ্জনোত্তম হীন যিনি, প্রশান্ত অন্তর,
 নিত্য নিরমল সুখ সমাধি-জনিত,
 আপনা আপনি হয় তাঁহার আশ্রিত । ২৭
 রাখিতে রাখিতে ব্রহ্মে এই রূপে মন,
 পাপশূন্য হ'য়ে যোগী সুখে প্রাপ্ত হন
 ব্রহ্ম-পরশন-সুখ, আনন্দ অপার ।—
 নিত্য সত্য অমৃতের স্থির পারানার । ২৮
 আত্মাতেই ভূতগণ, আত্মা-সর্ব ভূতে,
 দেখেন সে যুক্ত যোগী সমদর্শনেতে । ২৯

সর্বত্রই আছি আমি, আমাতে সকল—
 ভাগ্যবান্ যেই জন দেখেন কেবল,
 তাঁহাব অদৃশ্য আমি নহি কদাচন,
 আমার অদৃশ্য তিনি কভু নাহি হন। ৩০
 সর্ব ভূতে অবস্থিত আমার যে জন
 ভেদ-জ্ঞান পরিহরি করেন ভজন,
 সকল বিষয় মাঝে থাকি বিদ্যমান,
 আমাতে কবেন তিনি সদা অবস্থান। ৩১
 যে জন দেখেন এই অনিত্য ধরায়,
 সর্ব জীবে সমভাব আত্ম-তুলনায়,
 সংসারের স্থখ দুঃখে সমদর্শী যিনি,
 হে ফাল্গুনি, জানি আমি যোগিশ্রেষ্ঠ তিনি। ৩২

অৰ্জুন কহিলেন,—

যেই সামাযোগ-কথা এখন আমার
 কহিলে নলিন-নাভ, অপার কৃপায়,
 নিশ্চল সে যোগভাব বুঝিতে না পারি,
 চঞ্চল আমার মন, গোবর্দ্ধন-ধারী। ৩৩
 অস্থির অঙ্গের মন কঠিন, লীপতি,
 দেহ আর ইন্দ্রিয়ের কোভকব অতি,
 মনে হয়—বাসুবশ কঠিন যেমন,
 এই মন বশে রাখা কঠিন তেমন। ৩৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন ধনঞ্জয়, মন একান্ত চুৰ্জয়,
 সর্বদা চঞ্চল তাহে নাহিক সংশয় ;

অভ্যাস বৈরাগ্য-বলে পারা যায় তার
—সংযত করিতে কিন্তু, কহিলু তোমায় । ৩৫
কৌন্তেয়, সতত আত্মা অসংযত যার,
কহিতেছি আমি—যোগ ছুপ্রাপ্য তাহার ।
আত্মা যার অনুক্ষণ আত্মবশে রয়,
যত্ন-বলে যোগ-রত্ন লাভ তার হয় । ৩৬

অর্জুন কহিলেন,—

যে জন প্রথমে যোগে শ্রদ্ধাবশে ব্রত,
শিথিল অভ্যাসে কিন্তু পরে বিচলিত,
যোগানন্দ না পাইয়া সেই মন্দগতি,
কোন গতি পাবে, ওহে অগতির গতি ? ৩৭
শ্রবণ আর গোক্ষ দুই দিক হারাইয়া,
পরব্রহ্ম-পথে হার, বিমুঢ় হইয়া,
সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হ'য়ে জনাৰ্দ্দিন,
ছিন্ন মেঘ সম নষ্ট হবে কি সে জন ? ৩৮
দুব কর, পীতাম্বর, সন্দেহ আমার,—
সংসারে সংশয় নাশ কে করিবে আর ? ৩৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

ইহ পরলোকে তাঁর না হয় নিধন,
দুর্গতি না পান, পার্থ, শুভকারী জন । ৪০
পুণ্যকারী নরনারী যেই লোক পায়,
বহু বর্ষ হর্ষে বাস করিয়া শুভায়,
পুনরায় করে সেই যোগব্রত জন
পবিত্র ধনীর গৃহে জনম গ্রহণ । ৪১

কিংবা জ্ঞানবান্ যোগি-ন কুলে জন্ম লয় ;
 জগতে হুল্লভ হেন জন্ম, ধনজয় । ৪২
 পূর্বজন্ম-জাত বুদ্ধি- যোগেতে তথায়,
 পুনঃ মোক্ষ লাভ তরে বহু যত্ন পায় । ৪৩
 নিষ্ঠা জন্মে আসি পূর্ব অভ্যাসেব বলে,
 বেদের অধিক ফল, যোগে ইচ্ছা হ'লে । ৪৪
 কিন্তু যত্নে ক্রমে ক্রমে বহু চেষ্টা করি,
 পাপশূণ্য হন যোগী যোগ পথ ধরি,
 হেন মতে বহু জন্ম করি অবসান,
 সাধনে সুসিদ্ধ হয়ে মোক্ষ পদ পান । ৪৫
 তপস্বী কি জ্ঞানী, কহ্যো,—কহিতেছি আমি,
 সর্ব হ'তে যোগী শ্রেষ্ঠ, যোগী হও তুমি । ৪৬
 একান্ত আশাতে যিনি দিয়া চিত্ত মন,
 প্রজ্ঞাবান্ হ'য়ে মম করেন ভজন,
 যোগিকুলে শ্রেষ্ঠ তিনি, কুন্তীর কুমার,
 আমার মনের মত, কি কহিব আর । ৪৭

ইতি অভ্যাস-যোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সপ্তম অধ্যায় ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

আমাতে নিবিষ্ট করি একনিষ্ঠ মন,
অর্জুন, যতনে দিলে যোগাত্ম্যাসে মন,
সকল সংশয় নাশি সমগ্র আমার
যে রূপে জানিতে পাবে, কহি তা তোমায় । ১
সপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান বলিতেছি সার,—
জানিলে, জানিতে কিছু থাকিবে না আর । ২
সহস্র সহস্র লোকে কোন ভাগ্যবান্
আত্মজ্ঞান লাভ তরে হন যত্নবান্ ;
হেন যত্নশীল বহু সহস্রে বা কেহ,
পবমান্ রূপে মোরে জানে নিঃসন্দেহ । ৩

যুক্তিকা, সলিল, তেজঃ, বায়ু, শূন্য, আর
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ অষ্ট প্রকার
নিকৃষ্ট বিভাগ মম জড় প্রকৃতির ;
উৎকৃষ্ট প্রকৃতি মম, শুন কুরুবীর,—
চেতনাময়ী যে পবা, প্রকৃতি আমার,
সেই রক্ষা করে এই নিখিল সংসার । ৪, ৫
এ দুই প্রকৃতি হ'তে সর্ব ভূত হয়,
আমিই সে সমস্তের উদ্ভব বিলয় । ৬

আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ নাই,—সকল সংসার
আমাতেই গাঁথা যেন সূত্রে মণিহার । ৭

অশি-সূর্য্যে প্রভা আমি, রস আমি জলে,
বেদেতে ওঙ্কার আমি, শব্দ নভঃস্থলে ;
পুরুষে পৌরুষ, পুত গন্ধ পৃথিবীতে,
জীবের জীবন আমি, তপঃ তপস্বীতে ,
অনলে উত্তাপ আমি, বুদ্ধি বুদ্ধিমানে,
তেজস্বীর তেজঃ, নিত্য, বীজ ভূত গণে । ৮—১০

বলবানে বল আমি—জানিবে কেবল
কামনা-আসক্তিশূণ্য মহাধর্ম-বল ।

প্রাণিগণে আমি কাম, আসক্তি-বর্জিত,
ধর্ম-অবিরোধী যাহা শাস্ত্র-সুবিহিত । ১১

সাত্ত্বিক ভাবেতে হয় জ্ঞানের প্রকাশ,
রাজসিক ভাবে হর্ষ দর্প অভিলাষ,
তামসিক ভাবে শোক মোহের উদয়,—

এই সমুদয় ভাব আমা হ'তে হয় ;

আমি তাহে নাহি থাকি, অর্জুন ধীমান্,
আমাতেই সে সকল করে অবস্থান । ১২

ত্রিগুণে মোহিত, তাই জ্ঞানে না সংসার—

গুণাতীত আমি, পার্থ, নিত্য নির্বিকার । ১৩

দৈবী গুণময়ী মায়া এই যে আমার,

অতিক্রম করে তবে সাধ্য আছে কার ?

কর্মযোগে আমাকেই লাভ করে যারা,

হুস্তরা মান্নায় মাত্র পারি পায় তারা । ১৪

পাণী মূঢ় নরাধম মোহিত মায়ায়,
 আশুরিক ভাবে থাকি পায় না আমার। ১৫
 অর্জুন, পীড়িত যারা, আর যাহাদের
 ধর্মতত্ত্ব জানিবারে বাসনা মনের,
 ইহ পরলোক ভোগে যাহাদের মন
 সাধনে করিতে চায় কামনা পূরণ;
 আর যাহাদের হয় জ্ঞানের উদয়—
 বুঝিয়াছে কেমন সে বিভূ বিশ্বময়,—
 এই চারি প্রকারের নর নারীগণ
 স্মৃতির ফলে করে আমার ভজন। ১৬
 তার মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যুক্ত, ভক্ত যিনি,
 আমি সে জ্ঞানীর প্রিয়, মম প্রিয় তিনি। ১৭
 সবাই মহান, পার্থ, কিন্তু যিনি জ্ঞানী,
 আত্মার স্বরূপ তিনি—এই আমি জানি;
 আশ্রিতেই যুক্ত সেই জ্ঞানী শুদ্ধমতি,
 করেছে আশ্রয় মোরে—সর্বোত্তম গতি। ১৮
 বহু জন্ম পরে, পার্থ, যিনি জ্ঞানবান,
 চরাচর বিশ্ব করি বাসুদেব জ্ঞান,
 আমাকেই প্রাপ্ত হন, কহিলু তোমারে;
 সে মহাত্মা সূক্ষ্মভ নিখিল সংসারে। ১৯
 মনোমত কামনায় জ্ঞানহারা যারা,
 নানা মত নিয়মেতে—বন্ধ থাকি তারা,
 আপন প্রকৃতি বশে সিদ্ধির আশায়,
 আমায় ভুলিয়া পূজে অলং দেবতায়। ২০

যে জন যে দেবমূর্তি শ্রদ্ধা সহকারে
পূজা করে, কুরুশ্রেষ্ঠ, দেই আমি তারে
অচলা ভক্তি সেই দেব অর্চনায় ;
ভক্তিভরে আরাধিয়া সেই দেবতায়,
মনের কামনা পূর্ণ হয়, পার্থ, তার,
আমি ফলদাতা, সেই বিধান আমার। ২১, ২২

অল্পবুদ্ধি মানবের সে কামনা-ফল
থাকে না অধিক কাল—অস্থায়ী সকল ;
দেবপূজা করে যারা, পায় দেবতায়,
মম ভক্ত নিত্য সত্য আমাকেই পায়। ২৩

না জানি নির্বোধ গণ নিত্য নির্বিকার,
সর্বব্যাপী সর্বোত্তম স্বরূপ আমার,
মায়ায় অতীত মোরে—জ্ঞানের বিহনে—
ব্যক্তি-ভাবাপন্ন মাত্র ভাবে মনে মনে। ২৪
সকলের কাছে আমি না হই প্রকাশ,
যোগমায়া-অন্তরালে করি আমি বাস,
আদি নাই, অন্ত নাই, অনন্ত আমার,
মৃত জনগণ ভবে জানিতে না পায়। ২৫

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্ত- মান অবস্থায়,
সর্ব ভূতে জানি আমি, কে জানে আমার ? ২৬

এই দেহে রজোগুণ বুদ্ধি যদি হয়,
ইচ্ছা দ্বেষ জন্মে তাহে, শুন ধনঞ্জয়,—
ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ বোধের উদয়,
সেই ভাবে সর্ব জীব বিমোহিত হয়। ২৭

পাপ-শূন্য পুণ্যকারী মোহমুক্ত যারা
করেন ভজন মম দৃঢ় ব্রতে তাঁরা । ২৮
জরা মরণের হস্তে পাইতে নিস্তার,
যাঁহারা করেন যত আশ্রয়ে আমার,
তাঁহারা জানেন সেই পরব্রহ্ম-ধন,
আম্মার কি ভাব, তবে কর্ম বা কেমন । ২৯
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ আর, *
এ তিনের ভাব সহ স্বরূপ আমার
অবগত যারা, সেই যুক্ত যোগিগণ
অন্তিমের আগাকে না হন বিস্মরণ । ৩০

ইতি জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায় ।

অক্ষর-ব্রহ্ম যোগ ।

অর্জুন কহিলেন,—

কি বা ব্রহ্ম, কি অধ্যাত্ম, কহ কৃষ্ণ গোরে ;

অধিভূত, অধিদৈব, কর্ম বলে কারে ?

কি রূপে, কে অধিযজ্ঞ দেহে অবস্থিত ?

অন্তিমের অন্তরে তুমি কি রূপে বিদিত ? ১,২

* পরশ্লোক দেখ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

পরম অক্ষর যিনি 'ব্রহ্ম' নাম তাঁর ;
 'অধাত্ম' আত্মার ভাব, কুন্তীর কুমার ।
 সাধুগণ যজ্ঞ করে, কর্ম বলে তাঁর—
 জীবগণ জন্মি যাহে ক্রমে বুদ্ধি পায় । ৩
 অস্থায়ী পদার্থে পার্থ 'অধিভূত' বলে,
 'অধিদৈব' পুরুষ সে আদিত্য গুণে ;
 এই দেহে, হে অর্জুন, 'অধিযজ্ঞ,' আমি,
 অন্তর্যামী রূপে হই সর্ব যজ্ঞ-স্বামী । ৪
 আশ্রয় শ্রিয়া দেহ ত্যজি যান যিনি,
 নিশ্চয় আশ্রয় ভাব প্রাপ্ত হন তিনি । ৫
 যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়া শ্রয়ণ,
 কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ,
 সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়,
 কোন্মুখ, দেহান্তে জীব সেই ভাব পায় । ৬
 সর্বদা শ্রয়ণ মোরে কর ধনঞ্জয়,
 ধর্ম যুদ্ধে রত হও হইয়া নির্ভয় ;
 আশ্রিতেই মন, বুদ্ধি করিলে অর্পণ,
 নিশ্চয় আশ্রয় পাবে পাণ্ডুর নন্দন । ৭
 অর্জুন, অভ্যাস-যোগে একাগ্র অন্তরে,
 গুরু-উপদেশে দিব্য পুরুষ-প্রবরে
 করিতে করিতে ধ্যান, লাভ করা যায়
 সেই নিত্য সত্য ধন অনিত্য ধরায় । ৮

সর্বস্ত অনাদি সর্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর,
 সূক্ষ্মতম বিশ্বপাতা বুদ্ধি-অগোচর,
 প্রকৃতির পারে সূর্য্য সম জ্যোতির্শ্রম
 পরম পুরুষে, পার্থ, অস্তিম সমম,
 স্থির-যোগ বলে, সর্ব চিন্তা পরিহরি,
 জ্বরের মাঝে প্রাণ-বায়ু রক্ষা করি,
 করেন কেবল ধ্যান ভক্তিভরে যিনি,
 সে দিব্য পুরুষোত্তমে প্রাপ্ত হন তিনি । ৯, ১০
 'অক্ষর' বলেন যাকে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ,
 বাসনা বিহীন বতি যাতে লীন হন,
 যার তরে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান হয়,
 সংক্ষেপে তোমায় তাহা কহি ধনঞ্জয় । ১১
 সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করিয়া
 অচঞ্চল ভাবে মন হৃদয়ে রাখিয়া,
 জ্বয় মাঝারে প্রাণ করিয়া ধারণ,
 ব্রহ্মের স্বরূপ 'ওম্' করি উচ্চারণ,
 আমায় স্মরিয়া দেহ ত্যজি যান যিনি,
 পাণ্ডব, পরম গতি প্রাপ্ত হন তিনি । ১২, ১৩
 স্থির চিন্তে নিত্য যিনি স্মরেন আমায়,
 তাঁহার সুলভ আমি, কহিলু তোমায় । ১৪
 আমায় লভিয়া সাধু মহাত্মা সকল,
 পাইয়া পরমা সিদ্ধি, আনন্দ-কেবল,
 আর না করেন ভোগ শোক-তাপ-মম
 ক্ষণস্থায়ী পুনর্জন্ম দুঃখের আশয় । ১৫

ব্রহ্মলোক হ'তে জীব- পুনর্জন্ম পায়,
 পুনর্জন্ম নাহি আর পাইলে আমার। ১৬
 ব্রহ্মার একটি দিন সহস্র যুগেতে,
 সহস্র যুগেতে নিশা ; সমাধি-যোগেতে
 ব্রহ্মার এ দিবানিশা জ্ঞাত হন যারা,
 'অহোরাত্র-বেত্তা' পার্থ, যথার্থই তাঁরা। ১৭
 ব্রহ্মার দিবসারন্ত্রে সৃষ্টি সমুদয়
 অব্যক্ত কারণ হ'তে আবির্ভূত হয় ;
 আবার ব্রহ্মার নিশা উদয় মধন,
 অব্যক্ত কারণে লয় পায় ভূতগণ ; ১৮
 এই রূপে সর্বভূত জন্মি বারংবার
 অব্যক্তে মিশায়, পার্থ, নিশাম্ম আবার ;
 দিবাগমে আসি হয় স্বকর্মেতে রত,—
 এই রূপে সৃষ্টি লয় হ'তেছে নিয়ত। ১৯
 কিন্তু যে অনাদি সর্ব- কারণ-কারণ
 অতীন্দ্রিয় ভাব, তার অপরিবর্তন। ২০
 অব্যক্ত অক্ষর বলি বেদে যারে গায়,
 হে পার্থ, পরমা গতি তাঁকে বলা যায় ;
 যাহা ভক্তি জীব নাহি জন্মে পুনর্বার,
 তাহাই পরম ধাম জানিবে আমার। ২১
 গুন কুণ্ডী-মৃত এই ভূতগণ যত
 রহিয়াছে চির দিন যাতে অবস্থিত,
 বিশ্ববাস্থ যিনি, সেই পুরুষ রতন
 একান্ত ভক্তির বলে দেন দরশন। ২২

ব্রহ্ম উপাসক যেই পথে মোক্ষ লাভে,
 যে যে পথে পুনর্জন্ম পায় কক্ষী সবে,
 কালরূপ সেই পথ কহিব সংপ্রতি—
 অগ্নি-জ্যোতিঃ মাঝে যে যে দেবতার স্থিতি,
 দিবা আর শুক্ল পক্ষে যে যে দেবস্থান,
 উত্তর অয়নে যেই দেব-অধিষ্ঠান,—
 সেই সব দেব-পথে মরণান্তে যারা
 করেন গমন, পার্থ, ব্রহ্ম পান তাঁরা । ২৩, ২৪
 ধূম, রাতি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণ অয়ন—
 ইহাদের অধিষ্ঠাতী যে যে দেবগণ,
 তাঁদের সমীপে গিয়া কৰ্ম্মযোগী যত
 ক্রমে চক্সলোক পান ; ভোগ করি গভ,
 ফিরিয়া আসেন তাঁরা সংসারে আবার,
 শুক্ল কৃষ্ণ দুই পথ, বিদিত সংসার—
 শুক্ল পথে সাধুগণ মোক্ষ প্রাপ্তি হন,
 কৃষ্ণ পথে এ সংসারে পুনঃ আগমন । ২৫, ২৬
 যোগে এই পথদ্বয় জানিলে বিশেষ,
 মোহ-বন্ধ যায়,—যোগী হও হে বীরেশ । ২৭
 আমার এ গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া কেবল,
 বেদ, যজ্ঞ, তপশ্চার, দানে যেই ফল,
 সে সকল অতিক্রমি মহাযোগী যান,
 চরমে পরমা গতি বিম্বপদ পুন । ২৮

ইতি অক্ষর-ব্রহ্ম যোগ নামক অষ্টম অধ্যায় ।

নবম অধ্যায় ।

রাজবিদ্যা-রাজগুহ যোগ ।

দোষদৃষ্টি হীন তুমি অর্জুন শ্রুতি,
 কহি শুন জ্ঞানভক্ত গোপনীয় অতি,—
 ব্রহ্মের যে অংশ ব্যক্ত নিখিল সংসার,
 সেই অংশ জানিলেই জ্ঞান নাম তাব ;
 ব্রহ্মের অব্যক্ত অংশ—সেই মহাজ্ঞান
 জানিলে সমাধি-যোগে জনমে বিজ্ঞান ;
 বিজ্ঞানের সহ জ্ঞান শুন সবিশেষ,
 জানিলে পাইবে মুক্তি, দূবে যাবে ক্লেশ । ১
 অতি গুহ জ্ঞান এই, সর্ব বিদ্যা সাব,
 পবন স্পর্শেতে হবে সাধন তোমাব ;
 পবিত্র অক্ষয় ধর্ম- সম্মত জানিবে,
 নিজবোধ-রূপে তব প্রত্যক্ষ হইবে । ২
 এ ধর্ম অশ্রদ্ধা যার না জানি আশ্রয়,
 সংসার-মরণ পথে বুরিমা বেড়ায় । ৩
 অব্যক্ত, অগদ্যাপী আমি স্কন্ধোশনে ;
 আমাতে সকল, আমি নহি সে সকলে । ৪
 কিবা ঐশ্বরিক যোগ । দেখ তুমি তাই,
 সর্বভূত আমাতেই থাকিয়াও নাই,—
 আমার ভুলেছে তাবা ! কিন্তু সবাকার
 ধারক পালক আমি, নির্লিপ্ত আবার । ৫

আকাশের গায় বায়ু নির্লিপ্ত যেমন,
 ভূতগণ অসংযত আমাতে তেমন ; ৬
 প্রকৃতিতে পায় তাবা প্রলয়ে বিলয়,
 সৃষ্টিকালে সৃষ্টি পুনঃ কবি সমুদয় । ৭
 আমার প্রকৃতি-যোগে আমি বাবংবার
 সৃষ্টি কবি কৰ্ম-পব- বশ এ সংসার , ৮
 অনাসক্ত উদাসীন আমি থাকি তার,
 সে কৰ্ম কবিত্তে নাবে আবদ্ধ আমার । ৯
 ব্রহ্মাও প্রসব কবে প্রকৃতি আমাব
 আমি হ'তে,—তাই বিশ্ব হয় বাববাব । ১০
 ব্রাহ্মসী আত্মবী ছই প্রকৃতি ধবিয়া,
 মূৰ্খগণ বুঝা আশা বুঝা কৰ্ম নিয়া,
 আমার অবজ্ঞা করে নবদেহ জ্ঞানে,
 সৰ্বভূত-মহেশ্বর- তব নাহি জ্ঞানে । ১১, ১২
 দৈবী প্রকৃতির বশে স্থিরচিত্ত গণ
 জগৎ-কারণ মোবে কবেন ভজন । ১৩
 কীর্তনে, নিয়মে কেহ প্রণাম কবিয়া,
 কেহ বা আমার পূজে স্থিরা ভক্তি দিয়া । ১৪
 জ্ঞান-যজ্ঞে কেহ মোরে করেন অর্চন,
 তাব মধ্যে 'সৰ্বব্রহ্ম'- জ্ঞানে কেহ র'ন ।
 দাত্ত-ভাবে কেহ মোরে পূজে ধনজয়,
 নানা ভাবে নানা পূজা—আমি সৰ্বময় । ১৫
 সৰ্ব যজ্ঞ মহৌষধ শ্রদ্ধ মন্ত্র যত
 অগ্নি হোম—সকলই আমি, কুণ্ডীস্বত । ১৬

পিতা মাতা ধাতা আমি, পিতামহ আর,
আমিই জ্ঞাতব্য, বেদ, পবিত্র ওঙ্কার । ১৭

জগতের গতি আমি, অখিল-পালক,
বিশ্বসাক্ষী সুরক্ষক, স্রষ্টা সংহারক,
সর্ব-ভোগ-স্থান আমি, সূহৃৎ অক্ষয়,
বিশ্বাধার বিশ্ববীজ, প্রলয়ে বিলয় । ১৮

হে অর্জুন, সূর্যরূপে আমি তাপকারী,
বারি বরষণ, পুনঃ আকর্ষণ করি ;
আমিই জীবের হই জীবন মরণ,
আমি সূর্য আমি সূক্ষ্ম, হে কুরু নন্দন । ১৯

বেদ-কর্মিগণ করি যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
পূজি মোরে কয়ে শেষে সোমরস পান,
নিষ্পাপ হইয়া তারা স্বর্গলাভ চায়,
পুণ্যফলে ইন্দ্রলোকে দেব-ভোগ পায় । ২০
মহা স্বর্গ-সুখ ভোগে হ'লে পুণ্য ক্ষয়,
মর্ত্যে পুনঃ তাহাদের আগমন হয় ;
পুনর্ব্বার বেদধর্ম করি আচরণ.

করে সে কাগনা-সূত্রে গমনাগমন । ২১
একান্ত অন্তরে চিন্তা করে যে আগার,
আমিই বহন করি সোক্ষ ভার তার । ২২

ভক্তি ভরে পূজে যারা অল্প দেবতায়,
আমাকেই পূজে, কিন্তু বিধি শুদ্ধ নয় । ২৩
যজ্ঞ ভোক্তা ফল-দাতা আমি, পার্থ, তায়,
স্বরূপ না জানি মাত্র পুনর্জন্ম পায় । ২৪

দেবার্চনা করি লোক দেবলোকে যার,
 পিতৃগণে পূজা করি পিতৃলোক পার,
 ভূতলোক গায়, পার্থ, ভূত-পূজকেরা;
 আমাকেই প্রাপ্ত হন মম ভক্ত যারা । ২৫

পত্র পুষ্প ফল জলে, ভক্তিতে কেবল
 পূজিলে গ্রহণ আমি করি সে সকল । ২৬

হোম দান সর্ক কৰ্ম, যা কর ভক্ষণ,
 নমস্ত আমাতে তুমি কর সমর্পণ,—২৭

তাহা হ'লে হবৈ মুক্ত শুভাশুভ হ'তে,
 সন্ন্যাস-যোগেতে যুক্ত হইবে আমাতে । ২৮

সর্ক ভূতে মম আমি আছি সর্বদাই—

বিদ্বেষ-ভাজন কিংবা প্রিয় কেহ নাই ;

আমাকেই ভক্তিভরে পূজা করে যারা,

তাদের অন্তরে আমি, আমাতেই তারা । ২৯

অতি ছুরাচার যেই, সেও মোরে ধরি,—

'সর্ক দেব মম আমি' হেন জ্ঞান করি,—

যত্বপি ভজন করে, অভেদ ভাবিয়া,

সেও সাধু স্নিহয় স্নদৃঢ় বলিয়া । ৩০

ছুরাচারী যত্নে করি আমার ভজন,

ধর্মাত্মা হইয়া শাস্ত্র, পায় শান্তি ধন ;

জানিবে, হে ধনঞ্জয়, এ কথা নিশ্চয়,—

কখনো আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয় । ৩১

পাপ-বংশে জন্ম যার, বৈশ্য, শূদ্র, নারী,

শ্রুতি পায়, ধরে যদি মোরে ভক্তি করি । ৩২

পবিত্র ব্রাহ্মণ আর রাজকীয় যারা,
 কি বিচিত্র, আমায় যে পাইবেন তাঁরা ?
 তাই বলি এ অনিত্য সংসারে আসিয়া,
 আমার ভজনা কর মন প্রাণ দিয়া । ৩৩
 আমাতেই রাখ চিত্ত, মগ্ন ভক্ত হও,
 নমস্কার কর মোরে, উপাসনা লও,—
 এ রূপে আমাতে হ'লে সমাহিত মন,
 নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দরশন । ৩৪

ইতি রাজবিজ্ঞা-রাজগুহ্য যোগ নামক নবম অধ্যায় ।

দশম অধ্যায় ।

বিভূতি যোগ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

সার তত্ত্ব, কুন্তী-মুত, গুণ পুনরায়,
 ভাল বাসি, কহি তাই হিত কাগনায় । ১
 দেব ঋষি না জানেন উদ্ভব আমার,
 সকলের আশ্রি আমি, কে জানিবে আর ? ২
 আদি নাই, জন্ম নাই, মহানু ঈশ্বর—
 হেন যে আমায় জানে, মুক্ত সেই নর । ৩

ক্ষমা সত্য স্থির ভাব, বুদ্ধি জ্ঞানোদয়,
 শম দম মুখ দুঃখ, উদ্ভব বিলয়,
 অহিংসা অভয় ভয়, অখ্যাতি সুখ্যাতি,
 সমতা সন্তোষ দান তপশ্চা প্রভৃতি,
 নানা বিধ জীব-ভাব—গুন ধনজয়,
 সমুদয় সমুদিত আশা হ'তে হয় । ৪, ৫
 ভৃগু আদি সপ্ত জন মহাঋষি, আর
 সনকাদি চারি জন পূর্ববর্তী তার,
 স্বায়ম্ভুব আদি চৌদ্দ মনু—এ সকল
 কেবল আমার ভাবে হইল প্রবল,
 আমার মানস হ'তে জনমিল তারা,
 তাদের সন্তান এই ব্রাহ্মণাদি যারা । ৬
 আমার ঐশ্বর্য্য হেন—যোগের লক্ষণ
 যে জানে সে হয় স্থির সমাধি-মগন । ৭
 আমি হ'তে জগতের সৃষ্টি, প্রবর্তন,—
 ভাব জানি করে জ্ঞানী আমার ভজন । ৮
 যন প্রাণ যারা মোরে করে সমর্পণ,
 তাহারা আমার গুণ করিয়া কীর্তন,
 আমার অমৃতময় তত্ত্ব-কথা যত,
 পরস্পরে বুঝাইয়া তৃপ্তি পায় কত । ৯
 সদাযুক্ত ভক্তে আমি দেই হেন জ্ঞান,
 দুর্লভ আমায় যাতে অনায়াসে পুন । ১০
 অযাচিত অনুগ্রহ করিবার তরে,
 শুণু থাকি তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি পরে

তাহে করি তদ্বজ্ঞান- জ্যোতির সঞ্চার,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ দিয়া নাশি অজ্ঞান-আঁধার । ১১

অর্জুন কহিলেন,—

পরব্রহ্ম তুমি কৃষ্ণ, পরম আশ্রয়,
পরম পবিত্র দেব, তুমি কৃপাময় ।
দেবর্ষি নারদ, ব্যাস, অসিত, দেবজ—
ঋষিগণ, ভৃগু আদি তাপস মকল
কহেন তোমার—দিব্য পুরুষ অব্যয়,
স্ব-প্রকাশ আদি দেব, বিভূ বিশ্বময় ।
ঋষিগণ তব তত্ত্ব কহেন যেমন,
আমায় স্বয়ং কৃষ্ণ কহিলে তেমন । ১২, ১৩
সত্য মানি যাহা তুমি কহিলে কেশব,
না জানে দানব দেবে তোমার উদ্ভব । ১৪

হে প্রভো পুরুষোত্তম জগতের পতি,
দেব-দেব, ভূত-নাথ, জগতির গতি,
হে ভূতভাবন, ভবে কে জানে তোমার ?
আপনিই জ্ঞান-জ্ঞানে জ্ঞান আপনায় । ১৫
সর্বলোক-ব্যাপী যেই ঐশ্বর্য তোমার,
কহ তু অশেষ রূপে • বিশেষ তাহার । ১৬
হে যোগীন্দ্র, কিরূপে বা কহ তা আমায়,
কোন কোন দ্রব্যে চিন্তা করিব তোমায় ? ১৭
জনার্দন, যোগৈশ্বর্য—বিভূতি তোমার
বিস্তারিত এ দামেরে কহ পুনরায় ;

কথা শুনি শ্রীনিবাস, মিটিছে না আশ,
বাঁক্যসুধা আশ্বাদনে বাড়িছে পিয়াস । ১৮

শ্রীশুগবান্ কহিলেন,—

শুন তবে কুন্তৌম্বত, অন্ত নাই তার,
প্রধান যে কিছু কহি ঐশ্বর্য আমার,—১৯
কৌন্তের, নিয়ন্তারূপে ভূতের অন্তরে,
পরমাশ্রম আমি ; আর সৃষ্টি-অভ্যন্তরে,
হই আমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণ ;
দ্বাদশ আদিত্য বিষ্ণু, জ্যোতিতে তপন,
মরীচি মরুৎ গণে, সুনীল অশ্বরে
শোভাময় সুধাকর তারকা নিকরে । ২০, ২১
বেদ মধ্যে সামবেদ আমি হে পাণ্ডব,
দেববৃন্দ মাঝে আমি দেবেন্দ্র বাসব ।
ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, চেতনা জীবের,
কাদ্রেতে শঙ্কর, যক্ষ রক্ষিতে কুবের ;
বসু মধ্যে বহি আমি, গিরি মধ্যে মেরু,
পুরোহিত মধ্যে আমি বৃহস্পতি গুরু ;
সেনানী গণের মধ্যে কার্তিকেয় আর,
জলাশয় মধ্যে আমি সাগর আকার । ২২—২৪
মহর্ষির মধ্যে ভৃগু ঋষি শিরোমণি,
সকল বাক্যের মাঝে ওঙ্কারের ধ্বনি ;
যজ্ঞে আমি জপ-যজ্ঞ সর্কযজ্ঞ-সার,
অচলেন্তে হিমাচল উপাধি আমার । ২৫

সকল বৃক্ষেব মাঝে অশ্বথ মহান,
 দেবর্ষির মধ্যে আমি নাবদ প্রধান,
 আমি হই চিত্ররথ সর্ব গন্ধর্বেতে,
 আমিই কপিল-সিদ্ধ গণেব মধ্যেতে। ২৬
 অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐবাবত গজগণে—
 উঠিল যা দেবানুব—ক্ষীরোদ-মথনে;
 মানবেব মাঝে আমি, হে কুব্জ নন্দন,
 রাজা হ'য়ে কবি সর্ব প্রজার পালন। ২৭
 অস্ত্র মধ্যে বজ্র আমি, বায়ুকি সর্পেতে,
 কামধেনু হই আমি ধেনুর মধ্যেতে।
 প্রজার উদ্ভব তরে কন্দর্পই আমি,
 অনন্ত—নাগের মাঝে, সর্ব নাগ-স্বামী;
 জলচবে সে বরুণ, সংযমীতে যম,
 পিতৃগণে অর্য্যসাই আমি সর্বোত্তম। ২৮, ২৯
 আমিই প্রহ্লাদ, পার্থ, দৈত্যের সমাজে,
 আমিই সংখ্যক কাল সংখ্যাকারী মাঝে।
 যুগেতে যুগেন্দ্র আমি—সিংহ নাম যার,
 পক্ষিগণ মাঝে নাম গরুড় আশাব। ৩০
 বেগবান্ গণ মধ্যে বায়ু মম নাগ,
 অস্ত্রধারি গণ মাঝে হইয়াছি রাম।
 সকল মৎশ্রেণ মাঝে আমিই মকর,
 জানিবে জাহ্নবী আমি শ্রোতে, বীরবর। ৩১
 সৃষ্টিব আগন্তু মধ্য আমি—নির্ঝিবাদ,
 বিজ্ঞা মাঝে আত্ম-বিজ্ঞা, বাদি মধ্যে বাদ। ৩২

সমাস সমূহে স্বন্দ, অক্ষরে অকাব ;
 আমিই অক্ষয় কাল, বিধাতা সবার । ৩৩
 সর্ব সংহাবক মৃত্যু আমি, ধনঞ্জয়,
 আমিই সকল ভবি—যাতেব উদয় ।
 নপু দেবতাব রূপে নাবী মধ্যে স্থিতি,—
 কীর্তি স্থিতি মেধা ক্ষমা বাক শ্রী স্বধৃতি । ৩৪
 বেদেতে গায়ত্রী, সাম মধ্যে মহাসাম ;
 মানেতে অগ্রহারণ ধরিয়ছি নাম ;
 সকল ঋতুব মাঝে অতি মনোহর
 আমিই বসন্ত ঋতু, কুসুম আকর । ৩৫
 বঞ্চকেব প্রবঞ্চনা আমি, ধনঞ্জয়,
 তেজস্বাব তেজ আমি, জয়িগণে জয় ।
 উত্তমীৰ উত্তম সে সান্বিকের মত,
 বৃষ্টিগণে বায়ুদেব, এই মম তত্ব ।
 পাণ্ডবেতে ধনঞ্জয়, ব্যাস গুনিগণে,
 কবিগণে শুক্রাচার্য্য আমি এ ভূতনে । ৩৬, ৩৭
 দমনকাবীৰ দণ্ড, হই সর্ব-ভীতি,
 যথা জয়-অভিলাষ, তথা আমি নীতি ;
 হে অর্জুন, শুহ যত, মৌন আমি তায়,
 সকল জানীর জ্ঞান জানিবে আমার । ৩৮
 সর্ব ভূতে বীজ আমি, শুন পার্থ তাই
 আমি ভিন্ন চবাচরে আর কিছু নাই । ৩৯
 অনন্ত হে পবনপ, ঐশ্বর্য্য আমার,
 সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিলাম সাব । ৪০

যা কিছু, প্রভাব বল শ্রী ঐশ্বর্যযুত,
 মম তেজঃ-অংশে তাহা সকলি সমুত্ত । ৪১
 অথবা হে ধনঞ্জয়, ঐশ্বর্য আমার
 পৃথক পৃথক শুনি কি কাজ তোমার ?
 এক অংশে সর্ব বিশ্ব করেছি ধারণ ;—
 এখন ইরজা কর পূর্ণত্ব কেমন ! ৪২

ইতি বিভূতি যোগ নামক দশম অধ্যায় ।

একাদশ অধ্যায় ।

বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ ।

অর্জুন কহিলেন,—

অনুগ্রহ করি, হরি, গোপনীয় অতি
 আশ্চ-স্তম্ব যাহা মোরে কহিলে সংপ্রতি,
 তাহাতে এ মোহ দূর হইল আমার,
 কমল-পত্রাক কক্ষ, তুমি বার বার
 ভূতগণ-সৃষ্টি লয়, মাহাত্ম্য অক্ষয়,
 কহিলে আমার কৃপা করি, বিশ্বময় । ১, ২
 সত্য হে পরমেশ্বর, কহিলে যা তুমি,
 ঐশ্বরিক রূপ তব দেখিব যে আমি ? ৩
 যদি আমি যোগ্য হই সে রূপ দর্শনে,
 সে অব্যয় আত্মা প্রভো দেখাও অর্জুনে । ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

দেখ দিব্য নানা বর্ণ বিবিধ আকার—
শত শত সহস্র বা রূপ পারাবার । ৫
ছাদশ আদিত্য দেখ, অষ্ট বসু আর,
অশ্বিনী-কুমার ঘন দেহেতে আমার ;
উনপঞ্চাশৎ বায়ু উদিত তথায়,
একাদশ রুদ্র দেখ বিরাজিত তাম ;
অনেক অদৃষ্টপূর্ব জ্বা দেখ আর,
অৰ্জুন, আশ্চর্য্য কত শরীরে আমার ! ৬

ধনঞ্জয়, মনুজয় বিশ্ব চরাচর—

যা দেখিব, দেখ মম দেহে কি সুন্দর ! ৭
চর্মচক্ষু দেখিতে না পাইবে আমার,
জ্ঞানচক্ষু দান এই করিহু তোমার,
ঐশ্বরিক যোগ মম কিবা চমৎকার ।—
দেখিয়া সার্থক কর জীবন তোমার । ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—

রাজন্, অৰ্জুনে করি এ রূপ আস্থান,
মহা যোগেশ্বর হরি স্বরূপ দেখান । ৯
ঐশ্বরিক সেই রূপে অদ্ভুত দর্শন—

বহু মুখ বহু নেত্র বহু আভরণ,
কতই উত্তম অস্ত্র, দিব্য মালা গলে,
অনন্ত সর্বত্র মুখ, মহাপ্রভা অশে,

দিব্য বস্ত্র দিব্য গন্ধ বরাঙ্গের শোভা,
সকলি আশ্চর্য্যময় অতি মনোমোহা । ১০, ১১

বাঞ্ছন, একত্রে ন মিলি যদি কভু হয়
 সহস্র আদিত্য আমি আকাশে উদয়,
 তা হ'লে উথলে যথা জ্যোতিঃ-পাবাবার,
 সেই রূপ অঙ্গ-জ্যোতিঃ সেই সহাব্রাব ! ১২
 সেই দেব-দেব-দেহে অর্জুন তখন
 দেখিলা বহুধা বিশ্ব একত্র মিলন । ১৩
 রোগাক্রান্ত দেহে, ক্রোধে কবিয়া প্রণাম,
 কৃতাজ্ঞানি-পটে কহে পার্থ গুণধাম,—১৪
 তব দেহে, শ্রীনিবাস, সর্ব দেবতার বাস,
 নানাবিধ দেখি প্রাণিগণ ;
 দিব্য ঋষিগণ কত, হেবি নাগগণ যত,
 বসি ব্রহ্মা কমল-আসন । ১৫
 বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, কতই তব উদর !—
 বহু বাহু বহু মুখ অঁগি ,
 অনন্ত রূপ মাধুবি, তোমায় সর্বত্র হেবি,
 আদি অন্ত মধ্য নাহি দেখি ! ১৬
 কিবা গদা চক্রধারী, বিশ্বময় দীপ্তিকারী,
 তেজঃপূজ, কিবীট সাথায় ,
 প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-শস্ত্রা, হর্নিবান্ধ্য অগ্নি জাতা,
 অপ্রমেয় নিবখি তোমায় । ১৭
 তুমি ব্রহ্ম সারাংসাব, জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য আব,
 বিশ্বের আশ্রয় জানি আমি ;
 তুমি নিত্য সত্য গতি, সনাতন-ধর্ম-পতি,
 চিবন্তন পুরুষ যে তুমি ! ১৮

সৃষ্টি স্থিতি লয় নাই, একি দেখিবাবে পাই । —

বহু বাহু, চন্দ্র-সূর্য্য-জাঁথি !

তেজে বিধ তাপ পায়, অমিত প্রভাব তায়,

কি প্রদীপ্ত অগ্নি-মুখ দেখি । ১৯

অন্তরীক্ষ চবাচর, ব্যাপ্ত তব কণোবর,

সর্ব্ব দিকে এক মাত্র তুমি ;

ভয়ঙ্কর রূপ হেন, নিবধি ত্রিলোক যেন

ভয়ে কাঁপে !—দেখিতেছি আমি ! ২০

ওই দেবগণ হায়, প্রবেশে তোমার কায়,

কৃতাজলি-পুটে কেহ ডাকে ;

মহর্ষিরা, সিদ্ধগণ, 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ

কবি স্তব কবিছে তোমাকে ! ২১

কল্পগণ চমৎকার, দ্বাদশ আদিত্য আর,

অষ্ট বসু সাধ্যদেব কত,

বিশ্বদেব সমুদয়, অশ্বিনী-কুমার দ্বয়,

বিশ্বময় বায়ু আছে যত,

আব সেই পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অগণন

যক্ষ সিদ্ধ অমর সকল,

তব বিশ্রূপ হেবি, অবাকু হইয়া হরি

তোমাকেই দেখিছে কেবল ! ২২

বহু মুখ নেত্র বাহু, চরণ উদ্ব -

বহু দন্তে অতি ভয়ঙ্কর, •

রূপ হেবি সর্ব্ব জন মহাভয়ে ।

• ভয়াকুল আমার অন্তর । ২৩

হে বিযেগ, আকাশ পূর্ণ, জ্যোতির্গম্য বহু বর্ণ,
 দীপ্ত-নেত্র নিবন্ধি তোমায়,—
 বিজৃত বদন হেরি, ধৈর্য্য শাস্তি নাই হরি ;
 ভয়ে মরি, কি করি উপায় । ২৪
 ভয়ঙ্কর দন্তধারী কালাগ্নি-বদন হেরি,
 দিক্‌দ্রুম হতেছে আগাবু ।
 গনে নাই স্মৃৎলেশ, ভীত আমি, হে দেবেশ,
 স্মৃৎসন্ন হও বিশ্বাধার । ২৫
 লইয়া ভূপাল কত, ধৃতবাহু পুত্র যত,
 ভীষ্ম দ্রোণ ওই কর্ণবীর
 আগাদের যোধ মনে, ধাবমান্ মহারণে,
 পরক্ষণে হইয়া অধীব,—
 মহাদন্তে ভয়ঙ্কর, তোমার মুখ বিবব,
 প্রবেশ কবিছে সবে তায় ।
 চূর্ণিত মস্তক কেহ, তব দন্ত-সন্ধি সহ
 লগ্ন, হেবি ভয়ে প্রাণ যায় । ২৬, ২৭
 ধায় যত শ্রোতশ্বিনী, সাগবমুখ-গামিনী,
 সাগরেই প্রবেশে সকল ;
 সেই মত বীব যত, শ্রোতবেগে অবিবত,
 তব মুখে পাশছে কেবল । ২৮
 যেমন সবেগে গিয়া দীপ্তানলে বাঁপ দিয়া
 পতঙ্গেরা জীবন হাবায়,
 সেইরূপ সর্ব নরে, আপন মরণ তবে,
 বেগভাবে তব মুখে ধায় । ২৯

জলন্ত বদন ভরি, সর্ব লোক গ্রাস করি,
বিলক্ষণ কবিছ ভক্ষণ ।

তব তীর তেজে হরি, সর্ব বিশ্ব ব্যাপ্ত করি,
কবিত্তেছ দক্ষ অনুক্ষণ । ৩০

উগ্রকণী কে গো তুমি ? বল মোবে—ভীত আমি !
তব পদে কবি নমস্কাব,
তুষ্ট হও, কও শুনি, আদি নাথ, তব বানী—
কি জানি কি প্রবৃত্তি তোমাব । ৩১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন পার্থ চিবকাল, আমি সে কবাল কাল,
কনি সর্ব লোকের সংহার ;
যদিও না কর বণ, বিপক্ষেব বীরগণ—
পাকিবে না কেহই ইহার । ৩২

উঠ উঠ পার্থ তাব, যশোলাভ কব তবে,
শত্রু নাশি লও রাজ্য ভূমি ,
সব্যাসাচী শত্রু যত, আমিই করেছি হত—
এখন নিমিত্ত মাত্র তুমি । ৩৩

আগার নিহত জ্ঞোণ, অরজ্রথ ভাঙ্গ কর্ণ,
নির্ভয় নিধন কর সবে ;
নাহি ভয় স্নানিষ্ঠয় হবে শত্রু পবাজয়,
ধনজয়, যুদ্ধ কব তবে । ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন,—

তখন অর্জুন শুনি, কেশবেব যোগবাণী,
কৃতাজ্জনি-পুটে সকম্পনে,

কৃষ্ণে করি নমস্কার,

ভয়ে ভয়ে পুনর্বার,

কহিলেন গদ গদ বচনে ;—৩৫

হৃষীকেশ, তোমার যে সাহায্য-কীর্তনে

হর্ষ অনুরাগ হয় নিখিল ভুবনে,

রাক্ষস পনায়, সিদ্ধ করে নমস্কার,

সকলি সে সত্য—সব সম্ভবে তোমার ! ৩৬

ওহে মহাত্মন হরি, অনন্ত প্রকাশ,

হে দেবেশ, বিশ্বময়, জগৎ-নিবাস,

ব্রহ্মা হতে গুরু তুমি, জনক ব্রহ্মার,

কেন না করিবে বিশ্ব পদে নমস্কার ?

যা কিছু অব্যক্ত ব্যক্ত—তুমিই সকল,

ব্যক্ত অব্যক্তের পরে ব্রহ্মা নিরমল ! ৩৭

তুমিই দেবাদিদেব অনন্ত মহান্,

অনাদি পুরুষ তুমি, বিশ্ব-লক্ষ্যস্থান,

তুমি সর্ব-জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়,

তুমিই পরম ধাম, তুমি বিশ্বময় ! ৩৮

বায়ু বহ্নি যম তুমি, তুমি প্রজাপতি,

শশাঙ্ক বরুণ তুমি—অগতির গতি,

সম্বন্ধ অধিক আর কি বলিব আমি,

পিতামহ ব্রহ্মা যিনি, তাঁর পিতা তুমি !

নমোনমঃ পদানুজে নমঃ পুনর্বার,

সহস্র সহস্র বার করি নমস্কার। ৩৯

নমোস্তু হে সর্ব, তব সম্মুখে পশ্চাতে,

সর্ব দিকে নমস্কার করি বিধি মতে ।

তুমি, হে অনন্ত-বীৰ্য্য, বিক্রম অপার,
 তুমি সৰ্ব্ব, তুমি বিশ্ব- ব্যাপী সারাংশার ! ৪০
 হেন বিশ্বরূপ আর মহিমা অপার,
 প্রমাদ বা প্রীতিবশে না জানিয়া মার,
 'হে কৃষ্ণ, যাদব, সখে' বলি এই মত
 সখা ভাবি তিরস্কার করিয়াছি কত ! ৪১
 অচ্যুত, আনন্দে যবে থাকিতে শয়নে,
 অথবা উপবেশন বিহার ভোজনে,
 সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে পরিহাস করি,
 কত অপরাধ পদে করিয়াছি হরি !
 অচিন্ত্য যে তুমি ! আজ ভিক্ষা তব পাশে,—
 নিতান্ত অজ্ঞান আমি ! ক্ষমা কর দাসে ! ৪২
 সৰ্ব্বলোক-পিতা তুমি, পূজ্য চরাচর,
 গুরু ও গুরুর গুরু, তুমি পরাংপর,
 ত্রিলোকের মাঝে তব তুলনা অভাব,
 তোমার অধিক কোথা ?—অতুল্য প্রভাব ! ৪৩
 বিশ্বের পূজিত দেব ঈশ্বর যে তুমি,
 দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতেছি আমি,—
 পিতা পুত্র, সখা মিত্রে, বাক্যবে বাক্যব
 ক্ষমা করে যথা আর সহ্য করে সব,
 সেইরূপ ক্ষমা কর আমার যে দোষ,
 প্রিয় ভাবি সহ্য কর—না করিহ ঘোষ ! ৪৪
 নিরখি অপূৰ্ব্ব এই রূপ তব হরি,
 ছুটি আমি, কিন্তু যেন মহা দাসে মরি !

নয়ন দুড়ান যাবে সে রূপ দেখাও ;
 হে দেব অগারবাস, স্মৃতিসম হও ; ৪৫
 হৃদয় বঞ্জন রূপ দেখেছি যেমন,
 বিশ্বরূপ, সেই রূপ দেখাও এখন,—
 করে গদা চক্র, শিরে কিরীটের শোভা,
 চতুঃস্থ রূপ ধন জন-মনো-পোভা ! ৪৬

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণ্যে,—

তোমা সম ভক্ত ভিন্ন অন্বে কোন কালে,
 দেখে নাই যেই রূপ—তব যোগ বলে
 প্রসন্ন হইয়া আজ দেখানু তোমায়,
 বিশ্বরূপ, অস্তহীন আত্ম তেজোময় । ৪৭
 হে কোবব, বেদ যজ্ঞ কিংবা অধ্যয়নে,
 ক্রশকব ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা কি দানে,
 দেখিতে আমার এই রূপ বিশ্বময়,
 তোমা ভিন্ন অগ্নি কেহ সমর্থ না হয় । ৪৮
 ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ হেরিয়া আমার,
 ব্যাধিত মোহিত পার্থ, হইও না আব ;
 ভয়শূন্য পীত মনে দেখ পুনরায়,
 গদাচক্র-ধারী সেই কিরীটী আমার । ৪৯

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণ্যে,—

এত বর্জ পার্থে সেই গোলক বিহাবী
 দেখাহুলা নিম্বরূপ গদাচক্র-ধাবী ;
 ধনি সে পসয় মূর্তি পুনঃ রূপা শুভে
 করিলা আশ্রয় দান বিয়গ অর্জুনে । ৫০ •

অর্জুন কহিলেন,—

এই মোক্ষ নবমূর্তি হেবি জনার্দন,
সুস্থ হইলাম আমি সুপ্রসন্ন মন । ৫১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

আমাব এ বিশ্বরূপ করিতে দশন,
অর্জুন, করেন বাঞ্ছা সদা দেবগণ । ৫২
যে রূপ দেখিলে পার্থ, তুমি ভাগ্যবান !
বেদ তপঃ যজ্ঞে কেহ দেখিতে না পান,—৫৩
আমাত্তেই একনিষ্ঠা ভক্তি হয় যার,
সেই জন জানে হেন স্বরূপ আমাব,
সেই মাত্র মোরে, পার্থ, দেখিবাবে পায়,
ভক্তি-বশে অবশেষে প্রবেশে আমার । ৫৪
সর্ব কর্ম হয় যার উদ্দেশে আমার,
শুন পার্থ, পবমার্থ আমি মাত্র যাব,
যস ভক্ত, অনাসক্ত, শত্রু হীন যিনি,
আমার পবমানন্দে প্রাপ্ত হন তিনি । ৫৫

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ভক্তিয়োগ ।

অর্জুন কহিলেন,—

তোমাতে সঁপিয়া চিত্ত যেই ভক্তগণ
হেন উপাসনা তব কবে সর্বক্ষণ,
আব সে অবাক্ত হ্রদে যাবা ধ্যান করে—
শ্রেষ্ঠ যোগী, কহ কৃষ্ণ, কহিব কাহারে ? ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত নিত্যযুক্ত যাত্রা,
শ্রদ্ধায় করেন ধ্যান যোগিশ্রেষ্ঠ তাঁরা ! ২
আর ধারা সমদর্শী জিতেজিয় হন,
সর্বভূত-হিতে রত নিকরিকার মন,
অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্রহ্ম- ধ্যান-পরায়ণ,
ভীহারাত, ধনঞ্জয়, মোরে প্রাপ্ত হন । ৩, ৪
সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্রমে পায়,
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায় । ৫

• কিন্তু করি সর্ক কৰ্ম অর্পণ আমাকে,
যাহারা একাগ্র যোগে আমাতেই থাকে,
ধ্যানেতে আমায় সদা উপাসনা করে,
আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত সেই সব নরে,
অচিরে কাঙারী হ'য়ে করি আমি পার
মৃত্যুময় এ সংসার- জলধি অপার । ৬, ৭

আমাতেই মন বুদ্ধি দেও ধনঞ্জয়,
আমাতে থাকিবে উর্দ্ধে নাহিক সংশয় । ৮
আমাতেই চিত্ত যদি না রাখিতে পার,
অভ্যাসে লভিতে মোরে ক্রমে যত্ন কর । ৯
অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও,
আমার প্রীতির কর্মে সদা রত রও ;
কেবল আমার তরে কর্ম যদি হয়,
কর্ম্মেতেও মুক্তিলাভ হইবে নিশ্চয় । ১০

ইহাতেও অসমর্থ হও পার্থ যদি,
 আমার শরণাপন্ন হও নিরবধি,
 মন স্থির করি কর্ম কর সমুদায়,
 ফলের প্রত্যাশা কিছু রাখিও না তার । ১১
 'অভ্যাস' হইতে শ্রেষ্ঠ যুক্তিযুক্ত 'জ্ঞান'—
 সেই 'জ্ঞান' হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃস্থির 'ধ্যান';
 'ধ্যান' হ'তে 'কর্মফল ত্যাগ' শ্রেষ্ঠ হয়,
 সর্ব-কর্ম-ফলাপণ করিলে আশায় ।
 এইরূপ 'ত্যাগে' হয় আসক্তি বিলয়,
 আসক্তি বিলয়ে মুক্তি চির শান্তিময় । ১২

যাহার জীবের প্রতি দেখে নাই মনে,
 সত্তত মিত্রতা ধীর সকলের সনে,
 করুণা সকল জীবে নাহি অহঙ্কার,
 মায়া-ঘোরে যে না করে "আমার আমার"
 স্নেহে দুঃখে সমজ্ঞান, সংযত ভাব,
 স্থিরমুখ্য ক্ষমাশীল, সদা তুষ্ট ভাব,
 আগাতেই মন বুদ্ধি দিয়াছেন যিনি,
 নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মম প্রিয় তিনি । ১৩, ১৪
 যেই জন হ'তে কেহ উদ্বিগ্ন না হন,
 লোক হ'তে উদ্বিগ্ন না হন যেই জন,
 পরত্রী-কাতর নহে, ভয়শূন্য যিনি,
 হর্ষ ক্ষোভ নাই ধীর, মম প্রিয় তিনি । ১৫
 কোন বিষয়েতে কিছু স্পৃহা নাই ধীর,
 সত্তত আলস্য-শূন্য সুপবিত্র আর,

সর্ব চিন্তা দূর করি উদাসীন যিনি,

সঙ্কল্প-বিকল্প-শূন্য—মম প্রিয় তিনি । ১৬

ইষ্ট-লাভে হৃষ্ট নহে যাঁহার অন্তর,

অনিষ্টে বিদ্বেষ নাই—সম নিরন্তর,

ইষ্ট-নাশে শোক নাহি করেন যে জন,

লাভের বিষয়ে যাঁর লোভশূন্য মন,

ভুভাভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান যিনি,

নিঃসংশয় ধনঞ্জয়, মম প্রিয় তিনি । ১৭

শত্রু মিত্রে, সুখ দুঃখে, মান অপমানে,

সমভাব থাকে যাঁর অনাসক্ত মনে,

স্তুতি নিন্দা সম জ্ঞান, অল্প কথা কন,

সামান্ত্রে সন্তোষপূর্ণ সৰ্ব্বদা যে জন,

অতুল ঐশ্বর্যে থাকি গৃহহীন যিনি,

স্থিরমতি ভক্তিমান, মম প্রিয় তিনি । ১৮, ১৯

হেন ধৰ্ম্মামৃত যারা করে আচরণ,

পার্শ্ব, মম প্রিয়তম সেই ভক্তগণ । ২০

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ যোগ ।

অৰ্জুন কহিলেন,—

কহ কৃষ্ণ, কৃপাতে তোমার, প্রকৃতি পুরুষ কি প্রকার ?

ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ কিবা, জ্ঞান বা কি, জ্ঞেয় কিবা ?

জানিবারে বাসনা আমার ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

অর্জুন, বুঝিয়া দেখ তুমি, এ দেহ জ্ঞানের অন্তর্ভূমি,
দেহকেই ক্ষেত্র বলে, এই দেহ জ্ঞাত হ'লে,
ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে তাকে তুমি । ১

সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞই আমি, সর্ব দেহে আমি অন্তর্যামী,
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, বিশেষ করিলে ধ্যান,
সেই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জানি আমি । ২

সে ক্ষেত্র যেরূপ, বাহ্য হয়, যেমন ইন্দ্রিয়-ভাবময়,
বাহ্যতে উদ্ভব তাহা, ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ বাহ্য,
সংক্ষেপে তা শুন মগুদয় ; ৩

বাহ্য বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, নানা রূপে করি নিক্রপণ,
ব্রহ্মসূত্রে, ব্রহ্মপদে, যুক্তিযোগে, নানা বেদে,
নানা রূপে করিয়া বর্ণন । ৪

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি মন দশেন্দ্রিয় আর,
মাক্ষ স্পর্শ রূপ সনে, রস গন্ধের মিলনে,
মূল প্রকৃতির নিয়া আর—

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এই হয়, আর এই বিকার উদয়—
ইচ্ছা, ঘেয, দেহ, মূখ, মনোবুদ্ধি, বৈধ্য, হুঃখ,
এই নিয়া ক্ষেত্র-পরিচয় । ৫, ৬

অমানিতা আর সহিযুতা, অদন্তিত্ব আর সরলতা—
অন্তরে বাহিরে শুদ্ধি, পরপীড়া-ত্যাগ-বুদ্ধি
শুদ্ধ-সেবা, প্রাণের স্থিরতা,

জরা ব্যাধি অনম মরণ,— এ সকলে হুঃখ দমনন
মনের সংযম আর, বৈরাগ্য নিরহঙ্কার,

দাবা পুত্রে আসক্তি বর্জন,
ইষ্টানিষ্টে এক কপ জ্ঞান, নির্জন স্থানেতে অবস্থান,
আমাতেই অনুরাগ, লোক সমাজে বিরাগ,
লক্ষ্যে শুধু মোক্ষ আশ্রয়জ্ঞান,—

এই যত ভাব সাধুদেব—জ্ঞান নাম এই সকলেব ।
অজ্ঞান সে সমুদয়— আব যত ভাব হয়
বিপণীত এ সব ভাবেয় । ৭—১১

জ্ঞেয় যাহা শুন ধনঞ্জয়, জানিলে তা মোক্ষ লাভ হয়,
জ্ঞেয় সে অনাদি ব্রহ্ম, গুরুপাশে গুট মর্ম্ম—
সৎ বা অসৎ তাহা নয় । ১২

হস্ত পদ তাঁর সর্ব্ব স্থানে, মুখ চক্ষু শির ত্রিভুবনে,
সর্ব্বত্র প্রবণ তাঁর, কবি সর্ব্ব অধিকার
অবস্থান তাঁর সর্ব্ব স্থানে । ১৩

ইন্দ্রিয়-আভাস আছে তাঁর, ইন্দ্রিয় বর্জিত তাঁর কার্য,
সঙ্গশূন্য সর্ব্বাধার, কোন গুণ নাহি তাঁর—
ত্রি গুণ পালক বলে তাঁর । ১৪

অস্তরে বাহিরে সদা বন, স্থাবর জঙ্গম তিনি হন,
অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানাতীত, জ্ঞানিগণ সান্নিহিত,—
দূরে দেখে অজানী যে জন । ১৫

অভিন্নরূপেতে জীবগণে, আছেন দেখিছে জ্ঞানী জনে,
ভিন্ন তিনি সর্ব্বরূপ— দেখিছে অজ্ঞানিগণ,
সর্ব্বময়—জ্ঞানীর নয়নে ।

ভূতের পালক স্থিতিকালে, প্রলয়েতে গ্রাসেন সকলো,
রূপ ধরি অগণন, আপনি উৎপন্ন হন,

সৃজন করেন যেই কালে । ১৬

সূর্য্যাদি জ্যোতিষ জ্যোতিঃ হন, অজ্ঞান-সীমার পারে রন,
বিশেষ ভাবেতে আসি, জীবের হৃদয়বাগী —

জ্ঞান জ্ঞেম সাধনের ধন । ১৭

ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয় বাহা হয়, সংক্ষেপে कहিহু সমুদয়,
বিশেষ বঙ্গার নয়— সাধনে জানিতে হয়,

ভক্ত সম ভাব প্রাপ্ত হয় । ১৮

প্রকৃতি পুরুষ এ উভয়, অনাদি জানিবে ধনপর ,
ইন্দ্রিয়াদি যে বিকার, সঙ্ঘ বজঃ তমঃ আব,

প্রকৃতির অঙ্কেতে উদয় । ১৯

কার্য্য কাবণের যেই ফল, প্রকৃতি ঘটায় সে সকল,
সুখ দুঃখ সমুদয় প্রকৃতির গুণচয় ,

গুণভোগী পুরুষ কেবল ।

সঙ্ঘ বজঃ তমঃ গুণ ত্রয়, যে গুণে মিলন যবে হয়,
সেই গুণ অনুসাবে সং বা অসং যবে

পুরুষ জনাম ধনজয় । ২০, ২১

সে পুরুষ দেহে সর্বাঙ্গণ, কিন্তু দেহে বিধি নাহি হন—
সাক্ষী ভর্তা কৃপাধার, মহেশ, পালক আব

অন্তর্য্যামী কপে তিনি রন । ২২

ত্রিগুণা প্রকৃতি এই মত, আব সে পুরুষে যিনি জ্ঞাত—
যেখানে যে ভাবে থাকি, সে পুরুষে মন রাখি,

তিনি মুক্ত হন, কুন্তীমুক্ত । ২৩

দ্রব্য নেত্রে কবে কোন জন, ধ্যানযোগে আত্ম-সরগন,
কেহ কেহ জ্ঞান-যোগে, কেহ কেহ কর্ম-যোগে

পরমাত্মা করেন দর্শন । ২৪

কেহ বা এ তত্ত্ব না জানিয়া, আচার্য্যের নিকটে শুনিয়া,
করেন যে উপাসনা, হইয়া অনন্তমনা,

তাঁহে যান সংসারে ভ্রমিয়া । ২৫

শরীরই ক্ষেত্র, ধনঞ্জয়, ক্ষেত্রজ সে ব্রহ্ম বিশ্বময়,—
স্থাবর জঙ্গম যত যাহা কিছু উৎপাদিত

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের যোগে হয় । ২৬

সর্ব জীবে সমভাবে বাস, সৃষ্টি বিনাশেও নাহি নাশ—
একুপ পরমেশ্বরে যে জন দর্শন করে,

সেই দেখে আত্মার প্রকাশ । ২৭

সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, সম ভাবে করে যেই জন,—
তাজি আত্ম-অধোগতি, পাইয়া পরম গতি

ব্রহ্মপদে জুড়ায় জীবন । ২৮

প্রকৃতিই সর্বা কর্ম করে, আত্মাই নির্লিপ্ত ভাব ধরে,
তাই আত্মা কর্তা নয়— হেন যার জ্ঞান হয়,

যথার্থ দর্শন সেই করে । ২৯

ভূতগণে ভিন্ন ভাব যত, এক ভাবে ব্রহ্মে অবস্থিত,
তাহা হ'তে পুনরায় সৃষ্টিতে বিস্তার পায়—

যে দেখে সে ব্রহ্মে উপনীত । ৩০

দেহে থাকি নহে কর্মাকর্তা, অনাদি নির্গুণ পরমাত্মা,
তাই সদা অনাসক্ত কোন কর্মে নহে লিপ্ত—

সর্বময় কর্তাই অকর্তা । ৩১

আকাশ যেমন সর্বময়, পক্ষে থাকি পক্ষে লিপ্ত নয়,

সেই রূপ আত্মা, পার্থ, ভাল মন্দ দেহে স্থিত,

কিন্তু তাহে লিপ্ত নাহি হয় । ৩২

আকাশে একটি সূর্য্যোদয়, সর্ব্ব বিশ্ব তাহে জ্যোতির্মান্নয় ।—

এক আত্মা সেই যত, ক্ষেত্রী নামে হন খ্যাত,

সর্ব্ব ক্ষেত্র প্রকাশিত তাঁর । ৩৩

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের ভেদ জ্ঞান, জানিয়া করেন যারা ধ্যান,

প্রকৃতি হইতে মোক্ষ কি উপায়ে হয় লক্ষ্য,

জ্ঞাত যারা—বিষ্ণুপদ পান । ৩৪

চতুর্দশ অধ্যায় ।

গুণত্রয়-বিভাগযোগ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

হে অর্জুন নরোত্তম, জ্ঞান মধ্যে সর্ব্বোত্তম,

আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান আমি কহি পুনরায়—

মুনিগণ জানি যাহা সুখে মোক্ষ পায় । ১

এই জ্ঞান লভে যারা, আমার স্বরূপ তারা—

জনম না পায় আর সৃষ্টির সময়,

প্রলয়ের দুঃখ ভোগ তাদের না হয় । ২

প্রকৃতি হে যতিমান্, মম গর্ভাধান স্থান

আমার আভাস-গর্ভ দান করি তার,

ব্রহ্মাদি সকল ভূত তাহে জন্ম পায় । ৩

হে কোন্ঠেয়, মূর্ত্তি যত, সৃষ্টি মাঝে উৎপ

সকলের মাতৃরূপা প্রকৃতি আমার,

পিতা আমি করি তাহে গর্ভের —

মম্ব আদি গুণ নয়, প্রকৃতি হইতে হয়—
 দেহস্থিত নির্বিকার আত্মাকে পাইয়া,
 বন্ধ করে তাঁবে হায় মোহ-জাল দিয়া । ৫
 অণোভ্রম সখ হয়, সুপ্রকাশ শাস্তিময়,
 সুখের আসক্তি আর জ্ঞানাসক্তি দিয়া,
 জড়ায় সুবর্ণ-স্বপ্নে আত্মারে ধরিয়া । ৬
 বাসনা আসক্তি যাহে, রজোগুণ স্নেহে তাহে,
 অনুরাগী বজ্রোগুণ ঘেবিয়া আত্মায়,
 কর্মকণ বজ্রতের বজ্র বাজে তায় । ৭
 অজ্ঞানেই তমঃ হয়, যাহে জীব ভ্রান্তিময়,
 সে তমঃ আত্মাবে বাকি ফেলে ধরাভলে,
 নিজালম্ব মূঢ়তার লৌহের শৃঙ্খলে । ৮
 মম্বগুণ সে আত্মাবে, সুখেতে আবদ্ধ করে,
 বজ্রোগুণ কর্ম-পাশে বদ্ধ করে তায়,
 তমঃ আবরিয়া জ্ঞানে বাধে মূঢ় তায় । ৯
 রজঃ তমঃ হ্রাস করি, মম্ব উঠে তদুপরি,
 কভু মম্ব তমঃ হ্রাস—রজঃ বুদ্ধি পায়,
 মম্ব রজঃ জয় করি তমঃ কভু ধায় । ১০
 যখনই এ শরীরে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ধারে,
 জ্ঞানময় প্রকাশের দেখিবে লক্ষণ,
 মম্বগুণ বুদ্ধি পার্থ, জানিবে তখন । ১১
 লোভ বা প্রবৃত্তি যদি, হৃদয়ে উদয় হবে,—
 উদ্যম অশান্তি স্পৃহা উদয় যখন,
 জানিবে সে রজোগুণ বর্জিত তখন । ১২

অপ্রবৃত্তি, অপ্রকাশ, মোহ আর বুদ্ধি-নাশ—

হৃদয়ে দেখিবে যবে এ সব লক্ষণ,

জানিবে সে তমোবুদ্ধি, পাণ্ডুব নন্দন । ১৩

সত্ত্ব বুদ্ধি অতিশয় হ'লে যদি মৃত্যু হয়,

প্রাণান্ত-সময় মৃত্যু গয়ে যায় তাকে,

প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবাবাধা লোকে । ১৪

রজোবুদ্ধি বিনশ্বণ, হইলে কুকনন্দন,

সে সময় মানবের মৃত্যু যদি হয়,

কামাসক্ত নরলোকে জনমে নিশ্চয় ।

তমোগুণ ধনশ্রয়, অতি বুদ্ধি যে সময়,

সে সময় কেহ যদি তাজে দেহভাব,

পাশাদির কুদো জন্ম হয় পুনর্দাব । ১৫

সাত্ত্বিক কর্মের ফল, শুদ্ধ জ্ঞান সুনির্মল ;

বাক্যস কর্মের ফল দুঃখ সমুদয়,

তামস কর্মের ফলো মূঢ়তা উদয় । ১৬

সত্ত্ব হ'তে জ্ঞানোদয়, বজ্র হ'তে লোভ হয়,

তমঃ হ'তে অহঙ্কারে প্রমত্ততা ফল—

জাব সে অজ্ঞান মোহ জনমে কেবল । ১৭

মত্তবান্ উর্দ্ধে যান, দেবলোকে স্থান পান,

রজোবান্ মধ্যস্থলে নরলোক পায়,

নীচমতি তমোবান্ অধঃপাতে যায় । ১৮

দেখে যবে জ্ঞানী নরে, গুণে সর্বঃ কর্ম করে,

আর বেহ এ সংসারে কর্তা নাহি ভায়,

গুণাতীত আত্মা জানি ব্রহ্ম ভাব পায় । ১৯

দেহজাত গুণ ত্রয়, অতিক্রমি ধনঞ্জয়,
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখে বান্ধি পবিত্রাণ,
শান্তির অমৃতে আত্মা অমরত্ব পান । ২০
অর্জুন কহিলেন,—

কহ কৃষ্ণ বিববিয়া, ত্রিগুণের পারে গিয়া,
পুরুষ ত্রিগুণাতীত কিবা চিহ্নে হয়,
কি তাঁর উপায়—তিনি কি আচাবময় ? ২১
শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

প্রকৃতিব বশে মনে, মত্ত বজ্রঃ তমো গুণে,
জ্ঞান বা প্রবৃত্তি, মোহ হইলে উদয়,
বিরক্তি বিদ্বেষ যার কভু নাহি হয়,
আর সেই সমুদয়, যদি না উদয় হয়,
তথাপি সে সবে স্পৃহা নাহি যার থাকে,
পাপুব, জ্ঞানিবে ব'লে গুণাতীত তাঁকে । ২২

যিনি মাত্র সাক্ষিহন, শূথে দুঃখ অচঞ্চল—
দেখেন “গুণেই শুধু সর্ব কর্ম করে”
কুন্তীমুত, গুণাতীত বলে সেই নবে । ২৩

শূথ দুঃখ সমজ্ঞান, আত্মাতেই অবস্থান—
স্বর্ণ শিখা, ভান মন্দ, স্তুতি নিন্দা যত
সম জ্ঞান যাব, তাঁর নাম গুণাতীত । ২৪

মান কিবা অপমানে, শত্রু কিবা মিত্র মনে,
সম ভাবে থাকি, নহে বিচলিত যিনি,
সংকল্প-বিকল্প-শূণ্য, গুণাতীত তিনি । ২৫

যে একান্ত ভক্তিভাবে, আমাকেই সেব্বা করে,

সর্ব গুণ অভিযামি সেই চাঁদ যাম,
 তাজি কর্ম সর্ব ধর্ম, ব্রহ্ম ভাব পায় । ২৬
 অব্যয়েব, অমৃতের, সনাতন ধরমের,
 পবন ব্রহ্মের সেই চিব শাস্তিময়
 একান্ত সুখেব স্থান আমি ধনঞ্জয় । ২৭

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পুরুষোত্তম যোগ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

দেহকে অশ্বথ তক বলে জ্ঞানিগণ,—
 উর্দ্ধে মূল, অধোদিকে শাখা অগণন ;
 পুনঃ পুনঃ জন্মে—যেন অন্ত নাই ভবে,
 জ্ঞানচক্ষে দেখ বৃক্ষে বেদ-পত্র শোভে !
 হেন অশ্বথের তত্ত্ব জ্ঞাত যাব কাছে,
 বেদজ্ঞ তাঁহার মত আর কেবা আছে ? ১

সে বৃক্ষের সবিশেষ গুন ধনঞ্জয়,—
 অধ উর্দ্ধ ভাবে ধায় শাখা সমুদয় ;
 দেবলোকে যান যাবা উর্দ্ধ শাখা তাঁরা,
 অধঃশাখা অধোগামী পাপী তাপীয়ারা ;
 সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের জল
 সেচয়ে তাঁহার শাখা বাড়িছে কেবল ;

বিষয়-বাসনা রূপ শাখাগ্র পদ্যবে
 কিবা শোভা মনোমোহা অপকৃপ ভবে !
 উদ্ধে মূল ব্রহ্মরূপ সর্ব-মূলাধাবে,
 তথাপি সহস্র মূল নেমোহে সংসাবে ;
 পশিয়া মনুষ্য-লোকে প্রবৃত্তিব মূল,
 কর্মপাশে অনায়াসে বাঞ্ছে জীবকুল ! ২

শরীর-বৃক্ষেব কপ জানা নাহি যায়,—
 আদি, অন্ত, স্থিতি তার কে জানে কোথায় ?
 অবিচল বৈরাগোর কুঠাব মাঝিয়া,
 বন্ধমূল এ অশ্বখে ছেদন করিয়া, ৩
 মুগস্থিত সেই বস্তু কর অন্বেষণ,
 জনম হবে না আব লভিলে যে ধন !
 যে আদি পুরুষ হ'তে নিঃসৃত সংসার,
 একান্ত নির্ভর কবি উপবে তাঁহার,
 ভক্তিযোগে অন্বেষণ কবিলে সে ধন—
 দেবতা-বাঞ্ছিত মোক্ষ অমূল্য বতন ! ৪

আঅনিষ্ঠ ধারা—মোহ অহঙ্কার নাহি,
 ইন্দ্রিয়-আসক্তিশূন্য নিকাম সদাই,
 সুখ দুঃখাতীত সদা যাদেব হৃদয়,
 তাঁহার সে নিত্য পদ পান, ধনঞ্জয় ! ৫
 যে পদ লভিয়া, পার্থ, মহা-যোগগণ
 না কবেন'এ সংসাবে পুনঃ আগমন,—
 পাবক শলাক সূর্য্য প্রকাশিতে নাবে,
 সে সম পরম ধাম ভবান্বিত-পারে । ৬

সতত সংসারী রূপে বিদিত ভুবন,
 জীবরূপী আমার এ অংশ সনাতন,
 করিতে সংসার ভোগ আকর্ষণ করে
 প্রকৃতি মধ্যস্থ মন, ইন্দ্রিয়-নিকরে । ৭
 দেহস্বামী জীবরূপী ঈশ্বর যখন
 কর্মবশে দেহান্তরে কবেন গমন,
 পূর্বেই ইন্দ্রিয় যান কবিতা হবণ,
 হরে যথা ফুলগন্ধ মন্দ সমারণ । ৮
 চক্ষু, কর্ণ, নাসা, চর্ম চিত্ত অধিকার
 কবিতা বিবর ভুঞ্জে আত্মা পুনর্জীব । ৯
 দেহান্তর-গামী কিংবা দেহে অবস্থিত,—
 ভোগে মত্ত আত্মা কিংবা গুণেতে মিলিত,
 দেখিতে না পায় তাঁয় সূচমতি জন—
 অন্তর্লক্ষ্যে দিব্য চক্ষে দেখে জ্ঞানিগণ । ১০
 বাঁহারা সংযত-চিত, ধ্যান-সমাহিত,
 তাঁহারা দেখেন আত্মা দেহে অবস্থিত—
 আত্মাব সাধন হীন মন্দমতিগণ
 বহু শাস্ত্র পড়িয়াও না পায় দর্শন । ১১
 অর্জুন যে সূর্য্য-তেজে বিশ্বব বিকাশ,
 কবেন যে তেজ শশী আকাশে প্রকাশ,
 যে তেজ দেখান অগ্নি বসুন্ধরা ময়,
 সকলি আমার তেজ—তান্না কিছু নয় । ১২
 চরাচর বিশ্বমাঝে থাকি অনুক্ষণ,
 সর্ব্ব সৃষ্টিতে করি আমি বলেতে ধারণ,

রসময় সুধাকর হইয়া গগনে
বাঁচাই ধরার শস্ত্র সুধা বরযণে । ১৩
জীবদেহে জঠরাগ্নি রূপে প্রবেশিয়া,
প্রাণ আর অপানের বায়ুতে মিলিয়া,
পরিপাক করি আমি প্রাণীর আহার,
চক্ষ্য চুষ্য লেঙ্ঘ্য পেষ—খাদ্য যে প্রকার । ১৪
প্রবেশিয়া সমুদায় প্রাণীর হৃদয়ে,
হে অর্জুন, আছি আমি অন্তর্যামী হ'য়ে ;
অতীতের স্মৃতি, ভাবি- জ্ঞানের উদয়,
আমা হ'তে হয়, পুনঃ আমা হ'তে লয় ;
আমিই সকল বেদে জ্ঞাতব্য কেবল,
বেদকর্তা, বেদবেত্তা, আমিই সকল । ১৫

দুইটি পুরুষ আছে—গুণ সে কেমন,
ক্ষর ও অক্ষর নামে, জানে জ্ঞানিগণ ;
স্থাবর অঙ্গম যত সর্ব ভূত ক্ষর,
কূটস্থ চৈতন্য যিনি, তিনিই অক্ষর । ১৬
ক্ষর ও অক্ষর ভিন্ন, হে কুরুনন্দন,
উত্তম পুরুষ আছে অন্য এক জন,
পরমাত্মা তাঁর নাম—যিনি নির্বিকার,
করেন ত্রিলোকে পশি, পালন সংসার । ১৭
ক্ষরের অতীত আমি আত্মা সুনির্মল,
আমিই অক্ষর হ'তে উত্তম কেবল,
তাই সে 'পুরুষোত্তম' পাইয়াছি নাম,
লোকে বেদে সুবিখ্যাত, গুণ ও গুণধারী । ১৮

সংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্য জ্ঞানে,
 আমার পুরুষোত্তম বলিয়া যে জানে,
 সকলি সে জানে পার্থ—সার্থক জীবন !
 আমার সর্বতোভাবে করে সে ভজন । ১৯
 অতি গোপনীয় এই শাস্ত্র সুনির্মল,
 সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিছু কেবল ;
 অর্জুন, যে কোন জন, জীবনে তাহার,
 এ তত্ত্বের মর্ম যদি পায় এক বার,
 দিব্য জ্ঞানে জ্ঞানী হয়, চরিতার্থ মন !
 কৃতার্থ হইয়া যায়—সার্থক জীবন । ২০

ষোড়শ অধ্যায় ।

দৈবাস্ত্র-সম্পদ-বিভাগ যোগ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

ভয় শূন্য ভাব আর চিত্ত-প্রসন্নতা,
 আত্মনিষ্ঠা, যজ্ঞ, দান, তপঃ, সত্য, আত্মধ্যান
 সংযম, অহিংসা, লজ্জা, শান্তি, সরলতা,
 অস্রোহ, অক্রোধ, ত্যাগ, ক্ষমাশীল ভাব,
 পরনিন্দা-পরিহার, বিশুদ্ধ স্বভাব,
 অভিমান অহঙ্কার এ দুটি বর্জন,
 মমতা আর তেজ ধৈর্য্য, অলোভ, চিত্তের স্থৈর্য-
 এই সকল ভাব দেব-ভাবেৰ লক্ষণ ।

দেবভাব অভিযুখে জন্ম হয় যার,
 সব্যসাচী, এ সকল লক্ষণ তাঁহার । ১—৩
 ধর্ম-আড়ম্বর, দর্প—গুন মহাবল,
 অভিমান নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ আর অজ্ঞানতা,
 অসুর-ভাবের এই লক্ষণ সকল ।
 অসুরত্ব অভিযুখে জন্ম যার হয়,
 এ সব লক্ষণ তার হইবে উদয় । ৪
 দেবভাবে মানবের মোক্ষ লাভ হয় ।
 অসুর-ভাবেতে আর, সংসার-বন্ধন সার ;
 তাই বলি শোক ত্যাগ কর ধনঞ্জয়—
 দেবভাব অভিযুখে জনম তোমার,
 দুঃখের কারণ তব কিবা আছে আর ? ৫
 দেব আর অসুরের এই দুই ভাব,
 গুন ওহে মতিমান, এ সংসারে বর্তমান,
 এই দুই দিকে ধায় প্রাণীর স্বভাব ।
 দেব ভাব সবিশেষ করেছ শ্রবণ,
 অসুর ভাবের কথা গুন হে এখন । ৬
 অসুর-প্রকৃতি নিয়া জনম যাদের,
 প্রবৃত্তি কুরুণ হয়, নিবৃত্তি বা করে কয়,
 এ সকল বোধ পার্থ, না হয় তাদের ।
 তাই তারা শুদ্ধিহীন সদাচার হারা,
 সত্য যে কি কখনও নাহি জানে তারা । ৭
 কহে তারা—সত্য হীন এ ভব মণ্ডল,
 নাহি কিছু পাপপুণ্য, সংসার ঈশ্বর শূন্য,

আপনা আপনি হয় উৎপত্তি সকল ।
 সৃষ্টির কারণ তারা এই জানে সার—
 জ্ঞাপুরুষ-কামনায় বাড়িছে সংসার । ৮
 পার্থ, এই অল্পবুদ্ধি লোক সমুদয়
 এই রূপ দৃষ্টি ধরি, হৃদয় মলিন করি,
 জীবের অনিষ্ট-কারী উৎকর্ষা হয় ।
 হেন রূপে জগতের ক্ষয়ের কারণ
 করে তারা এ সংসারে জনম গ্রহণ । ৯
 অপূরণ কামনায় তারা, কুরুনিধি,
 মহাদর্প অভিমানে, গর্ষ করি ভাবে মনে—
 এই মন্ত্র সিদ্ধ করি পাব মহানিধি ।
 তাহারা অশুচি ব্রত করি দুরাশায়,
 অকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, কহিলু তোমায় । ১০
 যাবৎ না তাহাদের ছাড়ি যায় প্রাণ,—
 অনন্ত চিন্তার বশে, সুখভোগ অভিলাষে,
 কামভোগ সংসারের সার করি জ্ঞান,
 শত আশা-পাশে বদ্ধ, কাম-ক্রোধে মাতি,
 ছলে বলে অর্থলাভে মত্ত দিবা-রাত্রি । ১১, ১
 ভাবে তারা নিশি-দিন, উন্মাদ যেমন,—
 অদ্য এই লাভ ভবে, কল্যা আশা পূর্ণ হবে,
 অদ্য এই আছে, কল্যা হবে এই ধন । ১৩
 এই শত্রু নাশিয়াছি । বধিব অপরাধ !
 আমি ভোগী, সিদ্ধ, সুখী, আমিই ঈশ্বর ।
 আমার সমান বিধে কেবা আছে আর ?—

আমি এত বলবান্ ! আমি কত ধনবান্ !
 সর্বাপেক্ষা ভাল যজ্ঞ করিব এষার !
 হয়েছি কুণীন আমি ! বিতরিব দান !
 হর্ষ হবে, তবে মোর গাবে গুণগান ।—
 মুগ্ধ হ'য়ে অজ্ঞানের মৃগতৃষ্ণিকায়
 করিয়া চঞ্চল চিত নানা দিকে প্রধাবিত,
 ভোগে মত্ত হয় তারা, জড়িত মায়ায় ।
 অশুচি নরকগামী হয় তারা তবে, ১৫
 এই রূপে অধোগতি পায় এই ভবে । ১৫, ১৬
 নিজেরে নিজেরে পূজা হয়, নয়তা না জানে,
 ধন মান গর্বের গাতি, করি তারা দর্প অতি,
 শ্রদ্ধাহীন নামমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
 লোক দেখাইয়া করে অবিধি ভজন,
 বাহ্য পূজা করে মাত্র যশের কারণ । ১৭
 অহঙ্কার বলদর্প কাম ক্রোধে গাতি,
 আমি যে তাদের দেহে, আমিই অপর দেহে—
 না জানিয়া হিংসা মোরে করে দিবা রাত্রি ।
 না বুঝি সাধুর তত্ত্ব, অহঙ্কার ভরে
 পবিত্র সাধুর গুণে দোষারোপ করে । ১৮
 হিংসাকারী জ্বর সেই নরাধম নরে
 করি জ্ঞান-ধর্মহীন, দেই আমি অমুদীন
 অর্জুন, অসুর-জন্ম অনিত্য সংসারে । ১৯
 জন্মে জন্মে মূঢ়গণ না পায় আমায়—
 লভিয়া অসুর-জন্ম অধোগতি পায় ।

কাম ক্রোধ লোভ তিন—নরকের দার,
 ইহারা, গাণ্ডীবধারী, আত্মজ্ঞান-নাশকারী,
 তাই তুমি এই তিনে কর পরিহার । ২১
 এই তিন দ্বারে যিনি পান পরিভ্রাণ,
 নিজ হিত সাধি শেষে বিমুপদ পান । ২২
 শাস্ত্রবিধি ছাড়ি যেই স্বেচ্ছাচারী হয়,
 কার্যাসিদ্ধি নাহি তার, শাস্তি কোথা পাবে আর ?
 পায় না পরম পদ চির-শাস্তিময় ! ২৩
 কিবা কার্য্য, কি অকার্য্য—তার ব্যবস্থায়
 শাস্ত্রই প্রমাণ তব, কহিলু তোমায় ।
 গুন হে কোরব-রবি, তাই শাস্ত্র মানি,
 থাকিয়া কর্ম্মাধিকারে, কর্ম্ম কর এ সংসারে,
 শাস্ত্রের বিধান কর্ম্ম ভালরূপে জানি ।
 শাস্ত্রের গর্ভস্থ সৎগুরু-সম্মিধানে
 কার্য্যাকার্য্য জানি কর্ম্ম কর মন প্রাণে । ২৪

সপ্তদশ অধ্যায় ।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ ।

অর্জুন কহিলেন,—

অজিৎয়া শাস্ত্রের বিধি, কেবল শ্রদ্ধায়
 ক্রোধ করে অর্চনাদি, কিবা ভাব তার ?—

সদ্ব, রজঃ, কিবা তমঃ, কহিয়া আমার ভ্রম,
ঘুচাও পুরুষোত্তম, কৃপাতে তোমার । ১

শ্রীভগবান্ কহিলন,—

পূর্বের সংস্কার বশে, মানবের শ্রদ্ধা আসে,
স্বাভাবিক সেই শ্রদ্ধা এ তিন প্রকার—

মাত্ত্বিক—শ্রদ্ধা ব সার, রাজস তামস আর ;
সবিশেষ শুন তাহা কুন্তীর কুমার । ২

সংস্কার যেমন যার, শ্রদ্ধাও তেমন তার,
পরম পুরুষ হন নিত্য শ্রদ্ধাময়,

যে যেমন ভক্তিমান— সে পুরুষে শ্রদ্ধাবান্,
তার প্রতি সে পুরুষ তেমনি সদয় । ৩

মাত্ত্বিক স্বভাব যার, দেব আবাধনা তার ,
বাস্তবিক গণ পূজে যক্ষবক্ষ গণে ;

তামসিক শ্রদ্ধা নিয়া, ভূত প্রেত পূজা দিয়া,
উল্লাসে প্রফুল্ল হিয়া, নাচে মূঢ় জনে । ৪

অভিলাষ অহবহঃ, আসক্তি আগ্রহ সহ,
দম্ব অহঙ্কাবে হ'রে জ্ঞান বুদ্ধি হারা,

শবীরস্থ ভূতগণে, আমাকেও তার মনে
ক্লেশ দানে অশাস্ত্রীয় তপঃ কবে যাবা,—

অবিহিত ঘোবতর তপস্যায় কলেবর
ক্লেশে পায় জব জর করে যারা হবে,

অতি ক্রুরকর্মী তারা— শাস্ত্র উপদেশ হারা,
ধর্ম পথে ধৈর্যহীন স্বৈচ্ছাচারী ভবে—৫, ৬

অতি প্রিয় যে আহাব, শুন বিবরণ তার,
 ত্রিবিধ আহাব ভবে হয়েছে স্বজন ;
 যজ্ঞ তপঃ দান আব, তাহাও তিন প্রকার,
 এ সকল ভেদ পার্থ করহ শ্রবণ । ৭
 আয়ুঃ, সম্বৎসর আব আবোগা, বল সঞ্চাব,
 প্রীতি সুখ বৃদ্ধি যাতে, বস আছে যাব,
 স্নেহযুক্ত তৃপ্তিময়, সাব যাব স্থায়ী হয়,
 সাত্বিকের অতি প্রিয় এরূপ আহাব । ৮
 অতি কটু অন্নময়, উষ্ণ তিক্ত অতিশয়,
 লবণাক্ত, কক্ষ, দাহ-দুঃখ যুক্ত যাহা,
 মনস্তাপ ফল যাব, বোগপ্রদ যে আহাব,
 রাজসিক গণ, পার্থ, ভাল বাসে তাহা । ৯
 নীতল নীবস বাসি, দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট বাশি,
 দেব-স্থানে নিবেদনে দিতে যাহা নাই,
 অথান্য আহাব যত, - বাসি পচা নানা যত,
 তামসিক গণ বড় ভালবাসে তাই । ১০
 ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য জন, কেবল কৰ্ত্তব্যে মন,
 পবনাত্ম্যেই চিত্ত কবিন্দ্রা নিশ্চল,
 যেই যজ্ঞ বিধিমতে করেন একাগ্র চিত্তে,
 সেই ত সাত্বিক যজ্ঞ জানিবে কেবল । ১১
 কৰ্ম্ম-ফল-আশা ভবে মহত্ব-প্রচার তবে
 যে যজ্ঞের আবিস্ত সে যজ্ঞ রাজসিক ; ১২
 বিধি মন্ত্র শ্রদ্ধা আর দক্ষিণাও নাই যার,
~~ক~~দানহীন যজ্ঞ হয় তামসিক । ১৩

দেব দ্বিজ গুরু জ্ঞানী সবে পূজনীয় জ্ঞানি,
 তাঁদেব অর্চনা আর শৌচ সবলতা,
 এক্কাচর্যা আচরণ, পরহিংসা বিবর্জন,
 শরীর-তপস্যা এই জানিবে সর্বথা । ১৪
 বাক্য অনুরোধ-কর, সত্য, প্রিয়, হিতপব,
 বেদাভ্যাস,—বাক্যময় তপস্যা এ সব, ১৫
 প্রসন্নতা অক্লেশতা' ভাবশুদ্ধি নীববতা,
 ইঞ্জিয়-নিগ্রহ,—এই মানসিক তপ । ১৬
 কর্মফল-আশা নাই, যোগযুক্ত সর্বদাই,
 এমন মানব গণ পরম শ্রদ্ধায়,
 এ তিন তপস্যা করে, কায়মনো-বাক্য পবে,
 সাধ্বিক তপস্যা সেই, কহিলু তোমায় । ১৭
 “সাধু সম ব্যবহারে, শ্রদ্ধায় সেবিবে মোবে,
 সকলে কহিবে—হেন সাধু আব নাই,
 পূজিবে চরণ ধার”— এই আশা মনে করি,
 দম্ব ভবে যে তপস্যা, বাহ্যসিক তাই । ১৮
 পার্থসিদ্ধি অভিলাষে, কেবল মুঢ়তা বশে,
 অন্তের অনিষ্ট ঘাব ভাব মানসিক,—
 পরের নিধন শ্রবি, কিংবা আত্মপীড়া করি
 অজ্ঞানীর তপস্যা, সে তপঃ ভাসমিক । ১৯
 পাইতে প্রত্যাশকাব, প্রত্যাশা নাহিক আর
 ‘দাতব্য’ মানিয়া সাব, যে দান হইবে,
 দেশ কাল পাত্র দেখি, কর্তব্যোতে মন রাখি,—
 সর্বোত্তম সেই দান সাধ্বিক জানিবে । ২০

পাইবাবে উপকাব, ফলের উদ্দেশে আশ,
 ক্লেমে দান করা—সেই দান বাজসিক ; ২১
 না কবি সুব্যবহাব, আরো কবি ভিবঙ্গার,
 অপাত্রে অদেশ-কালে দান ভাসিক । ২২
 “ওম্ তৎ সৎ” এই তিন কপ শব্দতেই,
 ব্রহ্মেব নির্দেশ হয়, শাস্ত্রেব প্রমাণ,
 শুন পার্থ, পুরাকালে, এই তিন শব্দ-বলে,
 হয়েছে ব্রাহ্মণ বেদ যজ্ঞেব বিধান । ২৩
 তাই ‘ওম্’ উচ্চারণ, করি ব্রহ্মবাদি গণ
 বিধিগতে কবে যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়া দান ; ২৪
 নিকাম মোক্ষার্থি গণে, ‘তৎ’ শব্দ উচ্চারণে
 কবে তপঃ ক্রিয়া দান যজ্ঞ সমাধান । ২৫
 পুত্রাদিব জন্মোৎসবে, সাধু কৰ্ম্ম হয় যবে,
 মাসলিক কার্যে ‘সৎ’ শব্দ ব্যবহাব , ২৬
 যজ্ঞ দান তপোধৰ্ম্ম, তার তবে যে যে কৰ্ম্ম,
 সে সবেও ‘সৎ’ বলে, কুস্তীব কুমাব । ২৭
 অশ্রদ্ধায তপস্যায়, হোম দান যাহা হয়,—
 ‘শ্রদ্ধাহীন যাহা কিছু “অসৎ” সকল,
 কিবা তাতে ইহলোকে, কিবা হনে পরলোকে,
 শ্রদ্ধা না থাকিলে পাণ্ডা, সকলি বিফল । ২৮
 ইতি শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ বোগ নামক সপ্তম অধ্যায় ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

মোক্ষ যোগ ।

অর্জুন কহিলেন,—

মহাবাহো নারায়ণ, কৃষ্ণ, কেশিনিশ্চদন,
দাসের এখন এই মিনতি তোমায়,
সন্ন্যাস কাহাকে বলে, ত্যাগ হয় কিবা হ'লে,
পৃথক্ পৃথক্ করি কহ তা আগায় । ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

সর্গাদি সূখের তরে, যে যে কৰ্ম্ম করে নরে,
কাম্য কৰ্ম্ম কহে তারে, শুন ধনঞ্জয় ;
কাম্য কৰ্ম্ম ত্যাগ হ'লে, 'সন্ন্যাস' তাহাকে বলে,
পণ্ডিতেরা এই রূপ জানেন নিশ্চয় ;
নাহি হবে কৰ্ম্মত্যাগ হবে কৰ্ম্মফল ত্যাগ,
আত্মজ্ঞানি গণ বলে 'ত্যাগ' তার নাম ;
কৰ্ম্মফলে দৃষ্টি নাই কৰ্ম্ম করে সৰ্ব্বদাই—
ত্যাগের যথার্থ অর্থ শুন শুণধাম । ২

সাংখ্য নামে পণ্ডিতেরা, কৰ্ম্মে দোষ বলে তারা,
সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম পরিত্যাগ সাংখ্যগণ করে ;
সীমাংসক ঋষি যারা, তিন কৰ্ম্ম করে তারা—
যজ্ঞ দান তপস্যায় দোষ নাহি ধরে । ৩
ত্যাগ তিন রূপ আছে, কহি তা তোমার কাছে—
যজ্ঞ দান তপে চিত্ত-শুদ্ধি করে সদা।

এই তিন ত্যজ্য নয়, কিন্তু তাহে ধনজয়,
 আসক্তি ফলের আশা ত্যজিবে সর্বথা । ৪-৬
 সিদ্ধ ভাবি আগনারে, নিত্যকর্ম ত্যাগ করে
 মোহ ভরে, সেই ত্যাগ জানিবে তামস ; ৭
 ক্রেশ ভয়ে দুঃখভরে, যেবা কর্ম ত্যাগ করে,
 ত্যাগ-ফল নাহি পায়—সে ত্যাগ রাজস । ৮
 কেবল কর্তব্য জানে নিত্য কর্ম অমুষ্ঠানে
 আসক্তি ও ফলত্যাগ, সাত্বিক সে হয় ; ৯
 মত্তশালী স্থিরমন, নিঃসংশয় ত্যাগী জন,
 দুঃখে বেয়, সুখে প্রীতি করে না নিশ্চয় । ১০
 সর্ব কর্ম ত্যজিবারে, দেহধারী কেহ নাহি,
 কর্ম বিনা এ সংসারে থাকা নাহি যায় ;
 কর্মফলে বাঞ্ছা নাই, কিন্তু কর্ম করা চাই—
 ফলত্যাগী হইগেই ত্যাগী বলে তাহ । ১১
 ভাল কিংবা মন্দ ফল, ভাগমন্দ-মিশ্র ফল—
 তিন রূপ ফল এই, পরলোকে হয়,
 কাম্য কর্ম করে যেই, তিন ফল ভোগে সেই
 ত্যাগী জন কোন ফল ভোগে না নিশ্চয় । ১২
 সর্ব কর্ম সাধনার্থ, বেদান্তে কথিত পার্থ,
 পাঁচটি কারণ এই—কর তা শ্রবণ, ১৩
 শরীর, ইন্দ্রিয় আর, নানা চেষ্টা, অহঙ্কার,
 আর দৈব, ভাল মন্দ কর্মের কারণ । ১৪, ১৫
 কর্মের কারণ এই, তথাপিও ভাবে যেই
 “আত্মাই কেবল কর্তা—আসক্ত ধরায়”

অমার্জিত বুদ্ধি তার,— আত্মা নিত্য নির্বিকার
 সম্যক সে মন্দগতি দেখিতে না পায় । ১৬
 “আমি কর্তা”-বোধ নাই, নির্দিষ্ট যে মন্দনাই,
 সে যদি সকল লোক হত্যাকাণ্ডী হয়,
 তথাপি না কবে হত্যা, তাবে দোষী কবা মিথ্যা,
 সে যে ভাল মন্দ হীন—কর্মের বন্ধ নয় । ১৭
 ‘জানা’ থাকে বলা যায়, জাব ‘যাহা জানা যায়’,
 ‘যেবা জানে’—এই তিন জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা ;
 মর্ক্স কর্মের এই তিন হইয়াছে চিব দিন
 কর্ম-প্রবৃত্তির হেতু মনোবৃত্তি-দাতা ,
 যাহা দ্বাবা কর্ম হয়, ‘কবণ’ তাহাকে কয়,
 চক্ষু কর্ণ নাসা চর্ম—এ সব করণ,
 অভীষ্ট যে ‘কর্ম’ আব “কর্ম-কর্তা” নাম যাব,
 এ তিন আশ্রয়ে হয় কর্ম সম্পাদন । ১৮
 জ্ঞান, কর্ম, কর্তা আব, সকলি তিন প্রকার,
 এ সব ভিন্নতা মাত্র গুণ ভেদে হয়,
 সাম্বিক বা রাজসিক, কিংবা হয় তামসিক,
 সাংখ্য শাস্ত্রে উক্ত এই, গুণ ধনজয় । ১৯
 সুবিকৃত ভূত সবে, অবিকৃত এক ভাবে,
 যে জ্ঞানে দেখায় পার্থ, সে জ্ঞান সাম্বিক , ২০
 মর্ক্স ভূতে ভিন্ন ভাব, পৃথক্ পৃথক্ সব,
 যে জ্ঞানে দেখায়, সেই জ্ঞান রাজসিক । ২১
 এক মাত্র কর্ম নিয়া, তাহে পূর্ণাসক্তি দিয়া,
 ‘এ দেহই আত্মা আর মৃত্তিহ ঈশ্বর’—

এ বোধ যাহাতে হয়, জ্ঞানিবে হে ধনজয়,
 সে জ্ঞান তামস জ্ঞান, অকিঞ্চিৎকব । ২২
 নিকাশীক সুবিহিত বাগ দ্বেষে নহে কৃত,
 আসক্তি শূন্য সে কস্য সে কস্য সাত্ত্বিক ; ২৩
 ফলাকাঙ্ক্ষা অহঙ্কারে, বহু চেষ্টা কবি কবে,
 এমন যে কস্য, সেই কস্য বাজসিক । ২৪
 কণ্ঠে কি বন্ধন ববে, কিংবা কয় হিংসা হবে,
 না দেখি—হইয়া মাত্র মোহ-পরবশ,
 পার্শ্বগাম না ভাবিয়া নিজ শক্তি না দেখিয়া,
 যে কস্য আরম্ভ হয় সে কস্য তামস , ২৫
 আসক্তি বা অহঙ্কার, কিছু মাত্র নাই যাব
 ধীরতা-উৎসাহ যুত সর্বদা যে জন,
 কস্য-সিদ্ধি অসিদ্ধিতে, না হয় বিকার চিতে,
 তিনিই সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা শাস্ত্রেব বচন । ২৬
 সুখী দুঃখী লাভালাভে, কস্যফল-আশা ববে,
 নিয়মী, অশুচী হিংস্র কৰ্ত্তা রাজসিক ; ২৭
 পব-অপমানকাবী গুরু মত শঠাচারী,
 বিখ্যাদিত দীর্ঘস্থত্রী কৰ্ত্তা তামসিক । ২৮
 তিন রূপ ভেদ জাব, 'বুদ্ধি' আর 'ধাবণাব',
 সত্ত্ব বজ্রঃ তমঃ এহ, জ্ঞান ভেদে হয়,
 পৃথক্ পৃথক্ ধাব, কাহি ভাবিবিশেষ কবি,
 মনোযোগ সহ ভূমি শুন ধনজয় । ২৯
 কিসে বা প্রবৃত্তি হবে কোথা বা নিবৃত্তি পাবে,
 কার্যাকাৰ্য্য ভয়াভয় বাহে জানা যায়,

বন্ধ মোক্ষ ভাঙ্গিতে, জানা যায় যে বুদ্ধিতে,

সে বুদ্ধি সাত্বিক, পার্থ কহিলু তোমায়। ৩০

ধর্মাধর্ম নাহি মানে, কার্যাকার্য নাহি জানে,

এমন যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধি রাজসিক ; ৩১

অধর্মকে বলে হিত, সর্ব অর্থ বিপরীত,

তমোভুগাচ্ছন্ন হেন বুদ্ধি তামসিক। ৩২

যে 'ধারণা' মুকৌশলে একাগ্র যোগের বলে,

সাম্য করে মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া,—

সেই যে ধারণা হয়, স্থির চিত্তে ধনঞ্জয়,

তাহাই জানিবে তুমি সাত্বিক বলিয়া। ৩৩

না জানি মোক্ষের নাম, শুধু “ধর্ম অর্থ কাম,”

যে ধারণা বশে মর করিছে ধারণ—

পুণ্য ধন মুখ আশে, কর্মফল ভালবাসে,

সে ধারণা রাজসিক, পাণ্ডুর মন্দন। ৩৪

যে ধারণা হৃদে ধরি জানহীন নরনারী

নিদ্রাভয় শোক-দুঃখ ছাড়ে না সংসারে,

সর্বদাই অহংকার, নাহি ঘুচে দুঃখভার,—

সে ধারণা তামসিক, কহিলু তোমারে। ৩৫

কহি এবে শুন পার্থ, মুখের ত্রিবিধ তত্ত্ব,—

সদৃশুর উপদেশে অভ্যাসে কেবল,

যে মুখে অধনন্দ হয়, একান্ত দুঃখের লয়,

বচন-অতীত সেই মুখ নিরমল—

আগে যা গরল সম, শেষে যা অসুতোপম,

আত্মবুদ্ধি-প্রসন্নতা যাহাতে উদয়,

মাধনে অনন্ত সুখ, সিদ্ধিতে অনন্ত সুখ,
 শাস্ত্রে বলে সেই সুখ সার্বিক নিশ্চয় । ৩৬, ৩৭
 বিষয়-ইন্দ্রিয় যোগে, সংসারের সুখভোগে,
 আগে লাগে সুধাসম, শেষে আসে বিষ,
 রাজসিক সুখ তাহা— হাম্বরে লভিতে যাহা
 লাগামিত নরনারী ভবে অহর্নিশ ! ৩৮
 প্রথমেও যেই রূপ, পরিণামে সেই রূপ—
 সততই হৃদয়ের মোহকর যাহা,
 নিদ্রা আর আলস্যেতে, সার্বমেহ প্রমাদেতে,
 যে সুখ উদয় পার্থ, তামসিক তাহা । ৩৯
 প্রকৃতি-সমুত এই, ত্রিগুণ কহিলু য়েই,
 স্বর্গে মর্ত্যে ইহা হ'তে মুক্তি নাহি হয়,
 দেব বা মানব যারা, গুণ ছাড়া নহে তাঁরা,
 গুণে লিপ্ত নরনারী—দেবদেবী নয় । ৪০
 ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্য আর শূদ্রদের,
 কর্মের বিভাগ আছে স্বভাবানুসারে,
 পূর্বজন্ম-কর্মবশে, এ জন্মে সংস্কার আসে,
 সেই গুণে চারি বর্ণ বিভক্ত সংসারে । ৪১
 শম দম আস্তিকতা, শৌচ ক্ষমা সরলতা,
 জ্ঞান তপঃ ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম ; ৪২
 সূদক্ষতা তেজঃ শৌর্য্য, সমুদ্র দৃঢ়তা, ধৈর্য্য,
 ব্রৈশ্বর্য্য-পালন, দান—ক্ষত্রিয়ের কর্ম । ৪৩
 গৌরবর্ণ বাণিজ্য ক্রমি, করে বৈশ্য ভাণ্ডার্য্য,
 পরিচর্যা শূদ্রকার্য্য—স্বভাবে বিভাগ ; ৪৪

স্বকর্মেতে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্যই সিদ্ধি পান,—

কি প্রকারে গুন কহি, পার্থ মহাত্মগ । ৪৫

সর্ব চেষ্টা বাঁহা হ'তে, এই বিশ্বব্যাপ্ত যাতে,

স্বকর্মে সাধিলে তাঁরে সিদ্ধি লাভ হয় ; ৪৬

পূর্ণ পর-ধর্ম হ'তে, অঙ্গহীন স্বধর্মেতে,

শ্রোয়োগাভ ;—স্বকর্মেতে নাহি পাপ ভয় । ৪৭

স্বভাবজ কর্ম যেই, সহজ স্বধর্ম সেই,

দোষযুত কুস্তীম্বত, যদি তাহা হয়,

ত্যাগ্য নয় তথাপি তা ধূমাবৃত বহি যথা,

সর্ব কর্ম দোষাবৃত সংসারে নিশ্চয় । ৪৮

সকল বিষয়ে যার, আসক্তি নাহিক আর,

আত্মজয়ী পুহাশূচ হন যেই জন,

কর্মফলে আশা নাই, সম্যাস-সাধনে তাই,

পরমা নিষ্কর্ম-সিদ্ধি তিনি প্রাপ্ত হন । ৪৯

সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধু জন, যাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন,

জ্ঞানের চরম বাহা, সংক্ষেপে তা বলি—৫০

ওদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ধীর, আত্মাকে করিয়া স্থির,

শব্দাদি বা রাগ ঘেষ সমুদায় ভূনি,

নির্জল স্থানেতে বন, পরিমিত ভোজী হন,

কাম-মনোবাক্যে সদা সংঘম করিয়া,

ধ্যানযোগ-পরায়ণ, বৈরাগ্যে আশ্রয় লম,

অহঙ্কার বল দর্প ক্রোধাদি ছাড়িয়া,

কোনও বিষয় ধনে, না করি গ্রহণ মনে,

‘আমার, আমার’ এই বোধ পরিত্যজি,

শুদ্ধ শাস্ত্র সাধু জন, প্রাপ্ত হন ব্রহ্মধন,
 সততই ব্রহ্মভাবে অবস্থান করি । ৫১-৫৩
 পরব্রহ্মে স্থিতি আর, সুপ্রসন্ন মন যার,
 বিনষ্ট বস্তুর তরে ক্ষুধ নাহি হন ;
 আকাঙ্ক্ষা নাহিক চিতে, সমভাব সর্বভূতে—
 আমার যে পরা ভক্তি, লভেন সে জন । ৫৪
 যেক্রপ বা যাহা আমি, ভক্তিতে যথার্থ জানি,
 আমাতে প্রবেশ লাভ পরে হয় তাঁর ; ৫৫
 সদা সর্ব কর্মে থাকি, আমাতেই দৃষ্টি রাখি,
 প্রাপ্ত হন নিত্যপদ প্রসাদে আমার । ৫৬
 আমাতেই মনে মনে, সর্ব কর্ম সমর্পণে,
 “আমাভিন্ন গতি নাই” এই মনে গনি,
 বুদ্ধি-যোগাশ্রয় করি, সতত আমারে স্মরি,
 আমাতেই চিত্ত রাখ বীর চূড়ামণি । ৫৭
 আমাতে রাখিলে চিত্ত, সর্বদুঃখ হবে অন্ত,
 তরিবে সংসার-দুর্গে প্রসাদে আমার ;
 যদি অহঙ্কার কর, মর্ম বাক্য নাহি ধর,
 বিনষ্ট হইবে তবে, কুন্তীর কুমার । ৫৮
 “আমার আমার” স্মরি,— অহঙ্কার মনে করি,
 “আমি যুদ্ধ করিব না” ভাবিছ যা মনে,
 মিথ্যা তাহা !—বল করি, প্রকৃতি ভোগায় ধরি,
 প্রবৃত্ত করাবে পার্থ এই মহা রণে । ৫৯
 পূর্বজন্ম সংসারে, বদ্ধ তুমি এ সংসারে,
 স্বভাবজ স্বীয় কর্মে বদ্ধ আছ তুমি,—

অবশে, প্রকৃতি-বশে, তুমিই করিবে শেষে,
 মোহবশে ভাবিছ যা 'করিব না আমি' । ৬০
 যত জীব ভবে আছে, দেহ-যজ্ঞে উঠিয়াছে,
 ঈশ্বর আমার সূত্রে সেই জীবগণে,
 সূত্রধর সম কিবা, ঘুরান বজ্রনী দিবা,
 অন্তরে অন্তরে নিজে থাকি সংগোপনে । ৬১
 ভারত, সর্বভোভাবে, সূখে দুঃখে এই ভবে,
 তাঁহাবি শরণ লও, তিনি মাত্র সার ;
 তাঁহার প্রসাদে তবে, নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে,
 পাইবে পরমা শান্তি, কুন্তীর কুমার । ৬২
 এই মহাজ্ঞান ভবে, তোমায় কহিলু এবে,
 গোপনীয় হইতেও গোপনীয় অতি,
 সংগোপনে হৃদে বাথ— বিশেষ বুঝিয়া দেখ,
 পরে যাহা হুঁচা হয়, কব তা সুমতি । ৬৩
 সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম, পরম বচন মম,
 মনোযোগ সহ পুনঃ শুন পাণ্ডুরত,—
 তোমা সম প্রিয় নাই, হিত কথা কহি তাই,
 ভালবাসি বলিয়াই কহিতেছি এত । ৬৪
 আমাতেই প্রাণ মন, কর তুমি সমর্পণ,
 আমারই ভক্ত হও সর্ব তেমাগিয়া,
 আমার অর্চনা আব, আমাকেই নমস্কার
 বাবংবার কর চিত্ত একান্ত করিয়া ;
 অর্জুন, নিশ্চয় তবে, আমাকেই প্রাপ্ত হবে,
 সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিতেছি আমি ;

কেন এ প্রতিজ্ঞা করি, জান কি কিরীট-ধারী ?—

জগতে আমার পার্থ, বড় প্রিয় তুমি । ৬৫

সর্ব ধর্ম পবিত্রি, কেবল আমাকে ধরি,

একান্ত অন্তরে লও আমার শ্রবণ,

সর্বপাপে পরিত্রাণ, আমিই করিব দান,

আর দুঃখ করিও না, কুস্তীর নন্দন ! ৬৬

অধর্মী অভক্ত আর, গুরু সেবা নাই যার,

বিদেষীকে গীতাতত্ত্ব কভু না কাহবে ; ৬৭

শুভতম জ্ঞান এই, ভক্তকে বুঝায় যেই,

পর্যভক্তি-বশে সেই আমায় পাইবে । ৬৮

তা হ'তে অধিক আব, প্রিয়কারী কে আমার ?—

ততোধিক প্রিয়কারী নবকুলে নাই,

মম প্রিয়তর ভবে, আর কেহ নাহি হবে,

সর্বাঙ্গেক্ষা তারে আমি ভালবাসি তাই । ৬৯

যেই জন এই গীতা, আমাদের ধর্ম কথা,

‘কৃষ্ণার্জুন-সুসংবাদ’ কবে অধ্যয়ন,

জ্ঞানযজ্ঞে ভক্তি ভবে, আমারি অর্চনা করে,

মম অভিষত এই পাণ্ডুর নন্দন । ৭০

যে জন হইয়া দীন, শ্রদ্ধাবান্‌ দ্বেষহীন,

মনোযোগ সহ ইহা করেন শ্রবণ,

পাপে তিনি মুক্তি পান, পুণ্যলোকে স্থখে যান,

যে লোক বিহারী মাত্র পুণ্যকারীগণ । ৭১

কহিলাম যাহা আমি, একাগ্র অন্তরে তুমি

• শুনেছ ত সমুদায়, কুস্তীর কুমার ?

অজ্ঞান-অঁধাব জাত, মায়া মোহ ছিল যত,

হয়েছে ত এখন তা বিনষ্ট তোমার ? ৭২

অৰ্জুন কহিলেন,—

গিয়াছে আমার মোহ, হইয়াছি নিঃসন্দেহ,

লভিলাম স্মৃতি জ্ঞান তোমার কৃপায়,

তোমার আদেশ মত উঠিলাম, হে অচ্যুত—

এখনি করিব যাহা কহিবে আমার । ৭৩

সঞ্জয় কহিলেন,—

শব্দেবে লোমহর্ষণ, হয় শুনি যে বচন,

রাজন, অপূর্ব এই কথা নিরমল,—

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের, আব বীর অৰ্জুনের

এ সংবাদ নিজে আমি শুনেছি সকল । ৭৪

ব্যাসের প্রসাদে মগ, দিব্য দৃষ্টি নিকমগ,

‘তাই এ পরম গুহ্য যোগ-বিবরণ,

শ্রয়ং যোগেশ্বর যিনি, সাক্ষাৎ কহিলা তিনি,—

শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমি করেছি শ্রবণ । ৭৫

হে রাজন, পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণাৰ্জুন-কথা হেন

মনে করি মুহমূর্ছঃ কষ্টে হয় মন , ৭৬

কৃষ্ণ-রূপ মনোহর !— মনে করি নরবর,

বিস্ময়-পুলকে পূর্ণ হতেছে জীবন । ৭৭

যেই স্থানে নববর, সেই কৃষ্ণ যোগেশ্বর,

যেই স্থানে ধনুর্ধর পার্থ গুণাধার,—

রাজলক্ষী-অবস্থিতি, বিজয়, সম্পদ, নীতি,

সকলই সেই স্থানে—বুঝিলাম সার । ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা ।

গীতা-মাহাত্ম্য ।

ঋষি কহিলেন—

হে শূত, একদা ব্যাস মহা ভূপোদন
গীতাব মাহাত্ম্য-কথা কহিলা যেমন
নাভায়ণ-ক্ষেত্রে বসি প্রাচীন সময়,
সেক্লপ মাহাত্ম্য আঁজ শুনাও আগায় । ১

শূত কহিলেন—

ভগবান, এই প্রশ্ন অতীব উত্তম ;
কহিতে সে গুপ্তকথা কে হবে সক্ষম ? ২
সম্যক সে কথা কুমার জানেন কেবল,
কিঞ্চিৎ জানেন আর সে গীতার ফল,
ধনঞ্জয়, ব্যাসদেব, ব্যাসের কুমার,
জনক মিথিলাপতি, যাজ্ঞবল্ক্য আর । ৩
অপবে শুনিয়া মাত্র কহেন আভাস,—
ব্যাস মুখে শুনি করি কিঞ্চিৎ প্রকাশ ! ৪
ত্রিলোক-বিহাবী হবি গোপেব নন্দন
বেদশাস্ত্র-কামধেনু কবেন দোহন,
শিষ্য অর্জুন-বৎস—সুধীগণ তায়
গীতামৃত-দ্রব্ধপানে অমরত্ব পায় । ৫
ত্রিলোকের উপকার কবিধাবে যিনি
হইয়া পার্থের রথে সাবধি আপনি,
বিত্তবিলা গীতামৃত, রূপা-অবতার,
পরমাত্মা সেই কৃষ্ণ করি নমস্কার । ৬

সংসার সাগর ঘোর তরিতে যে চায়,
 গীতা-তরি আরোহণে সেই পার পায় । ৭
 গীতাভ্যাস না করি যে মোক্ষ বাঞ্ছা করে,
 বাগকেরা উপহাস করে সেই নরে । ৮
 মধুময়ী গীতা যারা দিবা বিভাবরী
 করেন শ্রবণ পাঠ মনোযোগ করি,
 তাঁহারা মানব নহে—দেবতা সকল,
 অবনীতে অবতীর্ণ সাধিতে মঙ্গল । ৯
 কমল-লোচন কৃষ্ণ কহি গীতা-জ্ঞান,
 ধনঞ্জয়ে করিলেন পূর্ণ জ্ঞান দান ;
 পরম ভক্তির তত্ত্ব রহিয়াছে তাঁর,
 সগুণ নিগুণ তত্ত্ব নিহিত গীতায় । ১০
 ভক্তি আর মুক্তি তত্ত্ব পরিপূর্ণ কায়,
 অমৃতের অষ্টাদশ সোপান গীতায়,
 সে সোপানে ক্রমে ক্রমে করি আরোহণ,
 প্রেম ভক্তি কার্যে শুদ্ধ হয় প্রাণ মন । ১১
 গীতারূপ নিরমল পবিত্র সলিলে
 সাধুগণ স্নেহে অব—গাহন করিলে,
 সংসারের পাপ তাপ ছুঃখ দূরে যায়,
 প্রফুল্ল কমল-অঁধি কৃষ্ণের কুপায় ।
 জ্ঞান করি, করী যথা অঙ্গে ধূলি লয়,
 অভক্তের গীতা জ্ঞান সেইরূপ হয় । ১২
 যে না জানে গীতা পাঠ, পাঠ না করায়,
 হুল্লভ মানব অন্য বুঝা সে কাটায় ! ১৩

নরাধম সেই, গীতা—জ্ঞান নাই যার,
 ধিক্ তার দেহে জ্ঞানে কুলে শীলে আর । ১৪
 গীতাগম্য যে না জানে সেই নরাধম,
 বৃথা তাব সচ্চরিত্র বিভব আশ্রম । ১৫
 বৃথা তার শুভাদৃষ্ট প্রতিপত্তি আর,
 পূজা মান মহত্বে বা কি ফল তাহার ? ১৬
 গীতায় না হলে মতি সকলি বিফল ।
 বৃথা গুরু ব্রত নিষ্ঠা তপস্যা সকল ! ১৭
 কখন গীতার্থ পাঠ হয় নাই যাব,
 নরাধম তাব সম কেবা আছে আর ?
 গীতায় যে জ্ঞান-কথা বলা নাহি হয়,
 অসুর-জ্ঞানের কথা সে সব নিশ্চয়,—১৮
 শাস্ত্র বহির্ভূত তাহা, তাহে ধর্ম হানি,
 ধর্মগম্য গীতা সর্ব জ্ঞান-প্রদায়িনী । ১৯
 সর্বশাস্ত্র গারভূতা গীতা প্রশংসিত ।—
 যেই জন করে পাঠ হযে নিয়মিত,
 শ্রীবিষ্ণুর পর্বদিনে, শ্রীহরি বাসবে,
 স্বপনে বা জাগরণে যেই পাঠ করে,—
 উঠিতে বসিতে গীতা পাঠ করে নিত্য,
 সে জন না হয় কভু শত্রু-পরাজিত । ২০
 দেবগৃহে নিবাসয়ে, নারায়ণ-স্থানে,
 যেই জন গীতা পাঠ করে মন প্রাণে,
 তীর্থে বা নদীতে গীতা পাঠ হয় যার,
 সৌভাগ্যের সীমা তার নাহি থাকে তার । ২১

শ্রীকৃষ্ণ যেমন তুষ্ট গীতা পাঠে হন,
 বেদ যজ্ঞ ব্রত তীর্থে না হন তেমন । ২২
 ভক্তিময় ভাবে গীতা পড়েন যে জন ;
 হয় তাঁর পুরাণাদি বেদ অধ্যয়ন । ২৩
 শালগ্রাম-সন্নিধানে আব সিদ্ধ পীঠে,
 যোগস্থানে, যজ্ঞে আর ভক্তের নিকটে,
 সাধুর সভায় গীতা পাঠ করে যেই,
 চরমে পরমা সিদ্ধি লাভ করে সেই । ২৪
 প্রতি দিন গীতা পাঠ, শ্রবণ যাহার,
 সৎকিণা অশ্বমেধ যজ্ঞ-ফল তার ; ২৫
 যেই করে গীতা-অর্থ শ্রবণ কীর্তন,—
 শুনাইলে গীতা, মুক্ত হয় সেই জন । ২৬
 ভক্তিভাবে গীতাদান করিলে সাদরে,
 ভাৰ্য্যা অতি প্রিয়া হন প্রেম ভক্তি ভরে ; ২৭
 সৌভাগ্য আরোগ্য খ্যাতি লাভে সেই জন,
 গৃহলক্ষী রমণীর প্রিয় সৰ্ব্বক্ষণ । ২৮
 মঙ্গল গুণে অভিলাষে যত ছঃখ হয়,
 যেই গৃহে গীতার্চনা, সে দিকে না যায় ; ২৯
 ব্যাধি বা ত্রিতাপ-ছঃখ নাহিক তথায়,
 দুর্গতি নরক অতি—শাপ দূরে যায় । ৩০
 গীতা-পাঠকের সঙ্গে পীড়া নাহি হয়,
 কৃষ্ণ-পদে কর্তৃ দাস্তা ভক্তির উদয় ; ৩১
 পূর্বকর্ম-ফল-ভোগ থাকিলেও আর,
 গীতা পাঠে সর্ব জীব সখ্য ভাব তাঁর ; ৩২

মহাপাপ অতিপাপ কবিলেও তাঁর
 ইহলোকে হয় মৰ্ক পাপের উদ্ধার ;—
 জলে যথা পদপত্র সিক্ত নাহি হয়,
 কন্ম-ফলে লিপ্ত নহে তাঁহার হৃদয় । ৩৩
 অবাচ্য কথনে আর অনাচার দোষে,
 অভক্ষ্য ভক্ষণে আর অস্পৃশ্য পরশে,
 জ্ঞান বা অজ্ঞান-কৃত ইন্দ্রিয়-জনিত,
 যত পাপ প্রতিদিন হয় উৎপাদিত,
 অচিরে সমস্ত পাপ বিনষ্ট তাঁহাব—
 প্রতিদিন নিয়মিত গীতা পাঠ য়ার । ৩৪, ৩৫
 সৰ্ব্বত্র ভোজন দান করিয়া গ্রহণ
 গীতা-পাঠকাবী পাপে লিপ্ত নাহি হন ; ৩৬
 বস্ত্রপূর্ণা ধরা কবি অন্নায়াধিকাব,
 মুক্ত হন গীতা পাঠ করি একবার । ৩৭
 গীতাতেই প্রীতিময় সদা য়ার মন,
 যথার্থ সাগ্নিক আর পণ্ডিত সে জন ;
 তিনিই যথার্থ হন সদা-জপকারী,
 তিনিই যথার্থ ভবে ক্রিয়া-অধিকারী ; ৩৮
 তাঁকেই দর্শনে পুণ্য—যথার্থই তিনি
 মহাধনে ধনী আর মহাজ্ঞানে জ্ঞানী ;
 তিনিই যথার্থ যোগী, সাঙ্গিক, যাজক ;
 তিনিই যথার্থ মৰ্ক বেদার্থ-দর্শক । ৩৯
 নিত্য গীতা পাঠ যথা—গীতা-অবস্থান,
 সেই স্থানে প্রয়াগাদি তীর্থ বিদ্যমান । ৪০

মন প্রাণে গীতা পাঠ কবেন যে জন,
 শরীর রক্ষক দেব ঋষি যোগিগণ
 সর্বদা করেন বাস শরীরে তাঁহাব,
 দেহান্তেও না কবেন তাঁবে পবিহার । ৪১
 ঐব নারদাদি যত সহচর সনে,
 গোপাল বালক কৃষ্ণ গীতাপাঠ-স্থানে
 আসিয়া সহায় হন জানিবে নিশ্চয়,—
 সেই স্থানে দেবশক্তি সত্ত্বর উদয় । ৪২
 যেই স্থানে হয় সদা গীতাব বিচাব,
 সদা গীতা অধ্যয়ন, অধ্যাপন আর,
 আপনি শ্রীভগবান আসি সেই স্থানে,
 বিহবেন প্রাণাধিকা বাধিকাব সনে । ৪৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

শুন ধনঞ্জয়, গীতা আমার হৃদয়,
 গীতা মম সর্বোত্তম সাব ভাগ হয় ।
 আমার প্রবল জ্ঞান গীতাই নিশ্চয়,
 আমার অক্ষয় জ্ঞান গীতা মধুময় । ৪৪
 আমার উত্তম স্থান গীতা মনোহর,
 আমার পরম পদ অতীব সুন্দর ;
 মহাজ্ঞান গীতা মম—গোপনীয় অতি,
 আমার পরম শ্রব—গীতা মম গতি । ৪৫
 গীতাই আশ্রয় মম—গীতা নিকেতন,
 গীতার আশ্রয়ে কবি ত্রিলোক পালন । ৪৬

গীতা মম পরাবিদ্যা, ব্রহ্ম-স্বরূপিনী,
 বাক্যাতীতা নিত্যা মম অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিনী । ৪৭
 শুন পার্থ গোপনীয় গীতা-নাম যত,
 সে নাম কীর্ত্তনে পাপ হইবে বিগত ,—৪৮
 গঙ্গা, গীতা, সীতা, সত্য, নন্দা, পতিব্রতা,
 ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিজ্ঞা, অর্দ্ধমাত্রা-চিতা,
 সাবিত্রী, পরমানন্দা, বিমুক্তি-গেহিনী,
 ত্রিসন্ধ্যা, ভবয়ি আর ভ্রাস্তি-বিনাশিনী,
 তত্ত্বার্থ-জ্ঞানগঞ্জবী, বেদত্রয়ী আব,
 এ সব পবিত্র নাম হয়েছে গীতাব । ৪৯, ৫০
 এ সকল নাম জপি চিত্ত তিরতায়,
 নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি, অস্তে মোক্ষপদ পায় । ৫১
 গীতাব সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ যিনি,
 কেবল অর্দ্ধাংশ পাঠ কবিবেন তিনি,—
 শাস্ত্রেতে বর্ণিত যত গো-দানের ফল,
 ইহাতে ফলিবে সেই পুণ্য নিরমল । ৫২
 সোমযাগ করি হয় যে পুণ্য সঞ্চয়,
 তিন ভাগ গীতা পাঠে সেই পুণ্যোদয় ।
 যেই পুণ্য হয় জানে পুত গঙ্গাজলে,
 গীতাব ষড়ংশ পাঠে সেই পুণ্য ফলে । ৫৩
 অবাধে অধ্যায় দ্বয় নিত্য পাঠ যাবু;
 ইন্দ্রলোকে কল্পকাল বাস হয় তাঁর । ৫৪
 একটি অধ্যায় নিত্য পাঠ কবে যেই,
 ঋত্নলোক-গণ মাঝে বাস করে সেই । ৫৫

তাব অর্দ্ধ চতুর্থ বা নিতা পাঠে নর
 সূর্যালোকে কবে বাস গত মনস্তব ; ৫৬
 দশ সপ্ত পঞ্চ কিংবা শ্লোক চতুষ্ঠয়,
 গীতাব তিনটি শ্লোক কিংবা শ্লোকদ্বয়,
 এক কিংবা অর্দ্ধ শ্লোক—যোগীশ্বেব ধন,
 মন-প্রাণ যোগে যদি করে অধ্যয়ন,
 সে নব অমৃত বর্ষ অবস্থিতি কবে,
 পাইয়া পরমানন্দ, পূর্ণ সুধাকরে । ৫৭
 গীতার্থের এক পদ, অথবা গীতার
 এক শ্লোক কিংবা এক অধ্যায় ইহার,
 শ্রবণ কবিতা যিনি দেহ ত্যজি যান,
 যোগীন্দ্র-বাহিত সেই বিষ্ণুপদ পান ! ৫৮

আসিবে প্রাণান্ত-কালে কৃতান্ত যখন,
 গীতার্থ বা গীতাপাঠ শুনিলে তখন,
 মহা পাতকীও যার হইয়া উদ্ধার,
 ভবের বন্ধন হতে চির মুক্তি তার ! ৫৯
 যে সময় প্রাণবায়ু দেহ ত্যজি যার—
 সুখের সংসার-খেলা নিমেঘে ফুরার,
 সে সময় সুধাময় গীতা-গ্রন্থ থানি,
 পরম বাক্যব কেহ রাখে যদি আনি
 মরণ-শয্যায় মাত্র কবিতা সংযোগ,
 তখনি বিনষ্ট হয় সর্ব কর্ম-ভোগ—
 বৈকুণ্ঠে বিমলানন্দে বাস হয় তাঁব,
 বিষ্ণুর সহিত সুখে করেন বিহার ! ৬০

থাকিলে অধায় মাত্র মরণ-শয্যায়
 হ্রস্ব মানব জন্ম পায় পুনবার ,
 সুধাসম গীতাভ্যাস করিয়া আবার
 চবমে পরমা গতি লাভ হয় তার । ৬১
 ভব লীলা সাজ কবি হারবে যখন
 আয়ুঃসূর্য্য অস্তাচলে কবিছে গমন—
 এমন সময় যদি সেই অভাজন
 ‘গীতা’ ‘গীতা’ এই কথা কবে উচ্চারণ,
 তখনি তাহার হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়,
 প্রাপ্ত হয় বিষ্ণু-পদ চিবশান্তিময় !
 গীতা পাঠ কালে যে যে কৰ্ম্ম করা যায়,
 নির্দোষে পবমা সিদ্ধি লাভ হয় তার । ৬২
 শ্রদ্ধ-কৰ্ম্মে হয় যদি গীতা অধ্যয়ন,
 প্রীতিসহ পিতৃগণ স্বর্গবাসী হন । ৬৩
 পিতৃগণ তৃপ্ত হন গীতা অধ্যয়নে,
 স্বর্গে যান আনীর্বাদ করিয়া সন্তানে ; ৬৪
 সুন্দর চামর সহ গীতা দান কবি,
 সে দিন কুতর্থে হন পিতৃ-শ্রদ্ধকাবী । ৬৫
 স্বর্গসহ সৎ বিশেষে কবি গীতা দান,
 ভক্তিমান নর পুনঃ জন্ম নাহি পান । ৬৬
 শত খণ্ড গীতা দান যদি কেহ কবে,
 ব্রহ্মলোকে যায় আর ফেরেনা সংসারে । ৬৭
 মণ্ডকল্প কাল বাস হয় গীতা দানে
 বিষ্ণুসহ বৈকুণ্ঠেতে, দেহ অবসানে । ৬৮

গীতাদান হয় যদি করিয়া শ্রবণ,
 ঈশ্বর করেন তার অভীষ্ট পূরণ, ৬৯
 ছল্লভ মানব দেহ করিয়া ধারণ,
 ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ মাঝে যেই জন
 অমৃত-রূপিনী গীতা শ্রবণ না করে,—
 নাহি করে অধ্যয়ন প্রেম ভক্তি ভরে,
 হাতের অমৃত ফেলি করি অনাদর,
 হলাহল পিয়ে সেই হতভাগা নর । ৭০
 সংসারের দুঃখে যার অবসন্ন মন,
 গীতাজ্ঞান লাভে সুস্থ হবে সেই জন ;
 গীতামৃত পান করি ভক্তি লাভ হবে,
 দুঃখ দূরে যাবে—পাবে সুখ শাস্তি ভবে । ৭১
 ইহলোকে জনকাদি নরপতি গণ
 বিমুক্ত হ'লেন করি গীতা অধ্যয়ন । ৭২
 গীতার সম্বন্ধ উচ্চ নীচ নাহি মানে,
 সর্ব লোক তুলা হয় গীতা-অধ্যয়নে ।
 সর্ববিধ জানে গীতা তুল্যরূপ জানি,
 অমৃতের খনি গীতা ব্রহ্ম-স্বরূপিনী । ৭৩
 অভিমানে গর্বে গীতা নিন্দা করে যেই,
 প্রলয় পর্য্যন্ত থাকে নরকেতে সেই । ৭৪
 যে না মানে গীতা, সেই কুন্তীপাকে রয়—
 দুঃখ পায় যাবৎ না হয় কষ্ট ক্ষয় । ৭৫
 গীতা-পাঠ-স্থানে থাকি না শুনে যে জন,
 অতি নীচ পশুজন্ম করে সে গ্রহণ । ৭৬

গীতা চুরি করে যেই তার কিবা ফল !
 বৃথা গীতাপাঠ তার. সকলি বিফল । ৭৭
 গীতার্থ শ্রবণে যার আনন্দ না হয়,
 বৃথা পরিশ্রম তার শ্রমভের প্রায় । ৭৮
 শুদ্ধ চিত্তে গীতা-পাঠ করিয়া শ্রবণ,
 ভোজ্য দ্রব্য পট্টাশ্বর বিপুল কাঞ্চন,
 পরমাত্মা প্রীতি তরে নিবেদন করি,
 লভিবে পরমানন্দ ভক্ত নর নারী । ৭৯
 গীতার পাঠক যিনি, ভক্তি ভরে তাঁরে
 নানা দ্রব্য বস্ত্র দিয়া, বিবিধ প্রকারে,
 আদরে, পূজিবে, গন একনিষ্ঠ করি,
 তাহে তৃপ্ত হইবেন ভগবান হরি । ৮০

স্মৃত করিলেন—

কোটি পদ্য বিনির্মিত
 কৃষ্ণমুখ- বিনিঃসৃত
 গীতার মাহাত্ম্য এই অতি পুরাতন,
 পাঠ করে যেই জন,
 গীতা করি সমাপন,
 তিনিই অপূর্ণ সেই ফলভাগী হন । ৮১
 যে জন গীতার পরে
 'মাহাত্ম্য' না পাঠ করে,
 সে জন পাঠের ফল জানিতে না পায়,—
 গীতাপাঠে ফল যাহা,
 'মাহাত্ম্য' প্রকাশ তাহা,

বৃথা শ্রম হয় পাঠে, ফল না জানায় । ৮২

গীতা করি সমাপন,

সে 'মাহাত্ম্য' অধ্যয়ন

করেন যে জন, মন প্রাণ ঐক্য করি,

আর, তাহা ভুক্তিভরে

মাহারা শ্রবণ করে,

তাদের বৈকুণ্ঠ-বাস দিবা বিভাবরী । ৮৩

অর্থ সহ গীতা শুনি,

মাহাত্ম্য শুনেন যিনি,

তঁার সম পুণ্যবান্ সংসারে কে আছে ?—

সর্ব নুপে স্থখী হন,

সুখীতল প্রাণ মন ।

ভকত-বৎসল হবি বাধা তাঁর কাছে ॥ ৮৪

গীতা-মাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

ইতি চতুর্থ সংস্করণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত ।

প্রবোধকুপাহি কেবলম্ ।





শ্রী তপোবন ।

প্রার্থনা ।

ভারতে প্রভাত নিশিথিনী, আসিবেন সুখদিনমনি,
জগৎ-গৃহিনী উষা, পরিয়া ধবল ভূষা,
অমানিশা অবসানে পশিলা রজনী ।

ভারতের ফরশা-প্রাঙ্গণ, ভরসায় বিহঙ্গমগণ
রজনী প্রভাত দেখে, প্রভাতি গাইছে সুখে,
সুখে শিখী শাখি শাখে করিছে নর্তন !

আবার ফুটিছে ফুলকলি, আসিয়া জুটিছে যত অঙ্গি,
সুখ-সবিতায় হেরে, দিগঙ্গনা রঙ্গ করে,
বঙ্গের অঙ্গনা চাহে মুখপদ্ম মেলি !

ত্রিদিব-ছহিতা খেতাননে, তব দয়া নিত্য দীনজনে
হের আমি বড় দুঃখী, সংসার-সরুতে থাকি,
আশা-মৃগ হৃদয়কায় শিক্তবারি জানে ।

দীনতারিণি কই গো তোমায়, যাচিয়া লয়েছি দীনতায়,
কহিব কি, দীন দেখি, সবাই দিয়াছে ফাঁকি,
তাই নিরঞ্জে থাকি ডাকি মা তোমায় !

এ কপাল কঙ্কালের খনি, খেতান্নি চিরদিন জানি,
তরুতলে নদীতটে, যে দিন যেখানে ঘটে,

তব পাদপদ্ম অরি কাটাই যামিনী !

এস বিদ্যো সেই দেশে যাই, জড়ের প্রভুত্ব যথা নাই,
এ ধূলার ঘর দ্বার, ভাঙ্গি যাবে কতবার,

তুমি আমি অবিনাশী, হেরি বসি তাই !

কৃপাকরি এস খেতাননে, উর দেবি ডাকে দীন জনে,
ও তব করুণা বিনা কেমনে বাজিবে বীণা,

জুড়াইবে মাতৃভূমি বিভূ গুণ গানে ?

ভ্রান্ত মন সাহস কেমন, গাইলা যা মুনি ঋষিগণ,
ওরে সেই গীতামৃত, দৈত্য করে অপহৃত,

দানব দলিবে হায় নন্দন-কানন !

কিস্ত আশা তুচ্ছ তৃণদল, সুধাস্পর্শে অমর সকল,
অপাত্রে অমৃত পল, আশাতরু মুঞ্জরিল,

সেই বৃক্ষে ফলে যদি অমরতা-ফল !

পিয়ে রস তৃষাপূর্ণ করি, অমর হইবে নর নারী
তাই গো সাধনা করি, ক্ষণেক অমরাপুরী,

পরিহরি কৃপাকরি এস সুরেশ্বরী !

রত্নহার দিয়া বর্গপরে, এস তুমি পীনপয়োধরে
ত্রিলোকতারণ গান, গাইতে ছুটিছে প্রাণ,

উৎকর্ণ ভারত ওই, উর বিশ্বাধরে !

ভারত-সঙ্গীত-সুখা তপোবন-কাহিনী
 গাই ঘরে ঘরে কর আশীর্বাদ জননি ।
 মহা মুখ' মহা কবি হ'ল যার প্রসাদে,
 উর পূর মনোসাধে সুখ দে মা সুখদে ;
 বাগনের জ্ঞান নাই, মত্ত মদে, চাঁদে চাই ।
 অবাধে অবোধে হেন বর দে মা, বরদে ।
 তপোবনে বসি গান গাই মা খুলিয়া প্রাণ,
 কাব্যের স্বর্গীয় সুরে শুনাই অমর নরে—
 বশিষ্ঠ সমান কার্যো, রাম নারায়ণাচার্যো,
 আর বর্দ্ধমান-সূর্য্যো—সূর্য্য-বংশ-দিবাকরে ।
 রণে বনে জলে স্থলে রক্ষ মা, সর্ব্বমঙ্গলে ।
 সদা-নিধি রাজেন্দ্রের অশিব করুন দূর ।
 দেবোপম নৃপবর বর্দ্ধমান-দিবাকর
 জয় শ্রী-বিজয়-চন্দ্র-মহতাব্ বাহাদুর !
 পর-হিতব্রত-পথে দারিদ্র-অধারে ঘেরি,
 আসিয়া আতঙ্ক-রাহ যদি বা আগায় ধরে ;
 নিষ্কলঙ্ক নৃপবর, বর্দ্ধমান-দিবাকর,
 দেখো দেখো, অন্ধ রেখ এ কলঙ্কী সুধাকরে !
 কোথায় বা দিবাকর ? কোথায় বা সুধাকর ?
 কেমনে একের দৃষ্টি পড়িবে অপরে ?
 পণ্ডিত জানেন সার—দিবাকর আছে তার
 অন্তরে অন্তরে থাকি, অন্তরে অন্তরে ।

কীর্তন ।

নমো নমঃ পঞ্চানন, পঞ্চ ভূতের গাধারে ।
 আত্মার স্বরূপ, একি অপরূপ, অকপে কি রূপ বিহরে ;
 কুটস্থ মণ্ডল মধ্যবর্তী, “জ্যোতিষা মপিত জ্যোতিঃ,”
 পঞ্চকোষের অতীত ভাতি, দ্বিদলে দেখান দেখরে ।
 শ্যামা চরণের লেগেছে আভা, পঞ্চাননেব কতই শোভা,
 ভূতগণ আছ যেখানে যেবা, চক্রে চক্রে নাচরে ।
 আবার, নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, জীবনসন্ধ্যা আঁধারে একা
 দাঁড়ায়ে দেখায় ময়ূর পাখা, পাগল করিল আগারে ।
 ছাড়িয়ে তোমার রাখাল প্রজা, আর্ধ্যমিশনে হয়েছ রাজা,
 আর কান্না মাঠে সে বেহু বাজা, গোদেহু ফিরে যা গুনেরে ।
 কান্না যমুনার যেখানে মিলন, দেবঘর মাঝে কুসুম কানন,
 ফুলে ফুলে ফুলে নব বৃন্দাবন, সাজাও মোদের অন্তরে ।
 মোদের সর্বস্ব দেহ প্রাণ মন, ধর ধর ধর বাবা পঞ্চানন,
 পঞ্চভূতের এই নিবেদন, এ প্রপঞ্চ সংসারে ।
 আমাদের প্রাণ তোমার প্রাণে, গাঁথা আছে সংগোপনে,
 কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে, মধুর মধুর মধুরে ।

কে তুমি ?

ধরণী ব্যাপিনী হাসি, হাসি হাসি সারা নিশি,
 ঢালিয়া কোমুদী রাশি, ভুবন ভাসাও,
 উষার শিশিরে পশি, কুসুমে জ্বলিয়া রাশি,
 অরুণ কিরণ করে, কে তুমি মাথাও ?

মলয়-ফুৎকার দিয়া, শতদলে দোলাইয়া,
 পদ্যপর্ণ কর নাড়ি, কে ডাক আশায় ?
 আমারে ভুলায়ে নিতে, কে তুমি চাহিছ দিতে,
 রাজা রবি ছবি খানি, গগনের গায় ?
 হীরা গণি অলঙ্কারে, সাজাইয়া প্রকৃতিরে,
 রূপ রস রব ভ্রাণ পরস রসান
 তাহাতে মিশিয়ে দিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
 কে নাচাও প্রকৃতিরে, নর্তকী সমান ?
 অনন্ত অনন্ত ব্যোমে, অনন্ত মরুৎ ভ্রমে,
 তেজঃ পুঞ্জ ক্রমে ক্রমে, পাইছে প্রকাশ ;
 অসীম সলিল ক্ষিতি, পশ্চাতে করিছে গতি,
 পঞ্চভূত রসায়নে, আশ্চর্য্য বিকাশ ।
 কোটী কোটী গ্রহ তারা, ছুটিতেছে পথ হারা,
 কে তুমি দেখাও পথ, অঙ্গুলি নির্দেশে ?
 ধরায় রোপিছ চারা, আকাশে দিতেছ বারা,
 কে তুমি করিছ এত গনের উল্লাসে ?
 কে তুমি আড়ালে বসি, মুখে মুছ-মন্দ হাসি,
 এত ভালবাসা বাসি, দেখাইছ মোরে ?
 পশিয়া আমার অঙ্গে, শোণিত তরঙ্গে রঙ্গে,
 জীবন বায়ুর সঙ্গে, খেলিছ অন্তরে ?
 অভেদ্য অভ্যাসে ঢাকি, মানবের ক্ষীণ আঁধি,
 সংসারে ভুলায়ে রাখি, ধুলার খেলায়,
 কিছু না দেখিতে দিলে, আমার কি গুণ্য বলে,
 আশ্চর্য্য মাধুর্য্য এত, দেখাও আমার ?

ওমা মা দেখ মা আসি, তোরে কত ভালবাসি,
 তথাপি আমার মন ওর পানে ধায় ;
 দিবারাত্রি মোরে পেয়ে, এক দৃষ্টে আছে চেয়ে,
 একাকী পেলেই ধ'রে, কোলে নিতে চায় ।
 নিশার যুমাগে আমি, তখন যুমাও তুমি,
 হঠাৎ আগিয়া দেখি, ওই মাত্র আমি
 আমার মুখের দিকে, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে,
 তাই যে মা তোরে চেয়ে, ওরে ভালবাসি ।
 বড় ভালবাসে মোরে, তাই ভালবাসি তারে,
 আমি মা ছাড়িয়া তোরে, তার কাছে যাই,
 তোরা পুনঃ যাবি যবে, সেই মার কাছে হবে
 পিতা মাতা পুত্র কন্যা একত্র সবাই ।

আনন্দ-আশ্রম-আবাহন ।

অলসতা পরিত্যজি, বাজারে বিজয় ভেরী,
 ভারতের নর মারী, দেখ সবে উঠিয়া,
 কিবা কার্য্য আপনার, সংসারের কিবা মার,
 উরসেতে যশোহার, রাখ রাখ ধরিয়া ।
 মিথ্যা জীবকামা, মিথ্যা ভব মায়া,
 অমূলক ছায়া, লৈখ্যের দয়া নাই,
 সংসার ছঃসহ, স্বপ্নস্থায়ী দেহ ।
 মুগ্ধ য় গোহ, কহিও মা কেহ ভাই ।
 যুক্তিকার অত্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন ক'রে,

পঙ্কজে পঙ্কজ সরে, পরিমল নিহিত,
 মধুমত্ভৃঙ্গগণে, সে মধুর তত্ত্ব জানে,
 হায়রে সে সুখাপানে, বায়সেরা বঞ্চিত ।
 বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয় প্রমোদ জানে,
 মমতা পান ভোজনে, কি আনন্দ জান না,
 স্বপ্ন স্থায়ী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে,
 তুলনা তাড়িৎ মনে, দিও নারে দিও না ।
 ক্ষীণ জীব প্রাণী, সত্য বলি মানি,
 চন্দ্র সূর্য্য জিনি, ক্ষমতা এমনি আছে,
 অপার্থিব ধন, মানব-জীবন,
 পেয়েছ যখন, ব'ল না তখন নিছে ।
 সংসার সমুদ্রতীরে, বসিয়া তবঙ্গ হেরে,
 হায় তুলি আপনারে, ক্ষুদ্র বলি ভেব না,
 যারা অতি নীচ মতি, তাদের নরকে গতি,
 "সহায় জগৎপতি," এ কথাটি ভুল না ।
 কর মিথ্যা পরিহার, ধর সত্য-তরবার,
 শ্রায় যুদ্ধে কতু আর, ভয়ে ভঙ্গ দিও না,
 ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি,
 যাও প্রাণ পণ করি, কিছু শঙ্কা ক'র না ।
 সাধিবারে কৰ্ম্ম, রাখিবারে ধৰ্ম্ম,
 পর জ্ঞান-বৰ্ম্ম, আছে কোম কৰ্ম্ম আর ?
 পাপ চিন্তা ছাড়ি, পাহাড় উপাড়ি,
 চন্দ্র সূর্য্য পাড়ি, সাধ কার্য্য আপনার ।
 জীর্ণ দেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্মা মনে জানি,

পরমাত্মরূপ যিনি, তাঁরে কভু ভুল না,
 এ ভব বৈভব ভব, অপার্থিব বস্তু সব,
 সুখ বার্তা করে কব ! দুঃখ দেখা গেল না ।
 বিমানে বালুকা তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি,
 আশার আগুন জালি, অগ্রসর সঘনে,
 প্রচণ্ড প্রতাপ সহ, কর অগ্নি অহরহঃ,
 যে ক'দিন থাকে দেহ, অবহেলি শমনে ।
 যতক্ষণ প্রাণে সহে, শরীরে শোণিত রহে,
 যতক্ষণ শ্বাস বহে, রাখ বক্ষ পাতিয়া,
 অশনি সম্পাত শত, হয় হোক ক্রমাগত,
 কর্তব্যে বিরত হলে, কি হইবে বাঁচিয়া ?
 পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বাস বৃদ্ধ সঙ্গে করি,
 সারি সাবি নরনারী, সুমঙ্গল সাধনে,
 সদা রত মন সুখে, উৎসাহ বচন মুখে,
 দেখুক নির্দোষ লোকে, সুসুখি এখানে ।

আনন্দের কথা, যে জন কহিবে, চরণে নোয়াব তার ।
 মাথায় আমার আনন্দ-মুকুট, গলায় আনন্দ-হার ।
 আনন্দ-বসনে আনন্দ-ভূষণে, আনন্দে চলেছি ভাই,
 উঠিতে আনন্দ, বসিতে আনন্দ, শমনে আনন্দ পাই ।
 আনন্দের কথা, দিন রাত ভাবি, আনন্দে হয়েছি ভোর,
 সংসারের শ্রোত, বহিছে উজান, ছিঁড়িছে মায়ার ডোর ।
 আমাদের গুণ, আনন্দ-জগতে, আনন্দ-প্রভাত কালে,
 আনন্দ-কাননে, গাইছে কোকিল আনন্দ গাছের ডালে ।
 আনন্দে পাগিয়া, প্রভাতি ধরেছে, সলিল গাইছে পাখী,

উঠিছে অরুণ হাসিতে হাসিতে, আনন্দ বরণ মাধি ।
 বিধাদের রেখা যদি যায় দেখা, কাহাবো নয়ন কোণে,
 জানিব তখন যবেছে সে জন, গঠেছে নবক মনে ।
 ছিন্ন ভিন্ন করি মায়াব সংসার, আবার বেঁধেছি তায়
 আনন্দের ডোবে, আনন্দ অন্তবে, আনন্দে পাগল প্রায় ।
 অজর অমর, আত্মা নিরন্তর, আনন্দে কোথায় যাই !
 আনন্দে আনন্দে, আনন্দে আনন্দে, অজ্ঞান হয়েছি ভাই ।
 আনন্দে হৃদয়, উথলি উঠিছে, ছাপায় পড়িছে মোর,
 আয় দীন দুঃখী, প্রাণ খুদে আয়, সুপ্রভাত আজ তোর ।
 পাপীতাপী যারা. সংসার মরতে, ভাবিয়া হতেছ সারা,
 অমূল্য রতন, মোগার পুতলি, বাহু তুলে আয় তোরা ।
 যোগের নিজ্ঞান, জন্মেছে আশুন, মায়াবসংসার মাঝে,
 চির অভিমানী, যত ধনী মানী, মাথা নোয়াইছে লাজে ।
 চির আনন্দের, ধীর বজ্র ধ্বনি, অনন্ত আকাশে হয়,
 তার্কিক-পাণ্ডিত্য, চূর্ণ চূর্ণ করি, কবিত্তেছে দ্বিধাজয় ।
 বাল-ব্রহ্ম আয়, নেচে আয় শিশু, বুকেতে রাখিব তোরে,
 দীন দুঃখী চাষা, বুকে আয় তোরা, শীতল করে যা মোরে ।
 আগরে দুঃখিনী বাল্য ছাড়িয়ে সংসার জালা,
 অবিশ্রান্ত আনন্দের দেশে,
 আগার তোর সনে, কি সম্বন্ধ মনে মনে,
 কুঠারে চিরিয়া বক্ষ দেখাইব শেষে ।

পাখী ।

বিজ্ঞান বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহিয়া, কেন গাও পাখী ?
 ছেড়েছি সংসার ঘর, শুনিয়া তোমার স্বর,
 কি গান শুনায়ে পাখী, ফিরে গাও দেখি ?
 মানুষ কথার ছলে, বরষে গরল, আশ্চর্য্য কোণলে ।
 বড় হুঃখি আমি পাখী, সংসার সন্দেশে থাকি,
 আশা-সুগন্ধিকার, কুহকেতে ভুলে ।
 কি এক প্রণয় বায়ু, সময় বুঝিয়া, বহিল প্রবল !
 আগুনের শিখা প্রায়, পরশি আমার গায়,
 হায় হায় দেখ দগ্ধ, করেছে সকল !
 মিটিল না মহা তৃষ্ণা, বিন্দু বিন্দু প্রায়, সম্পদ সলিলে ।
 পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিবরে পথে পথে,
 গিয়ে সুধা গান করি নয়নের জলে ।
 বিধাতা সেধেছে বাদ নাহি অস্ত্র সাধ ! হাদে দেখ পাখী
 জর জর কলেবর, হতাশে দহে অন্তর,
 এবে মাত্র প্রাণ-বায়ু বাহিরিতে বাকি ।
 ওই যে সমুখ দিয়া, উড়ে যা'স চলে, পাখা ছুটি তুলি,
 মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোবে,
 চড়াং করিয়া চিত্ত উঠে যেন জলি !
 সুদূর অধর পথে, বিছাতের গতি, পাগলের প্রায়
 ঢালি সুধা ডাকি ডাকি, বল দেখি বল পাখী,
 আমাদের দিয়া ফাঁকি, যাস্নরে কোথায় ?
 আজ এ কানন মাঝে, সেই খোঁজে খোঁজে, আসিয়াছি আমি

মনে বড় সাধ করে, দেই স্মৃতি ভুঞ্জিবাবে,
ফাঁকি দিয়া যার তবে, উড়ে এস তুমি !
আমার মাথার কিরে, দেখ পাখী ফিবে, অনসের মত
মুগ্ধ হ'য়ে তোর রবে, ছাড়িয়া এসেছি সবে,
প্রাণের অধিক মোর, ভাই বন্ধু যত !
করিতেছে প্রাণাকুল, বকুল মুকুল কুল, ফল ফুল মাঝে,
পাখী-কুল চির আশা, বান্ধিতে স্মৃতির বাসা,
তোর মত লোক যারা, তাহাদেরি সাজে !
মলয় বহিলে পবে, শরীর শীতল করে, হৃৎকণ্ঠে দূরে যায়
হ'য়ে তুমি প্রতি বাসী, ডাক যদি কাছে বসি,
ভব-ধামে স্বর্গ স্মৃতি অনুভব তার !

বুলবুল । (ভাবানুবাদ)

বুলবুলবে কত স্মৃতি তুই !
বসিয়া ঝোপের পরে, গান গাও মধুস্বরে,
চারি ধারে ফুটে কত জাতি জুতি জুই !
মনি মুক্তা রতন ভাণ্ডার
কিছু তোর নাই পাখী, অনন্ত স্মৃতির স্মৃতি,
তোরে দেখি প্রাণ মোর ছুটে বাসবার ।
নাই তোর হল শস্য ভূমি !
কোন কাজে হিংসা ঘেঁষ, নাই তোর এক লেশ,
শান্তি স্মৃতি মধুস্বরে গান কর তুমি ।
মন স্মৃতি সখিনীর মনে,

না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ, অজর অমর বৎ,
 নিত্য সুখে সুখী পাখী, মত্ত মদ্য গানে ।
 প্রতি দিন কি কর আহার ?
 জিজ্ঞাসিলে বল তুমি, “তঁার যত্নে বাঁচি আমি,
 নিয়ত বাঁচান যিনি, নিখিল সংসার !”

সাবিত্রীর তপোবন দর্শন ।

ছুটিছে সুরভি গন্ধ কনক আধারে
 আমোদিয়া অস্তঃপুরি ! শোভে চারি ধারে
 কমল, সাবিত্রী বসি কমলা যেমতি !
 সাজায়েছে সহচরী কবরী, আহরি
 মহেশ-মন্দির হতে দেবার্চনা পরে,
 চন্দন চর্চিত চারু চম্পক চামেলি,
 কামিনী কুল কামনা ! সুখে তমালিনী
 করিছে অলক্তে রাজা চরণ অঙ্গুলি !

চুখিয়া শ্যামল দল নীরব অরণ্যে,
 সর সর-প্ৰসনে মন্দ মলয় যেমতি,
 জিজ্ঞাসিলা রাজবালা সস্তাষি সাদরে
 মধুস্বরে—নিধুমুখি ! রম্য তপোবনে
 কহ মো আছেন ভাল, ঋষি-কুলবালা ?
 তরলিকা তিলোত্তমা নলিনী-নয়না
 তাপস-নন্দিনী সখি কেন না সস্তাষে
 আমায় ? তারা যে বলে “রাজকন্যা” আমি !

লো মথি তাপস কুলে “মুনিকথা” তারা !

এ কেমন কথা দেবি ? ভাগ্যবতী তুমি,
রাজবালা—তুমালিনী কহিলা হাসিয়া
মুহুহাসি । সুরবালা শোভে সুরপুরি,
নন্দন মন্দার শোভে চিকুর বন্ধন !
গন্ধর্ব কিন্নর কথ্য কর্ণমূল-শোভা
কুটজ কুম্ভ গন্ধে নগেন্দ্রের দেখ
কি আনন্দ ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায়
অকারণ ; রাজগেহে রাজলক্ষ্মী তুমি,
বিধির লেখা আলেখ্য ! লক্ষপতি পিতা,
যক্ষপতি যথা অলকায় । বনে সুখী
বনবাসী ! কিন্তু দাসী, শশীমুখি, কভু
দেখে নাই, সত্য দেবি কহ যাহা তুমি,
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন !

সুধাইলা সুবদনি সে দিনের কথা,
গিয়াছিল যবে মোরা করিতে ভ্রমণ
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি
যে মাধুরি, বরাজনে, নিবেদি চরণে ।
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয়
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি ।
সুপ্ত জীব যত জাগে, একে একে যথা
সন্ধ্যায় নক্ষত্রোদয় ; ফুলডালা কঁরে
কুম্ভ চয়ন করে মুনিকথা যত ।
কঁরে করি কমণ্ডলু করিছে গমন

ঋষিকুল, কুলকুলে শুধা ঢালি যথা
 চুষিছে উপল-কুল নিবাবিণী-বাবি !
 ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়,
 পাখায় বিচির চিত্র, চিত্রভান্ন হেরি
 মনোবঞ্চে । মনোবঞ্চে কুবজ নিকর
 ছুটিছে শাবক সঙ্গে শ্রীফলের পাতা
 সবমরি । হৃষ্ট মনে কৃষ্ণসাব যত
 হর্ষে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে !
 যে দিকে কিবাই আঁখি, নিবখি কেবল
 অপরূপ ব্রহ্ম ছবি । ক্রীড়া কবে যত
 বনবাসী শিশুকুয়া তক মূলে বসি ।
 কেমন তাপস কুল, কটি তটে বাক্সা
 পল্লব, বাকল, চর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্মে বত
 সতত ! সতত বনে নিবখি নিরখি
 হরিতকী আমলকী ঝড়। বকুল
 তরুলতা গুল্ম বাঞ্জি, জ্ঞান হয় মনে
 সর্গের সংবাদ তারা কহিছে বিনয়ে !
 পরিহরি বাজপুরি—পবিত্র যায়
 পাপরাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণা আর
 ঘেষ হিংসা অর্থ লোভ স্বার্থ লাগি সদা,
 ইচ্ছি বাস তপোবনে ।—শুনি গায় পিক ;
 নাচে শিখী ; শাখী সখা , প্রতিবাসা যত
 বিহঙ্গ কুরঙ্গ মরি ; সুখামন কুশা ;
 অশন সুপক ফল, বসন বাকল,

বাসনা কেবল সেই অমৃতের ধাৰা
 কামধেনু পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে
 প্রবাহিনী পুত পানি পাতি পাণিযুগ,
 পর্ণ শয্যা, লতাগুচ্ছ দিবা উপাধান ;
 বাজনে চন্দন শাখা ; শয়নে স্বপনে
 ব্রহ্মানন্দ ! এ আনন্দ মন্দমতি যারা
 সন্ধান না পায়, ময় সংসার-সাগরে !
 সংসারের যত সুখ তাদের কপালে
 খেলে যথা সৌদামিনী কাদম্বিনী কোণে ।
 সাবান্নিন নিবধিহু নন্দন-নিমিত্ত
 তপোবন । প্রায় সন্ধ্যা, হেনকালে হেবি
 তরলিকা ত্রিলোক্যমা তমালের তলে
 নমিছে আদিত্য দেবে — প্রায় অন্তর্মতি,
 অঁচল ভরা কুসুম । অদূরে নেহারি
 তেজস্বী তপস্বী কত, উর্দ্ধজটা কেহ,
 কেহ উর্দ্ধ বাহু শিবে জটা জুট ভার,
 উর্দ্ধবেতা যতানিল ঈশান যেমতি ।
 ভঙ্গভূষা ভালে, তারা শ্রোতস্বিনী তীরে
 কমণ্ডলু করে করি কবিছে গমন !

নাগিল অরুণ রথ পশ্চিম সোপানে
 দেখিতে দেখিতে, দেখা দিল গোধূলির
 ধূসর বরণ ! কত যে কুসুম দাম
 ফুটে সে কাননে ! গন্ধে আমোদিত বন ।
 হেন কালে আমাদের সস্তামিলা আসি

ঋষিসুতা যত, মুখে মুছ মন্দ হাসি,
চন্দনের রেখা ভালে মন্দ মন্দ গতি !

তাদের দেখিয়া বনে, মনে যে কি বলে,
বলে কি জানাব আর ! ছার গৃহবাস
ইচ্ছা করে ত্যজি যাই, পূজি ইষ্ট দেবে,
হৃষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ
তুলি ফুল, ফলমূল আহরণ করি,
রক্ত চন্দনের ফোটা পরি ললাটেতে
আনন্দে, আনন্দে করি বাকল বন্ধন
অঙ্গে ; মনোরঙ্গে গুনি বন বিহঙ্গের
সঙ্গীত ; কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ করি বনে ।
কিন্তু কহি চন্দ্রাননে, ইন্দ্রালয়ে যথা
ইন্দ্রাণীর মোহাগিনী সঙ্গিনী সকল,
আমরা কাটাই কাল চরণ ছায়ায়,
সুখ-সিন্ধু ! নাহি জানি হুঃখের বারতা ।

শুন কহি সুলোচনে, শুন নাই তুমি
আর কথা । তপোবনে শুভক্ষণে মোরা
গিয়াছিলাম সেই দিন ! তোমার প্রসাদে
ভাগ্যবতী মোরা দেবী ; অপরূপ ছবি
দেখিলাম যা এ নয়নে রম্য তপোবনে,
সে কাহিনী মন দিয়া শুন সৌমন্তিনি ;
সারাদিন মোরা যবে তপোবন দেখে
আইলাম কানন প্রান্তে, তুলিতে তুলিতে
কুমুম, সুসমা এক সহসা সুন্দরি

সম্মুখেতে সমুদিত, হেম-কূট-শিরে
 যেমতি কনক শৃঙ্গ, কানন মাঝারে
 সাধু এক নেহারিছে প্রণাস্ত মুরতি !
 সে সম্বাদ, প্রিয়ষদে, ক'রে কি জানাব !
 বচন অতীত কথা । নলিনী নয়ন
 নিম্নীলিত, জপমালা জপিতেছে করে ।
 পরম সুন্দর কান্তি ! নীলাশ্বরে যথা
 কাঞ্চিনী-নীলাশ্বরে বালার্কের ছটা
 সমাবৃত, মরে যাই, হীন বেশাবৃত
 সে বরাঙ্গে বরাগনে ছেন হৈম ছটা !
 কি সূঠাগ, আহা দেবি, কি দিব তুলনা ?
 দিব্যভাব বিদ্যমান ! ত্রিদিব ত্যজিয়া
 আইলা বা অনন্তের অর্চনার আশে,
 আনন্দেতে উপোবনে, নন্দন-নিমিত্ত,
 কন্দর্প ? গন্ধর্ব্ব কিংবা বুঝিতে না পারি ।
 নবীন বয়স আহা, কি বিরাগে জানি
 বৈরাগী । কেন বা অঙ্গে মলিন বসন,
 ঘনবাগী তপস্বীর বেশ ? সে সুজন,
 নর যদি, জ্ঞান হয় নরেন্দ্র নিশ্চয় !
 নিত্যজ্যোতিঃ আদিত্যের প্রসন্ন বদন
 মেঘে কি লুকায় ? হ'ত কি সুখের দিন,
 ছেন ঘনফুল বিধি ফুটাইল যদি,
 যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে ।
 অথবা আবার ভাবি দূর সূর্য্য করে

ফুটে নাকি এ সংসারে কম কমলিনী ?

একি রঙ্গ ? ব্যঙ্গ কব ছি ছি লো তরলে,
 ধাধিবরে ?—ধীরে ধীরে কহিলা সুন্দরী
 ত্রিদিব অপ্সরা কণ্ঠে । সুখ-কণ্ঠমালা
 গাঁথে সখি (শুনিয়াছি মুনি-কণ্ঠামুখে)
 বমণী-প্রণয়-সূত্রে সংসারী ; সুন্দরি,
 আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্দন
 আজীবন গন্য বলি নিন্দা করে তারে ।
 কহিব কি, কেহ কেহ (কহিয়াছে গোরে
 তিলোত্তমা) রক্তোত্তমা রাগা মনোরমা
 হেলায় ঠেলিয়া পায় হয় বনবাসী,
 ভাস্করাণি মাথে গায়, খায় ফল গুল,
 পিয়ে রস, বাস মাত্র বঙ্কল কোপিন !
 থাকে কি পিঞ্জর মাঝে কুঞ্জর স্বজনি,
 দিবস রজনী যার বন পানে মন ?
 ধন্য সে তাপস সখি, দেখিয়াছ যারে
 রূপবান্ ; এ পরাণ কাঁদে লো সন্তত
 দেখিতে তপস্বি কুলে, দেব-আজ্ঞা তাঁরা !
 চল লো স্বজনি যাই জুড়াই জীবন
 সে মুখ মঙ্গল-ছবি নিরখি নয়নে !

প্রভাতিল বিভাবরী । প্রভাকর আভা
 দাবানল-প্রভামিভ দূর শৈলেশ্বরে
 দেখা দিল পূর্ব ভাগে উগমগ রাগে ।
 আহা মরি রক্ত-গিরি সুমেরুর শিরে

শোভে যেন সারি সারি কনকের চূড়া ।

এতক্ষণে নীড় ছাড়ি ডালে আসি পাখী
ঝঝবে বাড়িছে পাখা ; মহাসুখে বসি
শাখি শাখে শিখী নাচে, নিরখি নিরখি
রবির নবীন ছটা আঁখি-বিনোদন ।

রাজ অন্তঃপুরে মরি ডাকিল মধুর
শারি শুক পোষাপাখী, পিঞ্জর-রঞ্জন,
কুমাবী কব পালিত । বাস কন্যা সুখে
চন্দন পালঙ্গ পবে পুষ্প উপাধানে
আনন্দে মেলিয়া ছুটি নলিনী নয়ন ।
চমকি নাগরীকুল (সুখ সহবাসে,
বাসর আবাসে কেহ) স্থাপিল অঞ্চল
শূন্য বন্ধে । চক্ষু হাত, দুর্গা দুর্গা বলি
বিকট তাম্বুল ফেলি উঠে লজ্জাবতী ।

পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণবেণী, ধায় তমালিনী,
গরবে করভগতি ! নিতম্বতে দোলে
শ্রুঙ্গল কদম্বফুল বেণীমুখে বাধা ।
দোলে ছুটি কুরবক কর্ণমূল যুগে,
কোমল কপোল প্রান্তে—মান দরশন ।
প্রমথিত সূচকল কাঞ্চন-অঞ্চল
সঞ্চালিত পৃষ্ঠদেশে, তড়িৎ-গমনে
উড়িছে মলয় ভরে, আভায় উজলি
চারিদিক । আচরিতে লাবণ্য ছটায়
চমকে সকল লোক ; যায় ইন্দু সুখী,

খল্ খল্ হাসি মুখে, রাজ অস্তঃপুরে !

উতরিলা তমালিনী চপলা যেমতি,
রাজবালা পদ প্রান্তে । রাজার নন্দিনী
মধুরে কহিলা তবে “সুখী সেই সখি,
জাঠৈশব সহচরী তোমা সমা যার !

যখন তাপিত মন রাজ অস্তঃপুরি
ছাড়ি যায় অবহেলি রাজার ভাণ্ডার,
অমূল্য রতন রাজি, বিধুগুণি, তব
সুখ সম্ভাষণে মাত্র জুড়াই পরাগ !
স্বরায় চল লো এবে যাই সবে মিলি,
কর সজ্জা, হেরি গিয়া মূনি-তপোবন !”

মাতঙ্গিনী যুথ যথা কদলী কাননে,
সুমঙ্গ হেলনে, মাঝে রাজ কণ্ঠা করি,
করে যত সহচরী রথ আরোহণ ।
ফুলে ফুলে অঙ্গ সজ্জা ; সুকোমল করে
প্রফুল্ল কমল-খেলা ! যুগ মদ সহ
সুগন্ধী কস্তুরিগন্ধে মলয় হিল্লোলে
আমোদিত চারিদিক ! রঞ্জিনী সকল
মনোরঞ্জে করে যাত্রা । আনন্দে বিহ্বল,
খল খল হাসি, রাশি মধুর অধরে !

মহামগ্নে হলুধ্বনি পড়িল চৌদিকে,
ইঞ্জিতে চলিল রথ, মনোরথ-গতি ।
ঘর্ঘরে ঘুরিল চক্র । দিগঙ্গনা গণ
ধরিল অপূর্ণ শোভা । অলকের দাম

তুলিয়া অপসরা যত শৃঙ্গধর শিরে,
চঞ্চল ভ্রূভঙ্গী স্থির—নেহারে কেবল
স্তুকভাবে রথগতি—আহা কি সুন্দর !
তপোবন প্রাপ্তে রথ চক্ষুর নিমেঘে
উতরিল আসি, যেন নব সূর্য্যোদয়
হইল কানন প্রাপ্তে, উল্লাসে নাচিয়া
আইল হরিণ পাল তার চারি পাশে !
রতন কেতন হেরি উচ্চ চূড়া দেখে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আসি যড়জ গায়ক
ময়ূর, প্রাপ্তে মন রত্ন বিভা হেরি,
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা, চাক দরশন !
নামিলা আনন্দময়ী সখীদল সনে
ভুক্তলে । অমনি যত মুনি-কণ্ঠাগণ
ছলাছলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে ।

বসিয়া তপস্বী কত, হেরিলা সুন্দরী,
তরুতলে যোগে মগ্ন, কৈলাস ভূধরে
ধূজ্জটীর ধ্যান যথা কঠোর । কোথাও
বিরলে কেহ বা বসি দুর্গম গহবরে
শৈলতলে ; পালে পালে হিংস্র জন্তু কত
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্শ্বদেশে
ঘর্ষে আসি অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গ নিকর
জড় জ্ঞানে, দীর্ঘকায়, মৃত কল্প যেন,
সহস্র বল্লিক পূর্ণ, জটা রাশি মাঝে
উড়িছে পতঙ্গপাল, না বহে একটি

নিশ্বাস ! বহেনা বায়ু ভয়ে সে কন্দরে !

খেলিছে অদূবে কত তপস্বী কুমাৰ,
নৈশব মাধুৰি পূৰ্ণ, হাসি হাসি মুখ,
শিরিষ কুসুমসম সুকুমার বেশ,
শিরে বাফা পঞ্চ বুটি, পৃষ্ঠ দেশে বাফা
বন্ধন ; খেলার দ্রব্য বহু মূল্য জ্ঞান,
লতাপাতা গুল্মরাজি । বিরাজে যে কত,
দেখিলা রাজ নন্দিনী বন বিহঙ্গিনী,
উড়িছে পড়িছে, কভু বসিছে আসিয়া
নর অঙ্গ মনোবঙ্গে, কহিতে না পারি ।

কোথাও কোন বা তরু, হেরি জ্ঞান হয়,
প্রসারি সুদীর্ঘ শাখা উর্জ শিরে সদা
কঠোর সাধনে বত । শ্রামল লতিকা
কোথাও তপস্বীকূলে করে বিতরণ
অকাতরে মধুফল ! ফুল রাশি রাশি
পড়িছে তলার কত । আসিছে ললনা
যতনে গাঁথিতে মালা, সাধু শত শত
তুলিতে পুজার ফুল, নাচিতে নাচিতে
খেলিতে আইল নিশ, দেখিতে দেখিতে
চলিল অজনাকুল ঋষি-কুল পাশে ।
একে একে প্রণমিয়া লভি আশীর্বাদ
ভ্রমিলা সকলে যত তপস্বী কুটীর,
ঋষি-পত্নীগণে করি সুখসন্তোষণ
বরষি অমৃত ধারা ভূষণা সকলে !

বৃক্ষচ্যুত ফল কত শ্রীফল বয়ড়া
আমলকী হরতকী যাম গড়াগড়ি
তলায়, কুড়ায় কভু মূনি-পুত্র-গণ,
কভু বা চবণাঘাতে, কৃষ্ণসার যবে
করে আসি ছুটাছুটি, চূর্ণ হয়ে যায় ।
শ্রী-পত্নী যত্নব্রাত রাম রক্তা কত
চারিদিকে, শোভে তাহে কিবা স্বর্ণপ্রভা
কদলী । কুরঙ্গ পাল ছুটিছে উল্লাসে
হেরি পাশে জাফলতা । উপাদেয় ফল
কত সে কানন মাঝে, কহিতে না পাবি !
কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার
কে বর্ণে ! জুড়ায় কণ শুনি দিবানিশি
আমরি কানন ভরা কুহু কুহু ধ্বনি !

আহা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী
রাজ নন্দিনীর করে অঙ্গুলি নির্দেশে
সুন্দর তাপসে ওই দেখায় সুন্দরী, —

দেখ দেখ সুবদনি স্রোতস্বিনী তীরে,
ধীরে ধীরে ফেবে যথা সারস সারসী
খঞ্জন বলাক বঁধু ক্রৌঞ্চ মথসুখে,
নেহারি সুনীল বারি ছুটে উদ্ধমুখে
তবঙ্গ তাড়িত তটে ভৃগাতুর যত
কৃষ্ণসার, হৃষ্ট মনে করে আশ্বালন •
মীন কত কুলে কুলে, দেখলো নেহারি
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে ।

পদাবনে হৃষ্ট মনে কবি বিচরণ
সমীরণ, ধীবে ধীরে উতবিয়া তাঁবে
আন্দোলিয়া তরুরাজি, চুখিয়া আনন্দে
ফুলকুল দেখেদেখি দেব-অঙ্গসম
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে বাজন,
কেমন জুড়ায় অঙ্গ নীতল বাতাসে ।
ও লগাটে শ্বেদবিন্দু হোব ইন্দু-যুথি,
কার না বিদরে হিয়া, কাঁদে না পবাণ ?
চল চল চক্ৰাননে পশি ও কাননে
জুড়াই নয়ন ! আহা, নিলোৎপলনিভ
নির্মীলিত ও নয়ন বাবেকের তরে
হত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগ্যবতি,
পথ ছাড়ি মৃগপাল পলাইত দূবে,
নয়ন ভবিয়া যোবা হেরিতাম গিয়া !

লতাকুঞ্জ অন্তরালে পিয়ালের মূলে,
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল
নব-মূর্কাদল-লোভী, বাজার নন্দিনী
দাঁড়াইয়া সখীগনে, হেবিলা অদূরে
ভুবন-গোহনকপ, প্রশান্ত লগাটে
মধ্যাহ্ন তপন-তেজ ; তমোরান্ধি নানি
প্রদীপ্ত করিছে বন ঘোবনেব বিভা ।
আলিস্ফিডে তরুবরে মলয়েব ভবে
ব্রততী বিনয়মুখী, সম্ভাষয়ে যথা
বল্লভেরে সুধাস্বনে, দোলাইয়া দির

আন্দোলি পল্লবকর, সানন্দ অন্তরে
মধুস্বরে বিধুমুখী সুধাইলা এবে
যোগীবরে, যোগে মগ্ন বিজন বিগিনে—

কি যোগে যোগীন্দ্র আজ বিজন জঙ্গলে
মগ্ন দেব ? কি বিরাগে বৈরাগী অকালে ?
বিজ্ঞ ভূমি, দেথ দেব, যে বর বিটপী
সুখের সংসার ত্যজি নিত্য বনবাসী,
যোগীসাজে অহরহঃ, সেও মনকথা
সুস্বনে আন্দোলি পাখা বন-লতিকারে
কহে নিরঞ্জে তিত্তি শিথিরাক্ষ নীরে ;
ও তব মনের কথা, কি কথা না জানি ?
কি কথা কহ তা মোরে দাসী মনে করি ।

কি আর তোমায় কব—যে রূপ সংসারে
আধারানুরূপ বারি, নারীকুল দেব
তেমতি । ত্যজিয়া দেশ ত্যজি রাজ্যসুখ,
সুখময়, ইচ্ছা হয়, হয় যদি তব
অনুমতি, সদাগতি ইচ্ছে তব সনে
এ দাসী ; ভ্রমিতে সাধ, বড় সাধ মনে,
তব গনে বনে বনে । কাননে কাননে
ছুজনে দেখিব দেব, আঁখিছয় যথা
অবিরোধী নিরবধি বিধির বিধানে •
মানব ললাট পটে, কাননের শোভা
মনোলোভা, পদাবন নদী নিবারণী
ফল ফুল বনরত্ন, বনজন্তু কত,

মাতঙ্গ কুরঙ্গ-রঙ্গ বিহঙ্গ নিকর ।
বকুল বাঞ্ছিব অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি
নিশান্তে, বসন্ত বাস নিত্য এ কাননে,
ফুল-সাজি করে করি তুলিব কুঙ্গ
বনে বনে, ও চরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি
প্রতি দিন, প্রীতি দানে তুষ' গুণমণি ।

এত বলি স্নেহোচনা নিরবিলা যদি,
ধরিল মধুর গান ধীরে তমালিনী ।
হিমালির শিরে বসি বিদ্যাধরী বালা
গায় যথা প্রেমগান, সুরের লহরী
বিমোহিল বনস্থলী, পূর্ণ অলিকূলে ।
অমনি তাপস-কুল কুটিল প্রাঙ্গণে
ফুটিল বকুল-কুল ; ফুল কুল মাঝে
গুন্ গুন্ রব ছাড়ি লুকাইল মুখ
ভ্রম বঁধু ; নিরবিল বসন্ত সমীর
ক্ষণ কাল ; প্রতিবিম্ব প্রতি তরু মূলে
দাঁড়াইল গুরু ভাবে গুনিতে সঙ্গীত
সুধাময়,—গুনিবারে রাজার আলয়ে
নাট্যশালে নৃত্য গীত, লোকারণ্য যথা !
দূর হ'তে করিষুথ গুনিয়া সঙ্গীত
দাঁড়াল কদলীবনে ; আইল ছুটিয়া
দুববন ছাড়ি কত উর্ক কর্ণ কবি
হরিণ, হরষে শির তুলিল অমনি
দোলাইয়া ফণিকুল, বিহবল সঙ্গীতে,

লক্কলকি বিষ-জিহ্বা, ভস্মরাশি মাথা
যোগিকুল জটাজুট সানন্দে আনোলি,
ভাঙ্গিয়া বন্দীক বাসা—শঙ্কুশিরে যথা
হেলে দোলে কাগফণী জটার মাঝারে,
জগন্নাথী জাহ্নবীর কুল কুল গানে ।

ভাসায়ৈ বিপিন রাজি বহিল সমীত
কামিনী কোমলকণ্ঠে ; গিরি গুহা ছাড়ি
ভুজঙ্গ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুবঙ্গ
স্তম্ভভাবে কৰ্ণপাতি ঘেরি চারিদিকে ;
মরি যথা মন্দাকিনী-তরঙ্গ নিকর
দাঁড়ায় অচল ভাবে, অনঙ্গ-মোহিনী
গাম্ভ যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙ্গে
দেবেস্ত্র মন্দার বনে । নীরব ধরণী,
মধুরে মধুর তান উঠিল বিমানে ।
দাঁড়াইলা ঋষিবালা ফুল ডালা করে ;
দাঁড়াইল দূরে পাহ ; কোষাকোষী করে
নিরবিল মঙ্গপাঠ জাহ্নবীর জলে
ধোপী যত ; ঘোর বনে চমকি অমনি
ভাঙ্গিল মুনির ধাম । কহে সত্যবান—
তপোবন দরশনে মর্ত্যভূমে বুঝি
পরিহারি সুরেশ্বরী পুরন্দর পুরী,
দেব-কল্যাণ সনে অবতীর্ণা আশ
এ কাননে ? ও মাধুরি নেহারি নয়নে
বিস্ময় মানিল মন ; পূর্ণ বনশ্রী

স্বর্গীয় সৌরভে যেন ! আইল কি ছলে
গন্ধর্ব কিম্বার কল্যা, রূপের কুহকে
উদাতে মূনির মন ? এ হেন সঙ্গীত
কোথায় শুনিছ আহা ? এখনো শ্রবণ
শুনিছে সে গীত-ধ্বনি চিত্ত-বিনোদিনী ।

কি কুহকে কুহকিনী, না জানি বারতা,
যোগে মগ্ন যোগিকুল, কি কুহকে তুই
পাশিলি নির্ভয়ে আসি ঋষি-তপোবনে
মায়াবিনি ? কহ কিংবা বিদ্যাধরে তুমি,
হও যদি পুরবালী, অপ্সরী কিনরী,
কিংবা লক্ষপতি, যক্ষ রক্ষ-সহচরী ?
কহ শীঘ্র কোথা ধাম ? কি নামে বিদিত ?
কি কারণে তপোবনে ? কেন বা আইলা,
কি মানসে ঘোড়শিনি ঋষি কুল পাশে ?
যোগে মগ্ন যোগী যত, জানিলে তাঁহারা,
মরামর যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই,
মুহুর্তে হইবে ভস্ম তপস্বীর শাঁপে ।

নহি মোরা বিদ্যাধরী অপ্সরী কিনরী,
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি, ক্ষম ক্ষমালীল ।
কর ঘোড়ে সহচরী কহিলা বিনয়ে
মধুসূত্রে,—দেখ দেব না জানি কুহক,
সহজে সরলা মোরা নহি মায়াবিনী !
ইচ্ছ যদি, বিবরণ শুন তপোধন
দাসী মুখে, দাসী মোরা ঋষি-পদাঙ্গুজে ।

ধূজ'টীর ধ্যান কথা শুনেছি পুরাণে
 ধীরবর, শুনিয়াছি সে বৈরাগ্য কথা—
 জটাজুট ভস্ম ভূষা, বাঘাঘর বন্ধ
 কটি তট, ভূতনাথ বিভব বিরাগী ;
 শুনিয়াছি রূপবান্ এ তিন ভুবনে
 পার্শ্বতী অঞ্চল নিধি শূর কার্তিকেয়
 মদন মোহন বেশ, নৃত্য করে পাশে
 ষড়ঙ্গ গায়ক শিখী,—কিন্তু নাহি শুনি
 ষড়ানন ধ্যানে মগ্ন ব্যোমকেশ বেশে !
 ষণ্ড শূল হাড় মালা কোথা শূলপাণি ?
 কোথা শিখী কহ কিংবা ? কি বিরাগে জানি
 এ বেশে বিপিন বাস, কহ ইচ্ছাময় !
 শুনিয়াছি সুরবনে পর মর্ষ ভেদী
 খর তর ফুল-পর বতিপতি করে ;
 হে সুরথী, এ কাননে দেখা দিলা যদি,
 কোথা রথ মৌনধ্বজ ? কোথা ফুল-ধনু ?
 কোথা পতি প্রাণা রতি অভিন্ন-হৃদয়া
 কণ্ঠাশ্লেষ-প্রাণয়িনী ? কহ এ দাসীরে ।
 নাহি জানি কোথা যাম, নিম্ন অবলার
 কি কুহকে ? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আসি,
 পশিলা সাধুব বেশে গহন কাননে ?
 সহজে অবলা মোরা, কহ দয়া করি ।

দেখিলা সাবিত্রী তবে করি নিরীক্ষণ
 বহুক্ষণ সত্যবানে । ক্রমে নিরখিলা,

সে অঙ্গে জুড়াতে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি
 রক্তভেজ-ভস্মীভূত অঙ্গ আপনি
 লয়েছে আশ্রয় আঁহা শুক প্রেমময়,
 প্রেমাবেশে রসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে !
 অজিন রয়েছে পড়ি পার্শ্ব দেশে, যেন
 কুরঙ্গ তাজিলা অঙ্গ আঁখি ভঙ্গিগায় ।
 সর্বদাই প্রেম-সঙ্গ জপে কর-মূলে !
 মূর্ছানিতা রাজবালা নিরখি সে রূপ ।

কতক্ষণে মূর্ছা ভাঙ্গি সাধনিল তায়
 সখিকুল, ধীরে ধীরে লভিল জীবন
 দেহ-লতা রম্য ধনে, সুরবনে মরি
 জীব্যে যথা স্বর্ণ-লতা, মন্দাকিনী-বারি
 সিঞ্জে যবে সযতনে বিভাধরী বালা ।

গেল দিন, এল সন্ধ্যা, বেলা অবসান
 হের গো আসিছে ওই ঋষি-কুলবালা
 মুনি-পত্নীগণ মনে প্রবাহিনী-কূলে,
 ঋষি-কুল সায়াহ্নের সন্ধ্যা সমাপনে,
 করে করি কমণ্ডলু, কেহ কোথাকোথী,
 খড়্গ-খড়্গ-বিনির্মিত । রাজ হংস ওই
 বিছিন্ন মৃগাল আঁশ খোলে চকুপুটে,
 পদাঘন পল্লিহরি কিরিছে কেমন ।
 চল আজ গৃহে যাই, আসিব আবার ।—
 এত বলি ধীরে ধীরে রথের উপরে
 ফুলি রাজ নন্দিনীয়ে, জানন্দের ধ্বনি

করিল রজনী-যোগে নিতম্বিনী কুল,
খল্ খল্ হাসি রাশি বিকাশি কাননে ।

রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূররাজা সাহেব
বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা ।

প্রভাতিল বিভাবরী, শ্রীহরি শ্রবণ করি,
রাজন্, আনন্দে উঠি দেখ একবার—
ত্রিদিব ছহিতা উষা, করি দিব্য বেশ ভূষা,
খুলিতেছে স্বর্গের সুবর্ণের দ্বার ।
রাজ্যের রক্ষক তুমি, ব্রাহ্মণ কুমার আমি,
দূর হ'তে আসিয়াছি আশীর্বাদ দিতে,
কর পদো নরনাথ, ধর করি প্রণিপাত,—
আছে রীতি শিরপাতি আশীর্বাদ নিতে ।
রক্ত গণি বিনিমিতা, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা—
কৃষ্ণ বাক্য, বলেছেন কৃষ্ণ বৈপায়ন,
সেই গ্রন্থ একখানি, আনিয়াছি নরমণি,
তোমার শ্রীকরণে করিতে অর্পণ ।
রাজন্ এ অবনীতে অর্জুনের ধমনীতে
কুরক্ষেত্রে যে শোণিত ছিল প্রবাহিত,
সে শোণিত, হায় হায় ! নাহি এই বাদ্যলায়,—
তোমারি শিরায় সেই রক্ত বিরাজিত ।
“মৰ্খ ধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ ।”

অর্জুনেরে বলেছেন নিজে নারায়ণ ,
সেই রাজনীতি ধর্ম অথো কি বুঝিবে মর্গ ?
তাই তাহা তব করে করি সমর্পণ ।

গীতার “মাহাত্ম্যো” তিনি বলেছেন, নরমণি,—
“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে পরমা গতি ।”
তাই তব করে ধরি, আমরা গিনতি করি,—
মহাযজ্ঞে গীতা রত্নে রাখ মহামতি ।

যাবৎ গগনে, শশাঙ্ক তপনে, দেখিবে নয়নে, মানব চয়,
তাবৎ জগতে, বিভাদান দিতে, রবে বর্জ্যমানে রাজবিদ্যালয় !
ছাত্র নাহি দীক্ষা, অসম্পূর্ণ শিক্ষা, ধর্ম নীতি-রক্ষা, কিরূপে হবে ?
শুন মহামতি, গীতা ধর্মনীতি, শিখাও সংপ্রতি, বালক সবে !
স্বামিন্ তোমার, দাসিত্ব অপার; “ধর্ম অবতার” ধরেছ নাম,
গুরুপদ লও, শিক্ষা গুরু হও, ধর্ম শিক্ষা দাও, থাকুক নাম ।
কল্পনা ত নয়— রাজ বিদ্যালয়, ধর্মের আলয়, যখন হবে,
গীতা হাতে করি, তোমাকেই ঘেরি, গাবে “জয় জয় !” যুবক সবে ।
স্মরি কৃষ্ণনাম, উঠ গুণধাম, হইওনা বাম—বিষম কাল !
গেল বঙ্গদেশ ! কিবা হবে শেষ !—পাদ্রি পেতেছে বিষম জাল ।
“হিন্দু ছাত্র” গেছে, নাম মাত্র আছে ! সহরে যাদের দেখিতে পাই,
ধর্ম হীন তারা, প্রায় দিশাহারা, ঘোরে যেন কারো মা বাপ নাই !
কৃষ্ণ নাম স্মরি, বীরেন্দ্র কেশরী, উঠ একবার, দেখিব আমি,
স্বর্ণ উষ্ণীষ, বামেতে হেলায়ে, কোটি বন্ধ অঁটি দাঁড়াও তুমি !
কোষ-বন্ধ অসি, দোলাইয়া পার্শ্বে, অশ্ব রশ্মি ধর, একটি করে,
আর করে ধর, ভগবদ্গীতা, মুখে “কৃষ্ণ নাম” গাও উচ্চ স্বরে ।
জুবন বিজয়ী, নেপোলিয়ানের, রয়েছে বিখ্যাত, একটি কথা,

“বাইবেল সাথে, তরবারি হাতে, হইব বিজয়ী, বাইব যথা !”
 তুমিও তেমতি, উঠ মহামতি, রাজ ধর্ম নীতি, পালন কর—
 “ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন” গীতার আশ্রয়ে, দ্বিতাপ হর !
 রক্ষ হে নরেশ, রক্ষ বঙ্গদেশ ! গীতা ধর্ম নীতি শিখাও ভবে,—
 এ সংসার রণে, রিপুগণ মনে, সমর করুক যুবক গবে ।

শ্রীশ্রীবিজয়-চাঁদের রাজ্যাভিষেক ।

(তরলিকা ও অম্বালিকা, বিমান-চারিণীদ্বয়ের কথোপকথন)

অম্বালিকা :—সখিরে,

চন্দ্রলোক হ'তে যবে, আশুগতি-গতি রে,—

ত্রিদিবের পথে,

লজ্জিতপোবন গিরি, বিমান বিদারি রে,

মনোরথ-রথে,

চলিষু সে দিন আমি উর্ক হতে উর্কে রে,

মহিতল-মায়া ছায়া পদ তলে ফেলিয়ে,

ভব তলে ডাবি কর্ম মানবে যা ভাবে রে,

মহাকাশে ছায়া ভাসে, হাসি তাই হেরিয়ে ।

মানব-মানস পাটে কত ফুল ফোটে রে,—

মধু লোটে কারা ?

দেব-ভাবে ফোটে যদি মধু লোটে, তারা রে,

ব্যোম-চারী যারা ।

বর্ষ পরে দেব গণ সিংহাসন দিবে রে,

শ্রীমান্ বিজয়-চাঁদ মহাতাব্ ধীমানে,—

সর্ব-মঙ্গলার যবে পড়িতেছে ছায়া রে,
 হেরি তার স্বপ্ন ছায়া স্বপ্নতম বিমানে ।
 দূরতার দূর দিয়া উর্দ্ধতার উর্দ্ধে রে,

ভ্রমিতে ছিলাম,

স্বতাহতি-গন্ধ সহ দেব ধ্বনি-শিখা রে

দেখিতে পেলাম ।

সেই জ্যোতিঃশিখা ধরি বিছাতের গতি রে,
 উর্দ্ধ হতে অধঃ আসি হিমাচলে বসিয়ে,
 বর্কমানেশ্বর-ছায়া নিরখি গাঁথিলু রে,
 “চন্দ্রচূড় চূড়া” এক চন্দ্রকর ধরিয়ে !
 গাঁথিতে গাঁথিতে চূড়া চিত্তপটে হেরি রে

ভবিতব্যতার ।

শোভিতেছে বর্কমান শ্রাম বলাকাশে রে,

শশাঙ্ক-প্রভার ।

সর্বাঙ্গে নিরখি সখি রাজপুরি পার্শ্বে রে
 সর্ব-মঙ্গলায় আর মহেশ্বর ঈশানে,
 লক্ষী-নারায়ণ জাগে পুর-দ্বার ভাগে রে,
 পবিত্রতা জাগে যথা আমাদের বিমানে !
 দেখি বর্কমানে গিয়া একাকিনী আমি রে,

ভোমা-ধনে ফেলি ।

বিজয় চাঁদেয়ে সবে রাজ্যপাট দেয় রে,

আর্য্যগণ মিলি ।

সূর্য্যবংশ অবতংশ নব নরবর রে,
 বর্কমান-রাজকুলে ষোড়শ সে নৃপতি !

নব রাজ্য-অভিষেক দেখিলাম গিয়ে বে,
করিয়াছে লোকারণ্য বাল বৃদ্ধ যুবতী ।
রাজপথ ধারে ধারে তরুণতা শোভে রে,
বতহুর যাই,

রতন কেতনে তার চারিধার ঘেরা রে,
দেখিবারে পাই ।

খেত নীল পীত বর্ণ কুম্ভের হার রে,
গলে গলে, দলে দলে,
খচিত কাঞ্চন মণি ধরে ধরে শোভিছে !
শত শত সৌধ শিরে রমণা-অঞ্চল রে,
সমীরণে উড়িছে ।

তরলিকাঃ—সখি রে—

রাজাদের, উৎসব অনেক,—

দেখিরাছি ধরাতলে, হয়েছে যতেক ।
সে বড় হাসির কথা, কি কহিব সখি রে,
বিমান-বাসীরা হাসে, হেরিলে বারেক ।
ধরণীর,— ধনী মানী গণ,

রূপ মান লাগি কর করে ধন মন ।
পোড়া রূপ মান লাগি হয় তারা সর্বভাগী,
অভিমান, বিমানে না করে নিরীক্ষণ ।
মৃগায়,— কণ্ঠে রাখে গাঁথি,

মৃগায় হীরা মণি, মুকুতাব পাতি ।
রূপে মানে মত্ত, হায় মহেশ্বর পরিচয়
গোটা কত মৃগয় ঘোড়া আর হাতী !
উল্লাসে,— উৎসবে সবে ধায়,

କି ପବିତ୍ର ସରୋବର, ପବିତ୍ର ପୁଲିନ ରେ !

যমুনা-পুলিনে যেন নব মেঘ-মালিকা,—

শত শত তরু লতা সারি সারি গাঁথা তথা।

নাচে মূলে বাছ তুলে ফুল বাল-বাণিকা !

রাখাল কাঁদাল অন্ধ, কত যে দেখিছু রে,

শত শত শত !

অঞ্জলি পুরিমা অন্ন— পরমান-শুকী রে,

পায় অনিৰত ।

নব বসন্ত ভাৱে ভাৱে আনি আনি অকাতৰে

দীন হুঃথী নারী নরে ছই করে বিতরে ।

‘জয় শ্রীবিজয় চাঁদ’ উঠিয়াছে ধ্বনিরে—

কত শত দেব-ছায়া সেই স্থানে বিহরে ।

ଜିନାଦେ ଜିନାନେଶ୍ବର— ଯତେନ୍ଦ୍ର-ସମ୍ପଦ ରେ,

अपूर्व दर्शन !

স্ববস্তুতি বেদ গল্প শত সাধু মিলি বে,

কবে উচ্চারণ ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟା କି କବ ସଖି, କତ ଯୋଗୀ ଧାସି ନେଖି,

উদাসী পরম হংস বসি সেথা আসনে ।

তার মাঝে স্নান কায়া, দেখিলাম দেব-ছায়া,

কৃতার্থ করিতে ভূপে এসেছেন গোপনে !

হেন আর দেখি নাই অথ কোন্ স্থানে রে,

দেব বিচরণ !

বিমানের সপ্তম স্তরে জ্যোতিঃ তার হেরি রে,

फिद्रिनु वधेन ।

নির্জন সে পথ শুভি নাই সেথা ধূলি বাণি,

সুশ্রামল দুর্দা দল দল মল ছলিছে !

দেবতা-বাহিত স্থান নিরখি জুড়ায় প্রাণ ।

বিমান-চারিণী আমি, মোর প্রাণ টানিছে !

মানসে মানস-সরে, আরি সখি দেখরে,

কৃষ্ণ-সর তাই ।

গিরি-সম তীর ভূমে বন উপবন রে,

তুলা তার নাই ।

শত অলি, শত পাখী পথিকেরে ডাকি ডাকি

পত্র পুষ্প মাঝে থাকি, করিতেছে আরতি ।

কত যোগী ধীরে ধীরে, ফিরিতেছে তীর তীরে,

মানস-সরের ধারে তপস্বীরা যেমতি ।

রমণীর নিশি-পথ তার প্রান্তে প্রান্তে রে,

রমণীর অতি,—

সমীরণ সেবি করে যামিনী যাপন রে,

যুবক যুবতী ।

প্রিয় সনে প্রিয়া আসি, তুগি ফুল ফুল রাশি

পুষ্প-তটে বান্ধা ঘাটে মালা গাঁথে হুঁজনে,

অনঙ্গের সঙ্গে যেন বরাঙ্গনা রতি রে,

গন্দাকিনী-তীরে বসি মন্দারের কাননে ।

কৃষ্ণ-সর হতে সখি বায়ু কোণে দেখি রে,

নভঃস্থলে আভা !

অষ্টোত্তর শত শিখা উঠেছে গগনে রে,

দেব-মনোলোভা ।—

স্বর্গীয় সৌরভ ঢালি আমোদিত পুরি রে
সংগোপনে সিংহদ্বারে পশি দেখি স্বজনী,
ফিরিতেছে শাস্ত্রী দল প্রহরে প্রহরে রে,

দেখিলু সেখানে সখি, বেদ মন্ত্র পড়ি রে

বাহু তুলি করিতেছে আশীর্বাদ ভূপালে !
ভক্ত মন্ত্র বেদ বিধি, বিমান বিদারি রে
শত কণ্ঠে পাঠ !
প্রবেশে তাপস শত, স্মৃতির বশে রে
রোধ করি বাট !
মধ্যে স্থিত হোম-কুণ্ড, চৌদিকে স্থাপিত রে
আগ্নেই বিগ্রহ যত রাজ-পুরে পুষ্পিত ।
হোম-কুণ্ডে ঘৃত ঢালে, ধোগী ঋষি যতি রে,
অগ্নায় মোরত সেথা সমীরণে বাহিত !
চলেছে অগ্নিসরা কূল সুরেন্দ্র-আবাসে লো—
খল্ খল্ হাসি,
নিম্ন ব্যোমে আছি মোরা, হেথা হ'তে চল লো,
দেখিব কে আসি !
রাজার রূপের কথা যেতে যেতে বলি রে,
চন্দানন্দ-বৃন্দাবনে গিয়ে গাঁথি মালিকা ;
ওই দেখ্ কত শত, উড়িয়া আসিছে রে,
মৃত্যুপর্য্য বিজ্ঞাধরা বিজ্ঞাধরী-বালিকা ।
মন দিয়ে শোনু মণি দেখিলাম যাহা রে,
অপরূপ রূপ ।
অর্ণ-সিংহাসনে বসি, সুরেন্দ্রের সম রে,
বর্জমান-ভূপ ।
ভূপের রূপের কথা কি কব ? শলাফ কোথা !
সবিত্তা নিশিতে বুঝা লুকান লঙ্কায় রে ;
দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত ।— সেও নহে মনঃপুত,

তরলিকা :-

কেহ কি, দেখেনি তোরে, রাজ-পুরে স্বর্জনি ?
 বিমান-চারিণী গণে কেহ কেহ দেখে ধ্যানে
 সহসা মানস-পটে,—মেঘে ঘেন দামিনী !

অনুলিপি :-

জান্না কুয়াস এক ধান-গা ছিল রে
হইয়া নির্দাত !

আবার দেখিতে সাধ “সেই বৃক্ষতলা।”

কেটেছে কিশোর কাল রাজার প্রাসাদে,
 মোহন রাজার মনে, রাজ ভোগে থাকি,
 তখনই রাজযোগ শিখি সাধে সাধে—
 তরু তলে বসি কভু বিশ্বনাথে ডাকি !
 এত দিন পরে পুনঃ জুড়াইতে আলা
 দেখিতে এলাম আজ, “সেই বৃক্ষ তলা !”

যৌবনে যামিনী দিবা কামিনী কাকন !—
 দেবতা-তুল্য নারী সেবে সর্বদাই !
 তখনও ভাল বাসি বন উপবন,
 ক্ষণে ক্ষণে জুড়াইতে তরুতলে যাই !
 ভুলিয়া সে চন্দ্রমুখ—পূর্ণ যোলকলা,
 দেখিতে এসেছি ফিরে “সেই বৃক্ষ তলা” ।

শৈশবের কৈশোরের জুড়াবার স্থল,
 যৌবনের বার্কিকোর সুখশান্তি-ভূমি,
 কত অশ্রুপাতে চিত্ত করেছি শীতল।
 বৃক্ষতলা “স্বর্গাদপি গরীয়সী” তুমি !
 জগদীশ, এই দেখ, গেল না ত জোলা—
 “সেই তুমি, সেই আমি, সেই বৃক্ষ তলা” !

শ্রীশ্রীবর্দ্ধমানাধিপতির রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে
 দেবালয়ে প্রার্থনা ।

আজ রাজ-সিংহাসনে বসিলা পবিত্র মনে
 রাজশ্রী বিজয় চাঁদ মহাতাব্ ভূপতি ;

আজ এত দিন পরে
পাইল রাজ্যের রাজা
নৃত্য গীত বাদ্যে ওই
ব্রাহ্মণ কুমার এক

জয় লক্ষ্মী নারায়ণ,
এ দীনের নিবেদন
যজ্ঞসূত্র করে ধরি
একান্ত প্রার্থনা করি
দীর্ঘশ্রীবাঁ হন যেন,
রাজশ্রী বিজয় চাঁদ

আছে যার অনুরাগ
কভু যেন তাঁর মন
বহিবারে রাজ্যভার,
বিলাস আলস্য তাঁর
হন যেন জনাঙ্গিন,
রাজশ্রী বিজয় চাঁদ

রাজত্বে গুরুত্ব কত,
শিখাও সতত নব
আদর্শ রাজর্ষি করি,
এ মিনতি লক্ষ্মীপতি
গায় যেন বাল বৃদ্ধ,
জয়শ্রী বিজয়চাঁদ

দেবকুল আছ কোথা,
দেখো যেন না জড়ায়

কি আনন্দ ঘরে ঘরে,
প্রজাকুল সংপ্রতি ।
বন্ধমান জাগিছে,
এই ভিক্ষা মাগিছে ।—

কমলা কমলামন,
শুনিবে কি প্রবণে ?
কৃতাজ্ঞানি কার হরি,
দেবারাধা চরণে,—
পাদ-পদ্মে মিনতি,
মহাতাব্ ভূপতি ।

ধারে লক্ষ্মী-নারায়ণ,
স্বার্থ পানে ধায় না,
করিবারে সুবিচার,
মন যেন চায় না ।
সুশীল ও সুমতি,
মহাতাব্ ভূপতি ।

রাজত্বের “মহাব্রত”
বন্ধমান-তপনে,
ভারতে দেখাও হরি,
ধরি রাজ্য চরণে ।
যুবক ও যুবতী,
মহাতাব্ ভূপতি ।
অলসতা-বিঘলতা,
নব তরুবারিক,

নিষ্কর্মা করিয়া তাঁকে,
ভারতে ভূপতি কত
মিত্র, রাজ্য, রাজকোষ
প্রাণের সমতা ছাড়ি

মনে রাখি পরমার্থ,
যতনে রক্ষার্থ যেন
জ্ঞাতীগণ রক্ষা তরে,
কখনো না হয় যেন
হুমিষ্টে সামগ্রী নিয়া,
করিতে বিষয় চিন্তা

দেবতা তেত্রিশ কোটী,
ঘোড় করে গল-বস্ত্রে
এই ক'র দেবগণ,
পূজা করি আত্মীবন
আর যেন সর্ব উচ্চ
ভারতের সাধু সাধবী,

এ মিনতি বৃহস্পতি,
বুঝিতে পারেন যেন
অথচ বধির মত,
বহুক্ষেপে প্রত্যুত্তর
জিজ্ঞাসিত না হইলে,
বুথা বাক্য না বলেন

ঋষিগণ দেখো তাঁকে,
রাজ্যের শাসনে কিংবা

ফেলিও না কুস্তীপাকে,
পতিত যে নরকে ।

রক্ষা তরে—মিনতি,
দেন যেন নৃপতি ।

ভুবন-মঙ্গল অর্থ,
হয় তাঁর কামনা ;
চিন্তা দিও সে অস্তরে,
পর-ধনে বাসনা ;

একা যেন খান না,
একা যেন যান না ।

চরণের তলে লুটি,
জনে জনে মিনতি,
নৃপ যেন ধৃত হন,
দেব দ্বিজ অতিথি ।

স্থান দেন মানসে,
মুনি ঋষি তাপসে ।

আমাদের মহীপতি,
বিন্দুমাত্র গুনিয়া,

গুনি গুনি অবিরত,
দেন যেন জানিয়া ;

কত যেন ক'হারে,
রাজ-সভা মাঝারে ।

ক্ষমা যেন তাঁর থাকে
আত্মারে কি বিহারে,

যেন চির-সহচরী,
নিরুপমা ক্ষমা যেন
দুাত-পান দোষে যেন
নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা যেন

ঈশ্বর 'ঈশানেশ্বর'

যান যেন নরবর
অধমা গরিমা-লহা,
সুশীলতা নম্রতার
তীতে যেন রক্ষা পায়
উমাপতি, তব পদে

আর, বিভো কি কহিব
কি আছে তোমায় দিন,
কাগ-মনো-বাক্যে তাই,
দেহ দেব নর-দেবে
খেলাইতে বাস করে
উড়াতে দক্ষিণ করে

নব ভূপে রাখি লক্ষা,
চিরি বক্ষ, বিরূপাক্ষ,
ভক্তি মাথা রক্ত-ধার,
অশিব অশুভ, বিভো,
উষা কালে আসি যেই
বিপদে 'ঈশানেশ্বর'

শঙ্করি গো, যত্ন নিও,
হয় না আদর্শ শিক্ষা,

হয় সে সুর-সুন্দরী,
নিত্য সেবে তাঁহারে ।
নাহি হয় বাসনা,
করে না সে রসনা ।

খোড় করে মাগি বর,
করিবর যেমতি,
পদে দলি যথা তথা,
পদ-বনে সংপ্রতি ।
স্বধর্ম ও সুনীতি,
প্রগতি ও গিনতি ।

মহেশ শঙ্কর শিব,
আছে মাত্র ভকতি,
তব পদে ভিক্ষা চাই,
দেহ-মনে শক্তি,
রাজনীতি-শলাকা,
ধর্মনীতি-পতাকা ।

রণে বনে রক্ষ রক্ষ ;
দিব তব শ্রীপদে,
যদি কভু ঘটে তাঁর
পড়ি কোন বিপদে ;
পূজা করে তোমারে,
পদে রেখ তাঁহারে ।

এ রত্নে সুশিক্ষা দিও,
মাতৃশিক্ষা বাতীত,

থাকি মা তোমার অঙ্গে,	তোষামোদ-পাপ-পঙ্কে
কলিয়-মাতঙ্গ যেন	নাহি হন পতিত ।
স্তাবক-মশক-পাল	গুন্-গুন্ ধ্বনিলে,
উড়াইয়া দিও মাগো	অঞ্চলের অনিলে ।
কর্ণ-সার অঙ্ক মত,	করিতে দিও না মাতঃ
দর্শনের কন্ম যত	কর্ণ-পথে সমাধা,
বিশেষ কার্যের কালে,	যেন রাজ-সভাতলে,
দেখি পূজ্য মন্ত্রিদলে,	খেত-শ্রম শ্রমেধা ;
আর্যের মর্যাদা রক্ষা	হয় যেন সভাতে,
আমরা বিজয়-গান	করি যেন প্রভাতে ।
রণে বনে জলে স্থলে,	রক্ষ মা সর্ব-মঙ্গলে,
জননি তোমারি কোলে	ভূপাল সুপালিত,
শ্রীপদ-শীতল চায়।	দিও তাঁরে মহামায়া,
তোমারি করুণা-পথে	যেন হন চালিত ।
তোমা বই কেবা তাঁরে	ভুলাইবে অভয়ে ?
মাতা হ'য়ে মাতৃস্নেহ	দিও তব বিজয়ে ।
শত স্নর্গ বিবদল,	শত ভার গজাজল,
ঢালিব তোমার শিরে,	মাগো সর্ব-মঙ্গলে,
নব ভূপে দেখো দেখো,	অস্তরালে সঙ্গে থেক,
চরণ ছায়ায় রেখ,	এই বিশ্ব মণ্ডলে ;
বিধি মিলাইল নিধি	আমাদের কপালে ।
আনন্দে, আনন্দময়ি,	রেখো নব ভূপালে ।
কমলার পদতলে,	কুড়াইয়া কুতূহলে,
ধানা শুভ্রলের কণা,	নিদি রক্ত ধনে,

যাহে মোরা প্রতিপাল্য,
গাঁথিয়া অমূল্য মালা,
পরাইল রাজ গলে.
রাজগৃহে থাক চির

ত্রিজগতে নাই তুলা,
নির্ম্মাল্যের সনে,
ত্রাঙ্গণ কুমার,—
কুণা কমলার ।

বর্দ্ধমান রাজ কলেজে পারিতোষিক বিতরণ
উপলক্ষে প্রার্থনা ।

আজ রাজ বিদ্যালয়ে
সবে সমবেত হয়ে,
শিক্ষক ও ছাত্রগণ
ফুল মন সুপবিত্র
হেরি ওই শুভ্রতম
দেবোপম নরবরে
দেখ দেখ ছাত্র গণ
অনাথের অন্নদাতা
বিদেশী স্বদেশী সম
প্রফুল্ল কুসুম সম
কৃতজ্ঞ হৃদয় খুলি
অরুণী বিজয় চাঁদ
জ্ঞানধন উপার্জন
তোমরা যে আগমন
সে কথা স্মরণ রেখ,

পবিত্র হৃদয় লয়ে
বসেছেন হরষে,
জার যত সত্য জন
সমীচণ পরশে ।
রজত গিরির সম
মনকথা কই রে ?
কি পবিত্র দরশন !
বিদ্যাদাতা ওই রে !
অন্তরের প্রিয়তম
ছাত্রগণ স্মৃতি,
বল আজ সবে গিলি,
মহাতাব্ ভূপতি !
করিবারে ছাত্র গণ
করিয়াছ এখানে,
নিজের চণ্ডিত দেখ,

স্মৃশিক্ষা সেখানে মাত্র
 রাজ বিদ্যালয়ে আসা.
 দেশের ভরসা আপা
 অহো ভাগ্য আমাদের ।
 যে হৃদশা চরিত্রের
 কুপল্লীতে বাস করি
 এ দাতব্য বিদ্যালয়ে
 কি হবে বিদ্যার ফল ?
 অগর-মুকুট শিরে
 ধর্ম-নীতি শিখিবারে
 বিদ্যার গন্ধিরে যদি
 সে বিদ্যা অবিদ্যা ভাই.
 নীতিশিক্ষা হলে বলি
 বিশ্ব বিদ্যালয়ে যদি
 ধর্মনীতি-হীন বিদ্যা
 বিষম ফল তার
 দেখিবে নরক দ্বার
 যাদের পবিত্র মন,
 জানাই এ বিবরণ
 নিঃসহায় আমাদের
 শিক্ষার বিধান চাই
 দেবোপম নৃপবর
 তাঁহার অবিনশ্বর
 শিখাইতে ধর্ম-নীতি

স্মৃচরিত্র যেখানে ।
 শিখিবারে রাজভাষা,
 তোমরাই চরমে,
 বিদ্যালয়ে ছাত্রদের
 আরি মরি সরমে ।
 চুরটে পকেট ভরি
 কত ছাত্র মরেছে ।
 রাখিয়া 'চরিত্র বল'
 ভিখারিও পরেছে ।
 চরিত্র গঠন তরে
 সহপায় না থাকে,
 আমরা তা নাহি চাই,
 বিদ্যালয় তাহাকে ।
 কর্তৃপক্ষ নিরবধি
 শিক্ষা দেন বালকে,
 ফলিবেই অনিবার,
 ও বিদ্যার আলোকে ।
 এস সেই ছাত্রগণ,
 বর্দ্ধমান-অধিপে,
 ধর্মনীতি চরিত্রের
 মহারাজ সমীপে ।
 বর্দ্ধমান অধীশ্বর ।
 এই কীর্তি-মন্দিরে,
 অবশ্যই মহীপতি

মহুপায় সুব্যবস্থা

তা না হলে চির দিন

কুচরিত্রে দিন দিন

যতেক চরিত্র-হীনে

বিদ্যা দেখি কাঁদে যদি

বিদেশী স্বদেশী মম,

প্রফুল্ল কুমুম সম

কৃতজ্ঞ হৃদয় খুলি

“জয়ন্তী বিজয় টান

কবিরেন অচিরে !

এই যত ভাগ্যহীন

যাবে কাল-কবলে !

কি ফল ও বিদ্যা দানে ?

পিতা মাতা সকলে !

অন্তরের প্রিয়তম

ছাত্রগণ স্মৃতি,

বল আজ সব মিলি—

মহাতাব্ ভূপতি” ।

বর্দ্ধমান, আনন্দ-আশ্রম ও গীতা-বিদ্যালয়ের বিবরণ ।

কুলটা কুটীর পাশে

তথায় পবিত্র-কায়

সিগারেটে পড়িতেছে

ধূ ধূ ক’রে পুড়ে যায়

কুহকের জাল,

ছাত্রদেব বাসা,

তাদের কপাল,—

স্বদেশের আশা ।

সমুদ্র তরঙ্গে তৃণ হয়েছে আশ্রয়,

“আনন্দ-আশ্রম আর গীতা-বিদ্যালয়” ।

নীরবে নিরখি, করি

কাঁদিতে আমার মাথ

ধরি আনন্দি গুটি কত

নীরব কুটীরে মম

নীরবে রোদন,—

জন প্রাণী নাই ।

মা-বাপের ধন,

পালিতেছি তাই ।

এত দিন তাহাদের করিতে পালন,

হয়েছে সর্বস্ব হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।

অদেশের মেরুদণ্ড— ছাত্র-পবিত্রতা,
বিষম চরিত্র-দোষ কীটে অর্জরিত !
তথাপি নীরব দেশ— একি বিচিত্রতা !
জিজ্ঞাসিতে কেহ নাই, কাদি অবিরত !

ছাত্র-হৃদে হৃদী মাত্র আছে এক জন,—
বর্ধমান দেবোপম ‘রাম-নারায়ণ’ !

শুটি কত ছাত্র মাত্র রাপি ভিক্ষা করি,
ভাবি মনে—হেন জনে কোথা পাব গুরু !
কে বা আছে বর্ধমান— কিছু কিছু করি,
মাসে মাসে দিয়া পোষে দাতা কমতরু ।

নিশাব স্বপনে হেরি সুরসার ছবি—
সুপ্রভাতে সমুদিত “বর্ধমান-রবি” !

নীরব প্রার্থনা ।

ইন্দীবর চেয়ে থাকে সবিতার ছবি,
সুধাকর চেয়ে থাকে বর্ধমান রবি ।
নীরবে শুকায়, বরে, মরে ইন্দীবর,—
মরিলেও কথা নাহি কহে সুধাকর ।

দেবী-দর্শন ।

“অহো বয়ং ধনুতমা, যেহাং ম স্তাদুদী স্ত্রিয়ঃ ।

ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা, অশ্রাকং নিশ্চল্য হরৌ” ॥ (ভাগবত ১০ম)

ক্রিতাপ করিতে ধবংস, পরা প্রকৃতির অংশ, পড়িল ধরায়,
ব্রহ্ম-কুলে অবতরি, শোভিল অরব পুরী, খ্যাত মদিরায় ।

ধরিয়া দেবীর বেশ ধন্য করি বঙ্গদেশ,

প্রেমের প্রতিমা আসি ধরাতে দাঁড়াল,

ভব জন মনোমোহা যার মুখচন্দ্র-শোভা

আমার মানস-গঙ্গা সত্ব গুণে ভাসাল ।

করিতে মহীতে দেবী দয়া বিতরণ,

যোগমায়া সঙ্গে সঙ্গে দিলা দরশন ।

প্রাতঃ সন্ধ্যা ধরি যারে, খেরি থাকে অকাতরে, দীন হীন যত,

দিবানিশি 'মা' 'মা' বলি, ডাকে যারে বাহু তুলি, হৃৎখী শত শত !

পীড়িতে আরাম দিতে মৃতকল্পে বাঁচাইতে

আইলা যে অবনীতে মহা ব্রত লইয়া,

যার আশা-মুখ হেরি শত শত নর নারী

গুচ্ছিল নয়ন বারি রোগ শোক তুলিয়া,

নির্মল ক্ষটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ে তাহার

দেখিলাম কি অনন্ত প্রেম-পারাবার !

সুখ দুঃখ অভিমান, পদতলে দলি রে, বাহিরিলা সতী !

শরণ লইলা মাত্র, হরি পাদ-পদ্মে রে, অগতির গতি ।

কঠিন কুটিল বক্র, সংসারের মায়া চক্র,

যার জ্যোতিঃ অন্ধ-ভাতি পরশিতে নারিল,

পরা প্রকৃতির সাথে নিত্য বাক্সা হাতে হাতে,

শুদ্ধ সত্বগুণে যার চিত্ত মোর ভরিল,

ত্রিদিবের দেবীরূপা প্রতিমা তাহার,

সেবিব অনন্ত কাল হৃদয়ে আগার !

দেবীর ত্রিদিব-রূপ, নিরখি নিরখি রে, জনমিল জ্ঞান !

ক্রমে হল অপেক্ষা, চিন্ময় সে রূপে রে, বিশ্বরূপ ধ্যান

পুনঃ যোগমায়া বশে

ডুবি স্নেহ-প্রেম-রসে

সংসারের ধূলা খেলা ভাবাবেশে করেছি !

দেখিয়া হৃদয়পরে

অন্তরের অন্তরে

বিশ্ব বিমোহিনী রূপ, স্পন্দ হীন হয়েছি !

নিঃস্পন্দ সমাধি-শেষে করেছি বিশ্বাস,—

নারী নহে, এ যে “পর্যাপ্ত প্রকৃতি প্রকাশ !”

দয়াজী দীন-পালিনী, বিদূষী বিদ্যা-দামিনী, বীণা পানী সগা

অনাথে অন্নদামিনী, মাতৃহীনে “মা-জননী”, লক্ষ্মীকৃপা বামা !

“পঞ্চানন”-পদ-রবি

দেখায় চিহ্নায়ী ছবি,

তাই দেখি দেবীরূপ ! ছিল বৃষ্টি স্রুতি !

যোগেতে বিগত-স্বাস

হ’লেই হবে “বিশ্বাস”

নারী দেহে করে বাস, “পর্যাপ্ত প্রকৃতি !”

নিব উক্তি “নারী শক্তি,” মুক্তি তাহে পাই,

শক্তি দেও, মহাশক্তি, মুক্তি পথে যাই !

নিত্য কৰ্ম্মশীলা তুমি, নিকৰ্ম্মী পুরুষ আমি, পুরুষ আচার !

দাঁড়াইতে স্থান নাই, বল গো কোথায় পাই, আশ্রয় আমার ?

স্বপ্রকৃতে, স্বেথৈ থাকো,

নিরাশ্রয় মোরে রাখো,

নিগুণ পুরুষে ঢাক তব স্নিগ্ধ ছায়াতে,

দেখাইতে অবনীতে

প্রেমময়ী স্বপ্রকৃতে,

নিগুণেরে গুণে বান্ধ তব যোগ-মায়াতে ।

জুড়াক জগৎ-বাসী তব নাম গুনে !

“নিগুণে” বিকায়ৈ যাক “ত্রিগুণার” গুণে !

बुद्धदेव-काव्य ।

—o—o—o—o—

উপহার ।

মৌক পথে লক্ষ্য

କଲେଜ୍ ଅଧ୍ୟାପକ,

বর্দ্ধমান নৃপতি

धनौति शिक्षक

চলিত্র রক্ষক

রাংগেশ্বর-আচার্য বীর,

ਸਤਨਾਮੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ

মধুর চরিত্র

পরহিত ব্রতে মত্ত,

ଅଭିଯାନ ଗୁଡ଼ିକ

ପଞ୍ଜିତ-ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର

ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ

দীনে দেন দীক্ষা,

শিক্ষকের শিক্ষা,

এই ডিস্কা কাছে ঠাঁর,

ধাঢ়ে এই ধীন

বাক্য চিরদিন—

କି ମିଥା ଖୋସିବେ ଆମ ?

গীতিমালা ছি ভূপোবনে

वनकुल माला,

ଜୁଡ଼ାଦେବ କ୍ଷୌଦେବର ଯାଦୁ

দ্বিতাপের জ্বালা,

बुद्धमेव सात्वा थानि

সুখ উপহার,

भस्मनि कल्हन प्रथ

मार्थक आगत ।

(ইতি গ্রন্থকারস্ত)

বুদ্ধদেব ।

আদি লীলা—জন্ম ।

ভাসিল ভপন, হাসিল জগৎ, তুলিয়া ঈশ্বর আকার মুখ ।
 লুকায়ে কোকিল, বকুল শাখায়, মুকুল মুখেতে, দিতেছে কুক !
 থল থল জল, কমল কলি ঈশ্বর নয়ন ঠারে,
 ফুল্ ফুল্ ফুল্, ফুলের বাগান, শোভিল কুশুম হারে !
 নীরদে মাখিয়া, কণকের কুচি, গাঁথিয়া গাঁথিয়া, সোণার খর,
 বাড়াইয়া শোভা, নাচে দিগন্তনা, পাপিয়া গাইল, মধুর স্বর ।
 উদয় অচলে, চাহিলা মিহির, তিমির ছাড়িল, নয়ন-পথ ;
 এস দেব এস, আর একবার, বিমানে চালাও, রক্তত রথ ।
 মম মনোরথে, বিমানের পথে, টানিছে বাসনা, মরাল-কুল,
 সবগে ছুটিছে, ফুটেছে নেহারি, নীল নভো-জলে, কমল-ফুল ।
 উর মনোরথে, কহ অংগমালী, বিনাশি অজ্ঞান-অঁকার রাশি ;
 কার জ্যোতি-বলে, তুমি জ্যোতির্ময়, তোমার জ্যোতিতে যেমন শশী ?
 এত তেজোরশি, বিকাশি ভুবনে, করে করে ধরি, রেখেছ ধরা ;
 কত তেজ তার, যার করে ধরা, কোটি কোটি ধরা, এমন ধরা ?
 কোথায় সে জন, জানি কি ভপন, যার পদতলে, হইয়া রেণু,
 গড়ায় কেবল, তোমার মতন, কোটি কোটি কোটি, অবাক্ ভানু ?
 তোমার প্রসাদে, জাগিল জগৎ, নয়ন হেরিল, অঁধার পথ,
 জ্যোতি দান ক'রে, অজ্ঞান কুমারে, কহ কোন পথে চিদানন্দ সং ?
 যার স্থল দেহ, করিলে কল্পনা, পরমাণু বৎ, তোমার দেখি !
 আমিও যেমন, তুমিও তেমন, উভয়ে অবাক্, হইয়ে থাকি !

পল অনুপল, মুহূর্ত্ত যেমন, অনন্ত কালের, একটি জগু,
 অনন্ত যেমন, ধূজটির চক্ষে, ধ্যান ভঞ্জে যবে, চাহিলা স্থাপু ;
 সিন্দূরের বিন্দু, সুন্দরীর ভালে, তব পাশে যায়, যেমন দেখা,
 সেই রূপ যার, নাম উচ্চারণে, সগান তোমার, থাকা না থাকা ;
 যার স্মৃতি দেহ, করিলে ভাবনা, কালের প্রবাহ, পবন কায়া,
 ধরিত্রীর স্থায়, গুরুবোধ হয়, গিরিসম গুরু, অগুর ছায়া ;
 কেমন সে জন, জলন্ত তপন, জগৎ লোচন, তোমায় বলে,
 পার কি দেখাতে ? আৰ্য্য ঋষি গণে, দেখালে যেমন গগনতলে ?
 কি ধনী দরিদ্রে, পাপী পুণ্যবানে, কীটগু কীটেতে সগান দয়া,—
 এমন যে জন, বুঝিছে তপন, তুমিই তাহার, দেখাও ছায়া ।
 জড় চক্ষু যার, চাহে নিরন্তর, হেরিবারে সেই, জ্যোতির জ্যোতিঃ
 তোমায় হেরিয়া, সে ধন লভিয়া, চরিতার্থ হয়, মানব মতি !
 তেজঃ পূজ তুমি, মহা ভয়ঙ্কর, তথাপি অন্তর, কমল সম ;
 অজ্ঞান তিমির, বিনাশ মিহির, বিকাশি হৃদয়, কুসুম সম ।

ভাসিছে জগৎ-রাশি, অনন্ত আকাশ মাঝে,

প্রবল কাল-প্রবাহে ভাসিয়া চলিল ।

কোটি রবি শশী তারা, দিক দিগন্তরে মধ,

এক সূত্রে গাঁথি কেবা মাজায়ে রাখিল ।

অনল-অনিল-ক্ষিতি সলিলের বাষ্পকণা,

কোণায় নীরবে মিশি, হ'ল বিন্দুপ্রায়—

তাহাতে গঠিত গাত্র, বায়ুর হিল্লোলে মাত্র

বাঁচে প্রাণ ; মারা-বন্ধ বাধা ছুই পায় ;—

এই সে মানব দেহ আঁটিতে না পারে কেহ,

ভয়ঙ্কর অহঙ্কারে উন্নতের মত,

হই-হই থই-থই,— ধরা পৃষ্ঠে নাচে ওই,
হায়রে, কীটানু কোটি, স্বর্গ-নিপতিত ।

এ জগৎ-কারাগারে, এহেন অমৃত নরে
নিরখি যাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল,
অট্টহত জগতে, চেতনা দিবার তরে
অবিশ্রান্ত আঁধি যার অশ্রু বিসর্জিল,
হেন বুদ্ধ-দেব-কীর্তি, জগৎ-মঙ্গল-হেতু
জগতে মঙ্গলময় তুমি বিভাসিলে,—
আমি অন্ধ জ্ঞান নাই, জ্যোতিষ্য ডাকি তাই,
সবিতৃ স্বরূপ বিভো ! সবিতৃ মণ্ডলে ।

হিমাচল নাম গিরি ভূম শূন্য স্বর্গে ধরি,
ধারী সম ভারত উত্তরে ;
অত্র ভেদী মেঘ বর্গ, দানব ছর্ব্বার যেন
করে ধরি অশ্বর বিদরে ।

শিখর শিখর পরে, যেন ধায় ধরিবারে
হিংসা বশে মধাহ্ন তপন ,
চাহি দিক্ দিগন্তরে মুহুমূহঃ রোষ ভরে
দাবায়ি করিছে উদগীরণ ।

প্রশবণ উচ্ছাসিত, উৎস বত উৎসারিত,
ঘর্ষ যেন ছুটে সর্ব কায়,
তুমারে মণ্ডিত নির, দিগ্বিজয়ে মহাবীর
ধরে শুভ মুকুট মাধায় ।

দিগ্‌জনা গণ ভরে, কাঁপিতেছে থর থরে,
বহুক্ষরা কাঁপে পদ ভরে ।
শিখরে অঙ্গুষ্ঠা কুল. উড়িছে এলায়ে চুল
দেব কন্যা যেন দৈত্য করে !
শাল তাল চারু দারু, সুদীর্ঘ সহস্র তরু
দাঁড়াইয়া মেরু পৃষ্ঠ পরে,
দীর্ঘশাখা বিস্তারিয়া বাঙা—ধ'রে কর দিয়া
রাজ ছত্র সবিতার শিরে !
যেন সে খগোল পাখা দিয়াছে অরণ্য ঢাকা,
বহুক্ষবা তায় অঙ্ককার ;
হিমাদ্রির পাদ দেশে. একটি রশ্মি না পশে,
দীপ্ত তথা দ্বিতীয় ভাস্কর ।
কপিল মুনির নামে গিরিতলে হ'ল ক্রমে
নগর কপিল-বস্তু নাম ;
অপূর্ব সে রাজধানী, ক্ষত্রিয় কুলের মণি
গুরুধন ধনেশেব ধাম ।
রক্ত প্রাচীর তায়, শোভে মেথলার ন্যায়,
বেষ্টিয়া স্বর্ণ সিংহদার,
অমর বৃন্দের সনে যেন স্বর্ণ সিংহাসনে
বসিয়া দেবেন্দ্র দিয়া বার !
রাক্ষস চারি ধারে তরলতা শোভা করে,
ফল-ফুল-ভারে ছলিছে শির !
কোথাও মুঞ্জরি হেবি গুঞ্জে গুঞ্জবি মরি.
ঝির ঝির করি বহে সমীব !

রূপবতী গুণ যুতা

মুদ্রাবন্ধ রাজ্য সূত্র

গান্ধাদেবী মহীপাল বামে :

সুখের করিলা শেষ,

না জানি ছাথের লেশ,

রোগ শোক পশে না সে ধানে !

হিমাদ্রি মদুশ দেশে,

हेल्ल पुरी सग वास

ଶୁକ୍ଳଧନ ରାଜିନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବାମ,

મહાનિઘ્ન રાંધા રાંધી

माझाहेला राजधानी.

হিমালয়ে দ্বিতীয় কৈলাস ।

কালে রাণী গর্ভবতী,

ରାଜ୍ୟ ହାନେ ବାସୀ ମୃତ୍ୟୁ

সংবাদ কহিলা ভূপতিরে,

ଶୁନି ନ୍ରମ ହର୍ଷ ଯୁତ,

বিতরে রতন কত,

পূজা দিলা শিবের মন্দিরে ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਜੀਵਰ,

অম্বারাজ্যে সুধাকর,

ସୁସୁସୁର ଯୋଗ୍ୟ ଜାଣା ଦଥା,

କ୍ରାନ୍ତ ପାଠେ ଭାଲ ବାମା,

মাতৃ হীনে ভাষাবাসা,

অপুত্রকে পুত্র আশা তথা ।

মাঝে মাঝে অকস্মাৎ

প্রতিদিন দিন রাত

গর্ভে করি নিনাদি ভীষণ,

জ্যোতিষে পণ্ডিত কয়,

करिवेक अनिष्ट

ଦୀନ ମୁକ୍ତ ଜନମ ଶ୍ରୀମ ।

কামনা কোমল তুলি,

মানস পাটেতে তুলি,

মনোমত্ত ছবি আঁকে যন,

ভূপতি জরায়ু বিন্দু

ভাবি কোটি শরদিন্দু,

ব্রহ্মপদ করিছে অর্পণ !

এক দিন নিশি শেষে রমা বনে রাণী এসে
শাল তরু-চারু কিনলয়
যেমন ভাঙিতে যান, বাথায় অস্থির গ্রাম,
উপস্থিত প্রসব সময় !

ক্রমে নিশি ভোর ভোর চারিদিক ধোর ঘোর,
দেখা দিল উষার আভাস ;
বাথায় অধীর রাণী, করে সবে কাণাকাণি,
ক্রমে দেখে ফরসা আকাশ ।

পাপিয়া প্রভাতী ধরে, পিক-রাজ কুল স্বরে,
গান করে বুঝিয়া সময়,
তরুণ অরুণ জাগ্রা পূর্বদিক করে শোভা,
হয় হয় আদিত্য উদয়,

আচম্বিতে বারণবার, হলুধনি মস্ত বার
করিলা অঙ্গনা কুল ঘট,
প্রসুন-আনার বর্ষে, মঞ্জল গাইল হর্ষে,
আচম্বিতে বিজ্ঞ শত শত ।

উদ্যানে বিকাশে ফুল, বিপিনে বিহগ কুল
ডাকি উঠে কল কল করি ;
গ্রাচীর উপরে বসি, নৃত্য করে কেকাভাঘী,
পিঞ্জরে ডাকিল শুক শারী !

প্রিয়ছন্দা হর্ষে ভাসি, कहिছে ছুটিয়া আসি.
মহারাজ শুন সমাচার,
গেল দুঃখে এত দিনে, শুভদিন শুভক্ষণে
ভুমিষ্ঠ হইলা সুকুমার ।

সন্তান সন্তব গুনি আনন্দে মে নৃপশপি
 যত্নে রত্ন করে বিতরণ ;
 বেণু বীণা মণ্ডপরে শ্রবণ বধির করে,
 দান করে বধিরে শ্রবণ !
 হেরিলা ভূপাল আসি, কোটি শরতের শশী
 অঙ্কে বসি দিক্ আলো করে ।
 নিগুর সাধুর্য্য রাশি, হেরি অখী প্রতিবাসী,
 মাতা পিতা মণ্ড সর্গ পরে ।
 মহামায়া-বিশ্বপাণে, ভ্রান্তি মরীচিকা ফাঁসে,
 মায়াদেবী মহিষীর গন
 বন্ধ হইল অক্লেশে, দেখিছেন শুদ্ধধন
 “চিদাকাশে কুসুম কানন” !
 মনিস্বয়ে অকস্মাৎ, উৎপত্তি বিপত্তি-পাত,
 ভ্রান্তি-মেঘে স্নেহের চপলা
 সংসার-বিমানে কবে স্থির থাকে এই ভবে ?—
 মণ্ডগ দিবসে শেষ বেলা,
 লীলা খেলা ফুরাইল, ঘোর ঘোর সন্ধ্যা হইল,
 ডুবু ডুবু রক্তিম তপন,
 মায়াদেবী ত্যজি প্রাণ করি গেলা সপ্রমাণ
 “এ সংসার নিশার স্বপন !”
 রাজা যায় গড়াগড়ি, ধূলায় আছাড়ি পড়ি,
 ভাড়াভাড়ি ধরিছে সকলে !
 অজান-প্রণয় পাশ, মানবের সর্বনাশ !
 কাঁদি রাজা বিনাইয়া বলে,—

শিশু না শবৎ শশী, অরণ্যে পড়িয়া খসি,
 পড়িয়াছে বামনের করে ;
 কেন হেন রক্ত ফেলি, প্রিয়স্বদে ঘাও চলি
 এ রতন দিয়া গেলেন কারে ?
 রাজার আলব ফেলি, পদা যথা ভাসে জলে,
 ফুটে ফুল বিজ্ঞান জজলে,
 করেছেন বিশ্বময় এ পুজ-নক্ষত্রোদয়,
 খদ্যোতের পত্র অন্তরালে !
 কহে রাজা, কাল-বশে যেই রক্ত যায় ভেসে,
 অমূল্য রতন সেই কে পায় ফিরিয়া ?
 স্মৃতি পথে পুনরায়, যখনি উদয় হয়,
 ফিরি আসি যায় মাত্র মর্ম্ম বিদারিয়া !
 হায় সে স্মৃতির পথে বিশ্বিত কপাট দিতে
 পরাণ ধরিয়া বল কে পারে জগতে ?
 তুমি অধিলের পতি, অনন্ত কালের গতি,
 বিশ্বনাথ, স্তম্ভ হুঃখ সকলি তোমাতে !
 না জানি হে ইচ্ছাময় স্মৃতিমাহ কি ইচ্ছায়,
 সংসার ময়ূর মাঝে ভূষিত মানব !
 না জানি কি মনে করি প্রেরিয়াছ তাহে হরি,
 এ বিরহ মায়া মোহ—মরীচিকা সব ?
 না জানি কি অভিলাষে ফুটন্ত গোলাপ হাসে,
 হাসা'লে আকাশে শশী আমল-ব্যঞ্জক ?
 পুনঃ বসি সংগোপনে স্মৃতিতে কি ভাবি মনে,
 শশাঙ্ক উদ্দেশে রাহ গোলাপে কণ্টক ।

ইচ্ছাময় অগৎ পিতঃ কবিলেই পারিতে ত
অনন্ত সুখেব সৃষ্টি দুঃখ পরিহরি ?—
অবিচ্ছেদ সম্মিলন জরামৃত্যু বিসর্জন,
অমরকিরন-নর, বিদ্যাধরী-নারী ।
কাবে দিয়ে কারে মার, কারে বা পালন কর,
কোন সূত্রে কস্মক্ষেত্রে কি কর ঘটন,—
আগে করি প্রাণপণ অবৈষয়ে অন্ধ জন,
অগ্নিমে অবাক্ হয় অর্ধাচীন মন !
বিস্ত পেয়ে যার চিন্তা নিতা থাকে মদমত্ত,
অথবা দুর্বৃত্ত যেই, সব তুণ জ্ঞান,
উচ্চ শির মহাবীর সেও হয় নতশির,
হেরে যবে গ্রীবা-স্পর্শী কৃতান্ত কৃপাণ ।
যাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধব হে কলঙ্কী চাঁদ,
জাসে লোক নিজ পাপ না করে গোপন ;
রবির দাসত্ব হেরি অলসতা পবিহরি,
ভয়ে লোক জড় সড়, নিজ কর্মে মন !
ধরায়-রোপেছ চারা আকাশে দিয়াছ বারা,
তোমার ইয়ত্তা করা কারো সাধ্য নয় ।
নিশায় আকাশ পটে, অত তারা কেন ফোটে ?
কেন ফোটে, কি উদ্দেশ্য ! জান ব্রহ্মময় !
জানি না হে বিশ্ব নাথ কেন হয় দিন রাত ?
কেন ঘোরে মাস পক্ষ বর্ষ খাঁতু যত ?
এত কষ্ট লোকে পায়, তবুও বাঁচিতে চায়,
কি আশায় রোগ শোক ভোগ করে এত ?

কে জানে মহিমা তব হে ভবেশ শত্ৰু শিব,
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধরেছ ধরায়,
কারো বা মাজায়ে রাজা আপনি দেখিছ যজ্ঞা,
আকাশ ভাবিয়া কারো ফেলিছ মাথায় ।
হায় তবু জাস্ত জনে, ভাবে বসি গনে গনে,
আমারই সাবধানে সব রক্ষা হয় ;
এট করি এই হ'ল, এই করা ভাল ছিল—
ভেবে ভেবে এ সংসার কবে ছঃখময় !
ওহে অখিলের পতি, মানুষ অবোধ আতি,
ভাবে না দেখে কভু স্থির চিত্ত করি,—
বৈরাগী রৌদ্রেতে যায়, পাঁহাড় কাটিয়া যায়,
কেননে যে রক্ষা পার কুম্ম মুঞ্জরি ।
হে বিধাত ইচ্ছাময়, তোমারি ইচ্ছায় হয়
স্থিতি স্থিতি প্রলায় সকল,
ধবার রোপিয়া চারা, আকাশে দিয়াছ ঝরা,
যে বাসনা করিতে সফল,
পুরাইতে মে বাসনা, বিভ্রিয়াকৃৎকাণ্ড,
অসত্য শিক্ষার জীবন,
রাখ হে করুণামিক্স, কৃপা-পদ দীনবন্ধু
দীন জনে কর অরণ্য !—
বিলাইয়া নানা ছাঁদে, ভূপতি কত্তই কাদে
সবে শান্ত করে ধরি তার ।

“যত দিন হয় গত, বিষাদ পাশরে তত”
বিষাদের এ বিধি ধরায় ।

যতনিত্তে সুকুমারে, শ্রাণিকায় আনি ঘরে
 বন্ধ রাজা পরিণয় পাশে ;
 বাড়ে সৌন্দর্য্যের ভরা, সে শিশু নয়ন তারা
 তরুণ অরুণ স্নেহাকাশে !
 সুসময়ে অরাশন, দিলা নৃপ দৃষ্ট মন,
 সন্তানের চিন্তা মাত্র সার ;
 ধর্ম্মেতে সুসিদ্ধ হবে, নরবর তাই ভেবে,
 নাম রাখে সিদ্ধার্থ তাহাব ।

দ্বিতীয় লীলা ।

বিবাহ ও বৈরাগ্য ।

কুমারে শিক্ষাব ভরে সমপি শিক্ষক করে
 নিশ্চিন্ত হইলা মহীপাল,
 সতত সুশিক্ষা পায়, সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট তায়
 নাহি হয়,—যার কিছু কাল ;
 নেহালে শিক্ষক তার, শিক্ষা অতি চমৎকার,
 হেরি হা'র মানে গুরুজন ;—
 না হ'তে টঙ্কার ক্ষত, বাণ যথা বিক্ষেপ্ত,
 হেন ধাম সিদ্ধার্থের মন ।
 গ্রন্থের প্রথম পাতা, না পালটি শেষ কথা
 একি প্রথা শিক্ষার সময় ?

মাত পীচ ভাবি মনে ক্ষান্ত দিলা গুরুজনে,
 গগন সদা সিদ্ধার্থ চিন্তায় !
 সকল বালক আসি করতালি দিয়া হাসি
 ধায় সব খেলবার তরে ;
 সিদ্ধার্থে ডাকিলে তারা শিশু যেন পথ হারা,
 কোথা যায় কিবা চিন্তা করে !
 গাত্রে যত অলঙ্কার মণি মুকুতার হার,
 না চাহিতে দেয় দীন জনে.
 নিষেধ করিলে কেহ ধূলায় লুটায় দেহ,
 কান্দে পড়ি না যায় ভবনে ।
 কিছু দিন গত করি যজ্ঞ সূত্র গলে ধরি,
 সিদ্ধার্থ ধ্যেতে দিলা মন ;
 নানা শাস্ত্র পাঠ করে সত্য আহরণ তরে,
 দলে দলে দ্বিরেক যেমন ।
 ভ্রমে সদা উপবনে, কভু হেরে এক মনে
 কেমনে ফুটিছে ফুল কুল ;
 গোলাপে কণ্টক হেবি মনে মনে হাশ্ব করি
 কভু ধরে বিধাতার ভুল !
 বিচরণে শ্রান্ত হলে আসিয়া বকুল তলে
 দুর্বাসলে করয়ে শয়ন ;
 স্মীর সমীরণ হেরে, মনে মনে চিন্তা করে—
 কেবা করে মধুর ব্যঞ্জন !
 শাখায় কোকিল গায়, কুমার ভাবিছে হাস—
 কেবা গায়, কে শিখায় তারে ?

গীত সুধা বরাযয়া শীতলিতে দগ্ধ হিয়া
 কেন গায়, গায় কাব তরে ?
 এইকপ চিন্তা কবি ধনজন পরিহরি
 কুমার বেড়ায় উপবনে ;
 এক দিন, যাব দিন, ভুবন আলোক হীন
 বাজপুত্র না আসে ভবনে ।
 ভূপতি চিন্তিত অতি ধৈয়ে যাব দ্রুতগতি
 বাজরূত ছোট্টে চাবি ভিতে ,
 কেহ কোথা নাহি পায় রাজা কবে হায় হায় ।
 দ্রুত গতি ধায় উদ্যানেন্তে ।
 দেখিলা সেথায় গিয়া ঘন পত্র শাখা দিয়া
 লতা মণ্ডপেব অভ্যন্তরে,
 বাজিয়া খেলাব বর, জোড় করি ছুটি কণ,
 শয়নে কুমার খেলা কবে ।
 খেলা ভাবি বাজা গিয়া নীববেতে দাড়াইয়া,
 অনিমেষে নেহালে বদন,
 নিরখিয়া মনোহুঃখে, পাষণ বাজিল বৃকে,
 দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলা তখন !—
 সিদ্ধার্থের অঁখি জল, বহে তিত্তি গণ্ডস্থল,
 ছল ছল নয়নের তাবা ,
 উর্দ্ধ মুখে জোড় কবে, ঘেন সে ডাকিছে কারে,
 জ্ঞান হয় ঘেন জ্ঞান হারা ।
 দ্রুত হাত দিয়া গাত্রে ডাকে রাজা রাজপুত্রে,
 কানি কহে,—উঠরে কুমার,

এক বিপরীত বীতি, শিখ আসি বাজনীতি,
 ডাকিতেছে জনক তোমাব ।
 ত্যজি রাজ্য সুখ নব, শৈশবে কি অসম্ভব ?
 তোন ভাব ভাবিয়া না পাই,
 কি অভাবে এ বিরাগ, কাব পবে হ'ল বাগ,
 বল বাছা, কিবা তোর চাই ?
 চলবে নয়ন মণি, গৃহে গিয়া সব শুনি
 বুক ফাটে তোর শয্যা হেরি ;
 কেন বে ভতলে পডি ছুর্বাদলে গড়াগড়ি,
 সোণাব পাশক পবিহবি ।
 রাজপুত্রে করে ধবি, প্রবোধিয়া কত কবি,
 বাজপুবি প্রবেশে নরেশ,
 বসাইয়া সিংহাসনে স্নেহময় আগাপনে,
 বাজনীতি কহিলা বিশেষ !
 নিশিদেশে নুপ বধ, বহির্দেশে দিয়া বার,
 কহিলেন সভাসদ সবে,
 "পুত্রের বিবাগ যবে, পিতাব কর্তব্য তবে
 বয়ঃপ্রাপ্তে পবিত্র দিবে।"
 সুধাইয়া সবে ধীর, সুপাত্রী করিলা স্থির
 যশোধরা দণ্ডপানি-সুতা ;
 কপে কল্যা নিরুপমা গুণে সুরস্বতী সমা,
 সুষমা উপমা স্নর্গলতা ।
 সুপণ্ডিত দণ্ডপানি সিদ্ধার্থের নাম শুনি,
 অত্যন্ত বয়স জানি তার,

বাণ্য পরিণয় তরে অন্তরে সন্দেহ কোরে

হেরিবারে চলিলা সহর ।

উতারি হিমাদ্রি দেশে উপনীত রাজবাসে,

রাজপুত্রে হেরিলা তথায়,

অপরূপ রূপবান নিরখি জুড়ায় প্রাণ,

সুন্দর কন্দর্প কাস্তি তায় ।

বর্জিষ্ট বলিষ্ট তনু, দীপ্ত ঘেন চিত্র ভানু,

স্পর্শে জামু ভুজ-পদ্যকর,

প্রশস্ত লগাট তটে, আকণ নলিনী ফুটে,

পটে যথা অঁকে চিত্রকর ।

মার্ত্তও মুখ মণ্ডলে, তা দেখি কণ কুণ্ডলে

হুলিতেছে চতুর্থীর চাঁদ,

শত স্বর্ণ ভূষা হেন, স্রবমা সাগরে ঘেন,

দিয়াছে লাবণ্য স্রোতে বাধ ।

বুধসস সাধুভাষে, সকলে সন্তোষি তোষে,

পরিতুষ্ট হেরি দণ্ডপাণি ;

পরিণয় আয়োজন, আরম্ভিলা সর্বজন,

রাজপুরে তনয়ায় আনি ।

দেখি লোকে চমৎকার, তনুচি তনয়ায়,

মায়ার তুলিতে কি স্খাঁদে

অঁকিয়াছে হয় ভ্রান্তি, কষিত কাঞ্চন কাস্তি,

শান্তির চলিকা মুখ চাঁদে ।

উজ্জল করেছে ধরা, অজলাবণ্যের ভরা

বসাদিনা-নিলোৎপল অঁখি,

۷۹

নিত্য বসি নিরঞ্জে, কি যে চিন্তা করে মনে,
অবিরাম অশ্রুধারা বহে ।

স্বধাইলে কোন জন কহে এই বিবরণ—
এ জীবন ইকন সমান,

জন্মে চপলা প্রায়, ঘর্যণে উৎপত্তি হয়,
করে পুনঃ চকিতে প্রস্থান ।

জলবিশে ছায়া প্রায়, অগতে পদার্থ চয়
ভুলায় জীবের মন যত,
এই আছে এই নাই, এই দেখিবারে পাই,
বাদিতের ঝঙ্কারের মত ।

কোথা হ'তে আসে যায় কেহ না উদ্দেশ্য পায়,
ধায় লোক তাহারি পশ্চাতে,

হারিয়ে নয়নতারি, হায় তারি দিক্ হারি,
অন্ধ সম দেখে ছুই হাতে ।

না জানি কোথা এমন, নিত্য সুখ প্রস্রবণ,
সত্য যাহা অনিত্য সংসারে ;

পড়িয়া মায়ার ফাঁদে, নিম্নত পরাণ কাঁদে,
হরি যথা আনার মাধারে ।

ইথে যদি মুক্তি পাই কিছু আর নাহি চাই,
যাই চলি বিজ্ঞান কাননে,

প্রান্তরে পর্কিত পাশে, তটিনীর তটে ব'সে,
নিত্যসুখে স্থির করি মনে !

অস্তর স্বাধীন করি, যদ্যপি ভ্রমিতে পারি,
মুক্তি পদ করি আবিষ্কার ;

ভ্রান্ত জীব লক্ষ লক্ষ, তা হলে পাইত মোক্ষ

মুক্ত হ'ত ত্রিবিবের দ্বার !

ক্রমে ক্রমে যায় দিন, যশোধারা দিন দিন

শুরু পক্ষ বিভাবরী প্রায়.

হসিত যৌবন ভাতি আমরি বিকাশে সতী ।

মতিগতি পতি রাজা পায় ।

সত্ত্বের না কয় কথা, পাছে পেয়ে মনে ব্যথা,

পতির বিরাগ হয় মনে ।

সাবধানে সদা রয়, সাবধানে কথা কর

পাছে যায় ভ্রমিতে উদ্যানে ।

সন্তানের সন্তাবনা, দিনে দিনে গেল আনা,

সবে করে আনাগোনা, ক্রমে পূর্ণ মাস ;

তারাকারা যশোধারা এখন আলস্যে ভরা,

উখান শক্তি হারা, বহে দীর্ঘ শ্বাস ।

কালে পুত্র সন্তবিল ছুঃখ রবি অস্তে গেল,

রাজপুত্রী পূর্ণ হল, আনন্দের রোলে,

চড়াং করিয়া বুক উঠিল, সিদ্ধার্থ মুখ

মলিনিল, বজ্র যেন পশে মহাঠৈলে ।

উর্ণনাভ ফাঁদ পাতি বাধায় পতঙ্গ জাতি,

পঙ্কেতে মাতঙ্গ সরে পঙ্কজের বনে ;

বিচারিলা রাজপুত্র শিহরিয়া উঠে গাজ,—

পতঙ্গী বাওরা দেখে ব্যাধের ভবনে ।

কুমার, যে জ্ঞান হারা, ভাবিয়া হইল সারা,

শাস্ত্রনিলে যশোধারা কহে ধীরে তাম্র,

কেন হ'ল পরিণয়, কেন হ'ল প্রেমোদয় ?

এ প্রলয় কেন অতঃপরে !

আকাশে শশাঙ্ক হোরি, সাগরে অনন্ত বারি,

একবারে উধলয়ে যথা,

নিরখি ক্রীমুখ তব, স্মৃতিসিক্ত, করে কব,

অন্তরেতে উচ্ছ্বসিত তথা ।

যেমতি সমীর পর্শে লতা পাতা নাচে হর্ষে,

পরিশলে বরষা তোমার,

কি আনন্দ হয় মনে, জানি মাত্র মনে মনে,

প্রকাশে কি সাধা রমনার ।

এত সুখ দিলা বিধি, কেন তবে গুণনিধি,

আমায় ত্যজিয়া যাবে বনে ?

কহ নাথ নিবরিয়া কিবা সুখ বনে গিয়া

কি বা ধর্ম হবে সে কাননে ?

প্রবোধিতে প্রিয় জনে, সিদ্ধার্থ আনন্দ-মনে

প্রিয়ভাষে বুঝায় তখন,—

শুন তবে বিশ্বাসেরে, ছুটে প্রাণ কার তরে,

কার তরে পাগল এ মন ।

অতলজলধি আর অনন্ত আকাশ,

অবিশ্রান্ত কালশ্রোত, পবনের গতি,

কত দূরে হয় রবি শশীর প্রকাশ,

যদিও গণিতে পারে কোন মহামতি,

ইয়ত্তা না পায় কিন্তু মানুষের মন,

• প্রেমের কোথায় অন্ত কোথায় স্বপ্ন ?

কবি-কল্পনার লক্ষ যোজন অন্তরে,
 চিন্তার অনন্ত সীমা অতিক্রম করি,
 বহুদূর—বহুদূর ! দূরতার দূরে
 বিধির সৃষ্টির সীমা রেখা চিহ্নপরি,
 স্বর্গের আনন্দ-গিরি- ধবল শিখরে,
 দম্পতি-প্রণয়-সুখ অবস্থিতি করে !
 একমাত্র সুপবিত্র সুখ নিরমল,
 সেই সুধাকর সম স্বর্গের বিমানে,
 দিক দিগন্তর, কোটি কোটি ভূমণ্ডল,
 স্বর্ণময় হ'ল যার বিমল কিরণে ;
 সে সুখের অবিশ্রান্ত প্রেম প্রস্রবণ—
 অযোনি সত্ত্ব সেই ব্রহ্ম সনাতন !
 দেখ তবে বিশালাক্ষি, লক্ষ্মীরূপা তুমি,
 অনন্ত স্বর্গীয় সুখ এ মর ধরায়,
 আইল খুঁজিয়া কোথা আছি তুমি আমি,
 শীতল করিতে এই তোমায় আমার !
 আপনি আসিয়া নিজে হর বিতরিত
 হেন মতে এ সংসারে সুখ আছে যত !
 এইত স্বর্গের শোভা সাজান সংসারে,
 শুন পুনঃ সুবদনি, হৃৎথের কাহিনী
 উত্তাল তরঙ্গ সম, পঙ্কজ আকারে,
 বিমান বিদীর্ণ করি দিবস রজনী
 ছুটিছে প্রবাহ যার, তাহার কথায়
 শিখরে পদ্মণ প্রিয়ে কহিছে তোমায় ।

শুন শুন সুলোচনে, সে দুঃখ-সলিলে
জীব যত, কব কত তাহাদের কথা,—
সিংহদার অতিক্রমি যাই অশ্বযানে,
নিরখি তাদের দশা পাই মর্মব্যথা ।
সে দিন ভ্রমিতে যাই পূর্ব দ্বার হ'তে,
দেখিলু স্ববির এক পড়িয়াছে পথে ।

শিথিল সকল চর্য জীর্ণ কলেবর,
অস্থিসার, উঠিবার শক্তি নাহি হয়,
দৃষ্টি হীন অতি দীন কীণ কর্ণধর,
থর থর কাঁপে শির ধরি জাহ্নবর ।
হরন্ত মাঘের হিমে বস্ত্র নাহি গায়,
ছল ছল আঁখি জল জঠর জালায় ।

দেখ দেখি শশিমুখি এ সুখ ধরায়,
একি কাণ্ড ? এ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ জীব যত
সকলেরি এই দশা । যৌবন সময়
বিলম্ব না নয়, নাম উচ্চারণে গত ।
জীবের যৌবন যায় অতি দ্রুত গতি,
কুসুম সুসমা ময় শুকার যেমতি ।

এই যে নরের গর্ভ যৌবন সময়,
এই যে যৌবন সুখ অমূল্যত হয়,
ভাবি দেখ চাক্ষুণেতে সে সুখ এ নয়,
যে সুখ অনন্ত কাল অন্তরেতে রয় ।
নিত্য সুখ তবে প্রিয়ে আছে সুনিশ্চয়,
অস্থায়ী আভাস যার যৌবন সময় ।

আর এক দিন শুন, পীন-পয়োধরে,
 দক্ষিণ দ্বার হ'তে হইয়া বাহির,
 দেখিলু পড়িয়া এক পান্থ পথ পরে,
 ধর ধর কাঁপে তার কঙ্কাল শরীর !
 ছুট ছুট করে ভূমে ব্যাধির জালায়,
 জল জল করি তার বুক ফেটে যায় ।

অসহায় নিরাশ্রয় ঘন বহে শ্বাস,
 মূর্ত্তিমান মৃত্যু যেন কণ্ঠরোধ করে,
 থেকে থেকে মনোভাব করিছে প্রকাশ,
 নিরথিতে প্রাণাধিক পুত্র পরিবারে ।
 "কোথা প্রিয়ে" বলি তাব কান্দি উঠে প্রাণ,
 "সংসার স্বপন মাত্র" করে সপ্রমাণ !

পশ্চিম দ্বারে যাই আর এক দিন,
 সেবিতে সমীর ধীর, আনন্দিত মনে,
 প্রফুল্ল সকল লোক দেখি প্রাতদিন,
 সে দিন কাঁদিছে তারা ব্যথা পেয়ে মনে ।
 এ নগরে এত দুঃখ কভু দেখি নাই,
 ভাগ্য দোষে বুঝি আসে, তেঁই ব্যথা পাই ?

মৃত দেহ স্বক্ষে করি ভাই বন্ধু যত,
 আশায় নিরাশ হয়ে হাহাকার করে,
 কেবল নদীন জল বহে অবিরত,
 অসার সংসার তারা বুঝে অতঃপরে !
 শবকান্ধে, সবে কাঁদে । সকলি বিফল ।
 হরিধ্বনি মাত্র শুনি শেষের সম্বল ।

এমন যৌবন যদি অরাগ্রহ হ'ল,
 হেন দেহ হ'ল যদি ব্যাধির মন্দির,
 দেখিতে দেখিতে যদি জীবন ফুরাল,
 কেমনে ধৈর্য ধরি মন রহে স্থির ?
 চঞ্চলা চপলা হেরি এই মনে হয়,
 জ্যোতির আকর ওই মেঘ স্নানিচয় !

ছাড়িয়া উত্তর দ্বার উদ্যানেন্তে যাই
 এক দিন, দেখি এক দরিদ্র স্রজন,
 করঙ্গ করেছে করি, অশ্রু কিছু নাই,
 শত হিঙ্গাবিতা কহা অঙ্গের ভূষণ ।
 শুনিলাম আশিয়াছে ধন জন ছাড়ি,
 মুখে মাত্র হরি নাম ফেরে বাড়ী বাড়ী ।

সুধাইয়া সারথিরে শুনি বিবরণ,—

ভিগ্ন ক তাহার নাম ভিক্ষা মানি থায় ;
 মায়া-মোহ-শোক-তাপ দিয়া বিসর্জন,
 করিয়াছে একমাত্র জৈশ্বর সহায় ।
 জগতের সুখে তার নাহি ধার মন,
 লভিবে অনন্ত সুখ করিয়াছে পণ ।

যে দিন দেখিলু সেই বিরাগ মুরতি,
 বলিব কি, চারু আঁখি, করিয়াছি পণ,
 সাক্ষী তুমি বিশালাক্ষি, কহি পুনঃ সতি,
 অনন্ত স্বর্গের দ্বার করি উদঘাটন,
 দেখা'ব জগৎ জীব, দেখা'ব তোমায়,
 জীবের অনন্ত সুখ রয়েছে কোথায় ।

মুক্তির প্রশস্ত পথ আবিষ্কার করি,
 পরিষ্কার করি দিব জগতের তরে ;
 পাপী তাপী জরাগ্রস্থে নিজ হস্তে ধরি,
 আনিব মুক্তির পথে কহিছু তোমাংরে ।
 দেখাতে তোমার প্রিয়ে, ছুটে যায় মন,
 অনন্ত শান্তির বারি সুখদ কেমন !
 শুনিয়া স্বামীর মুখে স্বর্গের সংবাদ,
 প্রিয়ংবদা রাজবধু পতিমুখ পানে
 অনিমেষে নিরখিয়া পাশরে বিষাদ,
 অপূর্ব প্রেমের ভাতি শোভিল আননে ।
 অমুগম মুখশোভা প্রফুল্লতা ভরে,
 নৃত্য করে পবিত্রতা নেত্র যুগ পরে !
 মুছিয়া নয়ন নীর কহে যশোধারা,—
 প্রাণেশ, বাসনা তব হোক ফলবতী,
 রোগ শোক পাপে তাপে কাঁপে বসুন্ধরা,
 কর নাথ দুরা করি অগতির গতি ।
 কিন্তু যেন থাকে মনে, চরণে তোমার
 এই ভিক্ষা, হয় যেন দাসীর উদ্ধার !
 যদি কান্ত হই আমি ভারতের সতী,
 একান্ত চরণে তব থাকে যদি মতি,
 দয়ার লাগর যিনি অখিলের পতি,
 প্রবাসে সদয় যেন হন তব প্রতি !
 গৃহে বসি দিবানিশি এ দাসী তোমার
 একান্তে ডাকিবে তাঁরে এ বিশ্ব যাহার ।

নিরবিলা রাগা যদি, সিদ্ধার্থ তখন
 প্রিয়ার বদন শানে নেহালে কেবল,
 ঝটিকার পূর্বে ঠিক প্রকৃতি যেমন,
 অধীর স্বভাব এবে হ'ল অচঞ্চল !
 কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তখন,
 কি জানি ভাবিয়া মনে, মুহুরী নয়ন !

কহিল তখন, ধীর অলদ যেমতি
 গরজে প্রাবৃত কালে—বুঝি এত দীনে
 পোহাল বিষাদনিশা, ধন্য তুমি, মতি,
 সুদিন-আশার উষা কিরণিল মনে ;
 গৃহে থাক চন্দ্রাননে হ'রনা নিরাশ,
 অচিরে মুক্তির দ্বার করিব প্রকাশ ।

যাই তবে যামিনী যে অবসান প্রায়,
 যাই প্রিয়ে, থাক গৃহে, এ নিশান্তে তুমি
 মম কথা প্রকাশিয়া কহিও পিতার,
 একদা যে কথা তাঁর কহিয়াছি আমি ।
 গৃহে থাক হেন পাছে কহেন আমার,
 সঙ্কুচিত তাই চিত লইতে বিদায় ।

এখন লইব অশ্ব অশ্বশালা হ'তে,
 ছাড়িব পিতার রাজ্য থাকিতে রজনী,
 সৌধশির হ'তে ক্রমে দেখ রাজপথে,
 কেমনে প্রস্থান করি, দেখ নিতম্বিনি ।
 এত বলি দৌড়ে দিলা প্রেম আলিঙ্গন,
 চলিল কুমার দ্রুত অশ্বের কারণ !

কোমল মতির প্রাণে ব্যথা যদি পায়,
 তেঁই বুঝি ত্যজিল না স্বর্ণ অলঙ্কার !
 বুঝিল না বুঝি সতী, বুঝিল না হায় !
 কোথায় চলিল ওই প্রাণপতি তার !
 নীরবে কহিয়া গেল উদাস নয়ন,—
 “কেবা কার, কে তোমার, নিশার স্বপন ।”

তৃতীয় লীলা ।

সংসার ত্যাগ ।

লইয়া সুন্দর অশ্ব বিছাতের গতি,
 রক্ষক লইয়া সাথে সিংহ দ্বার দিয়া,
 রাজ পথে বাহিরিলা কুমার সুমতি,
 জলিছে সুবর্ণ দীপ দিক উজলিয়া ।
 দেখিতেছে যশোধারা, নীরব রজনী,
 ধীরে ধীরে বাহিরিল নয়নের মণি !
 চারিদিক অন্ধকার নীরব সকল,
 না নড়ে একটি পাতা, গাছ পালা যত
 গাঁথা যেন ধরা সঙ্গে, স্থির, অচঞ্চল,
 যোগী যত যেন যোগ সাধনেতে রত ।
 দেখিতেছে যশোধারা ওই অশ্ব যায়,
 ক্রমে দূর—ঘোর ঘোর, দেখা নাহি যায়।

তখন শুনিছে মাত্র স্থির কর্ণ করি,
ব্যগ্রতা হৃদয় মাঝে হয়েছে উদয়।
চৌদিকে নীবব শুধু দড় বড় কবি
ঘোটকের-পদধ্বনি দূর পথে হয়।
শির পবে শোভা করে অনন্ত গগন,
আঁধারে ফুটিছে তাবা হীরক যেমন।

চৌদিকে আঁধার রাশি ছাবরে অবনী,
অশ্ব-পদধ্বনি আর শুনা নাহি যায়;
শ্রবণ বিবরে আর পশিছে না শুনি,
হাহাকার করি ধনী পড়িলা তথায়।
চলি গেলা রাজপুত্র দেশ দেশান্তরে,
মূর্ছাবিতা যশোধাবা দূর সৌধশিরে।

ধনুরে বিধিব বিধি। এ মর ধরায়
ধার্মিকের এই পথ। ধনু যশোধারা।
যে জন চলিল ওই উপেক্ষি তোমায়,
যাহাবে ভাবিছ তুমি নগনের তারা,
কেবল তোমার তরে নহে সে সৃজন,
প্রাণ তার কান্দে সর্ব জীবের কারণ।

সখাসনে বহুক্ষণে পাইয়া চেতন,
কান্দে রাজকুলবধু, প্রভাত রজনী,
কান্দে আজ রাজপুত্রী সিদ্ধার্থ কারণ,
উঠিলা বিরাগ বাগে ধীরে দিনমাণি।
যাও তুমি রাজপুত্র যথেক্ষা এখন,
যে কান্দে কাঁছক, তব বিমুক্ত বন্ধন।

এখন পোহাল নিশি, জাগিল জগৎ,
উপনীত রাজপুত্র গিয়া বহুদূর ;
শুনিলেন সেই কুশি নগরের পথ,
পঞ্চবিংশ ক্রোশান্তরে সে গৌরকপুর,
এ স্থলে ভূতলে পদ রাখিলা কুমাৰ,
থসাইয়া ফেলে যত স্বর্ণ অলঙ্কার !

খুলিয়া স্তব্ধ বেষ এক এক করি,
দিল সব বিলাইয়া অশ্ব বক্ষকরে ;
কহিলা বিনয়ে তায়, অশ্ব নাথে কবি,
ফিরিয়া যাইতে নিয়া আপনার ঘবে ।
আপনি প্রফুল্ল মুখে বেশভূষাহীন,
বাঙ্কিলা কটিতে অঁটি স্তম্ভর কোপীন ।

নিরাশ্রয়, শ্রেয়ঃ মাত্র অভীষ্ট সাধন,
নিঃসম্বল, বল মাত্র দুর্বলের বল
একাকী সে রাজপুত্র চলিলা তখন,
যে দিকে নয়ন দেখে বিজন জঙ্গল !
ক্রমে ক্রমে ঘোব বনে করিলা প্রবেশ,
জার কেহ সিকার্থের না পায় উদ্দেশ !

কাঁদে রাজা, কুমারের উদ্দেশ না পায়,
বিষাদে আকুল আজ হল রাজপুরী ;
অলঙ্কার সে নগর করে হায় হায় !
কাঁদে এসি যশোধরা দিবস শরীরী !
কোথায় সিকার্থ এবে কে বলিতে পারে,
দিন দিন ডোবে বিশ্ব বিস্মৃতি-সাগরে !

একে একে যায় দিন এক এক করি
ক্রমে ক্রমে যত লোক ভুলে যায় কথা ।
বর্ষ পরে হর্ষ হয়, সবাই পাশরি
একাধারে বৃদ্ধি করে মরমের ব্যথা ।
পাশরে সবাই, ধন্ত জগতের গতি ।
কাঁদে মাত্র অহোরাত্র, পতিপ্রাণা সতী ।

ক্রমেই বৎসর চক্রে হয় আবর্তন,
কত ববি শশী তারা উঠিল গগনে,
কত কথা কতজন হ'ল বিস্মরণ,
নূতন আশার বাসা মানস-কাননে ;
প্রান্তবে বাখাল কহে কথায় কথায়
“সিদ্ধার্থেব মত বাঘে গিলিব তোমায় ।”

হেথায় বিঘোর বনে প্রবেশিয়া পরে,
মনঃস্থখে পূর্ব মুখে, মহা যোগিবেশ,
চলিল সিদ্ধার্থ ; মরি ববাজে না ধরে
অপূর্ব তাপস সম সুষমা অশেষ ।
বহু দূর গিয়া পবে দেখিল তথায়
শাক্যবংশ সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণী আশ্রয় ।

আছিল আরেক বনে পাতার কুটীর,
তথায় রৈবত মুনি সারা দিন রত,
যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, বিশীর্ণ শরীর,
সেখানে সিদ্ধার্থ গিয়া বড় আনন্দিত ।
ধর্ম কথা আলাপনে রৈবতের সনে,
বঞ্চিল কিঞ্চিৎ কাল একত্র হুজনে ।

বৈশালী নগরে গুরু আরাধকলাগ,
 তিন শত শিষ্য যার চৌদিকে বেষ্টিত,
 মহাজ্ঞানী জিতেল্লিয় ভাবি পরিণাম,
 কঠোর তপঃ সাগরে নিমগ্ন সতত ।
 লভিতে দারিদ্র্য-রত্ন জিতেল্লিয় মন,
 শিক্ষা হেতু শিষ্য বেশে ফেরে মুনি গণ ।

সেখানে সিদ্ধার্থ গিয়া গুরুর চরণে,
 বাসনা সুসিদ্ধ হ'তে করিলা প্রকাশ ;
 বিষয় মানিলা গুরু নেহারি নয়নে
 সে বরাঙ্গে মোক্ষোচিত দারিদ্র্য আভাস ।
 অপূৰ্ণ বৈরাগ্য ছটা বিমল বদনে
 আবারে আবারে যেন অর্ক আবরণে ।

পদতল বিদলিত শ্রাম দুর্বাদল
 ধরাতলে চাকশোভা বিকাশে ঘেমন,
 ধূম্র মেঘে ছিন্ন করি চাক বক্ষঃস্থল
 দেখায় যেমতি উচ্চ সুনীল গগন,
 সে হেন পবিত্র ছটা—গঙ্গাজলী শোভা,
 তরঙ্গ তুলিছে অঙ্গে, অতি মনোলোভা !

সেখানে শিক্ষার লাগি ভিক্ষা মাগি থায়,
 পরমার্থ-তত্ত্ব নিয়া করিলা বিচার,
 শাক্য-মনে গুরু-বাক্য ঐক্য নাহি হয়,
 মনোগত শুদ্ধ নিত্য সত্য আবিষ্কার ।
 সে বিচারে সত্য যেন মেঘে সৌদামিনী,
 দেখিয়া বেসাধু ছাড়ি চলে শাক্য মুনি ॥

ছাড়িয়া বৈশালী এবে চলিলা স্বরায়
ঋষিশ্রেষ্ঠ, চেষ্টামাত্র অভীষ্ট সাধন ;
পশিয়া মগধে আসি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
রাজধানী রাজগৃহ করি দরশন ।
রহিলা তথায় ঋষি, ভিক্ষা করি খায়,
পাণ্ডব পাহাড়ে আসি যামিনী কাটায় !

ভাতিছে যৌবনজ্যোতিঃ পূর্ণ কলোবরে,
তাহে উদাসীন বেশ, আসীন ধরায়,
মদমত্ত করৌ যথা জ্ঞেপ না ক'রে
রাজদত্ত মুক্তামালা, মাটি মাথে গায় ।
রাজপুত্র, উদাসীন—বয়সে যৌবন,
কঙ্কাবাতে বনরাজি বসন্তে যেমন ।

নিরখি নগরবাসী মোহিত অন্তর ;
শুনিয়া সিদ্ধার্থ-নাম সিদ্ধ হইবারে
চলে বৃদ্ধ ; পরীক্ষিতে ভণ্ড যোগিবর
যায় যুবা ; যুবতীরা পতি পুত্র তরে ;
সন্ন্যাসী দেখিতে শিশু ; নরনারী যত
দিবস শরীরী ধরি চলে অবিরত ।

এতেক শুনিয়া কর্ণে চলিলা তখন
ধরাপতি বিম্বিসরা ধার্মিক প্রবর,
পাণ্ডব পাহাড়ে গিয়া করিলা দর্শন,
যেমতি সে জনশ্রুতি করিল প্রচার,
প্রণমিয়া মুনিবরে কহে নৃপবর—
নিষ্য হয়ে সেবি পদ বাহ্য নিরন্তর ।

হাসিয়া তখন শাক্য করিলা উত্তর,
 কি কহিলা ক্ষতিগতে, অসম্ভব কথা,
 আমি হইবারে শিষ্য চেষ্টিলু বিস্তর,
 অযোগ্য বলিয়া মনে পাই বড় ব্যথা !
 শিষ্যের অযোগ্য যেই তার কাছে পুনঃ
 কহ তুমি ধরাশায়ী শিয়া হবে কেন ?

তথায় আছিল এক মহর্ষি-আশ্রম,
 রুদ্রক মহর্ষি নাম রামের তনয় ;
 শিষ্যগণে উপদেশ দেন মনোরম—
 “মানসে উৎপত্তি পৃথী মানসে প্রলয় !”
 হেন শাস্ত্র নিয়া নিত্য করিছে বিচার,
 শত শত শিষ্য তার ঘেরি চারিধার।

নেত্রে হেরে মহর্ষিরে সিদ্ধার্থের মন
 উতলা চপলা সগ, মন করি স্থির
 রুদ্রকের শিষ্য গিয়া হইলা তখন,
 শিখিয়া অনেক শাস্ত্র দেখিলা সুধীর—
 তार्কিক সিদ্ধান্ত তর্ক পাণ্ডিত্য প্রকাশ
 ধর্মের কবিকাশুত গণিকা-বিলাস।

নিরখি সিদ্ধার্থে নিত্য সত্য পরায়ণ,
 পাণ্ডিত্যের অভিমান দিয়া বিসর্জন,
 শাক্য মনে রুদ্রকের শিষ্য পঞ্চজন
 পশ্চিম দক্ষিণ দিকে করিলা গমন ;
 মগধের এক অংশ গয়ানাম খ্যাত,
 বিধিসূরা-অধিকার, তাহে উপনীত।

গয়াশীর্ষ গিরি তথা, ব্রহ্মযোনি নাম
খ্যাত যার চরাচরে, তাহার উপর
নিশায় ছ'জন মিলি করিলা বিশ্রাম,
কিছু দিন এই ভাবে যায়, অন্তঃপর
পুনর্বীর সংঘের হইল উদয়,
ব্রহ্মযোনি ছাড়ি সবে যায় পুনরায় !

সরিকটে বনময় উরুবিহ্ন গাম,
প্রকৃতির চাকশোভা করিছে বিকাশ,
তাহে কত যোগী ঋষি জপে ব্রহ্মনাম,
সুবাস বহিছে বনে মৃদুল বাতাস ।
যতেক তীর্থকগণ করি প্রাণপণ
কঠোর তপঃসাধনে সঁপিয়াছে মন ।

কেহ করে উপবাস, নিরন্তর পালন,
কেহ খায় সিদ্ধি গাঁজা সিদ্ধ হবে বলে,
কেহ করে হোম যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ,
লভে মোক্ষ কেহ দেহ মগ্ন করি জলে ।
ফুল জল বিহ্বদল নিয়া কত জন
অনিমিথে নিরখিছে সবিতৃবদন ।

কেহ পূজে বটবৃক্ষ, কেহ জাগি বন,
কেহ খায় ফল মূল, কেহ অনাহারে,
কেহ বসি জপে নাম শ্রীমধুসূদন,
অন্নশূন্য লীর্ণ তরু, প্রেম অশ্রু বয়ে !
কথা না কহিছে কেহ আছে কত কাল,
কেহ মাত্র ব্যোম ব্যোম, বাজাইছে গাল ।

কেহ উর্দ্ধ বাহু করি আবাধিছে তাঁয়,
এ বিশ্ব সংসার যার, না পেলে দর্শন
করিবে না হেঁট মুণ্ড, কিংবা বাহুদ্বয়
করিবে না নত আর কবিয়াছে পণ ।
যোগাসনে শূন্তে কেহ বসি অচেতন,
দেখে হয় জড় প্রায় মানুষেব মন ।

কেহ সাধে জলধরে সোমরস পানে,
মল মূত্র মাঝে কেহ অঙ্গে মাখে মাটি,
কেহ না দৃকপাত করে রমণীর পানে,
কঠিন শৃঙ্খলে আঁটি বান্ধিয়াছে কটী ।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হবে জানি,
কেহ কেহ করে পান অঞ্জলিতে পানি ।

কেহ বা বান্ধিয়া পদ গাছেব শাখায়,
আছে সদা অধোমুখে, কধিরের ধাবা
ক্ষরিছে নিয়ন্ত মুখে নেত্রে নাসিকায়,
ধায় ধায় ছুটে যেন নয়নের তারা !
এহেন যন্ত্রণা সয়ে তাজিবে পরাণ,
অথবা লভিবে মোক্ষ, এই ক্রম জ্ঞান ।

দেখি উর্দ্ধবিল গ্রাম সিদ্ধার্থের মন
মোহিল, দেখিলা যত ধর্ম অনুষ্ঠান,
করিতে পারিলে হেন কঠোর সাধন
পায় মোক্ষ, হেন তার হয় অনুমান ।
এত ভাবি মনে মনে করিলা নিশ্চয়,
সাধনিব মানবের অসাধ্য যা হয় ।

এ সব তীর্থকগণ দেখিনি অগনে,
 শুনেনি শ্রবণে কভু এ হেন সাধন
 সাধিব, না হয় নহে ক্ষুণ্ণ প্রাণদানে,
 চৈষ্টলাভে কষ্ট হনে, কে কবে গণন ?
 হেন মানি মহামুনি, অতঃপর করে
 বড় বার্ষিকী'র ব্রত, খাত চবাচরে ।

আক্ষানক-ধ্যান যারে, কহে সর্বলোকে,
 অসাধ্য সাধন সেই, তপস্তার সার,
 যে হেন সাধন করে, কোন কালে তাকে,
 সংসারের মায়া মোহ, পরশে না আর ।
 সর্ব চিন্তা পরিহাব, মতি গতি স্থির,
 না বহে নিশ্বাস বায়ু, বসিলা স্থধার ।

আত্মতত্ত্ব মাত্র চিন্তা, করে এক মনে,
 অহা জ্ঞান শূন্য, ঠিক বজ্রাহত প্রায়
 দেখা যায়, নাহি আর পলক নয়নে,
 অতি কষ্টে উপবিষ্ট, অভীষ্ট আশায় ।
 দেখাতে ধৈর্য কত, মানবের মনে,
 বসিলা একাপে এক, নিরঞ্জন স্থানে ।

কত ধরে সহ্যশূণ, মানবের কায়া,
 কত আছে দেববল, যুগে যার বলে
 মবকুলে অমরেরা, বিমোহিনী মায়া
 কতই কঠিন পাশে বঁধে ধরাউলে
 জীবাত্মারে ; দেখিবারে, ডুবে মহাজ্ঞান
 অনন্ত যোগসাগর করিতে মনন ।

দারুণ মাঘেব হিমে গত অষ্ট নিশি
 হেনমতে, কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়
 না বহে নিশ্বাস বায়ু, জড় বস্তুরাশি
 নাহি হয় দরশন, অচেতন প্রায়,
 যত শব্দ সব শুদ্ধ, শুনিছে কেবল,
 অনাহত শব্দ যেন, জলে চিতানল !

নিবন্ধি নয়নে হেন দেহ-নির্ধাতন,
 কার না বিদরে হিয়া, নিখিল জগতে ?
 তেত্রিশ দেবতা সহ দেব পুত্র গণ
 অমুবোদনায় তেঁই চলিলা কহিতে,
 পরলোকে, পুত্র কথা জননীর পাশে,
 মাসাদেবী-আত্মা যথা বিমান প্রদেশে !

শুনিয়া দেবেব মুখে পুত্রের বারতা,
 জননী অমনি ধায়, অক্ষুট আরাব
 শুনি দুবে বৎসমুখে পরম্বিনী যথা,
 নয়নেতে নীর, মুখে প্রফুল্লতা ভাব !
 অতিক্রমি বহুদেশ উত্তরিলা পরে,
 তনয় যথায় ময় সাধন সাগরে ।

নীরব নিশীথকাল, শান্ত নিরমল,
 যোগাসনে যোগী করে, যোগীন্দের ধ্যান ;
 একে একে মিলাইয়া, স্বর্গ মহীতল
 চিত্তাসুত্রে গাঁথে মালা, স্মৃতি দিব্যজ্ঞান ।
 ডাকি নৈরঞ্জন নদী, কুল কুল স্বরে,
 নিশিপথে পথিকেরে মধুদান করে !

না হ'তে মুহূর্ত গত নৈবজ্ঞান ভটে,
উত্তরে বিদ্যাংগতি, সুরগতি এবে,
মায়াদেবী, মরি যথা আখির পালটে,
দূর পথে মনোরথ উত্তরে নীরবে ।
হেরিলা, সিদ্ধার্থ বসি অর্দ্ধ অচেতন,
কীটরাশি অঙ্গে বসি, কবিছে দংশন ।

হেন সংঘটন দেখি অক্ষুট আরাবে
কহে দেবী সিদ্ধার্থের পশিয়া অন্তরে,
কহ রে কুগাব ভবে, কিসেব অভাবে,
এ ভাবে যাপিছ দিন ক্লান্ত কলেববে !
সপ্ত দিবসের শিশু তুই যাহ্মণি,
তখন ত্যজিল তোরে অভাগা জননী ।

ধ্যানচক্রে একবার দেখ নিরখিয়ে
সিদ্ধার্থ, যদিও মন পরমার্থ ধ্যানে,
জননীবে ; হেরি তোরে কহ রে কি করে,
মৃতকল্প তুই এবে,—বুঝাই এ প্রাণে ।
কি অর্থ বুঝিল তুই পবমার্থ-ধ্যানে
বালক, ত্যজিবি প্রাণ তেঁই অনশনে ?

শুনিলে অন্তর মাঝে মায়ের বচন
মহামুনি । মনে জানি মনোভাব তাঁর,
উত্তরিল ধীরে ধীরে,—কহ কি কারণ
ব্যথিত অন্তর এবে জননী তোমার ?
উড়ে যবে বিহঙ্গিনী অনন্ত বিমানে,
ফেরে কি সে সুধাইতে বর্জিষ্ট সন্তানে ?

কহ মা তঃ, জানি তুমি ছ্যাণোক-বাসিনী
 কেন এ ভুলোক মাঝে ? এ মর সম্মানে
 দর্শনে কলঙ্ক তব ! এ পাপ মেদিনী
 পরিহরি যাও ত্বা আবাস যেখানে ।
 না হলে সাধন শেষ, কহিলু নিশ্চয়,
 এ তব তনয়-তমু হবে না বিলয় !

যে আনন্দে মন তব নিত্য নিমগন
 লভিব তা এ জীবনে, করিব সফল
 যত শ্রম, নব স্বর্গ করিব সৃজন
 ধবায়, করিব দূর ছুরিত সকল !
 কি আবে কহিব মাগো সহে না অন্তরে,
 মর্মভেদী ছঃখ যত জগৎ-সংসারে !

এতেক শুনিয়া তবে কহিলা তখন
 মায়াদেবী,—ধন্য তুই সিদ্ধার্থ আমার !
 অটরে হইবে তোব বাসনা পূরণ !
 আশীর্বাদ করি তোরে, শুনরে কুমার,—
 জগৎ বিপথগামী, সাধনে তোমার
 যেন বে মঙ্গল পথে ফেরে পুনর্বার !

এত বলি মায়াদেবী হয় অন্তর্দান ;
 দৃঢ় ব্রতে ব্রতী সদা শাক্য মহামুনি ;
 অন্তরে অটল তাঁর অমরতা-জ্ঞান,
 কুধার্ত সিদ্ধার্থ এবে মনে অনুমানি
 কবিলা প্রতিজ্ঞা “যায় যাক এ জীবন,
 আপন সাধন বলে তাজিব অশন !”

রহিবারে নিরাহারে অথম ভক্ষণ
 বদরিকা মাত্র এক, মিবা অবসানে,
 আরস্তিলা ; দিন দিন মৃতের লক্ষণ -
 দেখা দিলা আসি, শেষে শো-শো-শব্ব কাণে !
 ক্রমেতে পঙ্কর সারি হয় কলোবর,
 ক্রমেতে নির্ভর এক ততুলের পর ।

* তেরাগি ততুল কণা, তিল মাত্র করে
 একটি, দিনান্তে পিয়ে, একাঙ্গলি পানি ;
 হেন মতে অভ্যাসেতে কিছু দিন যেয়ে,
 নিরসু রহিলা এবে শাক্য মহামুনি ।
 বড় জল রোজ যত মন্তকের পরে,
 কড়ু বা দারুণ হিমে দেহ বিদ্ধ করে ।

মা নড়ে একটি কেশ নচ নেত্র পাতা,
 হর্ষে মৃগ বর্ষে আসি গাজে গাত্র তার,
 যেন সে বিশীর্ণ তরু পাথরেতে গাঁথা,
 কামক্রোধ-বিষনখে বিদারে না আর !
 এ হেন যোগ-সাধনে ষড় বর্ষ গত,
 মনের প্রবৃত্তি যত শাসনে সংযত ।

দেখিলা বিচারি তবে আপন্যর মনে
 মহাবল, ত্রিগুণল হীনবল এবে,
 আজ্ঞাধীন, কীণবল তরু এত দিনে
 পোষিলা সামান্ত্রাশনে ; বিচারিয়া তবে,
 এত দিন পরে পুনঃ, মন করি স্থির,
 হুঁকার আহার এবে করিলা সুধীর ।

দেখে যবে পঞ্চ শিষ্য এ হেন ঘটন,
ভক্ষণ করিলা শাকা,—যথেষ্ট আচার,
দিনান্তে না করে আর ভজুন সাধন,
টলিল তাদের মন হেরি ব্যবহার !
সিদ্ধার্থের কাণ্ড যত বালকত্ব জানে
তাজি তারা পশে কাশি-মঞ্জু কুঞ্জবনে ।

‘তাজি গেলা পঞ্চ শিষ্য ঘৃণা করি মনে’
প্রবোশলা সবে গিয়া পুণ্য কাশিধাম,
এবে আর নাহি কেহ সিদ্ধার্থের সনে,
মনে বাঞ্ছা তাজিবারে উরুবিজ্ঞ গ্রাম !
এবে এই স্থখ-স্থান বুদ্ধ-গয়া ধ্যাত,
বিচিত্র রচনা যার অগতে বিদিত ।

এত দিনে শাকাসিংহ যোগাসন ছাড়ি,
উঠি দাঁড়াইলা পুনঃ মেদিনীর পরে,
সহসা স্তবধ বায়ু কানন আলোড়ি,
ঘূর্ণ পাকে ছিঁড়ি লতা উঠিলা অশ্বরে !
ঘর্ষিয়াছে অশ্ব অঙ্গ কুরঙ্গ সকল,
এবে সে উঠিল দেখি নেহালে কেবল ।

হয়েছে সাপের বাসা আসনের পাশে ;
উরু অঙ্গে বান্ধি নীড় ছিল বিহঙ্গিনী,
স্বপ্নেতে উলুক অন্ধ লুকা’ত দিবসে,
পদতলে শিরোমণি রাখিত সাগিনী,
উঠিয়া যাইতে এবে নিরখিয়া ভায়
সকলে গণিল মনে, ঘটিল প্রলয় ।

উষ্টি এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ ভাবিনা অন্তরে—

যথা নর স্পৃহাখিত—কে আছে কোথায় ;

অগ্নি আসিল আগে মানস মাঝারে

নরনারী হবে যারা যতনিনা তার

একদা, আহা! দানে অন্তরের সহ,

বাসনা সাধনা-শিক্ষা করে অহরহঃ ।

ধর্মশীলা কুলবালা অবলা রতন,

সুছাতা সরলা বালা করিত প্রার্থনা

ঈশপাশে বিশালাক্ষী বসি সর্ব ক্ষণ,

সিদ্ধার্থ সাধনে সিদ্ধ হইবে কামনা ।

আনন্দেতে নন্দবালা ইন্দু-নিভাননী,

দীপ দেখি বিতরিত নব বস্ত্র আনি ।

দেহ শীর্ণ, জীর্ণ বাস গিয়াছে কোথায় !

পশিবারে লোকালয়ে চাই পরিধান,

ভাবি মনে মনে যুনি চলিলা স্বরায়

নগরাভিমুখে বস্ত্র করিতে সন্ধান ;

সন্ন্যাসী তপস্বী যুনি যেথা যার মনে ;

কে যায় উলঙ্গ অঙ্গে অঙ্গনা-অঙ্গনে !

চতুর্থ লীলা ।

প্রত্যাবর্তন ।

দোলাইয়া ধীরে ঘটা ধীরে চল যুনি,
 ফেলাইয়া দিয়া যেন ব্যাঘ্র চর্ম খানি,
 শূলপাণি ব্যোমকেশ ; বাইতে অদূরে
 পাইলেক বস্ত্র এক মৃত কলেবরে ।
 হেথা বসি দিবানিশি সজ্জাতা স্নানরী
 পূজা করে মহেশ্বরে, হৃৎক পরিহারি ?
 সে কৃশাঙ্গী কোমলাঙ্গী পীতবাস-ছলে,
 নিম্নে হাসি রাশি রাশি পলাশের ফুলে ;
 মালা গলে কিবা দোলে বনফুলে গাঁথা ;
 বিনা ধর্ম নাই কর্ম, কহে অর্ম-কথা ।
 দূরি জালা ঝাঁপ দিলা পবিত্রতা-জলে,
 তুল হর অঁধি ঘর সরসীর কূলে ;
 রক্ত উদ্ভনেতে মাখা চন্দ্রকের কলি,
 উমা-পায়, তুলনার চরণ-অঙ্গুলি ।
 কি বিকাশে কেশ-পাশে, কান্দে কাদম্বিনী ।
 ওঠে বিক, কি নিভম্ব শুভ-বিঘাতিনী ।
 মুগাসনে সঙ্গ ধ্যানে থাকে সেই বালা,
 মথী শত সুবেষ্টিত, সঙ্গ শশীকলা ।
 যোগে যোগে যদি কভু যোগী জনে পারি,
 সতত নীরত সতী অতিথি-সেবারি ।

মাধুজন আগমন বাহা বড় চিতে,
সদা বলে সখী দলে পথ নিরখিতে ।
নিশাকালে তরুণে আছে শাক্যমুনি,
আসি বলে কুতূহলে প্রিয়বদা শুনি ;
সে সংবাদে প্রাণ কাঁদে, স্নানাত্মক মনে
মাধ অতি, বীরমতি সিদ্ধার্থ স্নানে
শ্রবণে অন্নদানে পরিতুষ্ট করে,
সিদ্ধার্থেরে সেবা করে সিদ্ধ হইবারে ;
সে অন্তর নিরন্তর দিবা স্তান চায়।
সাপিনীর কামিনীর শিরোমণি প্রায় ।
স্নানাত্মক নাই আর বেশ ভূষা করা,
শত সখী কাছে থাকি সজ্জা করে তারা—

ঐ আবার ফুলহার পরিল মালাতি ;
লবঙ্গ দোলায় অঙ্গ মনোরমে মাতি ।
হেরি উষা-বেশভূষা কুমুদিনী তারা
প্রভাতীরে অঁখি ঠেরে লুকাইল তারা ।
কমলিনী বিনোদিনী হাসি হল খুন,
হীরা মতি লজ্জাবতী মুখ করি চূণ ।
চাঁপা উঠে, গন্ধ ছুটে, করিছে আলাপ ;
বুঝি হেন, মাথে যেন আতর, গোলাপ ।
মল্লিকেরে ফুল হেরে মাধবীর হাস,
এল তথা স্বর্ণমতা উড়াইয়া বাস ।
কি আনন্দ মাখি গন্ধ কুন্দ করে জাঁক,
যার বাসে ছুটে আসে স্বর্গীর ঝাঁক ।

খেয়ে গালি কৃষ্ণকেশী কর না কথা আর ;
 মেফালিকে মনোহুখে খোলে অলঙ্কার !
 কুঞ্জবনে গুনি কানে বৈতালিক গান,
 অক্ষাতার পারিকার অধীর পরাণ !
 অতঃপরে সজ্জা করে পূর্বাবাস হাত
 কিরণ-মালা, স্বর্ণ থালা সাজাটয়া মাথে,
 ধীরে ধীরে আলো ক'রে উঠিতেছে ওই,
 সখী আসি বলে,—নিশি প্রভাতিল মই ।
 লো উত্তরা; ওঠ তোরা, বাসরে কি শুয়ে ?
 মুখপানে, রোদ্র আসে, দেখ'বি নাহি চেয়ে ।
 উত্তরার চমৎকার লাগে দেখি বেলা;
 সমস্তমে, আঁচল টেনে বক্ষ পরে দিলা ।
 চমকিয়া বাক্যে নিয়া আলু থালু চুল;
 ফেনে ঝাড়ি তাড়াতাড়ি কবরীর ফুল ।
 সজ্জাতার পূজিবার বেলা চল ব'লে,
 উর্দ্ধ্বাসে তার পাশে যত সখী চলো ।
 হেরি পরে উত্তরারে সজ্জাতা তখন,
 কহে ধীরে করিবারে যত আয়োজন ।
 স্বর্ণ থালা স্নততুলে পরিপূর্ণ করি,
 রস ফল, হিম জল ছন্দ ভাণ্ড ভরি,
 এক স্থানে সমতনে জানি সমুদায়,
 যুগাজিনি দৃষ্ট মনে বসিয়া তথায় ।
 কহে পরে উত্তরারে মধুর বচন—
 সখি গিয়া আন গৃহে সিদ্ধার্থ সজ্জন ।

আজ্ঞা পেয়ে সখী গিয়ে ককুভের তলে,
 নিমন্ত্রণ তত ক্ষণ করে কুতূহলে ।
 বলে—মুনি, সে ভগিনী সূক্ষাতার কথা
 পাশরিয়ে বনে গিয়ে ছিলে বল কোথা ?
 আজ চল বেলা হ'ল সূক্ষাতার বাসে,
 পথপানে নিরীক্ষণে আছে বালা ব'সে ।
 এত শুনি শাক্যমুনি করিলা গমন,
 ক্ষণ পরে সূক্ষাতারে করে দরশন ।
 কুতূহলে ভগ্নী ব'লে সম্বোধিলা তার,
 মনোগত ছিল যত কহিলা উভয় ।
 হৈম থালে সতপুণ্ডে করপদ্মে করি,
 মুনি বরে দান করে সূক্ষাতা সুন্দরী ;
 এবে শাক্য নাই বাক্য লক্ষ্মী হৈম থালা,
 কহে পরে মৃদু স্বরে—হের, রাজবালা,
 লক্ষপতি যে সুমতি তারি শোভা পারি,
 হেন পাত্র, নহে পাত্র তপস্বী নিশ্চয় ।
 আছে যার, হয় তার নিত্য প্রয়োজন ;
 না থাকিলে কোন কালে চাহ না তা মন ।
 দেহ তারে বিধি যারে দিয়াছে যেমন,
 অক্ষকারে অক্ষ নরে নহে ক্ষুণ্ণ মন ।
 দীন জনে ধন দানে অনর্থ ঘটন ।
 ধনী জানে ধন জন সুখদ কেমন ।
 এত শু'ন সে কামিনী হেটু কৈলা মার্গা,
 কত ক্ষণে মমতনে ধীরে কহে কথা,—

হের মুনি, অষ্ঠাগিনী রমণীর মন,
 এই ধর্ম, এই কর্ম, দামিনী যেমন ।
 সত্য জ্ঞান, ভাগ্যবান, অবলার মনে
 নহে স্থির গুন ধীর, উপদেশ বিনে ।
 স্বর্ণ খালে ত্রেয়াগিলে নাহি কোন ক্ষতি,
 সেই মতে গ্রহণেতে ঘোষ কি স্মৃতি ?
 হেম খালে তৃণ মলে তুল্য যার জ্ঞান,
 বিসর্জন কি গ্রহণ, সকলি সমান ।
 কেন পাত্র দিতে পাত্র যোগ্য বট তুমি,
 কেন বাম গুণধাম, কি করিছ আমি ।
 তুমিবারে অবলারে তাপস তখন,
 স্বর্ণখালা দিলা বালা, করিলা গ্রহণ ।
 আলাপনে বহু কণে খালা নিয়া করে,
 ধীরে ধীরে গেলা ফিরে নৈরঞ্জন-তীরে ।
 করে নদী নিরবধি কুল কুল গান,
 শুনি তার ছুটি যায় সিদ্ধার্থের প্রাণ ।
 মেঘ-বারি নেজে হেরি স্নান করিবারে,
 ধায় অলে হৈম খালে রাখিয়া উপরে ;
 ডুব দিয়া দেখে গিয়া উঠিয়া তখন
 কি স্নানর মনোহর স্থান দরশন ।
 নদী-তীরে শোভা করে, অপরূপ মানি,
 রত্নাসন, হরে মন রক্তরাগ মণি ।
 কিনি শত শতদল নিরমল শোভা,
 বাল রবি-ছবি যেন অন-মনোলোভা ।

মল মল দুর্কাদল অকোমল করে
 বিছাইয়া, তাহে নিরা পাতি বস করে
 সে আসন, প্রতিফল প্রতীক্ষিছে পাশে,
 মিকপমা দেবৌসমা নাগকথা ব'সে ।
 উড়ি আসি কেশরাশি পড়েছে ধূলায়,
 বিনা স্মৃতে মালা গের্ণে পরেছে গলায়, !
 নাহি রক্ত ব্যজ, অঙ্গ উলঙ্গ সকল,
 নেত্র দুটি পদ্য ফুটি মুখ নিম্নমল ।
 স্মৃতরল টল মল শিশিরের কণা
 যেন নোলে দুর্কাদলে, পরশিতে মানা ।
 নাগিনীর শিরোমণি যেন ফেলি গেলা
 স্থান হয়, ভ্রম হয় নহে নাগবালা ॥
 কাছে এসে মূঢ় হাসে দিগজনা গণ,
 অচঞ্চলা নাগবালা না কহে মচন ॥
 কত ক্ষণ নিরীক্ষণ করি হৃদয়নে,
 কহে নারী বিনাধরী সম আলাপনে,—
 হের হের মুনিবর আসনেতে আসি
 ধাও ফল, লিঙ জল, অনন্তধে যসি ।
 এত শুনি মহামুনি নারী আদাহন,
 বসি তার সমুদায় করিলা শুকণ ।
 অংশেয়ে অনায়াসে ফেলি দিলা জলে
 স্বর্ণ মালা—হোলকলা অন্ত মন্তুহলে ।
 নিরখিলা নাগবালা, মানিলা বিশ্বয়,
 ক্ষুদ্র নম্র মুনিবর নহে স্মৃতিচয় ।

ভাবি মনে এত ক্ষণে কহিলা বচন—
 বোধিসত্ত্ব নাম সত্য শুনেছি যেমন !
 নমি আমি ঋষিশ্রমী চরণ কমলে,
 মম ভিক্ষা কর রক্ষা, রাখ পদতলে !
 মহামুনি নাম শুনি নাগিনীর মন
 বিচলিত,—আছ জ্ঞাত, রমণী কেমন !
 দূর গিরিশৃঙ্গ পারি করি আমি বাস,
 ফুল ফুটে গন্ধ ছুটে সম বার মাস !
 ফুল তুলে নদীকূলে নিত্য আমি আসি,
 পূজা করি পার্বতীর দ্বিপ্রহর বসি,
 পরে যাই অল্প ঠাই, নাই অল্প কাম ;
 গিরি পরে কি প্রান্তরে তৃপ্ত করি কাম !
 মনোমত সাধু যত সজ্জন স্মৃতি,
 দেখা পেলে কুতূহলে দান করি রতি !
 পাপ ভয় যার হয়, রোগ শোক মায়া
 পর্শে যারে, চেরি তারে পরশি না ছায়া !
 মহামুনি তুমি জানি বৈরাগ্য মুরতি,
 মিলিথ প্রবৃত্তি-মার্গে স্বর্গে কর গতি ।

এত শুনি শাক্য মুনি গণিলা প্রমাদ,
 ভয় হয় পাছে হয় নারী সহ বাদ,
 সুধাইলা—নাগবালা, কি নাম তোমার ?
 জান নাকি হে সুমুখ, সাধন আমার ?
 সর্ব নরে বলে যারে মন্দ আচরণ
 সিমস্তিনি, কহ শুনি এ আর কেমন ?—

হে ধান্মিকে, কে তোমাকে কহিলা নিশ্চয়
 তৃপ্ত করি কামি-অরি স্বর্গ লাভ হয় ?
 ষড় বর্ষ নাহি পশ করি অন্ন জল ;
 বনে বনে কায় মনে সাধন কেবল
 করি পরে, এ সংসারে করিয়াছি অন্ন
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ মহা শত্রুচর ;
 ক্ষুদ্র নারী, হে সুন্দরি তুমি নাগবালা,
 কিবা ধর্ম কিবা কর্ম কি জানে অবলা ?
 ভবতলে, হে সরলে, দেখনি সকল
 ইন্দ্রিয় সুখের বৃক্ষে ফলে কিবা ফল ?
 উত্তরিল নাগবালা হাসিয়া তখন,
 নর তুমি, তেঁই জানি বিজয় এমন ।
 ফুলে গন্ধ, তেঁই শুধু থাকে ভ্রম মাতি ;
 বসন্তে কোকিল-বধু যৌবনে যুবতী ।
 বিধাতার এ বিচার অবিচার যদি,
 বিজয় বট হে কপট, তুমি গুণনিধি ।
 কি কহিব, হে পার্থিব, এ তব যৌবন,—
 এ রতন কি কারণ দিলা বিগর্জন ?
 হের কিবা স্বর্গ-শোভা বিকট কমল,
 কীট ভয় ধার হয় সে অন্ন পাগল ।
 পরিণয় ধার হয় (হায়রে কি রীতি ।
 বিচারি সমাজ নীতি আর রাজনীতি)
 তার কথা বলা বুঝা । বন্দী যেই জন,
 সে জানে কি স্বর্গ সুখ সুখকেমন ?

কি বিহঙ্গ কি কুগঙ্গ গঙ্গার্ক সকলে,
 কি অমরী কি অঙ্গরী প্রকৃতির কোলে,
 কি নাগিনী কি যোগিনী সুরবালা গণ,
 কিবা বক্ষ কিবা বক্ষ লক্ষপতি জন,
 সমাদরে পরস্পরে সম ভাবে তারা,
 রোমচর, ঋষিবর, জলচর যারা
 কুতর্ক-গরল হীন, স্বভাব সরল,
 নীচ উচ্চ নচ বাচ্য পবিত্র সকল।
 সেবি মোরা অনন্তের স্বাধীন মলয়;
 নিশ্চিত অস্তরে নাহি কৃতান্তের ভয়।
 যারে প্রাণ চার দান করি আলিঙ্গন,
 গিরি পরে কি প্রান্তরে সুখদ শরন।
 অধীনতা-বিষলতা অরি প্রাণে মরি,
 বহুধার সভাতার ধার নাহি ধারি।
 দীনতার অধিকার এক দিন তরে
 নাহি জানি নচ শুনি নাগিনী-অস্তরে।
 স্বাধীনতা-গুণে গাঁথা মনোবৃদ্ধি মালা,
 ধারে দেখি করি সুখী, নাহি জানি জালা।
 মন দুঃখে বার মুখে বিবাদের রেখা,
 প্রাণ পণে তার মনে নাহি করি দেখা।
 যদি হেরি লোক বারি নয়নে কাহার,
 এ জীবনে সুখ পানে নাহি চাহি তার।
 বিব্রত থাকে কোথা জীবনে না জানি,
 অক্লান্ত হৃদে গাঁথা দিবা নিশিধিনী।

এ অস্তর নিরস্তর স্বর্গ-স্থল চার,—
 কাম ক্রোধ মোহ-মোহ কি করিবে তার ?
 ইচ্ছা যাহা করি তাহা, স্বভাব স্বাধীন ;
 যে স্বভাব সেই ভাব থাকে চিরদিন ।
 অহঙ্কার নিতা-যার হৃদয়েতে জলে,
 কে নাশিবে সে স্বভাবে কৃতান্ত না নিলে ।
 সিদ্ধ হবে স্বর্গে-মার, যশোহার পরি,
 তাবে সেই মরে সেই কাপনা পাশরি ।
 অমরতা পাবে কোথা, হের হের ধ্বনি,
 নিকাম প্রবৃত্তি-মার্গে হও স্বর্গবাসী ।—
 সুমিলনে আলিঙ্গনে জানেন স্রবণ,
 পাপ নহে শুন ওহে অর্কচৌন নর ।

হায়, জিনি কান্থবিনী, মার্জ ও উদর
 লুকঠিন চির দিন যেমতি মশয়,
 হেট মুখে মূনি দেখে কি উপায় করি,
 মারাবিনী এ রমণী নহে নাগনারী ।
 ভাবি মনে এত কণে সিদ্ধার্থ তখন,
 প্রভাতিরে কহে ধীরে মধুর বচন,—
 জাহ্নবীর স্রোত নীর শরগতি যত,
 মীন তত ক্রমাগত হয় উর্দ্ধগত ।—
 আমি জানি নিতম্বিনি স্বর্গতের কথা,
 পদে পদে কি বিপদ, বিনা সতর্কতা ;
 ধন্য তুমি, মুঢ় আমি । এ হেন জীবন,
 পূণ্যবলে চাক্ষুণীলে করিছ যাপন,

স্বভাব-সুলভ তব নির্বিকার মন,
 মিলিবে না নরে, বিনা কঠোর সাধন ;
 কাম-অগ্নি যদি পারি করিতে শাসন,
 মিত্র ব'লে নিয়া কোলে দিব আলিঙ্গন ,
 জলে গেলে অঙ্গ জলে যার স্নেহশিনি
 স্থান তরে কেন তারে প্রবোধিছ তুমি ?
 মন জানে স্নেহোচনে, না করি প্রকাশ,
 ধরা পরে নরে করে নরকেতে বাস ;
 অপবিত্র তব নেত্র কেন কর তুমি
 মর্ত্যনরে নেত্রে হেরে, স্বর্গ-নিবাসিনি ।
 এ জীবন সমর্পণ করিয়াছি আমি
 উদ্ধারিতে এ অগতে, জান নাকি তুমি ?
 আপনাকে তুষ্ট ক'রে তুষ্ট নহে মন,
 কাঁদে মন অনুরণ জীবের কারণ ।
 কেন আনি মায়াবিনি মায়ার বাস্তব,
 ব্যক্তিবারে মৃত নরে হও জান হারা ?
 যে প্রাণ করিছে দান অগতের তরে,
 মহত নাগিনী তার ফিরাতে না পারে !
 অমর কল্পর নর নাগিনীতে মিলে
 বক্ষ বক্ষ লক্ষপতি (কম কমালীলে)
 আসিলে সকলে, বলে অথবা কোশলে,
 ধরাতলে রসাতলে দেয় যদি কেলে,
 দিতে পারে, কিছু মোরে, কহ বিশ্বাসরে,
 প্রবৃতি-নিবৃতি বার, কি করিরে তারে ?

কেন বৃথা বসি হেথা ? যাও স্রোতনে,
পশুবৃত্তি চরিতার্থ কর অশ্রু স্থানে ।

ঈষৎ রক্তিম রাগে নয়ন যুগল
আবর্তিলা, নাগবালা শুনিলা সকল,
ধর ধর বিদ্বাধর ঈষৎ কঁপিল,
আকর্ষিয়া যুক্তাসন প্রভাতি কহিল—
স্বভাবে অভাব যার এ ভব মণ্ডলে,
বুঝে বিপরীত, হিত উপদেশ দিলে,
বসি ঋষি দিবা নিশি সহস্র বৎসর
ভাব যদি নিরবধি, না পাবে ঈশ্বর ।
না পাইলে ভবতলে স্বাধীন অন্তর,

সাধন বিফল তার হয় নিরন্তর ।
মিলিবে না কৃপাকণা, কহিলু নিশ্চয়,
নাগিনীরে স্কন্ধ ক'রে দিলে পরিচয় ।
তোর কর্ম কোন ধর্ম ? ওরে মূঢ় মতি,
অজ্ঞ হয়ে বিজ্ঞ ভাবি যুগ নারী-জাতি ?
সহস্র সাধন যদি করিস্ পামর,
যদিও হটস্ সিদ্ধ, জানিস্ ঈশ্বর,
তোর নামে ভবধামে কলক রটিবে ;
নাস্তিক বলিয়া তোরে জগৎ ঘূষিবে ।
এত বলি গেল চলি নাগিনী তখন,
যত্নে ধরি, করে করি রতন আসন ;
যোগী ঋষি যথা বসি করিতেছে ধ্যান,
অদ্বৈতমণ্ডলে ফুল মনে করিল প্রস্থান ।

হায় যেন জ্ঞান হেন হ'ল ততক্ষণ,
কমল মুখিণী আঁখি,—আঁকার ভূবন !

পঞ্চম লীলা ।

—:~:—

কাম-কামিনী সমর ।

বোধিসত্ত্ব ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলা;
এত কণে মনে মনে আর্পণা বুঝিলা,
ক্রত চলে অন্য স্থলে করিতে বিশ্রাম,
হেরে পরে আছে দূরে বোধিসত্ত্ব নাম,
মনোরম নিক্রপম বিরামের স্থান,
বোধিসত্ত্ব করে ক্রত তথায় প্রস্থান ।
আগমনে সেই স্থানে হেরে মহামুনি
আছে এক মহাতরু বোধিবৃক্ষ শুনি ।
প্রতি পদে হেরি নেত্র হর সুশীতল,
ধান করে বহু দূরে শোভা নিরমল ।
হেথা এবে শান্ত ভাবে তরু তলে বসি,
সিদ্ধার্থ অনন্ত মুক্তি ভাবে দিবা নিশি ।
হেরি স্থান হরে প্রাণ ! মন করি হির
নাধনারি পুনরায় বসিলা সুধীর ।
বসিবারে বাহা করে তৃণদল পাতি,
তৃণ আশে চারি পাশে চাঁছে মহামতি ।

নিরখিতে চারি ভিতে শত্রু নিজে আসি,
 তুণ কাটি বাকি আঁটি অপেক্ষিছে বসি,
 সেবিবারে শাক্যবরে শত্রু করি মন,
 বিছাইয়া দিলা নিয়া তুণ তত ক্ষণ ।
 ফুল মনে দুর্কসনে মহামোগী বেশে
 মহা বোগ সাধনায় মহা মুনি বসে ।
 বসি শূথে, পূর্ব শূথে দৃঢ় ভ্রতে ভ্রতী,
 মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করে মহামতি,
 যদি হয় অঙ্গ ক্ষয় বসিয়া হেথায়
 হোক তাই ক্ষতি নাই নাহি তাহে ভয় ।
 অস্থি চর্ম্ম মেন মাস মেদিনীতে লয়,
 ছোট্টে যদি প্রাণ-বায়ু শ্বাস বন্ধ হয়,
 শক্তির অস্তিত্ব বিনা প্রলয় ঘটিবে,
 সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধি বিনা কত না উঠিবে ।
 অনন্ত মুক্তির দ্বার হইলে প্রকাশ,
 শাস্তির সাগর আছে করিব বিশ্বাস ;
 নতুবা কেশাণ্ড হ'তে চরণ অশুলি,
 এই স্থানে মন প্রাণে দিব অলাঞ্জলি ।
 অস্তিত্বের সত্য যদি বুঝা নাহি যায়,
 নাস্তিকতা-মহাব্যোমে পলিব নিশ্চয় ।
 হেন মতে সাধনেতে জীবন অর্পণ
 করে শুনি মহামুনি, বর্গ দূতগণ
 চারিভিতে আচাধিতে পুষ্পবৃষ্টি করে,
 নন্দন-মন্দার গন্ধ আমোদে অধরে

ঝাঁকে ঝাঁকে নীলকণ্ঠ সহসা উড়িল,
 মনোরঞ্জে শাকা অঙ্গে আসিয়া পড়িল !
 আচম্বিতে নৃত্য করে বাম নেত্র পাতা,
 গুণ গণি হর্ষে ভাসে দণ্ডপানি-সুতা ।
 একাসনে এক মনে শাক্য করে ধ্যান ;
 জগতে মহাত্মা যত লভিবারে জ্ঞান,
 সবে আশে শাকাপাশে, করে আরাধনা
 ফুল জলে বিশ্বদলে, নাহি শুনে মানা ।
 কেহ পিয়ে পদামৃত, কেহ মাখে মাটি,
 রোগশোকশূন্য হবে জানিয়াছে খাঁটি ।
 সুরঙ্গে মৃদঙ্গ সহ কেহ করে গান,
 শাক্যনামে সে সঙ্গীত হরে মন প্রাণ ।
 কত সাধু আসি শুধু নিরুখে বয়ান,
 রাশিকৃত ভ্রমাবৃত ইকন সমান ।
 কেহ করে পদ সেবা পিরে ঢালে ফল,
 শ্রীমুখ দর্শনে ভাবে মহা ভীর্থ ফল ।
 উচ্চ রবে করে সবে শাক্যের কীর্তন,
 বোধি-সত্ত্ব বুদ্ধ নাম প্রকাশ তখন ।
 হেন মতে সাধনেতে দিন হয় গত,
 নৃত্যপরা বিধাধরা অপ্গরারা যত,
 ভাজিতে মূ'নর ধ্যান, হ'য়ে জ্ঞান হারা,
 কল কণ্ঠে তুলি তান গান করে তারা ।
 নন্দন কাননে বসি কন্দর্প আপনি,
 করিছেন রণসজ্জা, সাজে অগীকিনী ।

গেল দিন এল, তারাপরা নিশি, পোহাল আবার, শরীরী ।
 জাগিলেন উষা, জগৎ গৃহিণী, কোলে বাল ভানু হাসিছে ॥
 লতা কোলে দোলে, কুসুমের শিশু, হাসি হাসি মুখ, নিরখি ।
 বনদেবী-পোষা, সমীর-শাবক, পাখা তুলি এল, থেলিতে ॥
 ধরিত্রী শিহরে, চমকিয়া অসি, হুঙ্কারে কামের, সেনানী ।
 কাঁপে থর থর, চমকে অম্বর, যেমতি জীমূত, মজ্জিতে ॥
 শাল তাল দারু, বিশাল তরুর, উরসে আচ্ছাদি, শীরষে ।
 আন্তে গিয়া যথা, অস্ত অংশুমালা, বাস্তে স্বর্ণ ঢালে, স্নকরে ॥
 তথা বীরজায়া, বীর ভর্তাকুলে, সাজাইছে আজ, আনন্দে ।
 রঙ্গে বীর অঙ্গে, বস্ম চর্ম্ম বাকি, স্বর্ণ চূড়া দিয়া, মুকুটে ॥
 কায়া পার্শ্বে জামা, বুলাইয়া দিয়া, স্বর্ণকোষে অসি, দেখিলা ।
 রমাল কায়ায়, স্তব্ধ লতায়, কেমন দেখায়, কাননে ॥
 রাজপথে আর, যাতায়াত ভার, মার মার মার, ধ্বনিছে ।
 হাতে হাতে হাতে, কুসুম সজ্জায়, উলঙ্গ কুপাগ, চমকে ॥
 দড় বড়ি ঘোড়া, হ্রোষছে ভীষণ, চিবারিছে মুখ, লালার
 করীন্দ্র গর্জন, গিরীন্দ্র গহ্বরে, যুগেন্দ্র হুঙ্কার, যেমতি ॥
 জনশ্রোত মাঝে, শাস্তি-রক্ষকেরা, ভয়ঙ্কর গোল, তুলিছে ।
 সেতু বন্ধে হেরি, তোলা পাড় যথা, তরঙ্গের রঙ্গ, সাগরে ॥
 বাজে জয় ঢকা, রণ ডঙ্কা ঘোর, নিঃশব্দ হৃদয়, নাচিছে ।
 তড়বড়ি কাড়া, বাড়াইছে রোল, ঝড় সহ বর্ষে, বরষা ॥
 লক্ষ লক্ষ সেনা, আলেখ্য যাদেয়, লক্ষ-পতি ত্রাস, পশিছে ।
 রক্ষচমু সম, বক্ষ প্রসারিয়া, ঐক্য বাক্য চক্ষু, চরণে ॥
 উলঙ্গ গঙ্গীন, উখত কুপাগ, শিরে স্বর্ণ শিখা, হেলিয়া ।
 নন্দন কাননে, কণ্টকের বনে, কুসুম কেশর, ফুটিল ॥

রাজসভা তলে, মূর্ত্তিমান্ আজ, কামরাজ্য-বল, উদিত ।
 অপূৰ্ণ সে সভা, বিচিত্র গঠন, খচিত কুসুম, কাঞ্চনে ॥
 শকর-সুসমা, কুলকুলেশ্বরী, অকাতরে যথা, বিতরি ।
 কতই সাজার, দিবাকর-দীপ্ত, স্বর্ণ-শির উন্মি, নিকরে ॥
 রাজরাজেশ্বরী, কামের কামিনী, মহিষীকুলের গরিমা ।
 স্বচ্ছ সভাতলে, রূপরাশি দোলে, স্বকরে সাজান, বাহিনী ॥
 সুর বালা সমা, অমুগমা ক্রপে, শত সহচরী, নিকটে ।
 রণ-সভাতলে, মহিষী-রূপর, তরঙ্গে নলিনী, নাচিছে ॥

প্রহ্মারের বহিরাগ বস্ত্র পরিধান ;
 করে করে সৈনিকের কুসুম-কুপাশ ।
 দিব্য রথে আবিস্কৃত সে মীন-কেতন,
 কুলবাণে যারে হানে করে অচেতন ।
 মনোহর পঞ্চশর, পুষ্পধনু গাঁথা ;
 মুখে মাত্র হাসি রাশি নাহি কোন কথা ।
 হেরি দূরে সিদ্ধার্থেরে মনোমত বাণ,
 বাহি যত মনমথ করিছে সন্ধান ।
 ধ্যানপথে নিরখিতে হেরে ঋষিবর,
 উপনীত আসি যার করিতে সমর ।
 বীরগতি রতিপতি, মঙ্গরিছে পাতা,
 পুষ্পরথে চারি ভিতে দোলে স্বর্ণজতা ।
 অগ্রসরি শব্দরারি শাকা পানে ধার,
 নিরখিয়া কাণে হিয়া উপজিল ভয় ।
 যার যার শব্দে যার কুল শর মারে,
 অবশাদ শাক্যসিংহ কাঁপিতেছে ডরে ।

পলাইতে চায় মুনি ছুট কট প্রাণে,
 মধুরিতে শব্দরাশি পিছে ধরি টানে ।
 মহা ঋষি ভাবে বসি উপায় না পায়,
 মহমা মানসে আসি হইল উদয়,
 অব্যর্থ মহাত্মা সেই যতনেতে ছিল,
 জ্ঞানের ত্রিশূল ভীষ এবে মনে প'ল ।
 মহাবলে সেই অস্ত্র পুরিলা সঙ্কান,
 শ্বরশরে একেবারে করে খান খান ।
 ভাঙ্গি প'ল ফুলধরু কন্দর্প শুধন
 উর্দ্ধ্বাধাসে কোন দেশে করে পলায়ন ।

অনর্ক লুকাই অঙ্গ ভঙ্গ দিগা যণে,
 শাক্যের অন্তর-মধুরে শান্তিবারি অতঃপরে
 উপজিল, নিবারিল, দুঃখ পবনে ।
 মনসিদ্ধ বুদ্ধি নিজ হীন বলে চল
 ক্রতগতি বেই স্থানে প্রিয়া বসি ফুল মনে
 নন্দন-আমল-বনে, মন্দারের মূলে ।
 ফুলময়ী কাম প্রিয়া মন্দারের ভলে গিয়া
 অঞ্চলে প্রসূন নিগা'মালা গাঁথি বসি ;
 দেখি পরে সঞ্চরী দুই জন আশা মরি,
 দুই পাশ আলো করি, বসিয়াছে আসি ।
 সকাতরে কাম গিয়া মন্দারেরে বিবরিয়া,
 মন্দারের ছায়া নিগা, জুড়াইল প্রাণ ;
 হেরি রতি পারিজাত গাঁথি মালা নিগা হাতে
 ব্যঙ্গ করি শাপনাথে মালা দিলো দান ।

দস্তে টিপি বিদ্বাধরে কহে রতি আঁখি ঠারে
 বিমোহিতে যোগীবরে কে পারে জ্ঞানর ?
 যেও নাহে প্রাণসখা, শঙ্করেতে গেছে দেখা !
 অবলা কপালে লেখা, তব অত্যাচার ।
 তিষ্ঠ তবে মনমথ, জ্ঞান শক্তি ভাল মত,
 যে বলে বেঞ্চেছি নাথ, মদন রাজ্যায়,
 নরকুলে মর্ত্যবাসী, ছদ্দিন হয়েছে ঋষি ।
 নারী সাত্রে মরে হাসি, তোমার কথায় ।
 চলিলাম আমি এই, দেখিব কেমন সেই
 তোমারে জিনেছে যেই বৈরাগ্যের বলে,
 একটি ত্রিশূল হেরি, শঙ্কিত হে সম্বরারি,
 সহস্র ত্রিশূল নারী সহে বক্ষঃস্থলে ।
 পদ বিদলিতা লতা, থাকে পড়ি যথা তথা,
 সহ করি কত ব্যথা, পাইলে সময়,
 বল বা কোশল ক'রে মনোবাক্সা সিদ্ধ করে,
 আলিঙ্গিয়ে তরুবারে, এ কথা নিশ্চয় ।
 বৃক্ষপাশে বৃক্ষ গেলে, ঘর্ষণে আগুন জলে,
 না জানে সে কোন কালে প্রেমের সন্ধান,
 হৃদয় আরশি করি, পুরুষে ভুলার নারী,
 শবলে হৃদয়ে ধরি, মোহে মন প্রাণ ।
 আমি রতি নাম ধরি, আছে ছই অকুচরী,
 অসক্তি প্রবৃত্তি, মরি ! চল সখি তোরা,
 কেমন তপস্বী সেই, প্রাণনাথে জিনে যেই ?
 রতি কি জীবিত নেই, তাবে সম্যাসীরা ?

এত বলি কামপ্রিয়া, অমুচরী সঙ্গে নিয়া,
 উপনীত হয় গিয়া, বোধিসত্ত্ব পাশে,
 বোধিবৃক্ষ ছায়াতলে, গিয়া সবে কুতূহলে,
 সিদ্ধার্থেরে হেরি বলে, মধুমাধা ভাবে,—
 কেও হে, সাধকবর ! হসে মর্ত্যে মর নর,
 কেমনে হে পঞ্চশর, জিনিয়াছ রণে ?
 অবলা বুদ্ধিতে নারে, আসি রণ দেহ তারে,
 কলর্পে জিনিতে পারে, কে আছে ভুবনে ।
 ফিরিয়া উত্তর দিকে, সিদ্ধার্থ রতিরে দেখে,
 বিশ্ব-বিমোহিনী যাকে, সর্ব জন বলে ;
 কি কব রূপের কথা, যেন সে কনক-লতা,
 চমকে চপলা যথা, সুখমালা গলে ।
 নিরখিয়া মহামুনি, আবার প্রমাদ গণি
 সুখাইল বল শুনি, বল কামপ্রিয়া,
 নিজাম তপস্বী জনে, কেবা আছে এ ভুবনে
 ভূলাটবে প্রলোভনে, মোহ প্রদানিয়া ?
 আসক্তি প্রবৃত্তি সনে, শুনি রতি এত কণে
 খুলি দিয়া মন প্রাণে, ধরিলা সঙ্গীত,
 কলকণ্ঠে আহা মরি, বিমান বিদৌর্য করি
 উঠে জন-মুগ্ধকারী অঙ্গনার গীত ।
 নীরবিলা রামাগণ, নীরব হল গগন,
 বিমোহিল জনমন, মধুর সঙ্গীতে ;
 তখন উতারি পাশে, কহে রতি মধুভাবে,
 দোলে বেণী পৃষ্ঠদেশে আঁখি ভঙ্গিমাতে ।—

এতেক গুনিয়া পরে, সিদ্ধার্থ সুধীর স্বরে,
 উত্তরিলা কামিনীরে, স্থির মন করি,—
 পুরুষের যে কি ধর্ম, বাঞ্ছে তারা কোন কর্ম
 বুঝিবে কি তার মর্ম, কোমলাঙ্গী নারী ?
 শুন ওহে কামাঙ্গনা, মম মনে যে বাসনা
 অঙ্গনা নহে কামনা, কহিলু তোমায় ,
 জগতের পাপরাশি, বিনাশিতে দিবানিশি
 বৃক্ষমূলে আচ্ছি বাসি, মুক্তি প্রার্থনায় ।
 মনুষ্য-মানসবলে, জগৎ চলে না চলে,
 ভাবিব বসি বিরলে, করিয়াছি মন ;
 অঙ্গুলি-নির্দেশ করি, পাপী তাপী নর নারী
 চালাতে পাবি না পারি, দোষব কেমন ?
 করতল-হৃদ এত, আমলক দেখে যেই,
 মুক্তির বিধান হেন, কারব সুলভ ;
 লক্ষ লক্ষ কীটকুল, পাথারে না পেয়ে কুল
 আসিবে হয়ে আকুল, যখনেতে সব,
 শিরে সিঁধি শাণ্ডরল, প্রদানি স্বর্গীয় বল
 খাওয়াইব মুক্তি-ফল, জুড়াইব প্রাণ,
 কেন তুমি ঘরে ঘরে, পশুবৃত্তি ছুটি স্বরে
 জালাতন কর নরে, বিনাশি কল্যাণ ?
 জগতের মুক্তিজ্ঞান, আমিই করিব দান ,
 চাহ যদি রে কল্যাণ, দুঃ বিলাসিনি ;
 অথবা অভিসম্পাতে, সাধ যদি ভ্রম হ'তে,
 আমার নয়ন-পথে, চাহরে কামিনি ।

আদি অন্ত পৃথিবীতে, হেরি তন্ন তন্ন করে
 উঠিয়া বিমান গরে নিরখে গগন ।
 গরাসিল বসুধারে, অমানিশি অন্ধকারে,
 নিজাদেবী ক্রোড়ে এবে, স্তম্ভ জীব যত ;
 * সিক্তার্থ সিদ্ধির তরে, ক্রমে মন স্থির করে,
 ক্রমে ক্রমে ধরিত্রীতে, হইলা বিস্মৃত ।
 রজনী গ্রহর গত, চিন্তার বিষয় যত
 উষার আশ্রয় যত, আভাসিল মনে,
 ক্রমে এক পুণ্য-জ্যোতিঃ নিশার্কে সিক্তার্থ প্রতি
 আলোকিল, সিদ্ধমতি হেরিলা নয়নে ।
 তৃতীয় গ্রহর যায়, দিনার্কে-মার্ত্ত্ত প্রায়,
 মহা জ্ঞানের উদয় হৃদয়-আকাশে,
 ক্রমে যত নিশি শেষ, সিক্তার্থ উন্নত বেশ,
 স্নেহ লোহিত লেশ, গগনে প্রকাশে ।
 মাতঙ্গ প্রমত্ত মনে, তেমন নয়ন মুদে
 মহর্ষি হেরিছে হৃদে, কতই কি হ'ল ।
 চির নিম্নীলিত আঁখি, সহসা যেন কি দেখি
 (কাঁচ তার জানিবে কি !) অমনি মেলিল ।
 আচমিতে সেই দৃষ্টি, যেই নিরখিল দৃষ্টি
 স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি, হইলা অমনি ;
 দেবকথা সব মিলি, দিলা সব হলাহলি
 অর্পিলা কুসুমাজলি, বনদেবী কানি ।
 শিরে লয়ে পাপ-ভরা, সহসা কাঁপিল ধরা,
 অণুকাল জ্ঞানহারা, হ'ল সর্ব জন ;

ধীরে দেব দিনপতি, অনতি প্রথর জ্যোতিঃ
 বিকশি বিমান-গতি, উদিল তখন ।
 স্রোতস্বতী বহে ধীরে, মহাপাপী ধর খরে
 কাঁপিল যেন কি স্ররে, করে হায় হায় !
 পাথরেতে ঘর্ষ ছুটে, দান্তিকের বল টুটে,
 সহসা দাঁড়াল উঠে, মহাযোগী চয় ।
 আচম্বিতে যশোধারা, হয় যেন জ্ঞানহারী !
 সাথে সাথে সখি যারা, নেহারে তখন,
 যশোধারা বাম অঁখি নৃত্য করে থাকি থাকি
 দোঁখ বলে যত সখী—সখি সুলক্ষণ ।
 নাচিল কুরঙ্গ বনে, হাসে শিশু ফুল মনে,
 গাইল বিহঙ্গ গণে, বিটপৌর পাথে ;
 অঁখি মেলি শাক্যমুনি, কস্মক্কেত্র চিত্রখানি,
 বসুধা উপরে আনি, রাখিলা সম্মুখে ।
 দিগ্বিজয় করিবারে, মানচিত্র খানি পরে
 অনিমেষ নেত্রে হেরে, শাক্যসিংহ বসি ;
 কিবা করে কোথা যায় মানচিত্রে দেখি লয়,
 সেই স্থানে সমুদয়, স্থির করে ঋষি ।
 ক্রমে এই সমাচার, সর্বত্র হল প্রচার,
 হেদিবারে বাহা যার, সেই জন ধাম,
 সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধ হ'ল, পরিভ্রাণ প্রচারিল—
 হৃদিসরে জ্ঞানগুহি, মুক্তিযুক্তা তায় ।
 অমরা অঙ্গরা নারী, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী,
 দেবতা গন্ধর্ব মরি, সকলেতে আসি,

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বসি অর্চনায়,
 ফুল ফল ঢালে পায়, প্রেম-নীরে ভাসি ।
 কেহ বলে শাক্যমুনি, কারো মুখে বুদ্ধ শূনি
 গৌতম নামের ধ্বনি, শূনি শত মুখে,
 স্মৃষ্টি মিতার্থ স্থলে, বোধিসত্ত্ব কেহ বলে
 শত নাম কালে কালে, সব গায় সবে ।
 এবে দেব প্রকাশিলা— বাড়িতে লাগিল বেলা,
 মুক্তিতত্ত্ব এই বেলা, শুন সর্ব জন,
 অবিদ্যা সংস্কার হতে ; জ্ঞান জন্মে সংস্কারেতে
 নাম রূপ, জ্ঞান হতে হয় নির্বাচন ।
 নাম রূপ হতে হয়, বড় আনন্দন চয়
 বড় আনন্দন হয়, স্পর্শের কারণ ;
 প্রবোধ বেদনা আর, স্পর্শই কারণ তার,
 বেদনাই বাসনার করে উৎপাদন ।
 উৎপত্তি বাসনা হ'তে, সংভাব উৎপত্তিতে,
 জন্মে জন্ম সংভাবেতে, খণ্ডান না যায় ;
 অরামৃত্য গুরুভার, জন্মই কারণ তার
 এ দুঃখ মোচনে আর, নাহি অশ্রোপায় ।
 যত দুঃখ ভুঞ্জ লোকে, অবিদ্যা সংস্কার থেকে
 সব ঘটে, ঘট নষ্ট মৃত্তিকার দোষে ;
 মহাজ্ঞান সূত্রকাশে, মানবের চিদাকাশে,
 অবিদ্যা-আধার রাশি, বিনাশে নিমেঘে,
 মহাজ্ঞান যোগপথে, সাধনে পারিলে-যেতে
 অদ্বিতীয় এক বিন্দু, মহাবল নাম,

পরশনে হয় স্থিতি, সাধারণে বলে মুক্তি,
 একাগ্রতা নাম ভক্তি, যাহে পূর্ণকাম ।
 ছাড়িয়া অজ্ঞান পথে, নিম্ন হতে নির্বিন্দুতে
 সাধনে উত্তারি যেতে, সক্ষম যে জন,
 হতশনে ঢালি জল, নির্বাণ পেয়েছে ফল,
 পুনর্জন্ম পরকাল, করেছে খণ্ডন ।
 আত্মবোধ নিয়া কথা, উৎপত্তি বিলম্ব তথা,
 উৎপত্তি সহজ জ্ঞান, বিলম্ব কঠিন,
 ভাঙ্গিয়া সাকারাকারে, পশিবারে নিরাকারে
 যে দিন পারিবে নরে, অমর সে দিন ।
 এই রূপ নানা কথা, প্রকাশিলা বুদ্ধ তথা,
 সেই স্থলে গত বসি, সপ্ত দিবানিশি ;
 অষ্টমে উষার সনে, গন্ধর্ব্ব কিম্বর গণে
 গন্ধর্বে, বৃক্ষমূলে, স্নাত করে আসি ।
 নানা যোগ নানা কথা, বসিয়া প্রকাশি তথা
 সর্ব্ব লোকে সন্তোষিয়া, পর সপ্ত দিন,
 বুদ্ধদেব নিব্বিকারে, সতত ভ্রমণ করে
 এবে নিরীক্ষণ করে, যেন জ্ঞানহীন ।
 তৃতীয় সপ্তাহ পেয়ে, অনিমিখে নিরখিরে
 রহে বোধিমণ্ড পানে অবিচল দেহে ;
 পূর্ব সাগর ধরে, পশ্চিম সাগর পারে
 সীমান্তে চিন্তা করে, চতুর্থ সপ্তাহে ।
 পঞ্চম সপ্তাহে উঠি, যোগীন্দ্র চলিলা হাঁটি
 হেরে দূরে পরিপাটি, বাটী স্নশোভন,

মুচিলিন্দ নামগুনি, নাগরাজ-রাজধানী,
 রাশি রাশি দীপ্ত মণি, যেন দরশন ।
 সহস্রা নাশিতে দৃষ্টি, সূমলে বহিল বৃষ্টি,
 চারি ভিতে অন্ধ দৃষ্টি ঘন আড়ম্বরে ;
 কড় কড় করি বেগে, বিমোহিত বুরিছে মেঘে,
 বিপত্তে বিভাক্ লাগে, ভাস্ত্র পাশ্ববরে ।
 সেখানে তিষ্ঠিয়া মুনি, ত্রুত্ৰোধ-পাদপ শূন,
 বাকীলা সপ্তাহ বচ, সেই তরুতলে ;
 সপ্তমে আনন্দ ভুঞ্জে, ক্ষীরিকা তরুর কুঞ্জে,
 বঞ্চে নিশি তারায়ণ বিচণীর মূলে ।
 অশ্ব, বল্লিক নাম, সাধুদম্ব গুণধাম
 পূর্ণ করি মনস্কাম, দক্ষিণ সাগরে,
 সাজিয়ে সহস্র যান, স্থল পথে আশ্রয়ান,
 ধনধান্য পূর্ণ করি, ফিরিতেছে ঘরে ।
 যান স্বক্কে, ক্রত ধাম, মবল বলদ ঘর
 তামস ধবল কাম, শিব-বস্তু মম,
 অবিশ্রাম পারিশ্রমে, বিশ্রামে না কোন ক্রমে
 পথে না দাড়ায় ভ্রমে, ভ্রমে নাহি ভ্রম ।
 নান্নেতে স্নাজাত কীৰ্ত্তি, দুটি-বৃষ মদা স্ফূর্ত্তি,
 চালাহছে রুদ্রমূর্ত্তি, গুরুগু চাষা,
 তর্জনিছে, কি কহিব । না জানে যা মনোভব
 মাঝে মাঝে আভনব, প্রকাশিছে ভাষা ।
 হের পুনঃ কি বিরাজে, অরূপম বৃষরাজে
 মহা গুণ, নিজ কাষে, ব্যজ নাহি তাম,

কিন্তু বিপদের স্থানে, কিংবা শুভকার্য্য জেনে
 দাঁড়াইবে উর্দ্ধকাণে, চিত্রাঙ্গিত প্রায় ।
 পাথরের মূর্ত্তি গাঁথা, এ হেন দাঁড়ায় যথা
 সেই স্থানে আর বৃথা, সহস্র ভাড়া ।
 না সাধিলে মনোগত, অশনি সম্পাতে শত,
 না নড়িবে ক্রমাগত, হেন আছে জানা ।
 এখন চলিতে পথে, সাধুস্বয় যায় সাথে,
 যেন বা কি নিরখিতে, বৃষভ চমকি,
 দাঁড়াইলা আচম্বিতে, চমকিলা সাধু চিতে
 পাশ্বে যথা প্রাস্তরেতে, উর্দ্ধকণ দোখ ।
 প্রমাদ মানিয়া মনে, ডাকি অনুচর গণে,
 সদাগর তত ক্ষণে, করিলা আদেশ,
 দেখ রে অহরী বর্গ, জল স্থল শূন্য মার্গ,
 থাকে যদি নঞ-দুর্গ, কররে নিঃশেষ ;
 অথবা কি পাপাচার, কিংবা হয় আবিচার,
 যদি মন্দ ব্যবহার, হয় কোন স্থানে,
 শীঘ্র দেহ রে সংবাদ, করি তার প্রতিবাদ
 ঘুচাইব সে বিষাদ, বৃষে হর্ষ দানে ।
 ছোট্টে যত, শত শত, যমদূত-কার,
 ঘাটে মাঠে, তটে বাটে, নাহি পায় কায় ।
 বনে বনে, জনে জনে, কায় মনে পাপি,
 প্রাণ পণে, স্মৃদুক্ষানে, অদর্শনে আসি
 ভাবে বসি, কেহ আসি, নিষ্কোষিয়া ধায়,
 মুখে বলে, অরি দলে, দেখা পেয়ে হয় !

গিরি গুহা, পার যাহা, দেখে তাহা ভালে,
 না পাইলে, সব বলে, আছে কিবা ভালে !
 তরু'পরে, সরোবরে, নদী তারে ফেরে,
 হেরে যারে, মারে ধরে, ফেলে তারে ফেবে !
 শব্দ যথা, ধায় তথা, শুন্না লতা পাতা,
 একে একে, দেখে দেখে, করে পাতা পাতা ।
 ধবে পত্র, ঘোরে নেত্র, কাঁপে গাত্র রাগে ।
 উড়ে পাখী, তা নিরাখ, আঁখি রক্ত রাগে ।
 খাল বিল, জল খিল, তিল তিল করি,
 থানা গর্ত, করে তব্ব, ঘেন মত্ত করী !
 সৰ্ব স্থানে, জনে জনে, প্রাণ পণে হেরি,
 আসি শেষে, বলে হেসে, অনেক প্রহরী,

দেখ্লাম—

এক গাছের তলায়, হেরি হাসি পায়, লম্বা জটায় বু'টি,
 বলা অশুচিত, তার শবোচি ও, মুদিত নয়ন দুটি ।
 দেব কি দানব, নয় সে মানব, নীরব হয়ে ব'সে,
 দেখে জ্ঞান হয়, বুঝ বা গাঁজায়, দম দিয়েছে ক'সে ।
 আসে পাশে, ব'সে ব'সে, হাসে দেবের কুল,
 পায়ের তলে, সবাই মিলে, দিচ্ছে ঢেলে ফুল ।
 যেমন, বাগানে, মৃগ সন্ধান, ছুটে রাজার পাল,
 তেমন করে, ঘেরেছে তারে, দিয়ে বেড়া জাল ।
 পোড়ে' ফাপরে, বুঝ বা মরে, চল সত্বরে সঙ্গে ;
 যত ছুটে, করলে নষ্ট, বৃষ তুষ্ট তবে ।

শুনি সদাগর, চমৎকার, যোগীবর জানি ;

চলে, সবে মিলে, মুখে বলে, দেখা পেলে মানি,
 দেখে, তরু তলে, দেবদলে, দৈব বলে বলী,
 বাস, মহামুনি; ধনী মানী করি কৃতাজ্ঞালি;
 হয়ে, জ্ঞানহারী, নেত্রে ধারা যথা নার ধারা,
 হুজ, কি মহৎ, জনশ্রোত, বহে নিরধারা ।
 কেহ, মাখে ধূলি, কৃতাজ্ঞালি ফুল ডাল শিরে,
 দেয়, হলাহল, করতালি, নৃত্য করে ধারে ।
 কেহ, বাজাইছে, গাইতেছে, বুদ্ধদেব নাম,
 যেন, বৃক্ষ তলা, ধন্যমেলা, পুণ্য কাণিধাম ।
 যথা, অবিরল কোলাহল, বিধেধর-ঘরে,
 আছে, বৃক্ষ কোথা, সে জনতা, প্রাণের না ধরে ।
 হেরি, সদাগর, অশ্রমর হর ধারে ধারে,
 ধরে, মধু চান, মহামুনি, সম্মুখেতে ধরে ।
 নাই, ভিক্ষা পাত্র, বৃক্ষপত্র, নিলা মধু চান,
 ইথে, বৈশ্রবণ, বিকপাক, সাধুদয় জানি,
 দিগা, বুদ্ধকরে, স্প্রশ্তরে, স্নানশ্রিত কার,
 দুটি মনোহর ভিক্ষাধার, চাক শোভাময় ।

ভিক্ষাপাত্র আছে করে, কড় না বাচণা করে,

মহাযোগী এসে ফিরে, গৃহেতে আহল,

কপিল-বস্ত্র লোক, হেরি পাশারল শোক,

মর্ক্সাথে প্রহর কত দীক্ষিত হইল ।

করে লোক যোগ শিলা, বৌদ্ধ ধর্মের হর দীক্ষা,

যুবা দলে গৃহে ব্রহ্মা, করা হল ডার,

যেই পথে বুদ্ধবার, গৃহ ছাড়ি লোক ধার,

পিতা মাতা ভাই বন্ধু করে হাহাকার !
 ক্রমে দেশ দেশান্তরে বুদ্ধদেব ফিরে ফিরে
 স্বধর্ম প্রচার করে, শত কোটি লোকে
 শিখিল বুদ্ধের যোগ, গেল সব দুঃখ ভোগ,
 বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপ্ত হল, ক্রমে সর্ব লোকে ।
 শিক্ষা দিলা বুদ্ধদেব নগরে নগরে,
 সুখ দুঃখ দুস্ত্রে লোক কর্ম অমুসারে ।
 আপন আদর্শ আর আপন আশ্রয়
 আপনি যে জন, সেই চিরানন্দময় ।
 যাচিবে না কিছু মাত্র অযাচিত দানে,
 যাপিবে জীবন যত বৌদ্ধ যতি গণে ।
 সত্যেই আনন্দ মাত্র সত্য পথ তবে,
 পিপাসা বাসনা সত্তে নির্বাণ না পাবে ।
 না হইলে হীন বীৰ্য্য নিয়ম পালনে
 অমর-আনন্দ লাভ করে প্রতি জনে ।
 পরিবর্তনের তলে সমস্ত সংসার,
 টলিবে না কিন্তু তবে এ শিক্ষা আমার ।
 পার্শ্বত্যাগ প্রদেশে বীজ নিষ্ফল যেমন,
 নির্বাণে পতিত দুঃখ বিলয় তেমন ।
 নির্বাণ পথিক যেই সে বুঝে নির্বাণ,
 নির্বাণ অনন্ত শান্তি সাধন প্রধান ।
 শরীর সমুদ্র মাঝে, আসে যাক্ বান,
 নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু—প্রাণ ও অপান,
 সে বান স্থির করি নির্বাণ সাধন

প্রাণায়াম যোগে সদা করেন যে জন,
 সঙ্গুরর কৃপাবলে সিদ্ধি হয় যার,
 অমরত্ব জৈশ্বর্য লাভ হয় তাঁর ।
 শত শিয়া সাঁথে সাঁথে; ভ্রমে বুদ্ধ পথে পথে
 বৃক্ষমূলে দুর্বাদলে স্থখে করে বাস ;
 এক দিন অবশেষে, বয়স অশিতি বর্ষে,
 বো-বৃক্ষের মূলে বসে, নাহি বহে শ্বাস,
 বুদ্ধ দেব শেষ কথা, প্রকাশিলা বসি তথা,
 হইল বৃক্ষের যোগে পবিত্র সে স্থান,
 চিরানন্দে পূর্ণ ক্ষুধা, স্থির হল বুদ্ধ-মূর্তি,
 নির্ঝাণে মিশিয়া গেল জন্ম-মৃত্যু-বাণ ।।
 ইতি শ্রীবুদ্ধদেব কাব্য সমাপ্ত ।

যোগ-বিজ্ঞান ।

রাক্তন । শ্রীগঙ্গাগবদগীতায় যাহা কিছু লেখা আছে, সমস্তই যোগাস্তর্গত । কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজ প্রাচীন যোগের সহিত পরিচিত নহেন । অধিকন্তু অনেকে যোগের বিরুদ্ধে কতকগুলি কুসংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন । এরূপ স্থলে যোগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রকাশ করা অসম্ভব নহে ।

“শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্”—আর্য্য ঋষিদের উপর যাহাদের অচলা ভক্তি আছে, যোগ সম্বন্ধে তাঁহারা না বুঝিয়াও নিঃসন্দেহ । কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত লোকের নিকট বিজ্ঞান সমা-

দৃত হইতেছে, এজন্ত যোগের একটু বৈজ্ঞানিক আভাস প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

যোগবিজ্ঞান গুরু-পথ ধরিয়া বহু কালে ব্রহ্মদেশের একমাত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে—যতই দূরে ততই ভিন্ন রূপে ব্রহ্মদেশের সত্য নিকটবর্তী, ততই একমাত্র ভাবে পরিণত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রদেয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সৃষ্টিকার উপরে যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও মৃত্যুর রাজ্যের মঙ্গল-হেতু নানা কার্য্য কোশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন সত্য; কিন্তু অপার্থিব রাজ্যেও যে মানবের প্রবেশাধিকার আছে, তাহা তাঁহাদের অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া আবশ্যক, কেন না, এই মলবাহী কীটাপু মানবই ত্রিলোক-বিজয়ী ব্যোমচারী অসামান্য মহাপুরুষ।

“আদি মধ্যান্ত মুক্তোহহং ন বন্ধোহহং কদাচন।

স্বভাবনির্গলঃ শুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মৃতিঃ ॥” (দ্বাদশের)

“শুদ্ধঃ বুদ্ধঃ স্বরূপ স্তং মা গম কুদ্রচ্ছিত্তাম্ ॥” (অষ্টাবক্র)

রাজন, লোহবর্ত্ত ও তড়িৎবর্ত্তা অতি সামান্য বিজ্ঞান। পিপীলিকার পাখা দোলাইয়া স্বর্গাভিযানের ছায় আধুনিক ব্যোমযান হাশ্বোদ্বাপক। যথার্থ ব্যোমযান কি?—যোগ রাজ্যে তত্ত্ব লগ্ন। বিজ্ঞান রাজ্যের মুকুটমণি আর্ধ্যযোগিগণ ব্যোমরাজ্যের ও বায়ব বিজ্ঞানের গুঢ় রহস্য বলিয়া দিবে। ঐ দেখ ইউরোপ ও আমেরিকার অধ্যাবিষ্টানুশীলনকারী পণ্ডিতগণ জীবন সার্থক করিতে দলে দলে ভারত দর্শনে আসিতেছেন, তাঁহারা মুস্তকর্থে বলিতেছেন—‘ভারতবর্ষের যোগিঋষিগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম করিয়াছেন।’

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরের হরিদাস যোগীর যোগবিজ্ঞানের অচিন্ত্য প্রভাব দর্শনে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও হার্ড উইলিয়ম বেষ্টিক, ম্যাকগ্রেগর, ম্যাকনাটন, ডাক্তার মরে ও জেনারল ভেঙ্কুরা প্রমুখ পাঁচ ছয় শত ইউরোপবাসী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। হিমালয়ের মহাশৃঙ্গের যোগবিজ্ঞান দর্শনে থিয়সফিষ্টগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের চরম সীমাই যোগ। সেই যোগের একমাত্র গারাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামই বায়ব বিজ্ঞান—প্রাণবায়ুর স্থিরতা ধারা তাহার বুদ্ধি করার নাম প্রাণায়াম।—

বায়ু বায়ু বলাং বায়ু বায়ু ধাতা শরীরিণাং।

বায়ুঃ সর্বমিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষ দেবতা ॥

যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবন মুচ্যতে।

মরণং তস্মৈ নিষ্কান্তি স্ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥

চলে বাতে চলঃ চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।

যোগী স্থাপ্তমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥

এই প্রাণায়ামের প্রভাবে মানব সর্বজ্ঞ ও ব্যোমচারী হইয়া গাকে এবং ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়। ষাট হাজার বৎসর উপস্থায় যে একরূপ হয় তাহা নহে। বি, এ, পাশ করিতে যে সময়, চেষ্টা ও পরিশ্রম আবশ্যিক, এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে ততদূর আবশ্যক হয় না। ইহা গরিবেরও সুখভা।

যোগ করিলে কঠিন পীড়া হয়—এই এক ভয়ানক কুসংস্কার এ দেশে প্রচলিত আছে; তাহার কারণও আছে। হট্‌যোগের ভয়ঙ্কর ক্রিয়াদি ও রেচক পূরক কুস্তকের প্রাণায়াম ভারতে কিছুদিন রক্ষণ করিয়াছে, সঙ্গতক অভাবে তাহাতেই দুর্বল লোকের অনিষ্ট

আশঙ্কার সম্ভাবনা হইয়াছিল । কিন্তু ঐ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া ভার-
তেয় অবনতির সময় প্রতিষ্ঠিত —

“বালবুদ্ধিতিরঙ্গুলামুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ
ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈঃ ত্যজ্যঃ ।” (স্বাশ্বেদভাষ্য)

বালক বুদ্ধি লোকেরা অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা আটকাইয়া যে
প্রাণায়াম করেন তাহা শিষ্টগণের ত্যজ্য । উহা করা ঠিক নহে ।—

রেচকঃ পুরকঃ ত্যক্তুঃ সুখং যদায়ুধারণম্ ।

প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি শ্রুতঃ ।

রেচক পুরক না করিয়া সুখেব সহিত যে বায়ু ধারণ, সেই
প্রাণায়ামের নাম “কেবল প্রাণায়াম ।” তাহাই “কৈবল্য ।”
ইহাই শিষ্টজন অবলম্বনীয় । সকলেরই সুসাধা । এই সমস্ত বিষয়
বিশদরূপে বুঝিতে হইলে সঙ্গুরুব আবশ্যক । আন্তরিক ইচ্ছা
ও চেষ্টা থাকিলে যথা সময়ে সঙ্গুরু লাভ হয়, তাহাই সাধুগণের
অভিমত । পা-তলের পুরুষ আর রসিয়ার রমণী একমাত্র ইচ্ছা ও
চেষ্টার বলেই ভারতীয় ছলভ গুরু লাভ করিয়াছেন । ভারতের
নরনারীর গুরু লাভেব ভাবনা কি ?

আর এক কুসংস্কার এই যে, যোগ করিয়া বনে গিয়া ভারতের
সর্বনাশ হইয়াছে—পুনরায় সেই যোগাভ্যাসে মহানিষ্ট ঘটিবে ।
এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক । এক্ষণে দেখা যায়, অনেকেই
অজ্ঞানতাবশতঃ ধর্মপথের পথিক হইয়াই সংসারকাৰ্য্য একেবারে
পরিতাগ করেন । করাই সম্ভব—কেন না, “ধান নাই, চা’ল নাই,
আমিরাম মহাজন” আর “শাক্ত নাই, গুরু নাই, পরমানন্দ পরম-
হংস ।” তাঁহারা অবগত নহেন যে গীতা প্রভৃতি উচ্চ ধর্মশাস্ত্রের
মর্ম্মই হইতেছে কর্ম্মলীলতা (Activity) । নিজে এই কর্ম্ম

শীলতা দেখাইয়া শ্রীভগবান্ অর্জুনকে কৰ্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন । শ্রীভগবান্ একরূপ বলেন নাই যে ‘হে অর্জুন, বনে যাও ।’ তবে ধৰ্ম্ম বিপ্লবের সময় শাস্ত্র বৃষ্টিতে নানারূপ গোলযোগ হওয়া অসম্ভব নহে । এক্ষণে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, পূর্বের অবনতির চিরস্থরূপ ঐ সকল কুসংস্কার দূর করিয়া ভারতের ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন খনির মধ্য হইতে যোগ-মণি উদ্ধার করিয়া লইব । ইহাই যথার্থ “ভারত উদ্ধার ।” অনেকেই যোগকে কল্পনামস্কৃত বিবেচনা করেন । কিন্তু বাহ্য বিজ্ঞানের দ্বারা এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও যে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না ।

১. “নবহিঙ্গারিতাঃ দেহাঃ স্নুবন্তে জালিকা ইব ।”

আমাদের দেহের নবদ্বার দিয়া স্থিরতারূপ মহাভাব সর্বদাই বাহির হইয়া যাইতেছে । সেই স্থিরতা অভ্যাস না করিলে যোগের ফল হয় না ।—অর্থাৎ নিজবোধরূপ আত্ম বোধের উদয় হয় না । কিরূপে স্থিরতা হয় ?—“চিত্তবৃত্তি নিরোধ” দ্বারা । নিরোধ কি ?—বিপথে অর্থাৎ ইচ্ছাপথে গমন না যাব । তাহাতে কি হয় ? বিপথ রোধ হওয়ার স্বপথে অর্থাৎ আত্মার পথে (স্বমুখার পথে) গতি হয় । বৃত্তি নিরোধ কিরূপে হয় ?—কৰ্ম্মের একটি “স্ক্রকৌশলের” দ্বারা । সে কৌশল কি ?—প্রাণায়াম “কেবল প্রাণায়াম ।” তাহার ফল হবে কি ?—“জীবাত্মা ও পবমান্দ্রার সংযোগ ।” ইহাষ্টে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান পদ । ভারতের হৃদয়ককালে এই মহা বিজ্ঞান অবিনাশী-রূপে অঙ্কিত আছে—ইহা যে কত কাল পরে আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহা অন্তর্যামী ভগবান্ই জানেন ।

২. রাজস্, আমাদের মস্তিষ্ক অদ্ভুত পদার্থ । ইহার শক্তি অনি-

কর্ষনীয় ও অচিন্তনীয় । আমাদের অভ্যাসে ইহা মগ্নিতাবৃত হইয়া আছে মাত্র । মস্তিষ্ক যতই পরিষ্কার সবল ও সতেজ হইবে, ততই ইহার শক্তি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত করিয়া বসিবে । যোগাভ্যাসে মস্তিষ্ক পরিষ্কার সতেজ ও সচ্ছ হয়—হির অগ্নে পূর্ণচন্দ্ৰের প্রতিবিম্বের জায় অনন্ত বিশ্বের গূঢ় রহস্য সেই হির মস্তিষ্কে প্রতি-
বিম্বিত হইয়া থাকে ।

বালক কালের ক্রীড়ার কথা বৃদ্ধকালে কখন কখন স্মরণ হইয়া থাকে । অনন্ত বিষয়, অনন্ত কথা, অনন্ত শিক্ষা স্মৃতির ভাণ্ডারে আচ্ছাদন সঞ্চয় করিয়াছি ; সেই রাশি রাশি স্মৃতির বোঝা সহ্য হইয়া সুগভীর তলদেশে হইতে ৫০ বৎসর পূর্বের স্মৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল । ৮ বৎসর বয়ঃকালের কথা যদি ৮০ বৎসর বয়ঃ-
ক্রমে আপনিই বিদ্রোহের জায় আসিয়া আমাদের স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়, তবে যাহারা যোগাভ্যাসে মস্তিষ্কের সর্বাস্ত্রীন সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব জন্মের এবং সৃষ্টির আদি কারণের কথা কেনই বা অনায়াসে স্মরণ হইবে না ?

এই মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট, সবল, ও সতেজ রাখিবার অল্পই ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, ও যুতভোজনাদি আবশ্যক হয় । যোগিগণের এই সকল কার্য্যই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার সহায়তা করে । ইন্দ্রিয়-
দোষেই যে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে, ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া-
ছেন ? যোগক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলেই ইন্দ্রিয় সংযম হইয়া
থাকে । “ইন্দ্রিয় সংযম কর,” “ইন্দ্রিয় সংযম কর” এইরূপ শত
উপদেশেও শত-হস্তী-বলশালী ইন্দ্রিয়-বেগ অবরোধের সম্ভাবনা
কোথায় ?

ব্যোম বা ইথারের মধ্যে অতি অল্প দৃষ্টিতেই বহুদূর পর্য্যন্ত

দর্শন হয় এবং অতি সামান্য শব্দে বহুদূর পর্য্যন্ত সে শব্দ প্রবাহিত হয়। ইথার বা বোম, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর দিয়া সর্বত্রই সমভাবে অবস্থিত, সুতরাং মস্তিষ্কে যে সকল চিন্তার উদয় হয়—স্বপ্নাদি ও অনবরোধ হেতু ইথারের মধ্যে তাহার বহু দূর বিস্তৃত প্রতিবিক্ষ্র প্রতিফলিত হয়। এই স্বত্র অবলম্বন করিয়াই যোগিগণ অপর মনের চিন্তা ও সর্বত্রের সংবাদ জানিতে পান।

জড় বিজ্ঞানই ক্রমে শূন্য তত্ত্বে প্রবেশ করিতে করিতে জড়-ভীত মহাতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতগৌরব জগদীশ চন্দ্র যে সমস্ত শূন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাই চরমে জড়ভীত যোগতত্ত্বে পরিণত হইয়া যাইবে। ভারতবাসি-দিগেরই এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করা অধিক সম্ভব। ধন্য ভারতব মস্তিষ্ক ! ধন্য ভারতের বিজ্ঞান ! যে আলোকবিজ্ঞানের অচল প্রভাবে “রন্ডেন রেজ্” (বা এক্স রেজ্) আবিষ্কৃত হই-
য়াছে, যোগিগণ মস্তিষ্কের কূটস্থ-জ্যোতিতে তাহার চরম করিয়া গিয়াছেন। এই “রন্ডেন রেজ্” দ্বারা নরদেহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি চলে যায়, কিন্তু কূটস্থের জ্যোতিঃ হিমালয় বনুধা ও গ্রহ নক্ষত্র ভেদ করিয়াছে। এই অপূর্ব কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হইবার সময় আসিতেছে। যঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন তাঁহারা ধন্য। আর্থা যোগিগণ পরিভ্রমণ দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তাহা কূটস্থ অভ্যন্তরে দর্শন করিয়াছেন। সাধারণের ইহা জ্ঞাতব্য যে বর্তমান সময়ে অনেক লোক আছেন যঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই তত্ত্বের অনুসরণ করিতেছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যেমন শূন্যস্থিত ইথারকে

কল্পিত করিয়া বায়ুৰ মধ্য দিয়া সংবাদ প্রেরণের আনৌকিক কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন, জগৎগোরব যোগিগণ অনীর্বাচনীয় অসীম মস্তিষ্কের তেজে (যোগবলে) সেই বায়ু—শূন্য বা বোম (ইথার) অভ্যন্তরে দৃষ্টি শ্রুতি প্রবিষ্ট করাইয়াছেন, তাহাতেই শত যোজন দূর হইতে তাঁহাদের দর্শন শ্রবণ হইয়া থাকে ।— সর্কজ্ঞতা লাভের ইহাই স্মর মাত্র । কেন না, সে অবস্থায় গিয়া পরে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, বোম হইতেও সূক্ষ্মতম যে পরবোম তাহা অধিকৃত ভাবে—অবিচ্ছেদে অবস্থিত ; তাহার মধ্যে ‘দূরতা’ নাই । “কাল ও ব্যবধান” সেখানে অস্বীকৃত হইয়াছে । ধন্য ভারতের যোগিগণ ! তাঁহারাি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ।

রাজন্, দৈহিক শক্তির আধিক্য ও রক্ত বৃদ্ধিই বাঞ্ছনীয়—এই সিদ্ধান্ত করিয়া ইউরোপীয়গণ যেমন শরীর-বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিধম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহারা “অতি চিন্তাশীল হওয়াই উত্তম”—সিদ্ধান্ত করিয়া সেইরূপ মধ্য ভ্রম করিয়াছেন । পাশবশক্তি ও রক্তাধিক্য যেমন দৈহিক ও মানসিক অনিষ্ট করে, সেইরূপ অতি চিন্তায় মস্তিষ্কের ও দেহের একান্ত দুর্বলতা ও সর্ক-নাশ করিয়া থাকে ; ইহাই আৰ্য্য ঋষিগণের অভিমত । এই হেতু মিরদেগ, শাস্তিময়, পরমানন্দরূপী “স্থিরতাই” কেবল মস্তিষ্কে সৰল, সতেজ ও পূর্ণ করিতে সক্ষম । মূলধন মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া ইউ-রোপীয় বিজ্ঞানবিদগণ অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন সত্য ; কিন্তু ইজিগ-ভোগে সংযমী হইয়া, সেই অমূল্যধন মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি রক্ষা ও তাহার অপূৰ্ণ শক্তির পূর্ণ সাধনে কত দিনে তাঁহাদের দৃষ্টি গড়িবে ?

“বায়ু-মহন কোশলে, চিবাযু-অমৃত ফলে।
 যেমন দুর্গ মহনে, নবনী-অমৃত আনে,
 প্রাণের মহন দণ্ড, প্রাণায়াম স্ককোশলে ॥
 নিশ্বাসেই আছে প্রাণ, তার মাঝে দিব্যজ্ঞান।
 পরমাত্মা পরব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ সারধর্ম,—
 শ্বাসের স্থিরতা হ’লে সে অবস্থা বিজ্ঞমান।”

ব্রাহ্মণ, উক্তি-মালাই তপোবনের সার তত্ত্ব। আনন্দ-আশ্রম
 ও গীতা-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হয়।
 চিরদিন তাহারা ইহাই শিক্ষা করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা
 সম্পাদন করিবে এবং চিরতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইবে।

বায়ব বিজ্ঞান-বিষয় বিবেক-বৈরাগ্য সহকারে একান্ত স্থির
 চিত্তে শ্রবণ করিতে হয়। শ্বাস বায়ু অমূল্য ধন। ইহার
 বিষয় অনির্বচনীয়। শরীরের অভ্যন্তরে বায়ু মণ্ডল আছে; শ্বাস
 বায়ুই তাহার মূল্যধার। ‘বায়ুবাযুর্বলং বায়ুঃ বায়ুধীতা শরীরণাম্।’

এই বায়ুর দুইটি অবস্থা, স্থূল বা চঞ্চল, আর সূক্ষ্ম বা স্থির।
 স্থূল বায়ু সূক্ষ্ম বায়ুর আবরণ মাত্র। আবরণটির উপর দৃষ্টি দিলে
 ক্রমে অভ্যন্তরে সার বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু স্থির দৃষ্টি রাখা
 আবশ্যক। জীবের সর্বত্র যে আয়ু সেই আয়ুর সর্বত্রই বায়ু,
 দেহস্থ বায়ুর সর্বত্রই শ্বাস। এই শ্বাসই জীবের সর্বত্র। শ্বাসই
 চৈতন্য, শুদ্ধশ্বাসই শুদ্ধচৈতন্য, এই প্রাণ বায়ুই জীবের জীবন্ত।
 মহা শ্বাস আছেন তাই আমি আছি, তাই দেহ আছে, মহাশ্বাস
 সেই মহাচৈতন্য; তিনি আছেন তাই চেতন আছি, তিনি গেলেই
 আমি অচেতন। নাসিকা দ্বার এক দণ্ড রোধ করিয়া দেখি—
 আমার চৈতন্য কোথায়? আমার অস্তিত্ব কোথায়? শ্বাসই

সর্ব্বশ্র । এই শ্বাস জলে পড়ে না, বর্ধমে মলিন হয় না, অঙ্গে
ছিন্ন হয় না, অগ্নিতেও দগ্ধ হয় না । ইনিই আত্মা ; এই শ্বাস
দর্শনই আত্ম দর্শন ।

পঞ্চানন কন, জীবর তরে, ত্রিনয়নায় সঙ্গে নিয়ে—

‘নিশ্বাস শ্বাস রূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে ।’

‘আমি কে ?’ আমি শ্বাস, শ্বাস ভিন্ন আমার দাঁড়াইবার স্থান
নাই । আমি থাকি বা না থাকি কিন্তু শ্বাস আছে ; আমি সমস্তই
করি শ্বাস তুলি, শ্বাস ফেলি, কিন্তু নিজাকালে শ্বাস আপন ইচ্ছায়
চলে, আমার ধার ধারে না । আপন ইচ্ছায় যখন চলিয়া যাইবে,
দেহ ও আমি সঙ্গে যাইব না । দেহ পচিবে, আমি মরিব ।
দেহের সঙ্গে আমি জড়িত থাকিলে, দেহ চিন্তার মগ্ন থাকিলে,
দেহেতে আমি-জ্ঞান থাকিলে, দেহের সহিত মরিতে হইবে ।
সংসারে যেমন লোক হাহাকার করিয়া মরে সেইরূপ মরণ হইবে ।
একটি জলোকাব জায় এই শ্বাসের এক চরণ জীব-বন্ধে আবদ্ধ
থাকে ; অপব চরণ নাসা-পথ দিয়া প্রসারিত হইয়া নাসিকার
বাহিরে অবস্থিত । ভিতরের চরণ তুলিয়া মহাশ্বাস বাহিরের চরণ
চাপিয়া দাঁড়ান, আবার বাহিরের চরণ তুলিয়া একবার ভিতরের
চরণ চাপিয়া দাঁড়ান, অবিরত এইরূপ করিতেছেন । এই শ্বাস-
চৈতন্য একবার আসেন, একবার যান, আবার আসেন আবার যান,
এইরূপ করিতে করিতে একবার যে ভিতরের পা তুলিয়া গেলেন
আর ভিতরে পা দিলেন না । কাহার সঙ্গে আমরা যাব ? শ্বাসের
সঙ্গে যাব । ‘একা আসা একা যাওয়া’ আর বলিতে হইবে না ।
যাহার সঙ্গে আসিয়াছি তাহারই সঙ্গে যাইব, যাহা লইয়া আসিয়াছি
তাহাই লইয়া যাইব ।

এই একটি স্বাসে অর্থাৎ প্রাণসূত্রে জীবমালা প্রথিত রহি-
য়াছে—‘সূত্রে মণিগণা ইব ।’

এই দেহ রাজ্যের অধীশ্বর মহাশাস দেহ-মণিমন্দির মধো বির-
জিত আছেন। নাসা-পথট তদীয় মন্দিরের স্বর্ণসিংহদ্বার। ঐ
দ্বার দিয়া তিনি বাহির হন ও ভিতরে প্রবেশ করেন। আমার
মন নাসা-সিংহদ্বারে দ্বারপাল এবং অষ্ট-প্রহরী হইয়া জুজুরে হাজির
থাকে। যখন তিনি বাহিরে যান তখন সেবক মন অভিবাদন
করে, আবার যখন ভিতরে আগমন করেন তখনও অভিবাদন করে
এবং রাজ দর্শনে নিমগ্ন থাকে। পাহারার ক্রটি নাষ্ট, মন সততই
জাগরিত অবস্থায় থাকে। ইহাই “কেবল-প্রাণায়ামের” অবস্থা।
এই পরমানন্দময় সহজ অবস্থাকে লোকে ভীষণ করিয়া তুলিয়া যোগ
বলিতেই জুজুর ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। তবে যাহারা যোগাবলম্বন
করিয়া বাধিগ্রন্থ হন বা কষ্ট পান, সে কেবল গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্য ও
সাধিক আহারের প্রতি অবহেলা-জনিত মাত্র।

‘দেহে আমি’ এই বোধ ছাড়িয়া ‘স্বাসে আমি’ এই বোধ ধরিয়া,
স্বাসের সেবায় অর্থাৎ স্বাসে দৃষ্টি দিয়া, স্বাসে মন দিয়া থাকিলে
স্বাসের প্রতি মমতা জন্মিবে। দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখায় জড়
দেহে যদি একান্ত মমতা হয়, তবে চৈতন্য-রূপ স্বাসে মন রাখিতে
রাখিতে স্বাসের প্রতি অত্যন্ত মমতা কেন না হইবে? জড়ের সঙ্গে
নব্বর বস্তুতে মায়া হয়, কণিক ভালবাসা হয়, চৈতন্য স্বরূপ
স্বাণরূপী প্রাণের সঙ্গে, সেই স্থিরস্থায়ী অবিনশ্বর প্রাণের সহিত
মনের মিলন করিয়া রাখিলে অপূর্ণ চিরানন্দময় প্রেম-প্রতিষ্ঠা
কেন না হইবে? ইহাকেই মনে প্রাণে এক করা কহে। আমি
চেতনায়ুক্ত, অচেতন দেহের সহিত ভালবাসা করিয়া ঐ দেহের

সহিত আশানে কেন মরিয়া থাকিব ? নিত্য শুদ্ধ চেতনা স্বরূপ আমার মহাচেতনা যে মহাশাস তাহার সঙ্গে ‘আমি আমি’ বোধ রূপ আমার যে চেতনা, তাহার চির প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলেনই, সেই আশ্র ভাবে, ভগবদ্বাবে বা কৃষ্ণ-প্রেমের গূঢ় রহস্যের ভাবে নিত্য সত্য চির প্রেমানন্দে “অনুভব পদে” প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিব । শাসই সেই সচ্চিদানন্দ নিত্য সত্যের অংশ বা স্বরূপ । তিনি জীব-শরীরে স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটাইতেছেন তাঁহার নিয়োগে আমি খাটি । চির সত্য শুদ্ধ চেতনাস্বরূপ যে শাস পুরুষ তাঁহার প্রকৃতিরূপা আমি যদি তাঁহার দিকে অষ্ট প্রহরই স্থির নয়নে চাহিয়া থাকি, তবে খাটুনি সজোরে, উৎসাহের সহিত কতই সুন্দর হয়, কতই মধুর হয় । অনিমেয় মনোদৃষ্টির দ্বারা শাসকে দেখি, ধীর করি, স্থির করি, যত্ন করি এবং আরামের সহিত সুন্দর দীঘল দীঘল করিয়া, ধীরে ধীরে অকোমল করিয়া সুপ্রশান্ত ভাবে উঠাই নামাই, মনপ্রাণে চির-মিলিত হইয়া সমাধিহ হই ।

আশ্রা নারায়ণ শাকী,
ব্রহ্ম-সমুদ্রের নীরে,
আশ্রানারায়ণ-আশ্রা,
বিষ্ণু-পদ বক্ষে নিয়া,
কায়া দিয়া আশ্র সেবা,
প্রাণেশের পদ সেবা,
অনন্ত শয্যায় শায়ী,

কায়াই প্রকৃতি লক্ষী,
কারণ-বারির পরে,
অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া কায়া,
করিছেন আশ্র ক্রিয়া ;
এ তব বুঝিবে কেবা ?
করিছেন ক্রিয়াবান,
রয়েছেন ভগবান্ ।

রাজেন্দ্র, সিংহাসনাক্রুত হইবার প্রাকালেই, যে শ্রুতিশালী নরপতির পবিত্র - কণ্ঠ-দেগে শত গজমতি-বিনিমিত এ হেন

উক্তি-মুক্তামালা পরিশোধিত হয়, সেই নৃপকুল-তিলক রাজ
 কার্যে সতত বিব্রত থাকিলেও, রাজর্ষি জনকের জায় কখনও
 ছেড়ে কৰ্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না এবং তদীয় রাজ্যে পাপ তাপ বা
 অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয় না । সেই পুণ্যময় রাজগৃহে চিরদিনের
 জগ্ন রাজলক্ষী অচলা হইয়া অবস্থিতি করেন ।

উক্তি-মুক্তামালা ।

প্রথমভাগ—মুক্তিতত্ত্ব ।

প্রথম আভাস ।

কেবা গার বিভু গুণ গান ? কার তরে দিবে প্রাণ দান ?
 দান-যোগ্য পাত্র কেবা ভবে ? বিপদে নিকটে কেবা রবে ?
 কে পার করিবে ভবসিদ্ধ ? জগৎ, পাতক, দীন, বন্ধু । ১

মোক্ষ পথের, রেলের গাড়ি, উক্তিমালা এই,
 ট্রেন ফেল্ তাদের, যাদের গুরু টিকেট নেই । ২

অনেক বলো অনেক বৃথা—অপ্নে বলবে খাঁটি কথা । ৩

সময়ই মানবের অমূল্য রতন,
 সময়ই পরমায়ুঃ জীবের জীবন ।

চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে প্রাণেশ্বরে গিয়া
পূজা কর পরমায়ুঃ এক ঘণ্টা দিয়া ।
এক ঘণ্টা না করিলে ঈশ্বরের নাম,
ষষ্ঠার্থ রূপণ তুমি নিমক-হারাম । ৪

সঙ্কোপনে শক্তি বাড়ে, মস্ত গোপন তাই,
বহু কাল সঙ্কোপনে রাখিতে কিছু নাই ।
গোপন হতে হতে হয় সঙ্কোপনে লয়,
এতই গুপ্ত যোগক্রিয়া—নাই বলিলেই হয় । ৫

মাধন ভজন পথে, লজ্জা ভয় থাকে আগে,
এগিয়ে গেলে যোগে যোগে, মধুর ছিটে ক্রমে লাগে । ৬

দেহ মহা যন্ত্র, বাজে গুরু যন্ত্র ।
মনকে যাতে করে জাগ, মস্ত বলে তারে,
জীবের চঞ্চল মন স্থির হ'তে নারে ।
অস্থবায়ু স্থির,—ত মন্দির হ'ল ধীর ।
“মন স্থিরতা” মনের জাগ, তাতেই পুষ্ট “মহাপ্রাণা”
প্রাণায়ামে সেইটি হয়, তাকেই মহা যন্ত্র কয় ।
পঞ্চানন কন, জীবের তারে, ত্রিনয়নায় সঙ্গে নিরে,
“নিশ্বাস শ্বাসরূপেন যজ্ঞোহয়ং বর্জ্যতে প্রিয়ে” । ৭

যোগ ক্রিয়ায় ‘স্থিতি’ হলে ‘অমৃতব পদ’ তারে বলে
অলৌকিক জানা যায়—কি রূপে, না বলা যায় । ৮

চলে বাড়ে যা, কাল শব্দে তা ।
 কালের সঙ্গে হার, মন বেন না যায় ।
 তারে ধরে রাখ, স্থির নয়নে দেখ ।
 মন প্রাণ যদি পড়ল ধরা, তবেই “অমর” নইগে মরা । ৯

একান্ত স্থিরতা হলে, মনকে তখন আত্ম বলে ॥
 চঞ্চল বায়ু জীবের ধর্ম, স্থির বায়ুই চৈতন্য ব্রহ্ম ॥
 স্থিতিচ্যুত হয় মন প্রাণ, তাতেই জীবের নানান্ থান ॥
 অস্থির হন মহা প্রাণী, তাতেই জীবের ছট ফটানি ॥ ১০

হে আকাশ চৈতন্যময়, তোমারি বিশ্ব আর কারো নয় ॥
 সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে, চেয়ে আছে স্থির নয়নে,
 যে তোমায় অন্তরে নিয়ে, ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে,
 সব অভাব তার গেছে ধূয়ে, স্পর্শমণি তোমায় ছুঁয়ে । ১১

লক্ষ্য যদি স্থির হল, মোক্ষ পথে পা প’ল । ১২

ইংরাজি পণ্ডিতে কেহ বুঝবে না এ ধাঁধা,
 ভুক্ত অব্যের অগুর সঙ্গে ধর্মের অণু বাঁধা ॥ ১৩

দ্রব্য হতে দ্রব্যান্তরে সূক্ষ্ম অন্বেষণ করে,
 অযোগীর লৌকিক স্বভাব,
 যোগীদের ভাব ভিন্ন এক ভিন্ন নাহি অস্ত,
 ধন্য ধন্য অলৌকিক ভাব । ১৪

এক পাকেক এক বেলা খাবে, মহাবল সে বলব কি ?
আগে থাকে গব্য ঘৃত শেষে যদি আমলকী । ১৫

এই দেহ দমিভাঙ্গ, মথন-কাঠ মেরু দণ্ড ।
ব্রহ্ম অণু মথনেতে, উর্দ্ধে উঠে মস্তকেতে ॥
ষট্ চক্রে প্রাণায়াম - কর মেরু দণ্ড ধরি,
সংসার-দধির ঘৃত উঠাও নিশ্চল করি । ১৬

“সগুণ” স্পর্শক হ’লে “নিগুণ” অবস্থা পায়,
কাঁচা আম পাকা হ’লে বোঁটা সব খসে যায় ।
সগুণ নিগুণ তত্ত্ব বুঝে রাখ মোটামুটি —
কাঁচা আর পাকা মাত্র একের অবস্থা দুটি । ১৭

রাস কস নাই গন্ধ ছাড়ে, কুকুর চিবায় শুষ্ক হাড়ে ॥
মুখ কেটে পড়ে রক্ত ধার, মুখ লেগেছে বড়ই তার ॥
আমায় বন্ধ মানব সবে, ক্ষণিক মুখ সব চিবায় ভবে ॥
রক্ত উঠে কি দুর্গতি ! ভবু যায় না সে দুর্গতি ।
তুচ্ছ পুথের হাড় খানাকে, চিবায় যাবৎ গন্ধ থাকে । ১৮

কাঠের আগুণ জলে উঠে, কথায় কথায় যেমন কথা,
তিলের তৈল, দধির ঘৃত, বর্ষণে উৎপত্তি যথা,
যোগ-ক্রিয়ায় সেই রূপ, ব্রহ্মে প্রাণ সংঘর্ষে,
অস্থির উৎপত্তি হয়. “অনুভব পদ” মনে । ১৯

কুসুম কোরকে গন্ধ, লুকায়িত আছে যথা,
শিঙতেই প্রকৃষক, মানুষে ব্রহ্ম তথা । ২০

কভু এটা কভু সেটা ছাংটা খোকা খেস্চে ভবে,
বিষ্ঠা মুত্র গায় মেখেছে—ক্রিয়া পেলেই ব্রহ্ম হবে । ২১

মানুষের বাধি ছঃখ ভাবৎ রবে বিজ্ঞান,
হৃদয় হতে, যাবৎ না যায়, “আমি মানুষ” এই অভিমান । ২২

চিদাকালে ধ্যান-মগ্ন যথার্থ যে ক্রিয়াবান্,
আপনি দেবতা হয়ে দেবতা দেখিতে পান । ২৩

কিবা দিব প্রাণেশ্বরে, কিসে তৃষ্টি হবে তাঁর ?
“প্রাণ বায়ু” বিনা আর সর্বোত্তম কি আমার ? ২৪

যোগক্রিয়া করি করি হেন এক দেশ পাবে,
পূর্ণ মনোভ্রম যথা স্বপ্রকাশ হয়ে যাবে ।
পূর্ণ স্বপ্রকাশ সব হলেই দেখিবে তুমি
গিহুতে মিলিয়ে যাবে সেই এক বিন্দু “আমি” । ২৫

দেখরে ভোলা এই বেলা, জলকেলি আর ঝাঁপখেলা ।
স্তবপারের উচ্চ বাটে, সরণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে,
ধাপে ধাপে ধপাধপ্, ঝাঁপ দিয়ে পড় ঝপাঝপ,
স্তব সাগরে ডুবে সারে, কেউ না খুঁজে পাবে তোরে ।
ভুল করে ফের ভেসে ওঠ, বার বার এই মজা লোট । ২৬

শুকাই নারে ফুল ফল, আনতে যায় সব নূতন বন ।
মানুষ মরেনা, মরণ যোগে, ভাঙ্গা মানুষ সব জোড়া লাগে

সবি প্রতিষ্ঠিত প্রাণে, শরীর আধার ভাই ;
সকলের কবে ধরি এই ভিক্ষা কবি ভাই—
দাঙ্গা শিক্ষা করি কব প্রাণ বক্ষা অবিরত,
আমাবে কিনিয়ে গুণ অনন্ত কালের মত । ২৮

বৈজ্ঞানিক যোগ-ক্রিয়া চির সত্য বিদ্যমান,
“অমৃত” জানিয়া তবে প্রাণপণে কব পান ।
শোক তাপ জ্বালা নাশি, দেখে ভয় পাও যদি,
কর এই প্রাণ-ক্রিয়া, সর্বরোগে “মহৌষধি” । ২৯

সেবকের নিবেদন অবনত ভাবে,
সবে যাও ক্রিয়া গুণ, অমবস্থ পাবে ।
দেব-ঘবে পুষ্পাগাবে কর গিয়ে দরশন—
“অরুণা” শরে ধরি যোগ মথ “পঞ্চানন” । ৩০

দ্বিতীয় প্রকাশ ।

উত্তান স্বপ্ননে কিংবা প্রাস্তব ভ্রমণে,
মল্লক্রীড়া, বাল ক্রীড়া, কৌন্তন নর্তনে,
সর্বোপরি মুদ্রাসন যোগের ক্রিয়ায়,
প্রত্যহ ব্যায়াম কর দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ।

গায়ক কবিলে কভু বারগায় না আসে,
অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ পূর্ণানন্দে ভাসে । ৩১

পূর্ব স্থিতি ভোলা চাই, নইলে জীবের শান্তি নাই ॥
বিনা নেশায়, হাঁরে ভোগা, হুখ জালা যায় কি ভোলা ?
যোগের নেশা অতি কম, ভাঙতে এক গাঁজার দম ? ৩২

অচিন্তা হুচিন্তা নিয়ে কোথাও কি আঁব শান্তি পাবে ?
চিন্তাশীলের যোগ হবে না, চিন্তা শূণ্য হতে হবে । ৩৩

বচন দাসেব বিদায় নগদ—কেউ ভাবা নয় কাজের কাজী,
কথার বেলায় মাতায় জগৎ—কাজের বেলায় হয় না রাজি । ৩৪

কাবো কিছু দোষ নাহি, ঘটে যা সংসারে,
নিয়তি নীরবে সব সংযোজনা করে । ৩৫

বিষয়-নেশার নরক-গতি । মদের নেশায় কতই কতি ? ৩৬

গৃহস্থ ছাড়রে উপস্থ-সুখা, বসুধা দেখবি শুধুই সুখা । ৩৭

“রাধীন” হওয়া বিষম ধাঁধা । সত্যের জুয়ারে হাত পা বাঁধা । ৩৮

চঞ্চল নয়ন দর্শন হলে, নাচার কামনা-কামিনী দলে ! ৩৯

বাসনা কি কুহকিনী, “কামরূপ” বাসিনী ।
নরে করে “মেষ শিশু,” দিনে করে বাসিনী । ৪০

থাকি থাকি মন-পাখোটা, মায়ার ছাত্ত খাষ ।
আকাশ পানে ছেড়ে দেই ত—পিংগরে পানে চায় । ৪১

মানবের দেহভার চমৎকার যন্ত্র,
কাষো বাজে কামরাগ, কারো গুরু-মন্ত্র । ৪২

অষ্টিকালে দৃষ্টিপথ বিধি কবে বন্ধ !
বাহু চক্ষু দিয়া করে অন্তরেতে অন্ধ । ৪৩

শ্রীরামের অভিনয় মহামূল্য যত
বানরের অভিনয় মূল্যবান তত । ৪৪

ধনী আর গানীদের স্থান কেন মন্দ ?
পচা গোববের মত গববের গন্ধ ! ৪৫

ভোলা তাঁতি ভাল স্রুতো বেছে বেছে নিরে,
অদৃষ্টের বস্ত্র বোনু কর্মসূত্র দিমে । ৪৬

চিকিৎসক হও যদি, কও দেখি মৌরে,
একান্ত দুঃখের-শাস্তি কি ঔষধে বরে । ৪৭

ধ্যান ধারণা নাই যেখানে, রিপু-শ্রোত বয় সেখানে,
খড় নাই যার ঘরের চালে, ভেসে যায় সে যুষ্টিজলে । ৪৮

স্ত্রী, পুত্র, ধনের নেশায়, সোণার জীবন কালো,
এর চাইতে ভাঙ্গ্ ধুতুরা, আফিং গাঁজা ভাল । ৪৯

মুনি খাযি মৌনী যারা, দেশের হিত কি কল্যে তারা ?
বুঝতে ত না পারি আমি, কি কল্যে তৈলঙ্গ স্বামী ।
বাহোক অনেক কল্যোন তবু কেশব, সুরেন্দ্র বাবু ।—
রেল কিংবা পায়্রে চলে, হাত নেড়েনেড়ে কথা ব'লে,
হিত করেন'না পাগল পারা, ঈশ্বর কি দেবতারা !
আসায়াওয়ার, কথাকওয়ার, ধারণাধেনা 'উইল্‌পাওয়ার ।'

আত্মাই কেবল গুরু সর্ব জীবে রন,
যাঁর আত্মা প্রফুটিত তিনি গুরু হন । ৫১
যারে ইচ্ছা গুরু কর—সাধনের সুর,
সাধনাই আসবেন জগন্নাথ গুরু । ৫২

সাধনের গার অপ—সর্ব যত্ন সার,
জপেই অজপা আসে তুল্য নাই যার । ৫৩

বুদ্ধিহীন, শুদ্ধিহীন, থাকবে অজ্ঞান,
যত দিন না জ্ঞান্বে বাসব বিজ্ঞান । ৫৪

বহুধে একত্ব ধ্যান—মৃত্যুঞ্জয় সেই জ্ঞান । ৫৫

বাণ্য কথা মনে যথা বৃদ্ধ কালে আগে,
পূর্ণ মস্তিষ্কেতে তথা পূর্ব জন্ম ভাগে । ৫৬

মনের স্থিরতা প্রাণ, প্রাণ-স্থির আত্মা,
স্থির আত্মাই পরমাত্মা চরাচর সম্বা ।
যেই মন সেই আত্মা,—কঁচা পাকা ফল,
যে নর কীটাপু সেই ব্রহ্ম নিরমল । ৫৭

আত্ম দর্শনে দূরে যায় রূপ রং,
প্রাণ মাঝে বাজে শুধু মো'হং মো'হং । ৫৮

মস্তিষ্কের মনে গীতা শুক্র আর প্রাণ,
এক ক্ষয়ে আর ক্ষয়—সাধু সাবধান । ৫৯

খুঁদ সাবধান ধ্যানের সময়, মন যেন না কথা কর । ৬০

মনরে সোণা, মাণিকধন, চূপ কর আজ, ধ্যানে বসি,
কাল ভোগারে, ক'রবো রাজা, এনে দেব, রাজ মহিষী । ৬১

মমতার অহি-ফণ খেয়েছে সে মেখানে,
ধ'রে ধ'রে তুলি আর ঢলে পড়ে মেখানে । ৬২

আঁখি মুদ্রে বোসে থাকে, তার কিছু চায় না,
 বিষয়েতে মত্ত নর তার তত্ত্ব পায় না । ৬৩
 ধারণা কোথা, কয়না কথা, প্রসন্নতা হ্রস্বনে —
 সে বুঝি সেই গুপ্ত ধনে, টের পেয়েছে মনে মনে । ৬৪
 আঁধার হবে, ধূপ জ্বলিয়ে, থাকবি কোরে চুপ,
 দেখতে দেখতে, দেখতে পাবি, ভুবন-ভরা রূপ । ৬৫

সর্কি শাস্ত্রের মূলে আছে মহাজন কথা,
 মনিট যেমন, বুঝবে তেমন, কথার নাম লতা । ৬৬

দেখে সবে “বাসনারে” বিষয়-বাজারে,
 ‘ডুলে গেল “ধর্মনিষ্ঠা” সহধর্মিনীয়ে । ৬৭

বাসনা-রূপসী রূপে আলো করে ভাল,
 চিন্তা নামে পুতা তার ভয়ঙ্কর কালো । ৬৮

নাচেরে মায়ায় কোলে কামনা-কামিনী,
 কাদম্বিনী কোলে যেন, খেলে সৌদামিনী । ৬৯

সূর্য ছুঃখ অস্তে চির আনন্দ প্রকাশ,
 নিম্নে মেঘাচ্ছন্ন উর্দ্ধে নির্মল আকাশ । ৭০

অস্নাত্তণে অন্ন সিদ্ধ—হয় কি ?
 ধপ্পধপিয়ে ধরা চাই ;—নয় কি ?

গীতার আগুন, ঠিক, যেন দীপ কাটি,
কাঠ ধরিয়ে, দেওয়া চাই—নয় মাটি!
টীকা কত, ব্যাখ্যা কত,—জলে না!
'মাহাত্ম্য'র একটি কথাও—ফলে না!
যাদের কথায় আগুন জ্বলে, তারাই আগুন ধরাই জলে ! ৭১

শোকের কারণ কিবা হয়েছে ?
মায়া মোহ তাপ তজ্জা, মরণের মোহ নিজা,
চির দিন তরে তার এতক্ষণ ঘুচেছে ! ৭২
একটু মরণ নিজা হবে আর যাবে,
স্বপ্নবেশে দেবদেশে চিরানন্দ পাবে।
একে একে যাবে সব জাগ্রীয় স্বপ্নন,
সেই খানে মরণের নিশ্চয় মরণ । ৭৩

পুনর্জন্ম নাই ভাই—পুনর্জন্ম হবে কার ?
দারা পুত্র ধন স্নেহে চিরমত্ত মন যার ! ৭৪

দুঃখের অন্ত আছে কিন্তু স্নেহের অন্ত নাই ভাই ।
অনন্ত স্বরগ আছে অনন্ত নরক নাই ! ৭৫

জন শূন্য হলে তারে বলে না "নির্জুন",
"নির্জুন" আপন মনে চিন্তা-বিসর্জন । ৭৬

আমি মিষ্ট মালদোয়ে, ফজলি বোকাই,
নানা ধর্ম্যে নানা রস, দেব কেন ভাই ? ৭৭

সাধন ভজন একি দায় ? পাকা গুটি কেঁচে যায় !
স্পষ্ট হয় আত্ম বোধ, যার না তবু কাম ক্রোধ । ৭৮

অজানিত পুরুষত্ব শিশুতে যেমন,
মানবেতে ব্রহ্ম হাব রয়েছে তেমন । ৭৯

দৈবই “পুরুষ চেষ্টা” — কতী মোরা নয়,
ঈশ্বর করান যা, তাই “চেষ্টা” হয় । ৮০

এক সুধাসিদ্ধ “আমি” — সুধা অংশ সব,
সুধার তরঙ্গ ভবে “আমি আমি” রব । ৮১

সুচাপ্ত হই তাই, — এক ভগ্ন আর ছাই । ৮২

এই পাঠে হয়না জ্ঞান, জ্ঞান চাওত লেখ ধ্যান । ৮৩
হাজার জ্ঞানে জ্ঞান হবে না, ধ্যান বিনে জ্ঞান দাঁড়াবে না । ৮৪

ধ্যানেন্তে যা হয় দর্শন, রাখল টুকে বড় দর্শন । ৮৫

ভূগ স্বর্গা নিরম নয়, নিরম ছাড়া মুহূ নয় । ৮৬

যত্ন করি বলা যায়,—যোগ জ্যোতিষে জানা যায়। ৮৭

তুচ্ছ হ'লে দেহ-ধাম, “গৃহত্যাগী” তার নাম। ৮৮

কেবা গৃহত্যাগী কেবা গৃহ নিবাসী,
সন্ন্যাসেও গৃহী আছে, গৃহে সন্ন্যাসী। ৮৯

মানুষ-গরু পাত-পাখী—এই জাতি ভেদ উঠাও দেখি। ৯০

মানুষ গরু কীট পতঙ্গ একই প্রাণের চলাচল,
পুকুর নদী গঙ্গা গড়ে, মাটির ভিতর একই জল। ৯১

অংশও বা, পূর্ণওতা, ঈশ্বরে ভিন্নতা নাই,
যা করে সে অগ্নিরালি, অগ্নি কণা করে তাই। ৯২

ব্রহ্মারি বিন্দু স্পর্শে, পাপ রাশি ভস্মসাৎ,
“অন্নমপ্যস্য ধর্মস্য জায়তে মহতো ভয়াৎ।” ৯৩

জ্ঞাত-কর্মীর কর্ম দেখে দীর্ঘ-স্বতীর হার হার।
পরলোকে লাভবান কে হয় কি বলা যায়? ৯৪

প্রাণের সার পরব্রহ্ম, দেহখানি তার খনি,
যত্নে ঢাকা মনি যেমন, নষ্ট হুঁধে ননী। ৯৫

নিরোধ দ্বারা, ইচ্ছিমদ্বারা, সুখটি কেমন দ্বারা ?
 দুখটি মেরে, ক্ষিতি করা,—সুখটি বাটি ভরা । ৯৬

দেখরে সেই, প্রাণের প্রাণ, সংসারের সেই সারাংসার,
 চিন্তা-স্বতে তাঁত বোনা জীব, কাস্ত দেবে একটি দ্বার । ৯৭

তৃতীয় প্রকাশ ।

প্রিয়তম দেবগণে ডাকি বিশ্বরাজ,
 কহিলেন কে সাধিতে যাবে মম কাজ ?
 কাটিয়াছি কুপ কোটি যোজন গভীর,
 চারিদিকে মেঘবর্ণ অপূর্ণ প্রাচীর ।
 দেখে এস প্রিয়তম সাজানু কি করে,
 দেখলেই ভুলে যাবে, প্রিয়তম মোরে ।
 না, না, বলি দুর্বলেরা করে পলায়ন,
 তব সাধ পুরাইব, কহে শ্রেষ্ঠগণ ।
 তবে কি তোমার কাছে, আসিবনা আর ?
 জঁখর কহেন শুন গুপ্ত কথা তার,—
 লোহার শিকলে এই বাক্সি সকলে,
 মার ঝাঁপ এই কুপে, দুর্গা দুর্গা ব'লে ।
 ক্ষয় হ'লে ক্রমে ক্রমে শিকল লোহার,
 রূপার শিকল হবে অন্তরে উহার ;
 রূপার শিকল ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে হবে,
 সোণার শিকল মাঝে দেখিবারে পাবে

সে শিকলে ক্রমে তুমি দিবে যত থাকি,
শিকল টানিব আমি ব্রহ্মলোকৈ থাকি ।
দেখে ফিরে এস সব প্রাণাধিক ধন,
রূপাঙ্কুশ মারে ঝাঁপ, দেবশ্রেষ্ঠ গণ,
প্রিয়তম পরব্রহ্মে ভুলে গেল তাই,
সেই দেব-শ্রেষ্ঠ এই আগরা সবাই ।
ওই দোলে সত্ত্বগুণ সোণার বন্ধন,
টান্বেই টান্বেন ব্রহ্ম-সনাতন । ৯৮

আমার শিকলে পড়চে টান, উর্দ্ধদিকেই উঠচে প্রাণ ।
উঠতে চাওত হাতটি ধব, হাত দোলায়ে চলি ।
ফুল্চে আমার দক্ষিণ হস্ত, সুধাকর গ্রন্থাবলী । ৯৯

শুনতে এলাম তোমার কাছে, আমাতেও কি ব্রহ্ম আছে ?
ব্রহ্ম-কি আমার গাছে ফলে ? তোমাতেই ত যাই ।
পকে যেমন পকজিনী, বাছির কাছে মধু । ১০০

ভয় হয় যে, মরণ হলে, দেহের গতি, কি হবে ?
দীত পলে সে, দীতের গতি, ভাবে কেউ কি এ ভবে ? ১০১

আমি নরত কায়া, কায়া আমার ছায় ।
কায়া গেলো কি ভয় ? ছায়া বইত নয় । ১০২

প্রাণ যার যেতে চায় ভব-সিন্ধু পারে,
বসুধার সভ্যতার যার সেনা ধারে। ১০৩

ইহলোক ভোলে-লোক, পরলোকে গিয়ে,
ভোলে যথা পূর্ষ পক্ষ, নব ভার্যা নিয়ে। ১০৪

যে যাহা বুঝে মার, তার কর্ম তাই,
কর্ম ব্রহ্ম, কর্মে সুখ কর্ম কর তাই। ১০৫

যত কর আয়, বুদ্ধি, বুদ্ধি হবে হুথ,
অর্থের আবশ্যকতা কমিলেই সুখ। ১০৬

দৈখরে বিশ্বাসী জীব, জেন এই মার—
হতেছে ভোগের ক্ষয় বুদ্ধি নয় আর। ১০৭

অজ্ঞের উপরে রোষ—বিজ্ঞের বিশেষ দোষ। ১০৮

কামিনীরা কর্ম করে—প্রকৃতি চঞ্চল,
পুরুষ নিষ্কর্মা, শুদ্ধ জানেতে অটল;
অতুল ঐশ্বর্য মাঝে গৃহিনীয়ে রাখ,
নিজে নিত্য মেরুমাঝে তপস্তায় থাক। ১০৯

যে চিন্তা করেছি পূর্বে দিবস নিশায়,
মুষ্টিমান সেই চিন্তা অমরা ধরায়। ১১০

রাজার যে রাজ্য অর—কিছুই সে নয়,
ধাসনা বিজয় হ'লে অগৎ বিজয় । ১১১

সাধুর নিন্দায় শুধু নিজ নিন্দা বাড়ে,
আকাশে ফেলিলে থুথু গায়ের এসে পড়ে । ১১২

চঞ্চল মনের সাথে হুঃখ ক্লেশ ফেরে,
অশ্রুর পশ্চাতে যেন রথচক্র ঘোরে ! ১১৩

ধর্ম পথে হলে গতি, রাজ্য লাভ তুচ্ছ অতি । ১১৪

যুচাও সূক্ষ্ম দিয়ে কু কণ্ঠের ফল—
কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোলা উপায় কেবল । ১১৫

যাবৎ নাশায় চলে বিশ্বাস প্রথাস,
আপন মনেই নর কোরোনা বিশ্বাস । ১১৬

হাতে মাঠে দেবে ছিলাম নরনারী যত,
সাধনে দেখায় যেন দেবদেবী মত । ১১৭

অস্থি মজ্জা শীরা স্রোতে শোণিতের বিন্দু,
তার মাঝে জ্যোতিঃ জ্বলি কোটি পরদিন্দু । ১১৮

মায়া-যবনিকা-মাঝে গ্রীণ ক্রমে এক।
জিদিব ছহিতা “শান্ত” চুলাইছে পাখা । ১১৯

ঈশ্বর পুরুষকার ছুটিই এক দিক,
তোমার চেড়াই তাঁর চেড়া, চেড়া করাই ঠিক । ১২০

ওই যে হর-মনোহিনী, আমার মনোহিনীর অন্তরালে,
কেবলে সে আমার নারী, বুঝতে নারি, এমন নারী কোথা মিলে । ১২১

হৃৎকণ্ঠীর হৃৎ কত, দেখাইতে বৎস বাকি,
ভারা তোমার স্তনপানে বাকিত করেছে বিধি । ১২২

// মানুষের কাছে চেওনা সাধু, গাছের কাছে চেও,
গাছের মত মানুষ আছে, তারই কাছে যেও । ১২৩

মাঝার দংশনে হইচি বিজ্ঞ । করছি অন্ন-জন্মের যজ্ঞ ।
ত্র্যম্বক-আগ্নিমাঝে হতেছে নির্মূল,
পুড়ি পুড়ি মায়া মোহ কালসর্প কুল । ১২৪

রাগ চণ্ডাল ছুলে তোরে । গ্লান ক'রে তবে আসবি ঘরে । ১২৫

মস্ত্রে পুজা দশভূজা তাতেই । দ্বৈতেন সাড়া,
নিবেদনই বান্দান, মানুষের হৃদয়ে খাড়া । ১২৬

বিলাতে রে'ওনা থোকা,—কেন কর রাগ ?
আমাদের ছারপোকা, বিলাতের “বাগ” । ১২৭

শব্দ ঘণ্টা ধ্বনিমাত্র শুদ্ধ করে বায়ু,
না বুঝেই গীতা পাঠে বুদ্ধি করে আয়ু ।
না বুঝেই করা ভাল যোগ ক্রিয়া একাদশী,
‘আবৃত্তিঃ ধর্মশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী’ । ১২৮

শরীর উন্নত নয়, তাহে কি গতি ?
উন্নত করবে শুধু শুদ্ধ মাতৃগতি ।
বিশ্বজয়ী বোনাপাট জাপানের টোগো,
সিঙ্গার দেখিতে ক্ষুদ্র—বীরছে সে কি গো ? ১২৯

মোদের সংসারাত্মক নহে কোন ক্রমে,
দেব বিজ্ঞ সেবা মাত্র সংসার আশ্রমে ।
এ নয় সংসার ধর্ম—মরণের সূত্র,
বহু শূকরের পাল—চৌচামিচ মাত্র । ১৩০

চিন্তা-শূন্য নড়ে । প্রাণের ভিত্তি খোঁড়ে
কুচিন্তায় সুচিন্তায় ফাঁক কত দূর ?
কাল ছুঁচো আর পাহাড়ে ইন্দুর । ১৩১

ঈশ্বরকে ভয় কর—বিশ্বরূপ দেখা চাই,
আগে যদি প্রেম কর—স্বচ্ছাচারী হবে ভাই ।

অৰ্জুনের স্বেচ্ছাচারী কৃষ্ণ-প্রেম গেল ভেসে,
ভসে থরহরি কল্ল “বিশ্বরূপ” দেখে শেষে ।
প্রাণেশের মাধুর্যের গন্ধে অন্ধ হও ব’লে,
“ঐশ্বর্য” আইরণ চেস্টে দিগুনারে জলে ফেলে । ১৫২

যে আসনে স্থির থাক সেই যোগাসন,
প্রাণ স্থির হবে হ’লে অপে নিমগন ।
দিকুতেই চিত্ত রাখ—কহে আর্য্য গুরু,
বিষ্ণু শুদ্ধ সব গুণ—কণ্ঠ হতে ভুরু । ১৫৩

যার যোগ, তার প্রেম, তার ব্রহ্ম জ্ঞান,
সবাই কি করতে পারে একাধারে ধ্যান ? ১৫৪

কি আর দেখিব, কি আর শুনিব ?
কি আর বলিব ?—যাইব বা কোথা ?
কেমনে ছাড়িব স্থির যৌবনারে ?—
ছাড়ে না যে “শান্তি” বৈজয়ন্ত-সূতা । ১৫৫

ঐ দেখ চন্দ্রোদয় ভবসিদ্ধ পার—
কোটি ইন্দু বিনির্মিত রূপ চমৎকার । ১৫৬

যোগী হ’তে যাচ্ছ কোথা ? ভোগের শেষে যোগের কথা । ১৫৭

এই খানে এই বায়ুর মাঝে, এই যে নিত্য নিরঞ্জন ।

স্বপ্ন বায়ুর ভিতর দিয়ে চালাও তোমার স্বপ্ন মন । ১৩৮

নবে জান্বে জান্বে তাবৎ, “কিছুই জাননা” না জান যাবৎ । ১৩৯

“ বায়ু যদি স্থির হয় শূন্য তার নাগ,

সেই ত চৈতন্য ব্রহ্ম পূর্ণানন্দ ধাম । ১৪০

“ চিদাকাশে দেখা দেন দেবদেবী যত,

সকলি ব্রহ্মের রূপ শক্তি নানা যত । ১৪১

ক্ষমাশীল সদা ধন্য ! ক্ষমাই জ্ঞানের চিহ্ন । ১৪২

চলে গেল “ভূত কাল” গেল কোন খানে ?

যায়নি সে, চিরস্থির, আছে এক স্থানে ।

আসচে ওই “অবিষ্যৎ” অক্ষকারে ঢাকা ;

‘ আসে না সে, মানুষের মনে শুধু আঁকা ।

নাম করলেই, মরে যায় “বর্তমান” বিম্ব,

জন্মই মরণ তার,—কিছুইত নাই আর ।

পুরিছে কাটের মধ্যে, “কলীভের” সিদ্ধি ! ১৪৩

কাল নাই, উদয়ান্ত হিমাবের ফল ।

এল এল ! গেল গেল !—মনেতে কেবল !

চিরস্থির “মহাত্মা” : চিহ্ন স্থির যীর, .

সেই ত কালের কাল, মৃত্যু নাই তার । ১৪৪

চতুর্থ প্রকাশ ।

খাগ স্থির, দৃষ্টি স্থির—তবেই হবে মন স্থির ।

কাল মিথ্যা, সে থাকবেনা ; তিনার্দ্ধে দাঁড়াবে না ।

গতি শীলই—“মৃত” বিপরীত—“অমৃত” ।

সকলোতেই “গতি” তবিরীত “স্থিতি” ।

“স্থিতিই” অমৃত ব্রহ্ম—কেবল “চৈতন্য ধর্ম” ।

ধরে রাখ মনের গতি, সদাই কর মনের স্থিতি ।

মনের গতি “জীব”, মনের স্থিতি “শিব” ।

মনে মাত্র কালের গতি, “কাল-মনেতে” ধরাও স্থিতি

কাল-সঙ্গে মন মরে—“স্থিতি-ব্রহ্মে” আশ করে ।

জ্ঞান দেবের উক্তি—এই ত জীবের মুক্তি । ১৪৫

চিহ্নসুখ হয় যাবা, পুনর্জন্ম পায় তাবো । ১৪৬

গগন-বিহারী আশি, জড় দেহে সব ছাড়ে ।

মুতাই অপার শক্তি, গগনে অনন্ত জুড়ে । ১৪৭

এত কষ্ট দিয়ে মুতাই, কেন বা আমার নেবে ?

গগন-বিহারী করে অনন্তের “শক্তি” দেবে । ১৪৮

যোগ-ক্রিয়া বেশা পায়, জড়চৈতন্যে যায় ।

সৌন্দর্য্য পরম ধর্ম—“প্রাপ্যামঃ পরব্রহ্ম” । ১৪৯

কুরার অল উঠছে ঠেলে, কত লোক তার দিচ্ছে ফেলে,
তোমার যে “সখা-প্রাণ,” সেও সেইরূপ চলারমান।
বিষম-বাসনা কুরার উঠে, ইন্দ্রিয়-নাগার বাছে ছুটে।
যোগ-ক্রিয়ার আটক হবে, “সখা”র বেগ অধিক হবে।
যথা তথা আজ্ঞাকারী—আটকান বেগ নিতে পারি।
যথা তথা যার প্রকৌশলে, প্রাণ-সখা যে সর্ব্ব স্থলে।
স্থির হয় না তোমার মন, “সখা” শিথিল সে কারণ।
“সখা” যদি ধরতে পার, যা ইচ্ছা হয় করতে পার।
“অনিচ্ছার ইচ্ছা” তথা—অনির্বচনীয় কথা। ১৫০

চুষকেতে লোহা ঘোলে চুষক কোয়ে ব’স,
সর্ব্বগুণ-স্থিতিবন্ধে প্রাণ-বায়ুকে ব’স;
তারই নাম তাই, “প্রাণায়াম” যে তাই।
স্থিরবায়ু-চিৎরন্ধ্রে আকৃষ্ট হয় প্রাণ,
তাতেই হয় সর্ব্ব ব্যাপী, সর্ব্ব শক্তিমান। ১৫১

অসীম সে ব্রহ্ম বল, ব্রহ্মজ্ঞেরও সেই ফল।
পুত্রাদি অনমে যথা সৈশ্বর ইচ্ছার,
“অলৌকিক অরুতব” যোগের “ক্রিয়ার”।
হেন “অরুতব পদ” প্রকাশিত যার,
‘অসীম বলের’ কথা বোধগম্য তার। ১৫২

অন্তর্বাযু-স্থাসক্রিয়া অচঞ্চল যার,
কুৎসিপাসা-প্রাচীর্ভাব হবে না ত তার।

যোগক্রিয়া-ব্রহ্মধ্যানে “অনুভব” যে হয়,
 “অলৌকিক অনুভব”—পার্থিব সে নয়। ১৫৩
 এই ব্রহ্মে “গীন” পুনঃ এই “অনুভব,”—
 এক যায় আর আসে, এক সঙ্গে সব। ১৫৪

“ক্রিয়া” শেষে আসে এক অবস্থা স্তম্ভর,
 “পর্যাবস্থা” বলে তারে অতি মনোহর।
 “ক্রিয়ার সে পর্যাবস্থা” আশি-জ্ঞান নাশে,
 “অনুভব-পদ” তার মাঝে মাঝে আসে। ১৫৫

“ক্রিয়ার যে পর্যাবস্থা” “স্থিরা স্থিতি” তাই,
 সর্বদা চলায়মান্ কাল সেথা নাই। ১৫৬
 “পর্যাবস্থা” নহে কাল, পর্যাবস্থাই কালের ‘কাল’।
 মানুষ মোলে, কালের জয়। কাল মোলে নয় অমর হয়। ১৫৭

“পর্যাবস্থার” নিম্নে স্থিতি, সুষুম্না স্তম্ভ গতি,—
 “অনুভব পদে” লক্ষ্য, সেইটি হল “জীবে মোক্ষ।” ১৫৮

ব্রহ্ম হতে অনায়াসে, কুটস্থ চৈতন্য আসে,
 কুটস্থ হইতে শূন্য, তা হ’তে বায়ু উৎপন্ন ;
 বায়ু হ’তে মূর্তি কত, আপনা আপনি সমুদিত,
 দেবতা যদি দেখতে চাও, স্থির বায়ুর মধ্যে যাও। ১৫৯

ক্রিয়ার যে পর্যাবস্থা কদে দেখতে পাই,
 পর্যাবস্থাই পরব্রহ্ম—অহং ব্রহ্ম তাই।

“অহং” “ব্রহ্ম” দুই জনা—“অহং ব্রহ্ম” সম্ভবে না,
 “অহং ব্রহ্ম” এক যেখানে, ব’লবার কেউ আর নাই সেখানে । ১৬০
 অযোনিজ য়াঁরা, আপনি আসেন তাঁরা ।

দেব শক্তি—স্বপ্নদেহ, জন্ম-যাঁদের নাই,
 পরাবহ্মায় কুটম্বে বা শূণ্ণে দেখতে পাই । ১৬১

যেমন বৈশাখী রোজে শীতল জলে স্নান,
 ক্রিয়া-মানেন “পরাবহ্মায়” তেমনি জুড়ায় প্রাণ । ১৬২

এখন আমি যে ব্রহ্মে, “পরাবহ্মায়” সেই ব্রহ্মে ।
 এখন অজান, ইঞ্জিয়দাস ; তখন সজ্ঞান ব্রহ্মে বাস । ১৬৩

মহাভূতের স্বরূপে মানবের ক্ষমতা এত,

মহাভূত-পূর্ণায়ত্ব মহাপুরুষেরা যত !

তাদের ক্ষমতা কত ? তাঁরা কত শক্তি ধারী ?

কিবা না সম্ভবে তাঁদের, মুক্তি যাঁদের দ্বারের দ্বারী !

সংসার নিকাম ভাব, সাকার বা নিরাকার,

স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ সবই তাঁদের অধিকার । ১৬৪

যতই স্বতেজে বসি, ক্রিয়া করি অবিরত,

অলৌকিক গুণ সব চিদাকাশে প্রকাশিত । ১৬৫

যোগ ক্রিয়া করি করি কত দেব দেবী হেরি ।

মিথ্যা নয় সত্য কায়া—আত্মাতে আত্মার ছায়া । ১৬৬

যোগীরা নিঃশব্দে যান, তখন নির্বাণ পান—

দেখেন না, শুনে ন না, করেন না, বলেন না ।

মন অনাসক্ত ক’রে, দেখেন শুনে ফিরে ।

দেখব ব’লে দেখেন না, ক’রব ব’লে করেন না ।

চিদাকাশে কতই ভাসে, দেখেন যদি সাগনে আসে ।
 ক'বব ব'লেও করেন কেহ—তাদের সাযুক্ত দেহ । ১৬৭
 “সৎ” যা তা বস্তু বটে— বাক্যে কথনীয় ;
 “অসৎ” অবস্তু নয়—অনির্বাচনীয় । ১৬৮
 যে জিনিষে মন দেও, তাবই রং ধরে মনে,
 আশুনেরও রং ধরে মিলিলে গন্ধক সনে ।
 বিষয়ে আসক্তি হ'লে মানসে যে বং ফলে,
 পঞ্চানন বদোছেন—তাকেই “প্রপঞ্চ” বলে । ১৬৯
 নিত্র জ্ঞ-জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা ইন্দ্রজাল বৎ ।
 সত্য সত্য সত্য কেবল “সর্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ” । ১৭০
 কুটস্থেব তেজ হেরি দূরে যায় লজ্জা ভয়,
 সস্তিক গুণের বৃদ্ধি বাসনা বিদায় হয় । ১৭১
 ক্রিয়ার যে পরাবস্থা তাতে হয় সৃষ্টি লয়,
 “অনুভব পদে” সৃষ্টি অনাদি অনন্ত ময় । ১৭২
 ক্রিয়ার যে পরাবস্থা— মুখে নাহি বলা যায়,
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুটি সমতা পেয়েছে তায় ।
 আসক্তিতে দেখি না অথচ সে দেখি সব,
 শব্দ মাত্রে অনাহত শুনি ওঙ্কার বব ।
 কিছুই দেখি না তবু সকলি দেখিতে পাই—
 ভেবে চিন্তে বুঝে সুঝে বলাব উপায় নাই । ১৭৩
 ক্রিয়া পরাবস্থা পেয়ে থাকে ব্রহ্ম সহবাসে,
 “পরাবস্থার পরাবস্থার” ধীরে লোমে নেমে আসে ।
 “পরাবস্থার পরাবস্থার” আসক্তি আসিতে নারে,
 সৃষ্টি স্মৃতি ব্রহ্মস্মৃতি জেগে থাকে একাধারে ।

“পরাবস্থার পরাবস্থা”—জীবগুরু ভাব সেই,
 সম্পূর্ণ সমাধি ভঙ্গে, সাধুদের ভাব এই । ১৭৪
 প্রকৃতি পুরুষ দুটি পূর্ণ বসে উঠে দুটি,
 দুই অর্ধ এক হয়ে “ক্রিয়া-পরাবস্থা” হবে,
 পরাবস্থাব পরাবস্থায় আবার বিভিন্ন দুটি,—
 “নব দম্পতিব ভাব” ভাবুক দেখিছে ভবে । ১৭৫
 ভূষের মাঝে মেজের চাঁদ, অবিদিত কার কাছে ?
 প্রকৃতির গর্ভে তেমনি উত্তম পুরুষ আছে । ১৭৬
 ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হলে ঈশ্বর দেখিতে পাই,
 পরাবস্থা ব্রহ্মমাত্র—সেখানে ঈশ্বর নাই,
 ক্রিয়ার যে পরাবস্থা তাতে ব্রহ্মে সমাহিত,
 “পরাবস্থার পরাবস্থায়” নিতা শুদ্ধ গুণাবিত ।
 তখনই দেখে জীব সর্ব চিন্তা পরিহার,—
 “কেবল সচ্চিদানন্দ লীলা-রসময় হরি ।” ১৭৭

পঞ্চম প্রকাশ ।

করি যা তা দেখবার কত লোক আছে,
 বলি যা তা শুন্বার লোক আছে কাছে ।
 মনে মনে যা যা বলি তাকি কেহ শুনে না ?
 চিত্ত পটে যা যা আঁকি, তা কি কেহ দেখে না ? ১৭৮
 ছর যদি ব্রহ্মচারী কে আঁটিবে তাকে ?
 অসাধা সাধিনে, যদি বীৰ্য্য বদ্ধ থাকে । ১৭৯
 মাটির উপর টাকার খেলা—এ আনন্দেই জ্বাট খানা ?
 তবু দেখনি বিশ্বরাত্নের রাজ আসাদের কারখানা । ১৮০

মনটা অজ্ঞান আঁধার-রাশি, “জুজুর” ভয় তাই দিবানিশি । ১৮১

মায়া'র আঁধার জঞ্জল থেকে, আসচে জুজু ধ'রবে তাকে । ১৮২

ধর্মের চিহ্ন ধরবে শুধু—ক্ষমাও দীনতা, মধুরে মধু । ১৮৩

জগতে ধর্মের মর্ম—কেবল নিজাম কর্ম,

ঈশ্বরের তরে কর্ম—ধর্ম মনোহর ।

কর্মের যে পরিণাম, পরব্রহ্ম তার নাম,

কর্ম কর—কর্ম বাড়ে লক্ষ-কলেবর । ১৮৪

কেমন স্থথের এ ঘর বাড়ী ? গাছি পেয়েছে মধুর হাঁড়ি ।

কেমন স্থথের দারু পুত্র ? জড়িয়ে মড়িয়ে মরার সূত্র ।

সুন্দর নয় কি ভালবাসা ? ‘সুদূর বনে’ বাঘের বাসা । ১৮৫

মদ তৈয়ারি কোথায় খাঁটি ! কামিনী-কামনা মদের ভাঁটি । ১৮৬

দেহ স্থথ যত টুকু তত টুকু ক্ষয়,

জ্ঞানজ চিন্ময় স্থথ অনন্ত অব্যয় । ১৮৭

ব্রহ্মাণ্ডকে অণু বলো, গোল ব'লেই কি অণু হ'ল ?

ও কথাটা কিছুই নয়—গোল হলেই কি অণু হয় ?

ব্রহ্মাণ্ডটা লাগ'চ হেন, ডিমের ভিতর বাচ্চা যেন ।

পাণায় ঢেকে ব্রহ্মবাপ, ডিমে দিচ্ছেন জিতাপ-তাপ ।

ব্রহ্মবাচ্চা ফুটবে যেই, মোক্ষপথে উড়বে যেই । ১৮৮

ডিমের ছানা ভেবেও পায় না, ডিম ভাঙলে বাঁচবে কিনা ?

ডিম ভাঙলে জগৎ গোলে—ভাবলে হয় তার যম-যাতনা ।

তেমনি মরে, ভেবে মরে, দেহপিণ্ড-অণ্ডে ব'সে—

হ'লে অণু পিণ্ড পণ্ড—না জানি কি কাণ্ড শেষে ? ১৮৯

ভাঙলে ভয় কি করে কেহ, বালির বাঁধ এই ক্ষণিক দেহ ? ১৯০

যে দিন মদ্য দিলেন গুরু, সেদিন হতেই জপের সূরু ।
 সাধন যখন হল খাঁটি, জপ যজ্ঞই আঁটা আঁটি ।
 শেষটা স্বীর বাহু হীন, অজপা জপ রাত্রি দিন ।
 আগা গোড়া জপের কাণ্ড, সাধন অঙ্গের মেরুদণ্ড ।
 মেরুদণ্ড ভাঙল যদি, উত্থান-শক্তি ঐ অবধি ।
 জপ-যজ্ঞই সাধন-মূল, আর যত তার পত্র ফুল । ১৯১
 অচল বীৰ্য্য সাধ্বিক ভোজা, আৰ্য্য যোগীর, নিত্য কার্য্য । ১৯২
 “আমার” কর্ম, সবি ব্যক্ত, “আমি” গুপ্ত, ব্যক্ত নেই ।
 বিদুর মত, আৰ্য্যগণের, কার্য্য করার কায়দা এই । ১৯৩
 পুড়াইছে ধু ধু ক’রে বিদ্যা, বুদ্ধি, অঙ্গ,
 কামিনী-কাঞ্চনানলে সংসারী পতঙ্গ । ১৯৪
 হোক না পণ্ডিত নর-পুংগব, কামিনী-কাঞ্চনে মজ্জাবে সব ।
 বুদ্ধেরো থাকে না দিক্-বিদিক্, কামিনী-কাঞ্চন সাংঘাতিক । ১৯৫
 জুজুর ভদ্রটা দেখলে কোথা ?—যেখানে আঁধার দুর্কলতা । ১৯৬
 যোগ সাধনটা জানবে খাঁটি, মনোযোগটার আঁটা আঁটি ! ১৯৭
 যোগ সাধনে কি হয় প্রাণে, কই কেমনে, বল ভাই ?
 মনোভাবের ভাষা আছে, আত্মভানের ভাষা নাই । ১৯৮
 এ সংসারে সই, মরণ দেখচিস্ কই ?
 জিতাণ তাণে ওই—ধানটা কুটে খই । ১৯৯
 চেটোর ধর্ম—শাস্ত্র খোঁটে, স্বভাব-ধর্ম আপনি ছোটে । ২০০
 ঐষধ কি ? একান্তই যাতে ঘুচে রোগ ।
 ধর্ম কি ? একান্ত যাতে ঘুচে দুঃখভোগ ? ২০১
 নীরোগ হলেই বুদ্ধি ঐষধের মর্ম—
 অমরত্ব অমৃতত্ব—না হ’লে কি ‘ধর্ম’ ? ২০২

সাবধানে সদা বহু—চিগয় জগতে তই
 অন্ধেক বাহির তই, দেহ বাড়ী ছাড়ি ;
 যেমন মাটির গায় সতক মাথুক যায়,
 ভয়ে ভয়ে ফিবে চায় পিঠে গয়ে হাঁড়ি । ২০৩

কতু দেখি জামিই ব্রহ্ম, তবে কেন হবি ভজা ?—
 রাজ পুত্র ভাবেন যেমন “জামি রাজা কি নানা বাজা ।” ২০৪
 এসেছি কিছুই নয়ও নিজে,—ভব-ভয়ে চিব অস্তম দিও । ২০৫
 ‘পর-সেবা’ ববে নাবী, ‘আত্ম-সেবা’ নটী,
 পুরুষের পাবলে পবে দাসত্ব কি করে ? ২০৬

মাথায় গর খীট পতঙ্গ যোগ মাদে এক, গাছের তলায়,—
 কেউ বা মূলে কেউ না ডাল, কেউ পাতায় কেউ গাছের ডগায় । ২০৭
 ভাবছ—ম’লে “যাব পড়ে” । আমি ভাব’ছ—“যাব উড়ে” । ২০৮
 মরণ ‘ভরণ’—কঠিন নয়, শীতের সিনান, ভাবলে ভয় । ২০৯

ভক্তি-রস বাজনাটি, ব্রহ্ম জ্ঞানটি সুন,
 থেমটি সাঁটি পানস খিলি, জ্ঞানটি কাত্তে চুন । ২১০

জাগত কর্মসুত্রে অডাও ভোঁমায়,
 পাকা গুটি হ’লে, কেটে পোকা উড়ে যায় ।
 কাঁচার কেটে, যায় যে উড়ে, পাখা হয় না ভুঁয়ে পড়ে । ২১১

মাগা আছে, লোভ আছে, লোভ অথৈ আশা,
 না থাক ডাকতি চুনি—ডাকাতের বাসা । ২১২
 বাপ বাপ বাপ ।—ভোগ বাসনাই গাপ ।

যদিও ডাকাত চোর পায় বা উদ্ধার,
 পায়ে না মায়ার দাস নরকে মিস্তার । ২১৩
 জ্ঞতি উচ্ছে উঠলে রথ, যে দিক যাবে সে দিক পথ । ২১৪

যে খানটার সূর্য্য ঢাকা, সেই খানটার ছায়া,—

যে খানটার আত্মা ঢাকা, সেই খানটার মায়া ।

যেটি ছায়া— সেইটি মায়া,

সেইটিই ত “আমি আমার” সেইটিই ত কায়া । ২১৫

জড়তাই কায়া—মূর্ত্ততাই মায়া ।

জড়তা মূর্ত্ততা জুঠল তার, উঠল শোকেব হাহাধার । ২১৬

মন্দ কি বাত, চাতিকা দাত ।—কৃষ্ণেব নিষেধ “বিন্দুপাত” ২১৭

“মুখিক বৃদ্ধ” আমরা নয়, দেখতে শূকর, “গজ ক্ষয়” ! ২১৮

দয়া ভয়া পাপ ভাপ, রোগ গোক ভয়—

ভলধি কবেছে বিধি লবণামু ময় । ২১৯

ঈশ্বরের ভরে থাকে কঠিন কর্ত্তব্যে বত,

কাঁচাশ্রমে বসে যায় আছরে ছেলের মত । ২২০

প্রণাম কর দিন রাত—মেয়ে মাত্রে মায়ের জাত । ২২১

কোন খোঁজ শান্তি বুলি, এখন “কেবল-নামে” মজ,

শান্ত্রের যত টীকা গুলি, ধরিয়ে ধ বয়ে ভাসাক মাজ । ২২২

দৈবে মন্দ কব যদি, তাতে কিছু হবে না,

এক বিন্দু মন্দ ভাবো, ঈশ্বরে তা হবে না । ২২৩

সব সাধ্য যদি থাকে— ব্রহ্মচর্য্য-ধন,

নারী স্ত্রীণে সব অনাধ্য—আত্মার পতন । ২২৪

ত্রিকালজ্ঞ যোগিগণে ব্রহ্মচর্য্য বল ;

ঈশ্বরের ভরে শুধু সাংখ্য পাতঞ্জল । ২২৫

শুধু মুখে শিশু বুঝে সাংখ্য-বেদান্তেরে,

‘ছেলে চেয়ে পিলে দড়’ টীকাকারে করে । ২২৬

নিয়ন্তাই নেত্র পাতা তোম আর ফেল,
 স্থির কর, চক্ষু দুটি ব্যথা হয়ে গেল।
 রাত্রি দিন তোম ফেল শাস অনিবার,
 বিষম বিরাক্ত বোধ হয় না তোমার? ২২৭
 জ্ঞান বুদ্ধির প্রেরয়িতা অস্তুরেতে যিনি,
 “নিয়তি, পুরুষ-কার” একই মাত্র তিনি। ২২৮
 দৈবের জাগেন মনে যে কর্মে কেবল,
 সে ক’রই কর্ম, আর কুকর্ম সকল! ২২৯
 খেয়ে দেয়ে হেসে খেলে যে সুখ পায় চাষার ছেলে,
 অধিক পান না রাজপুত্র, মনেই মাত্র সুখের সূত্র। ২৩০
 যদিও বাণক বৃদ্ধ এক ধর্ম শোখে,
 ঔষধের মাত্রা দিবে বাল বৃদ্ধ দেখে। ২৩১
 উন্নতি দেখো না, দেখ কত দূর অবনতি,
 যত টুকু দেখ তাই, তত টুকু উন্নতি। ২৩২
 খাড়াখাড়ে কি সম্বন্ধ? মনেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।
 খাদ্যের দেহের ভাবে মনোভাব যে সংগঠিত। ২৩৩
 ওটা কেন খেটে মরে, তুমি কেন থাক বোম্বে?
 ওর কর্ম বাকী আছে, মোর কর্ম গেছে খোম্বে। ২৩৪
 পুরুষ হতে চাও যদি, শেখ পরকর্ম ধ্যান,
 প্রকৃতিই কর্মশীলা, নিকর্মা পুরুষ জ্ঞান। ২৩৫
 মাতৃগর্ভের আগের কথা স্মরণ করা চাই,—
 তেমনি সবল গ্রন্থ স্মৃতি শক্তি নাই।
 শৈশবের কথা-হয় বার্ককো স্মরণ,
 জন্মের পূর্বের কথা জানে না কি মন?

জ্ঞান-পূৰ্ব্ব মৃত্যু-পর অগ্নি সৰল
 অরণের তরে চাই মস্তিষ্কের বল ।
 মস্তিষ্ক সবল পূর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যে ধর্ম,
 সাধিক ভোজন বিনা বীৰ্য্য হয় ক্ষয় ।
 দেবত ব্রহ্মত-পদ ব্রহ্মচর্য্যে গিয়ে ;
 শেষে বিজ্ঞ হায় কায় গোড়া ছেড়ে দিনে ! ২৩৬
 নারীর নিখাস বায়ু অঙ্গে যদি লাগে,
 পুরুষের পরমায়ু ধোরে টানে আগে ।—
 বুদ্ধিমানের বেদবাক্য ব'লে মানে ভায়,
 শুনলে হাসবে সভ্য নব্য সম্মুখায় । ২৩৭
 গুহাতে নিহিত যিনি— অতীত মনের,
 অবিচার্য্য আচার্য্য সে “জার্ণ্য মিশনের,”
 জগন্ময়ী “স্বরধুনী” গিরে ধরা ধীর,
 ত্রিকালজ্ঞ “পঞ্চাননে” কোটি নমস্কার । ২৩৮
 মনটি কেমন—শুনে তুমি ? ছয় পুতুলের বজ্রভূমি । ২৩৯
 “বন্ধ” জীবে দেখে—সর্ব্বে সেখান থেকে । ২৪০
 দেখাচারে অন্ধ যারা, মাতৃগর্ভে নয় কি তারা ?
 বুঝেছে কি—“ধর্ম্ম ছাড়ি, মামেকং পরণং ব্রজ” ?
 লোক সমাজের ডরে কাঁপে যারা থর থরে,
 অশ্রু সে জড়পিণ্ড পায় কি কৃষ্ণ-পদ-রত্ন : ? ২৪১
 আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ, যুচাই ত্রিভাণ তাপ,
 যুগলে দাঁড়ান বামে আমারি “বেটার হাফ্” । ২৪২
 দেব দেবী মাত্রে ব্রহ্ম যে জ্ঞান না মানে,
 হিন্দু ধর্ম্ম সুধাগিক্তর বিন্দু নারি জানে । ২৪৩

শাস্ত্রে দেখে, গুরু মুখে, যেটা লোকে শোখে
 ব্রহ্মজ্ঞানে যোগধানে প্রত্যক্ষ তা দেখে । ২৪৪
 যদি সত্য সুখ চাও, রেখ এই নিষ্ঠা,—
 অড় অগতের সুখ দেবতার বিষ্ঠা । ২৪৫
 বিদ্যা উপার্জনে ঘরে বোসে কেন মন্দমতি ?
 “আত্ম তৃপ্ত্য ধীরস্ত কথমর্থার্জনে রতিঃ ?
 কোণে কেন নিরবধি ?—” অরতির্জন সংসদি । ২৪৬
 কুসু ও তুলা আর দাস দাসী ব্যবহার,
 পুরাণ হলেই আদর বাড়ে, যতদিন না গন্ধ ছাড়ে । ২৪৭
 লোকের মাঝে থাকলে পরে, খ্যাতি পাবার বোকটা ধরে ।
 আরো সেখানে বাতাস মন্দ, বাগিনী কাঞ্চনে দুর্গন্ধ । ২৪৮
 ভবের শাস্তি সবি ভ্রাস্তি তোমরা শাস্তি বল কাকে ?
 তিনি নাই তাই শাস্তি নাই, তিনি থাকলেই শাস্তি থাকে । ২৪৯
 বাঁচতে চাও ত জানবে সার, সুখভোগ, দুঃখ—রোগের দ্বার । ২৫০
 অগ্নিমান্দ্য,—স্বত বন্ধ বেদান্ত বাগীশ,
 সবলের স্বত সুখা, দুর্বলের বিষ । ২৫১
 দুর্বলের জ্ঞান— দগ্ধ স্বত-জ্ঞান । ২৫২
 উচ্চ উচ্চ সাধু যত উচ্চ কথা কয়,
 আগাদের অরণীয়— করণীয় নয় । ২৫৩
 তিন ভাগ মন্দ যার সিকি ভাগ ভাল,
 সিকি শিরে ধরি সব ধুরে মুছে ফেল । ২৫৪
 বহু শ্রম বহু কৰ্ম— বহু দিন হয়,
 সকলি চিন্ময় শেষে আনন্দ অক্ষয় । ২৫৫

কত মিষ্টি পায় মন রক্ত-মাংসে এসে,
তার চেয়ে মিষ্ট আত্মা চিদানন্দ দেশে । ২৫৬
অর্দ্ধ শত বর্ষে মোর সার শিক্ষা এই—
ইহ পরজের সুখ বিন্দু-ধারণেই । ২৫৭

হরি একজন ব্যক্তির মতন, তবে কেমনে বিগময় ?
চিন্তা সমষ্টি, আগারি সৃষ্টি, আশিও আগার সৃষ্টিময় । ২৫৮

মধু চেন না মধুরত ? বিষ দেখাচ্ছে মধুর মত । ২৫৯
মনের ঘরে বারের বাবে, যেতে দিওনা যারে তারে,
আসচে যাচ্ছে, যা'চ্ছে তাই ।—মনের দোরে কবাট নাই । ২৬০

“যোগ সঙ্গীত তারাই গায়, সুরটি যাদের লাগে ;
এ শরীর তানপুরা বাক্যেতে শেখ আগে । ২৬১
গুরু দেন যোগকর্ম,
সেইটী গীতার ধর্ম । ২৬২
ব্রহ্ম কর্ম, কর্ম ব্রহ্ম,
কিছু নাই কর্ম বিনা ।
“ব্রহ্মৈব তেন গজব্যং ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা । ২৬৩

দ্বিজাসি তাই ‘জীবে দয়্যাই’ কেন হয়েছ শ্রেষ্ঠ ধর্ম ?
নিজের জীবটাই উদ্ধার করাই, জীবে দয়্যার গুঢ় মর্ম । ২৬৪

“শুক গবে ক্রোধ হলে, জলে ওঠে শুক রজঃ ।
দ্রুত যাবো অগ্নি প’লে, অগ্নি হন চতুর্ভুজ । ২৬৫

ইহ পরজের প্রার্থনায়—‘নিকামের’ অর্থ নয় ।
“নিকাম” অর্থে “মুক্তির আশ—অনাবশ্যক ইচ্ছা নাশ
এই অর্থই মুক্তির দ্বার,—অন্য অর্থ বচন সার । ২৬৬
কর দেহ ? কি আশ্চর্য্য, আহা মল্লি মরি ।
মানুষের কি দেহ থাকে ?—দেহধারী হরি । ২৬৭

'তিন গীতা' 'তিন বন' নিত্য পাঠ নয়,
 এ ভবে নিশ্চয় হবে অঙ্গুর অমর । ২৬৮
 'তিন গীতা' 'তিন বন' নাশে ভবক্ষুধা,—
 দীন দুঃখী পান কর সুধাকর সুধা । ২৬৯
 ধরা যায় না পূর্ণব্রহ্ম—সর্বব্যাপীর সীমা নেই,
 যেদিক চাই সে দিক ক্রম—“সর্বব্যাপী” সহজ এই । ২৭০
 কি আশ্চর্য্য এ জীবন।— কে গারে কে রাখে ?
 থাক বলোই যায় আর যাক বলোই থাকে । ২৭১
 বাবুর দেহ মোটা গোটা— সেটা অতি তুচ্ছ ।
 মনটা নড়ে চড়ে যেন—বরাহের পুচ্ছ । ২৭২
 কতু ছান কতু কাম জোর করে মোর,—
 একই ঘবে বসত কবে সাধু আর চোর । ২৭৩
 বাড়ী যে বৈকুণ্ঠ ধানে, “কলের গাড়ী” কি যেতে পারে ?
 দেখরে ছুটছে ‘কলের গাড়ী’ তিন দিনেই ত গাব বাড়ী । ২৭৪
 চিত্রটি ঝিব হয়ে এল, হোয়াইট ওয়াসটি হয়ে গেল,
 কেউ চিত্রা চিত্র আঁকে, কেউ ধব্ ধব্ সাদাই রাখে । ২৭৫
 পার্থিব সাদাই গাপ— পাপ নাই আর ;
 সারা ব্যাধি—চৌর্য্য আদি উপসর্গ তার । ২৭৬
 একটি খেলোই “একাছার”—একবেলা নয় মানে তার । ২৭৭
 দু তিন বার সখ কিছু, খেয়ে ছাড়বে কতু খেচু ।
 একরকমে সব ফোটে, তিনটা খেলোই ত্রিগুণ ছোটে । ২৭৮
 হাজার খেয়ে সবটি পুড়ে, হাজার বুদ্ধির হাতে পড়ে । ২৭৯
 শাস্তি পাবে, জেমে যাবে চটফটানি-বাই—
 দেখতে পাবে সরি নিত্য, অনিত্য কিছুই নাই । ২৮০

ভেজোবান বর্ধমানী আলোক পালক

ফাটান পাখাণ ভবে. ফুটান কোরক । ২৮১

স্বার্থের কথা যতক্ষণ পাপপুণ্য ততক্ষণ।

স্বার্থসব যুচে এল—পাপপুণ্য মুছে গেল । ২৮২

পুলিস মানের লাশ পাহারা, বড়ই ছঁসিয়ায়,

আমাব জেয়া মৃতদেহ—এ দেহ আগার । ২৮৩

গীতাব শ্লোক ইক্ষুখণ্ড, গিলিলে আশ্বাদ নাই ;

সাধু সঙ্গে ব'সে ব'সে সরসে চিবান চাই । ২৮৪

কীবাগুণ যাবা, তারা দেখে হ'য়ে মুক্ত,

ছড়ান রয়েছে কত বেনা বনে মুক্ত । ২৮৫

মাঝার ফাঁসে ভয়— নইলে ও ত নয় ?

গলায় ফাঁস দিলে দিলে, গের দিও সব টিলে টিলে । ২৮৬

হিন্দু ঘরন কর্তী ভাষা—একটি নিষেই সকল মজা । ২৮৭

ওই দেখ অরুণের রূপ চমৎকার !

ওহাতে মিহিত তব বুঝে উঠা ভার । ২৮৮

আনন্দ আশ্রমে, আটটি দশটি, ছাত্র-মাত্র শিক্ষা হয়,

'গ্রন্থাবলী' আনন্দাশ্রম, 'গীতাই' গীতা-বিদ্যালয় । ২৮৯

অনন্তস্থিরতা, উপর বিমান—ক্রমেই নিয়ে কর্মের তুফান ।

ছটিই যায় যাব পষ্ট দেখা—কপালে নাই আর কষ্ট লেখা । ২৯০

মায়াতে মোহিত আছে সকলে কেমন ?

নরনে লোহিত কাচে অগ্নে যেমন । ২৯১

মায়াটা বড়ই মন্দ— মনেহ কি আছে ?

বিদ্যালয় কি মন্দ নয় বালকের কাছে ? ২৯২

‘মণিপূবের’ অধোদেশে, সদাই মন যার ‘অধম’ সে ?
উর্দ্ধভগ শীর্ষে মন, উৎ-ভগ সে ‘উত্তম’ জন । ২২৩

‘থ’ গানে আকাশ ব্রহ্ম, সুখ দুঃখের বুঝ মর্ম ;
সুন্দর থ ‘সুখ’ সেই, দূরেতে থ ‘দুঃখ’ এই । ২২৪

যাবে যদি নিত্যধাম, রেলের গাড়ি “প্রাণাম” । ২২৫
রেল বিপদ—টাকা ঢালা ; গোগাড়ি নেঙ—অপের মালা । ২২৬

সকল কাজই তাঁর কাজ—মহাগানার পূজা ;
“আমার” “আমার” গুলেই খড়্গ দেখান দশভুজা । ২২৭

আকাশেও জীব যাচ্ছে দেখা, আঙনে যেমন আঙনে পোকা । ২২৮
কবুতে হলে দেশের কার্য—ধরুতে হবে ব্রহ্মচর্য । ২২৯

চন্দন পাষাণে ঘষি ক্ষয় কবে দেহ,
ভক্তের এ কৃষ্ণ সেবা দেখেছ কি কেহ ? ৩০০

ভক্তেরা কি পাবে আর ?—চন্দনের পুরস্কার । ৩০১

ইতি শ্রীউক্তি-মুক্তামালা ১ম ভাগ সম্পূর্ণ।

শ্রীতপোবন সমাপ্ত ।



অশোক বন ।

বাজালীর বঙ্গভাষা বেশ ভূষা হীন,
শ্রীহীনা, বিলাতি দেশে নবীনা ছদ্ম।
বড় আশা মাতৃভাষা—ভাষাকুল দেবী,
দেব নাগরিক রঙ্গে পাদপদ্ম সেবি !
কি অমৃত স্তরে স্তরে সেই রত্নাকরে !
মৃত সঞ্জীবনী সুধা অক্ষরে অক্ষরে !
বঙ্গসর-ইন্দীবর বর্দ্ধমান-প্রভাকর
স্বধর্ম-মাগর-প্রাতঃস্নাত,
রাজাধিবাজের করে অকপট শ্রদ্ধাতরে
অর্পিতাম শ্রমফল যত ।
ধরিদ্রী-ক্ষত্রিয় কুল সুপবিত্র কারী,
অধ্যাত্ম-কমল-বন পরিমল-হারী,
নিরমল সুবীরস্ব সুধীরস্ব ধারী,
শ্রীল শ্রীযুক্ত সদা শ্রীমক-বিহারী,
শ্রীশ্রীবিজয় চাঁদ মহতাব্ শূর
বর্দ্ধমান-অধীশ্বর নৃপ বাহাদুর ।
অভিষেক-কালে তাঁর শুভযোগ জানি,
উপহার দিতে তাঁরে চয়নিয়া আনি,
মেবেজ-মৌলি-মন্দার বিনিমিত্ত ধন,
তাহাতে অমূল্য মালা করিয়া গ্রহন,
রাজগলে পরাইয়া দিল মালাকর,
অধ্যাত্ম-মালাকে যার কুসুম-আঁকর ।



অশোক বন ।

[শোকমাপক কাব্য]

মণিরত্ন-মালা ।

অবার্ণবে ডুবে মরি কহ গুরু কৃপা করি
কি বা করি ? আশ্রয় কোথায় ?
ধর বৎস দূর করি হরি-পাদপদ্ম-ভরী,
আর নাই ভরিতে উপায় । >

বিষম বন্ধন কাহারে বলি ? অমুরাগ মাখা বাসনা গুলি ॥ ২
কহ গুরু হয় মুক্তি কিসে ? হইলে বিরক্তি বিষয় বিধে ॥ ৩
কই সে নরক সংসার-বন্দীর । ওই যে পুরীর ব্যাধির মন্দির ॥
অর্গ সুখ আর কাহারুক কর ? বিষয়-বাসনা বিষের ক্ষর ॥ ৫
হিতকারী কিবা ? কিসে বা মোক্ষ ? শুধু আত্মবোধে সদাই লক্ষ্য ॥

কই ভয়ানক নরক ঘার ? ওই নারী, কাম বিলাস যার ॥ ৭
 শাস্তিসূত্র কিসে পাইবে সব ? অহিংসা কেবল সূত্র তাই ॥
 সূত্রের শয়ন হয়েছে কার ? ধ্যান ধারণায় সমাধি যার ॥ ৮
 জীবন-যামিনী জাগিছে কে ? হিতাহিত-বাতি জ্বলিছে যে ॥
 মহাশত্রু কারা আপন গেছে ? অমিত ইন্দ্রিয় আপন দেহে ॥
 মিত্র কারা ভবে করিবে ভ্রাণ ? বিকৃত ইন্দ্রিয় বাঁচাবে প্রাণ ॥
 যথার্থ দরিদ্র নামটি কার ? বিশাল বিষয় বাসনা যার ॥ ১০
 বড়ই সুন্দর স্ত্রী কে ? সদাই সন্তোষ পেয়েছে যে ॥ ১১
 জীবনে মরণ হয়েছে কার ? উৎসাহ উচ্চ গিয়াছে যার ॥
 কিছুতেই নাই মরণ কার ? ছরাশা, সদাই বুদ্ধি যার ॥ ১২
 কোনটি সংসার-বন্ধন শুধু ? মম মম—এই মমতা মধু ॥ ১৩
 অন্ধ হতে অন্ধ কে বা সে জন ? কামে বিদ্ধ যার নয়ন মন ॥
 জীবন থাকিতে মরণ কার ? সব অপযশ ঘোষিছে যার ॥
 কেবা গুরু ? যিনি হিতোপদেশে । কেবা শিষ্য যার গুরুতে নিষ্ঠা ॥
 মহা বিজ্ঞানম কহি বা কারে ? মাসার পিশাচী বন্ধনা যারে ॥
 কিবা মহাব্যাধি ? সংসার-রোগ । কি ঔষধ তার ? বিচার-যোগ ॥
 ভুগণ হতেও ভুগণ কার ? বিমল চরিত্র ভুগণ যার ॥ ২৩
 সর্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ কই ? শুদ্ধ শাস্ত্র মনটি ওই ॥ ২৪
 সাধুর ঘনিষ্ঠ কিবা ? কামিনী-কাঞ্চন-ভোগ ।
 জীবের বন্ধন কিবা ? রমণী-রঞ্জন-যোগ ॥ ২৫
 সদাই ঐনিবে কিবা মনে করি ঐক্য ?
 অসার সংসার সার গুরু-বেদ-বাক্য ॥ ২৬
 নরকের ঘার কই ? মাসাবিনী-অঙ্গ ।
 কোন সূত্র হয় মানি ? মাসাবিনী-সঙ্গ ॥ ২

মত্তপান করে বলে ? মায়াবিনী যুক্ত ।

বিজ্ঞতম কোন্ জন ? মায়াবিনী-যুক্ত । ২৮

ব্রহ্মপদ লাভ হয় কিবা তার হেতু ?

সংসার-সাগর মাঝে সাধুনঙ্গ-সেতু,—

নিকাম সাম্বিক দান মন্তোষ সকল,

আর পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বিচার কেবল । ২৯

এ সংসারে কারা হন সাধু নামে উক্ত ?

বৌত্তরাগ গতমোহ ভগবদ্ ভুক্ত । ৩০

যথার্থ কার্য্য কি ?—ইষ্ট দেবের ভজন ।

যথার্থ জীবন কিবা ?—পবিত্র জীবন । ৩১

যথার্থ বিত্তা কি ?—যাহে পায় ব্রহ্মধন,

যথার্থ বোধ কি ?—যাহা মুক্তির কারণ । ৩২

যথার্থ লাভ কি ?—যাতে আশ্রয়ানোদয়,

বিশ্বদয় কার ?—যার মনোরাজ্য জয় । ৩৩

বিষম জ্বর কি ? চিন্তা জ্বর । কে মূর্ণ ? বিচারবিহীন নব ॥

শূর হতে শূর জগতে কেবা ? কাম বশীভূত হয় না ঘেবা ।

ধীব শাস্ত প্রাজ্ঞ কাহাকে কহে ? যে নারী-কটাক্ষে মোহিত নহে ।

বিবেক বিষ কি ? বিষয়-রস । সদা হুঃখী কেবা ? বিবস-বশ ।

ধত্র কেবা ?—যার পরহিত-দ্যান ।

পুঙ্গব কেবা ?—যার আশ্রিত্যে জ্ঞান । ৩৮

জ্ঞানীর কি করা উচিত নয় ? যাতে পাপ তাপ সমতা হয় ।

জ্ঞানীর কর্তব্য কি আছে আর ? সদা শাস্ত পাঠ ধর্ম্মাচার ।

কিবা সে অসারসংসার-মূল ? "আমার আমার"—মায়ায় তুল ॥ ৪১

শৃঙ্খল কোথায় ? কামিনী-গাত্র । মহাব্রত কিবা ? দীনতা মাত্র ॥

যরের মধ্যে পণ্ডটা কই ? বিদ্যা-বিহীন লোকটা ওই ॥

থাকিবেনা কার সঙ্গে কই ? মূর্থ পাণী খল নীচের সহ ॥

মুক্তি চাই—কি কর্তব্য সত্তর তখন ?

মাধুসূদন হরিভক্তি মায়া-বিসর্জন । ৪৫

নীচতার মূল কোথা ?—পরমুখ চাওয়া ।

উচ্চতার মূল কোথা ?—স্বাবলম্বী হওয়া । ৪৬

সত্য অন্য কার ?—নাই পুনর্জন্ম যার ।

সত্য মৃত্যু কার ?—যার মৃত্যু নাই আর । ৪৭

যেবা কেবা ? যেবা বলেনা কোথা, যোগ্য কালের যোগ্য কথা ॥

জগতে যথার্থ বধির কেবা ? সত্য হিত কথা শুনেনা যেবা ॥

কাহাকে বিশ্বাস করাই ভুল ? অজিত-ইন্দিয়া কামিনী কুল ॥

এক তত্ত্ব কিবা ?—অদ্বৈত বুদ্ধি । নরে কি উত্তম ?—চরিত্র শুদ্ধি ॥

কোন কর্তে কিছু খোচনা নাই ? পরাংপরের পূজাই তাই ॥

অতি বড় শত্রু আছে ক' অন্য ? কাম ক্রোধ লোভ প্রবধানা ॥

বিষয়ে পূরণ হয় না কার ? কাম ক্রোধ লোভ মিথ্যাচার ॥

কিবা সে নিখিল হৃৎথের মূল ? মম মম—এই মমতা-ভুল ॥

মুখ-শোভা কি বা ?—শাস্ত্র-ভাষা । সত্য কি বা ? জীব-অশিব-নাশ ॥

কি ত্যাগ করিলে বুচিনে দুখ ? মায়া-মোহ-খনি কামিনী-সুখ ॥

দানের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ দান ? ভব-ভয়ে চির অভয় দান ॥

জন্মে করি বাস, কে করে বিনাশ ? আপন মনের মোহ ;

ত্রিজগতে আর, ভয় নাই কার ? মমতা-মুক্ত দেহ ।

শোক-দুঃখ-কারী সুখ শান্তি-হারী, সর্বোপরি দীনা কিবা ?

মূর্থতা আপন, যাতে জীবগণ, দুঃখ পায় নিশি দিবা ।

কে কে মাননীয়, আর পূজনীয়, ভক্তির স্থানীয় কারা ?
 নিজ গুরুজন, সাধু বিপ্রগণ, আর হন বৃদ্ধ যারা ।
 এসেছে বৃত্তান্ত, হতেছে প্রাণান্ত, নিতান্ত আর কি করি ?
 শমন-দমন, শ্রীহরি চরণ, ভাব প্রাণ-মন ভরি ।
 দণ্ড্য কারা খ্যাত ? কুবাসনা যত ; সভাতে মরণ কার ?
 ওই বিজ্ঞানীন, স্নান চির দিন, সভার মরণ তার !
 জননীর মত, জগতে কি খ্যাত ?—আত্মবিজ্ঞা শাস্তিময়ী ।
 দানে বুদ্ধি কি বা, হয় নিশি দিবা ? সুবিজ্ঞা জগৎ-জয়ী ।
 কোথায় কোথায় ভয় সতত করিতে হয় ?
 লোক-অপবাদে আর সংসার-কাননে ।
 এ ভবে বাক্যব কেবা ? বিপদে সহায় য়েবা ।
 পিতা কে ? পালন যিনি করেন যতনে । ৬৫
 কি জানিলে এ সংসারে জানা পেষ একেবারে ?
 ১ স্প্রশান্ত পরব্রহ্ম স্থখের নিধান ।
 বিশেষ জানিলে কায় সর্ববিশ্ব জানা যায় ?
 সর্বময় পূর্ণব্রহ্ম—আমাদের প্রাণ । ৬৬
 সংসারে ছলভ কিবা ?—সাধুসঙ্গ নিশি দিবা,
 সৎগুরু, আত্মবোধ, ত্যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান ;
 কাঙ্ক্ষাকে পারে না কেহ, জয় করিবারে কহ ?
 কামিনী-কামনা যাহা জীব অনুধ্যান । ৬৭
 পশু হতে পশু কেবা ? স্বধর্ম করে না য়েবা,
 সর্বশাস্ত্র পাড়িয়া যে আত্মজ্ঞান হীন ।
 সুধা সম বিষ কই ? কামবদ্ধ নারী ওই,
 বাতে চির মুগ্ধ নর দন্ধ নিশি দিন । ৬৮

কহার রে মিতের জাবে মহানন্দ কারা ভবে ?

সাতা বধনার খনি দারা পুত্র ধন ।

কিবা সিঁচাতে র মত, নাম উজারনে ধাত ?

জগতের ধন জন্ম, জীবন যৌবন । ৬৩

শ্রেষ্ঠ দান কাকে নদে ? সুপাত্রে আস্ত হলে ।

প্রাণান্তে কি করিবে না, ছাড়িবে না আর ?

প্রাণান্তেও কোন জনা অধর্মটি করিবে না,

ছাড়িবে না প্রাণান্তেও ধর্ম আপনার । ৭০

কাহারে বা বলে 'কর্ম' কহ শুক তার মর্ম ?

যাতে চম আদিনাথ জৈবের গ্রীতি ।

কহ শুক সর্বদাই কোথার বিশ্বাস নাই ?

সংসার সমুদ্রে বহন, পদে পদে ভীতি । ৭১

সংসার সমুদ্রে ভাসি জীবকুল দিবানিশি,

কি চিন্তা করিবে শুক—কোন চিন্তা সার ?

অক চিত্ত স্থির করি তার দিবা বিভাবরী

সংসার-মিথ্যাভ, আত্ম তত্ত্ব আপনার । ৭২

পাঠ কি শ্রবণ করি প্রাণোত্তর ভাবধারী,

মনি-রত্ন-মালা নাম গ্রন্থ নিরমল,

বুচিবে অগৎ জন্ম, সৌহরি-কৌতুহল মন

অনিয়া নাচিবে হর্ষে পণ্ডিত সকল । ৭৩

ইতি মনিরত্নমালা সমাপ্ত । ১

কি আছে বাজাধিরাজ, তোমাংরে দিবার মত ?

প্রার্থনা—দীর্ঘায়ু হও, স্বদেশের হিতে রত ।

শ্রাম-অঙ্গ বঙ্গ-হৃদে, বর্দ্ধমান-কোকনদে

নৃত্য কব বর্দ্ধমান তরুণ তপন ।

ধরিত্রী-শাসন ভরে ধর এ “মোহ মুদগবে”

অভিষেক-উপহার করিহু অর্পণ ।

মোহ-মুদগার ।

ছাড় ছাড় ওরে মুঢ়, ধনলাভ-ভৃক্ষা,

নির্জোধ, মানসে কব বিষয়-বিতৃক্ষা ।

সহজে স্বকর্ম-ফলে যাহা উপার্জন,

তাহে কর নিত্য নিজ চিন্ত-বিনোদন । ১

অর্থই অনর্থ-মূল—ভাব মনে নিত্য,

নাই তাতে স্মরণেশ—এই সার সত্য ।

ধনীদেব সন্তানেও হয় ভয়-ক্লেশ,

সর্বত্রই আছে এই মহা উপদেশ । ২

কেবা তব দারা আর কেবা তব পুত্র ?

সংসার মায়ায় চিত্র বড়ই বিচিত্র !

কেবা ভূমি ? কোথা হতে এসেছ হেথায় ?

ভাব নিত্য সেই তব অনিত্য ধরায় । ৩

নিত্য সত্য আশ্রিত্ব ভাব অনিবার,

অস্থায়ী ধনের চিন্তা বুখা কেন আর ?

ଅର୍ଜୁନେ ଅଳ୍ପକ୍ଷ ହାତ ନାବ

হেরি জীর্ণ সের ভার, স্খিভাঙ্গা না করে আর

পরিবার, আপনার ঘরে ! ১০

পদাণ্ডে জল যথা

জীবের জীবন তথা,

টলমল দিনস রজনী,

কণ কাল মনোরঞ্জে,

থাকি শুধু গাধুসঙ্গে,

পাই ভব তরঙ্গে-তরনী । ১১

অনিলে মরণ হর

তখনো নিষ্কৃতি নর,

যেজে হর জননী অঠরে,—

সংসারে এ মহাদোষ,

মানস তরঙ্গের

ভবে আরা হরে কি প্রকারে ? ১২

ওই শ্রেষ্ঠ অষ্টাচল

সপ্ত সমুদ্রের জল

ব্রহ্মা ইন্দ্র সূর্য্য কজ্জল

তুমি আমি এ সংসার

মায়ায় কি-অসার!

এর অলু ছায়া কি কারণ ? ১৩

দেব গৃহে অসহান

তরু-ভালে বাসহান

ভূমি-শয্যা, চন্দ্রবাসাপরে,

ভোগ বাহ্য পরিহার—এ হেন বৈরাগ্য আর

চির সুখীকাহারে না করে ? ১৪

শত্রু-মিত্র পুত্র বরে

সমরে বা সম্মিতরে

যত্নে কেন সমতা বাড়াত ?

সম জানে সম-ভাব

সর্বত্র থাক এতরে

আহা! যদি বিষ্ণুদা চাও ? ১৫

ভোম্মিতে, অর্মিতে ওই

এক বিষ্ণু সর্বত্রই

নিষে নিষে কোর কেন অস্ত?

আপনিই আপনাতে . বিশ্ব দেখ আনন্দেতে,

ছাড় ছাড় ভেদ বুদ্ধি যত ! ১৬ .

ষোড়শ কবিতা ছন্দে . কহিলু পরমানন্দে

শিক্ষার্থীরে রত্ন উপদেশ,

সে অমৃত জ্ঞানোদয় . এতেও যদি না হয়,

আর কিসে হবে রে বিশেষ ! ১৭

ইতি মোহমুদগর সমাপ্ত ।

অষ্টাবক্র মধুচক্র ।

মধুদান ।

শ্রীমদষ্টাবক্রে, নিত্য মধুচক্রে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে শুধু

অমরতা দিতে, এই অবনীতে, প্রকৃষ্ট প্রবোধ-মধু ।

বর্ধমান মাঝে, সাহিত্য-সরোজে, মধুপ রাজেন্দ্র জানি,

অভিষেকে তাঁরে, আশ্বাসন তরে, এ মধু দিলাম আমি ।

অষ্টাবক্র মধুচক্র ।

রাজা জনক প্রিজ্ঞাসা করিলেন—

কহ প্রভু কুপাময়, কি প্রকারে জ্ঞান হয়,

মুক্তিলাভ করিব কেমনে ?

বিষয়ে বৈরাগ্য পাব কেমনে কহ তু প্রভো,

শুরুদেব মিনতি চরণে ।

যদ্বি অষ্টাবক্র কহিলেন,—

বৎস, যদি মুক্তি চাও, বিষয় ছাড়িয়া দেও,
 বিষয় বিষয় পানে চাহিওনা আর,
 ক্ষমা দয়া সরলতা সত্য আর সন্তুষ্টতা,
 অমৃতের তুল্য আমি সেবা কর তার। প্রকরণ ১।১ শ্লোক
 পৃথিবী সনিল আর, নহ কিছু তুমি তার,
 অনল অনিল তুমি নহ কদাচন,
 এ সবার সাক্ষীরূপ একমাএ চিৎস্বরূপ
 পরমাআকেই জান মুক্তিব কারণ। প্র ১২ শ্লোক।
 দেহকে পৃথক ধরি চিত্তেই বিশ্রাম করি
 অবস্থান কর যদি স্থির করি মন,
 এখনি ঘুটিবে শান্তি, এখনি পাইবে শান্তি,
 সুখী হবে, দূরে যাবে এ ভব বন্ধন। ১।৩
 জ্ঞান বর্ণ নাহি তব আশ্রমও অসম্ভব,
 চক্ষুর গোচর তুমি কখনও নও,
 তুমি যে বাননা হীন নিরাকার চিরদিন—
 সংসারের সাক্ষী হয়ে চিরসুখী হও। ১।৪
 সূখ দুঃখ ধর্মাদর্ম,— সকলি মনের কর্ম,
 এ সবার কিছুমাত্র তোমাতে ত নাহি,
 না তুমি কর্মের কর্তা, না তুমি সংসার ভোক্তা।
 সকলের মাঝে মুক্ত নির্লিপ্ত সদাই। ১।৫
 “আমি কর্তা” এই ভ্রম মহা কাল-সর্প সম
 দংশেছে তোমার তার মহৌষধ লও,—

সংসারে সুখের ধাত্রী— “আমি কিছু নহে কর্তা”

এ বিশ্বাস সুখা পানে চিরস্থখী হও । ১১৭

“নিত্যশুদ্ধ বোধ মাত্র আমি যে হই পরম”

এ নিশ্চয়-জ্ঞানানল যবে জ্বলি লও,

অজ্ঞানে আশ্রয় দিয়া অরা মৃত্যু সুড়াইয়া,

রে মানব চিরস্থখী, চিরস্থখী হও । ১১৮

“আমি মুক্ত” অভিমানে মুক্তি আগে জীব-প্রাণে,

‘বন্ধ’ অভিমানে জীব থাকে বন্ধনেই,

যাহার যেমন গতি, তাহার তেমন গতি,—

আমার সংসার যাকে জাব সত্য এই । ১১৯

সাক্ষীরূপে আত্মা বিভূ পূর্ণ—বন্ধ নহে কভু,

এক মাত্র, চিরস্থক্লম, সর্ব জিহ্বাতীত ।

অঙ্গ নিম্প্রহ লাগু, হেন বিভূ হয়ে লাগু,

সংসারে সংসারী সেক, প্রেম উপনীত । ১২০

হে পুত্র সংসারে এসে দেহ-অভিমান-পাশে,

সদা বন্ধ ।—মোহ মুক্ত কেন আর পও ?

“শুদ্ধ বোধ” মাত্র ‘আমি’ ।—এই জ্ঞান-থোকা তুমি,

দেহ-অভিমান কাটি চিরস্থখী হও । ১২১

তোমাতেই বিশ্ব ব্যাপ্ত, তোমাতেই ওতপ্রোত,

তোমাতেই সুনিহিত সমস্ত সংসার,

তুমি যে প্রকৃত নিত্য তুমি যে প্রবৃত্ত সত্য,

ভব-ভীত ক্ষুদ্র চিত্ত হ’ওনারে আর । ১২২

নিরপেক্ষ নির্বিকার হওরে নির্ভর আর

হও সুশীতল-প্রাণ চির শান্তিময়,

রোগ নাই শোক নাই লোভ নাই ক্ষোভ নাই,
 অবাধে অগাধ বুদ্ধি চিদানন্দ ময়। ১১৬
 হায়রে আমি যে নিত্য,— নিত্য যে ত্রিগুণাতীত,
 শুদ্ধ শান্ত সত্যবোধ নিত্য নিরঞ্জন।
 এত কাল বিড়ম্বিত মায়া মোহে বিমোহিত।
 অমানিশা-অন্ধকারে দেখেছি স্বপন। ২১১
 হায়রে শরীর সহ এই মহা বিশ্ব-মোহ
 শ্রান্তি ক্লান্তি জীব-শ্রান্তি করি পরিহার,
 এবে কর্ম-সুকোশলে আত্মযোগ-বুদ্ধিবলে
 দেখি মহাসত্তা—পরমাত্মা আপনার। ২১৩
 তরঙ্গ বদ্বদ্ব আর ফেনরাশি স্তূপাকার
 বারি হ'তে বিনির্গত—বারি ভিন্ন নয়,
 এই বিশ্ব সেই মত আত্মা হ'তে বিনির্গত।
 আত্মা ছাড়ি নাই কিছু—আত্মা বিশ্বময়। ২১৪
 বস্ত্র মাঝে এ ধরায় সূত্র মাঝে আছে তার,
 বুনে গাত্র তন্তুবায় ইচ্ছা অহুসারে,
 এই বিশ্ব সেই মত আত্মসূত্রে বিনির্মিত,
 গঠিছে বিকৃত মন প্রাকৃত আকারে। ২১৫
 ইক্ষুরসে মিষ্ট অতি শর্করায় অবস্থিতি,
 অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত অবিচ্ছেদে রস,
 সেরূপ হইয়া লিপ্ত এ বিশ্ব আমাতে ব্যাপ্ত,
 নিখিল জগতে কিছু আমি ভিন্ন নয়। ২১৬
 অজ্ঞানের কুহেলিকা এ বিশ্ব সংসারে মাথা,
 অজ্ঞানে বিকৃত বিশ্ব আমাতেই ভাসে ;

কিছুকে ব্রহ্মত ধ্যান, স্বজুতে সর্পের জ্ঞান,
 মরীচিকা মাঝে ঘেন সরোবর হাসে । ২১৯
 জলেতে তরঙ্গ ভাসে, জলে যথা মেনে শৈবে,
 স্বর্ণ অলঙ্কার যথা স্বর্ণে পরিণত,—
 আমা হ'তে বিশ্ব হয় আমাতেই হয় লয়,
 মাটিতে মিশায় যথা কুস্ত শত শত । ২২০
 ব্রহ্মা আদি মরিলেও কোটী বিশ্ব বিনাশেও
 যার বিনাশের কভু সম্ভব না হেরি,
 অহো কি কহিব আর !—কভু ধ্বংস নাহি যার,
 এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি । ২২১
 হইয়াও দেহবান্ আমি এক মহাপ্রাণ,
 আত্মরূপে ব্যাপি আছি এ বিশ্ব সংসার ।
 কোথাও ত যাই নাই, কোথা হতে আমি নাই,—
 এ হেন আমাকে আমি করি নমস্কার । ২২২
 আমার বলিতে আর কিছুমাত্র নাই যার,
 অথবা নয়ন মন বচনে যা ধরি,
 বাহা কিছু এ সংসারে সবি যার অধিকারে,
 এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি । ২২৩
 'জানা' বা কি ? জানিব কি ? জানিবে কে বল দেখি ?
 জানাজানি নাহি কিছু ।—অজ্ঞান কারণ
 দেখায় যে জানাজানি, সেটী আমি নাহি জানি,
 বিশ্বরূপে আমি সেথা নিত্য নিরঞ্জন । ২২৪
 এ দেহ ত আমি নয় । আমার কি দেহ ইয় ?
 জীব নহি, শিব হই, চিন্ময় কেবল ।

“জীবনে মমতা মম” এইটী বিষম ভ্রম,—

গলায় দিয়াছি অঁটি কঠিন শৃঙ্খল ! ২১২২

আমার অন্তর হায়, অনন্ত জলধি প্রায়,

চিত্তবায়ু যোগে নিত্য হিল্লোলে হিল্লোলে,

আন্দোলিত করি তারে, উঠিছে সে পারাবারে

এবল বাটিকাবর্ত জগৎ-কল্লোলে ! ২১২৩

জীবন-জলধি-মলে চিত্তবায়ু প্রকোশলে

ক্ষান্ত হ’লে শান্ত হয় অন্তর-সাগর ;

জীব যে বাণিজ্য-কারী, ভাগ্যদোষে আহা মরি,

জগৎ-বাণিজ্য-তরী নিত্যন্ত নশ্বর ! ২১২৪

আমার এ মহার্ণবে উঠিছে ভীষণ রবে

অহো, কি আশ্চর্য্য জীব-তরঙ্গ এবল,

স্বভাবতঃ আসি রঙ্গে পশিছে জলধি অঙ্গে,

উঠিছে খেলিছে, চলি পড়িছে কেবল ! ২১২৫

অবিনাশী নিত্য আত্মা, অদ্বিতীয় পরমাত্মা,

তবে তবে সুধাময়—সত্য জ্ঞানি অতি,

সুধীর, তোমার হেন আর বা হইবে কেন

ধন অন উপার্জনে বৃথা গতি গতি ! ৩১৬

বিশুদ্ধ চৈতন্য মস্তা পরম সুন্দর আত্মা—

জানিয়া শুনিয়া জীব তথাপি কেমন

কাগনার ক্ষিপ্তপ্রায়, কলুষিত করে হাস

কালিয়ার, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রনা-বদন ! ৩১৮

অবৈত জ্ঞানেত্তে মন করিয়াও সংস্থাপন

মোক্ষ অভিলাষী জীব কেমন আবার,

বিহ্বল কামের বশে, করে শেষে অনায়াসে
 অদম্য সে কাম্য ক্রীড়া—আশ্চর্য্য ব্যাপার ! ৩৬
 বিশ্বব্যাপী নিজ আত্মা— দেখিছেন যে মহাত্মা,
 তাঁর কার্য্যাকার্য্যের বা কে করে বিচার ?
 যে ইচ্ছা যখন আসে, করেন তা অনায়াসে,
 নিষেধ করিতে তাঁরে সাধ্য আছে কার ? ৪১৪
 তেজঃ বায়ু ক্রিতি জল, মাঝে বস্তু যে সকল—
 আত্মস্থ স্তম্ভ পর্য্যন্ত, সর্ব্ব বিষয়েতে
 ব্যোম-প্রাণ জ্ঞানী গণ করিতে সমর্থ হন
 গ্রহণ বা বিসর্জন ইচ্ছা অনিচ্ছাতে ! ৪১৫
 অহো দেখিছ না তুমি চিনায় পুরুষ আমি,
 মায়া-ইন্দ্রজালে বিশ্ব রয়েছে ভুলিয়া ।
 কি আছে আমার হেয় ! কি আছে বা উপদেশ !
 অক্সেরাই ধ্বংস করে ভাল মন্দ নিয়া । ৭১৫
 কেবল দুদিন কাল স্বপ্নে দেখ ইন্দ্রজাল—
 প্রবঞ্চক এ সংসার মিথ্যা ভান করে ।
 স্বজন বান্ধব মিত্র ধন ধাত্ত-কৃষিক্ষেত্র,
 স্ত্রীপুত্র সম্পদ মাত্র মুহূর্ত্তের ভরে । ১০১২
 অত্যন্ত বাসনা যেই তবেই বন্ধন সেই,
 বাসনা বিনাশ হলে মোক্ষ তার নাম ।
 আসক্তি ছাড়িলে সত্য অমনি ভুবিলে চিত্ত
 সন্তোষ-সুখার সিন্ধু মাঝে অবিরাম । ১০১৪
 বৃথা অর্থ কামনায় কি ফল ফলিবে হাম ?
 লোক-ধর্ম্মে পুণ্য-কর্ম্মে যুচিবে না শান্তি ।

এ ঘোর সংসারে তাই মনের বিশ্রাম নাই !—

আত্মজ্ঞানে অনন্তের নিত্য স্মৃতিশক্তি ! ১০।৭

কায় মনো বাক্যে আর জন্মে জন্মে কত ব্যয়

দুঃখ-হাহাকার পূর্ণ কর্ণে রবে ভুলি !

হায়রে এখনো তাই ভুগিছ, বিশ্রাম নাই,—

অহো, নিত্য আত্মসুখে দিয়া জলাঞ্জলি ! ১০।৮

“চিন্তাই” দুঃখের হেতু, “নিশ্চিন্তা” সুখের সেতু,

নিশ্চয়—অত্যাধা নয়, দৃঢ় জানি নও,

তাই হ’য়ে চিন্তাহীন, ক্ষান্ত হও চিরদিন,

শান্ত হয়ে প্রাপ্ত জীব চিরসুখী হও । ১১।৫

দেহে হল কত ক্লেশ বাক্যে তর্ক নাহি শেষ,

মনে চিন্তা অবশেষ—ক্লেশে তমু ক্ষয় !

পরে আত্ম জ্ঞান পেয়ে, এবে দেখে আছি হয়ে,

নিশ্চিন্ত নির্যল শুদ্ধ চিরানন্দ ময় ! ১২।১

আশ্রম বা অনাশ্রম সকলি মনের ভ্রম ;

এটি চাই, সেটি নাই, ওটি ছেড়ে বাঁচ—

এ সব বলনা মাত্র ! পেয়ে আত্মজ্ঞান সূত্র

চিদানন্দে চির স্থির ধীর হয়ে আছি । ১২।৫

কায় ক্লেশে কভু কোভ, কভু বা জিহবার লোভ,

কভু হয় মনোদুঃখ—কহিতে সরম !

এ সকল পরিহারি পরম পুরুষে ধরি,

রয়েছি পরম সুখে—সুখের চরম । ১৩।২

কার বা বিষয় ধুন ? কার মিত্র শত্রুগণ ?

কিবা শাস্ত, কি বিজ্ঞান ? কিছই না চাই !

ওকি কথা কহ তুমি ?— নিষ্কাম নিস্পৃহ আমি,
 আমার বলিতে আর কিছুই ত নাই । ১৪১২
 করিয়া ঈশ্বর ধ্যান, ভক্তি পরমাত্ম জ্ঞান,
 পরম পুরুষে জ্ঞানি অশেষ বিশেষ,—
 কিবা বন্ধ কিবা মোক্ষ, নৈরাশ্রেণেও নাহি লক্ষ্য,
 মুক্তির তরেও নাই ভাবনার লেশ । ১৪১৩
 অন্তরে বাসনা শূন্য, হইয়া হয়েছি'ধন্য,
 সচ্ছন্দে পরমানন্দে বাহিরে বিহার,—
 এ ভাবে এ ভবে আসা, এ হেন বিচিত্র দশা
 যার হয় সেই জানে !—অপূর্ব ব্যাপার ! ১৪১৪
 যথা তথা অনায়াসে, যে সে এক উপদেশে
 যথার্থ কৃতার্থ হন, সাত্বিক স্মরণ ;
 সমস্ত পৃথিবী নিয়া, আজীবন জিজ্ঞাসিয়া,
 সন্নিধি বিমুক্ত তবু সর্বহীন মন । ১৪১৫
 এ দেখ কল্যাণ থাক, অথবা আজই থাক,
 থাক—যাকৃ ক্ষতি বুঝি তাতে কি তোমার ?
 অজর অমর নিত্য তুমি যে চিন্ময় সত্য !—
 লাভালাভ ক্ষতি বুঝি হবে বল কার ? ১৪১৬
 এক মাত্র সে চৈতন্য ব্রহ্মরূপে পরিপূর্ণ—
 তাই ছিল, তাই আছে, থাকিবেও তাই ।
 কৃতার্থ হইয়া তুমি স্মৃতে দেখ ব্রহ্মভূমি,—
 কি আনন্দ ! তোমার ত বন্ধ মোক্ষ নাই । ১৪১৮
 মোক্ষ পাব বলি যার মনে অস্তিমান সার—
 রয়েছে দেহের প্রতি মমতাও বেশ ।

কোথায় বা তার জ্ঞান ? কোথায় বা যোগ ধ্যান ?

কেবল সে হুঃখ ভাগী,—দুর্গতির শেষ ! ১৬।১০

স্বপ্না বিমুগ্ধ মহেশ্বর সাক্ষাতে দিলেও বর—

বসি বসি করিলেও শত উপদেশ,

না গেলে বাসনা ভ্রান্তি কতু যুচিবেনা শ্রান্তি,

কখনো পাবেনা স্বাস্থ্য—সুখশান্তি লেশ ! ১৬।১১

বিশ্ব ধ্বংস হয়ে থাক্, যা আছে যা তাই থাক্,—

বিনাশে বাসনা নাই, ঘেব নাই তবে,

যা আছে তাতেই দৃষ্ট,— ধেরে প'রে পরিতৃষ্ট,

সচ্ছন্দে থাকেন সূখে, ধন্ত সাধু সবে । ১৭।৭

স্বপ্নীর রূপরাশি, অথবা সাক্ষাতি আঁস

মূর্তিমান্ মৃত্যু যদি সম্মুখে দাঁড়ায়,

বিহ্বল করিতে নারে— টলাইতে নাহি পারে

সদা স্তব্ধ ব্রহ্মে যুক্ত, মোহমুক্ত তাঁয় । ১৭।১৪

সূখে হুঃখে সম স্বধী, নরনারী সম দেখি

বিপদে সম্পদে স্তব্ধ ধীর সর্বদাই,

যা কিছু অগৎ-দৃষ্টি সকলে সমান দৃষ্টি,

উত্তমে অধমে তাঁর ভিন্ন ভাব নাই । ১৭।১৫

মায়া শূন্য চির দিন বিষয়ে বাসনা হীন,

দারা সূতে নাই আর মেহের বন্ধন ।

পরীর-চিন্তা ও নাই আশাশূন্য সর্বদাই,—

কিবা শোভা পান সাধু বিশ্ব বিমোহন ! ১৮।৮৪

কিবা ধর্ম অর্থ কাম ? কিবা সে মোক্ষের নাম ?

দৈত ও অদৈত জ্ঞান ছাড়ি নিশি দিবা,

আগুন মাহাত্ম্য জানি স্বপদো আছি যে আমি,
এ হেন আমার আর বৈতাদৈত্ৰ কিবা ? ১৯১২
কি হবে ত্রিবর্গ কথায় ? যোগা কথা বলা বৃথা !
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেবা আর চায় ?
আত্মায় বিশ্রাম যার এ হেন আমার আর
কি হবে রে বৃথা জ্ঞান বিজ্ঞান কথায় ? ১৯১৮
মায়ী বা কি ? কি সংসার ? ত্রীতি বা বিরতি কার ?
লভিয়াছি চিরশান্তি—“অনন্ত কেবল” ।
জীব বা কি ? ব্রহ্ম বা কি ? সকলি সমান দেখি,
দ্বন্দ্বহীন হয়ে আমি সর্বদা নির্মল । ২০।১১
কিবা শাস্ত্র কিবা শিষ্টা, কিবা গুরু কিবা দীক্ষা ?
কারে বলে মোক্ষ মুক্তি জীব-জগতের ?—
আমার উপাধি যত, সকলি সমাধি-গত,
পূর্ণানন্দে পূর্ণশান্তি শিব-স্বরূপের । ২০।১৩
ইতি—শ্রীঅষ্টাবক্র-সারসংগ্রহ ।

শ্রীহস্তামলক ।

শ্রীহস্তামলক যোগী ছিলেন, পরে এক পবিত্র ত্রাশ্রমের আশ্রমে
জন্ম গ্রহণ করেন ; কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কথা বলিতে
পারিতেন না । শঙ্করাচার্য্য ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, শিশুর
নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন । শিশু যে পরিচয় করিলেন, তাহাই
এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে । আমি যখন সংসারপ্রাণে মায়ী-
পঙ্কে মগ্ন পড়িয়া হাবুডুবু খাই, ও “আহি মধুসূদন” “আহি

মধুসূদন" করি, তখন এক দিনে শ্রীহস্তামলক হস্তে পড়িলেন ।
উহা পাঠ করিয়া, মেঘের মধ্যে বিছাৎ যেমন দীপ্তি পায়,
সেইরূপ আমার মায়া-মেঘাচ্ছন্ন চিদাকাশে একটী মহাস্বতির বিছাৎ
প্রজলিত হইল,—তখনই দেখিলাম যে, সেই হস্তামলক শিশুই
"আমি" ! এখন ইচ্ছা এই যে—

থাক্ থাক্ এ বিছাৎ	দিবস যামিনী
চিদাকাশে হসে থাক	স্থিব সৌদামিনী ।
ঋষি-হস্তে মহাবস্তু	'হস্ত-আমলক'
কার হস্তে দিব আমি	এ ক্ষুদ্র পুস্তক ?
ধর্ম অর্থ কাম ফল	ত্রিফল-শ্রেষ্ঠ যে ফল,
কুড়ায় যা তপোবনে তপস্বী-বালক,	
বর্দ্ধমান দিবাকর—	বরাভয়-প্রদ কর
ধরন এ সুধাকর 'হস্ত-আমলক' ।	

রাজ্যাভিষেক—উপহার ।

রাজেন্দ্র-কিবীট জানি	"চন্দ্রচূড়-চুড়া" আনি,
'তপোবন' মাঝে আমি দিহু রাজশিরে,	
শ্রাম-অঙ্গ বঙ্গ-হৃদে,	বর্দ্ধমান-কোকনদে,
রাজ সিংহাসন পাতি, বসাইহু ধীরে ।	
দিলাগ "মোহ-মুগ্ধরে"	রাজদণ্ড রাজ-করে,
শাসিতে, নাসিতে ভব-ত্রিতাপের জালা,	
কৌস্তভ-মণির ভাতি	বৈশ্বয়ন্তী হার গাঁথি,
দোলাইহু রাজগলে "মণিবস্ত্র-মালা" ।	
কি দিবে আশ্রয় দীন	রাজ্যাভিষেকের দিন
রাজাধিরাজের করে, নিবারিতে ক্ষুধা ?	

খুঁজি খুঁজি তপোবন, এনেছি অমূল্য ধন,
 অষ্টাবক্র-মধুচক্র সুধাকর-সুধা।
 কুবের ভাণ্ডারে যাই, মনোমত ধন নাই।
 ‘তপোবনে’ বনফল সম্বল আমার।
 ‘হস্ত-আমলক’-ছলে ভবপার-সুসম্বলে
 করতলে ‘মোক্ষফল’ দিলাম রাজ্যার।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, লাভালাভে নাই লক্ষ্য,—
 লক্ষপতি-পক্ষ রাখা উপলক্ষ্য শুধু,
 নিত্য পবা প্রকৃতিরে হেরি ভাসি প্রেম নীরে,
 ত্রিভুবন বৃন্দাবন—মধু মধু মধু।

নমস্কার।

‘দ্বিতীয়’ জানিয়া যারে ‘দ্বৈতবাদী’ পূজা করে,
 ‘একমেব অদ্বিতীয়’ বলে পুনরায়,
 দ্বিতীয় কি অদ্বিতীয়, ক্রমশঃ পরীক্ষণীয়,
 হয়েছেন নির্বিকাবে যে জন ধরায়;
 দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ নিজ নিজ বিসংবাদ
 গীমাংসা করিল যার পরশি চরণ,
 দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বয়— ছই সত্য সম্বয়
 নিত্য হয় লাগি যার করুণা-কিরণ;
 থাকিয়া ‘দ্বিতীয়’ নামে ‘অদ্বিতীয়’ পরিণামে
 হন যিনি—তত্ত্ব মন্ত্র পুরাণেতে কহে,

দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ মধো যিনি নির্বিবাদ,
 'দ্বিতীয়ও নহে কিংবা অদ্বিতীয় নহে ;
 ক্ষান্ত হ'লে প্রাণ অপান, দ্বৈতাদ্বৈত সপ্রমাণ
 সমাধিতে সমাধান হ'য়ে থাকে যার,—
 অদ্বৈত-অলিখি অঙ্গে, জীবন-বায়ুর সঙ্গে,
 দ্বৈত-তরঙ্গের বঙ্গে, করি নমস্কার ।

শ্রীহস্তামলক ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কে তুমি কহত শিশু, কাহার সন্তান ?
 কিবা নাম ? কোথা ধাম ? কোথার প্রস্থান ?
 স্পষ্ট উত্তরে কর সন্তুষ্ট আমায়,
 বাড়িছে বড়ই প্রীতি নিরখি তোমায় । ১

শ্রীহস্তামলক-শিশু কহিলেন,—

আমিত মমুষ্য নহি, কহি সত্য কথা ;
 যক্ষ রক্ষ নহি আমি, নহি ত দেবতা ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ত না হই,
 গৃহস্থও নহি আমি, বনস্থও নই !
 ভিখারী কি ব্রহ্মচারী ভাবিও না তুমি,
 নিত্য সত্য অনুরূপ—“আত্মবোধ” আমি । ২
 সংসার কার্য্যোতে সূর্য্য কারণ যেমন,
 মন-প্রবৃত্তির যিনি সেকপ কারণ,

সামাধি পাইল যাতে উপাধি সকল
 গগনের ছায়, যিনি চেতনা কেবল,
 আহা সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি নিত্য-বর্তমান
 জ্ঞানরূপী আত্মা আমি—পূর্ণ মহাপ্রাণ । ৩
 আশুনে উষ্ণতা প্রায় জ্ঞান থাকে যাতে,
 অদ্বিতীয় অবিচল সর্ব অবস্থাতে,
 যার পদাশ্রয়ে জড় ইন্দ্রিয় সকল
 সতত নিরত থাকে স্বকার্যে কেবল,
 আমি সেই সত্য বুদ্ধি শুদ্ধ জ্ঞানরাশি,
 “নিত্য উপলব্ধি” রূপ আত্মা অবিনাশী । ৪
 দর্পণে বদন-ছায়া স্পষ্ট দৃষ্ট হয়,
 বদন ও ছায়া দুটি ভিন্ন বস্তু নয় ।
 পড়িলে আত্মার ছায়া বুদ্ধির উপর,
 সেই ছায়া জীব নামে খ্যাত চরাচর ।
 জীব যা তা ছায়া মাত্র—জীব আমি নয়,
 আমি সেই নিত্য সত্য আত্মা জ্ঞানময় । ৫
 যেমন দর্পণ গেলে মুখ ছায়া যায়,
 মুখ ভিন্ন আর কিছু না থাকে তথায়,
 সেই রূপ মরে গেলে বুদ্ধির দর্পণ,
 জীব-রূপী প্রতিবিম্ব করে পলায়ন ।
 যে জন আত্মা হীন থাকেন কেবল,
 আমি সে ‘কেবল-জ্ঞান’ আত্মা নিরমল । ৬
 মন চক্ষু আদি হতে বিমুক্ত যে জন,
 কিন্তু যে মনের মন, নেত্রের নয়ন,

চক্ষু কণ নাসা চর্ম মনোধর্ম আর
 বহু সাধনেও তবু নাহি পায় যার,
 আমি সেই শুদ্ধ বুদ্ধি—অমুখি কেবল,
 নিত্য উপলব্ধি রূপ সত্য সুবিমল । ৭
 এক মাত্র যে চৈতন্য শুদ্ধ চিদাকাশে আসি,
 উঠিছেন যথা কালে অপনা আপনি ভাসি,
 নানা জলে সূর্য্যছায়া বিভিন্ন যেমন হয়,
 নানা বুদ্ধি যোগে যিনি সেক্রপ ভিন্নতা ময়,
 আমি সেই মহাতত্ত্ব—নিত্য সত্য জ্ঞানরাশি,
 একমাত্র মহাসত্তা—পরমাত্মা অবিনাশী । ৮
 যেমন একটি মাত্র সূর্য্য হন সমুদিত,
 করেন অনেক নেত্র এক কালে প্রকাশিত,
 ক্রমে নহে—সর্ব্ব নেত্র একেবারে পরকাশ,
 সেক্রপ হইয়া যিনি এক মাত্র স্বপ্রকাশ,
 করেন অনেক বুদ্ধি প্রস্ফুটিত নিরন্তর,
 আমি সে সূক্ষ্মর সত্তা পরমাত্মা পরাৎপর । ৯
 আদিত্য আলোক পেয়ে আঁধির আলোক হয়,
 তাইতে নয়ন-জ্যোতিঃ যেমন ভুলোক ময়,
 সেই রূপ হৃদে পেয়ে মহা জ্যোতিঃ সদা যার,
 প্রকাশেন মহাসূর্য্য জগজ্জ্যোতিঃ আপনার,
 আমি সে, সূর্য্যের সূর্য্য মিহির-তিমির হারী,
 নিত্য সত্য আত্মজ্ঞান—আদিত্য-প্রকাশকারী । ১০
 নানা জলাশয় জলে,—চঞ্চল বা স্থিরতায়,
 সবিতৃ মণ্ডল ছায়া নানা রূপ দেখা যায়,

সেই রূপ ছায়া রূপে একরূপী যেই জন,
বিবিধ বুদ্ধিতে পড়ি বিবিধ প্রকার হন,
আমি সেই এক মাত্র প্রাণ-স্থত্র বর্তমান,
চির সত্য আত্মবোধ—অবিরোধ মহাপ্রাণ । ১১

ঢাকিলে জলদ-জাল জগতের দৃষ্টি-পথ,
মৃত্ত সবে ভাবে ভবে আবৃত আদিত্য-রথ !
অজ্ঞ নরে জ্ঞান করে প্রভাকরে প্রভাহীন,
সেই রূপ নিত্য মুক্ত হয়ে যিনি চির দিন
দেখান বন্ধের শ্রায়, মলিন বুদ্ধিতে আসি,
আমি সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি—আত্মবোধ অবিনাশী । ১২

অণুতে অণুতে যিনি জন্মবিক্র এ সংসারে,
এক মাত্র, ধীর গাত্র পরশিতে কেহ নারে,
সর্বদাই সর্বব্যাপী বিজ্ঞান সমান যিনি,
প্রশুদ্ধ প্রকাশ মাত্র,—আর কেহ নহে তিনি,
আমিই সে শুদ্ধবুদ্ধি—উপলব্ধি নিরমল,
নিত্য আত্মজ্ঞান রূপ শতদলে শতদল । ১৩

শুশ্রূষ স্বভাব-স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মল মনি
ভিন্ন-বস্ত্র ছায়া লাগি ভিন্ন বর্ণ ধরে জানি,
মলিন বুদ্ধির ছায়া লাগিয়া তোমার গায়,
শুশ্রূষ স্ফটিক-অঙ্গ মলিন করেছে হায় ।
ভূতলে চঞ্চল জলে, চন্দ্র যান গড়াগড়ি ।—
গড়াগড়ি যাও, বিষণ্ণ, বুদ্ধির চাকলো পড়ি । ১৪

শ্রীহস্তামলক সম্পূর্ণ ।

ইতি অশোক-বন সমাপ্ত ।



শ্রী

নিত্য স্বন্দাবন ।

[প্রকৃতির নিত্যলীলা]

প্রথম জ্যোতিঃ ।

উক্তি-মুক্তামালা, দ্বিতীয় ভাগ, প্রেম-তত্ত্ব ।

কৃষ্ণ তব নররূপী সাকার বিগ্রহ,
পূজি নাই কোন দিন করিয়া আগ্রহ !
নিরাকার ভাবিয়াছি বুঝি নাই সব,—
মানবের মাঝে এসে সেজেছ মানব !
নিত্য সত্য মূর্তি তব ভাবি নাই কভু,
বেদান্তে দেখেছি মাত্র নির্লিকার বিভূ !
অমূর্তির মাঝে মূর্তি—ভুলেছিলাম আমি,
আমার সে বালকত্ব ক্ষমা কর তুমি !

অরূপের রূপ রাশি—তুলনা কি দিব,
“মধুরং মধুরং বপুঃস্ব বিভোঃ ।” ১

সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্রেশে পায়,
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায় । ২ (গীতা)

কেহ ব্রহ্ম-ভাবে রন নিষ্কিয়ার নিরঞ্জন,—
সে ভাবের পরে উচ্চ ভাব নাই আর ;
কেহ বা প্রকৃতি মনে পর ব্রহ্ম মগ্নিগনে,
উভয়েতে থাকি করে নিষ্কাম সংসার ।
এ ভবে কুবুদ্ধি যারা “এক ব্রহ্মে” ভাবে তারা,—
জ্ঞানেনা অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিন্ত্য এ ভবে ;
“জীব” যদি নাহি রয়, “এক ব্রহ্ম” তবে হয়,
কিছুতে হবার নয় “কিছু” যদি রবে । (অষ্টাবক্র) ৩

পদের লালিত্যে আর ভাবের সাগরে,
গঠিত বিচিত্র পদে নানা অলঙ্কারে,—
এ হেন গ্রন্থেও যদি না থাকে কেবল
কৃষ্ণলীলা-সুপ্রসঙ্গ ভুবন-মঙ্গল,
সেই গ্রন্থ “কাকতীর্থ” কহে সব সাধু,
প্রাণ হীন দেহ যথা কাক-ভোগ্য শুধু ।
ইতরে আশ্বাদে সেই গ্রন্থ—মৃত দেহ,
ব্রহ্মোত্তে রমণ-শীল পরশে না কেহ । ৪
(ব্যাসের প্রতি নারদ বাক্য)

মাধুদের পাঠা সেই কাব্য মনোরম,
অতি অল্প কথা যার, ভাব সর্বোত্তম । ৫

ব্রহ্ম জ্যোতিঃ হ'তেই কি কৃষ্ণ মূর্তি হ'ল ?
তৈলাধার পাত্র কি সে পাত্রাধার তৈল !
জ্ঞান ভক্তি কেউ না হয়—যখন যার যা উপাদেয় ॥ ৬

দেওয়ান কহেন এক বন্ধুবরে হেরি,—
আমিই ত রাজা দেখ রাজ কৰ্ম করি ।
শুনিয়া অমনি ভূত্যা কহে ডাকি প্রজা,—
রাজ্যত আমারি হাতে—আমিই ত রাজা ।
সো'হং সো'হং বলি হইল প্রচার,
জলন্ত অনলে ঘুত পড়িল রাজ্যার !
কঠোর শাসনে মোজা করিল সকল,—
ইতরে সো'হং-বাদে শাসন কেবল । ৭

ব্রহ্মচর্যের ভয়ে মরি—ব্রহ্মচর্যের বিচার করি ।
এ ব্রহ্মজ্ঞান কেমন ধারা ?—ন্যাংটা হয়ে গমনা পরা । ৮

সুন্দর সহজ ভক্তি আগে ছিল ভাই,
ঘুরে ফিরে শান্ত হয়ে ফিরে দেখি তাই
নারদ ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান করি সমাধান,
ঘুরে ঘুরে গান ফিরে হরি গুণ গান ! ৯

ভব রঙ্গালয়ে এসে সেজেছ মানব বেশে,
 “অহং ব্রহ্ম” ব’ল নাহে নবীন ভাবুক,
 হনু সেজে বল্যে কভু “হনু নই মুই হরিবাবু”
 আড়ালে ম্যানেজার বাবু মারবে চাবুক ! ১০

প্রেমেতে শোভিত বৃক্ষ ফলে ও ফুলে,
 বেদান্ত মেরেছে ভায় শিকড় তুলে ! ১১

নাটির ছোণেতে সিদ্ধি একলব্যোতেই—
 প্রতিমায় ব্রহ্ম সিদ্ধি পূর্ণ সিদ্ধি সেই ।
 বালকের সোজা কথা—“এক ব্রহ্ম” ধ্যান ।
 আরো সোজা বড় মজা—“অহং ব্রহ্ম” জ্ঞান ! ১২

মুক্তি অর্থে এ পার্শ্বিৎ স্বার্থের বিনাশ,—
 ক্রমে ভক্তি, শেষে প্রেমে শ্রীরাস বিলাস ! ১৩

জীবমুক্ত হয়ে জীব স্মৃঙ্গদেহ নয়,
 ওই “দেবলোক” লক্ষ্য, ‘গোক্ষ’ এখন নয় ! ১৪

একটি প্রদীপ তার গৃহময় জ্যোতি ।
 একটি সূর্যের কিবা জগন্ময় জ্যোতিঃ ।
 একটু অগ্নির স্মৃতি—বিশ্বদাহী ধর্ম ।
 কৃষ্ণ মূর্তির জ্যোতিঃ মাত্র বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম ! ১৫

অন্দবে রাজেন্দ্র ঠিক কুমুম-কোমল,—
 সদরে সংহার-মূর্তি, প্রতাপ প্রবল ।
 দুটি সত্য ছুটি তাই ঈশ্বরের ধ্যান,—
 অস্তরে মধুর কৃষ্ণ, বাইরে ব্রহ্মজ্ঞান ! ১৬

সূর্য্য রশ্মি শুদ্ধ শ্বেত—মধ্যে নানা বর্ণ খেলা !
 ব্রহ্মজ্ঞানে নাহি ভেদ—মধ্যে আগে কৃষ্ণ-লীলা ! ১৭

যুধি জাতি বেল মালতি, কমল কুমুদ চন্দ্র তারা—
 নিশায় উষায় উথলে উঠে, রূপের সাগর পাগলপারা । ১৮

ইন্দ্রিয়ের নহে নাশ—যোগে হয় স্বপ্রকাশ ॥
 সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুভব—রাধাকৃষ্ণ লীলা সব ॥ ১৯

সংসার স্বপন নয়—দেখা'ও না ভয়,
 ভব রঙ্গালয়ে মোরা করি অভিনয় ! ২০

মাটির ঠাকুরে কেন না নোয়াবে ঘাড় ?
 গুরুও ত খড় বাঁশ—রক্ত মাংস হাড় !
 আত্মা প্রতিষ্ঠিত দেখ রক্ত মাংস হাড়ে,
 প্রাণ প্রতিষ্ঠিত দেখ প্রতিমার খড়ে ! ২১

বাবু হ'য়ে অন্য ল'য়ে, টাকা-টাকাতেই প্রাণটা গত,—
 বেশী হলে বুদ্ধকালে তবু হরির নামটা হত ! ২২

তুইদিকে নাই স্মৃতির সীমা, ধন্য আমার ভবে আসা,
অন্তরে অমৃত-দৃষ্টি, বাইরে জীবে ভালবাসা। ২৩

তীর পক্ষে মূর্তি ধরা অসম্ভব নয়,—
যাঁর বক্ষে কোটি মূর্তি মুহূর্তে উদয়। ২৪

কত শত ভক্ত আছে হবি প্রেম মাথা,—
যেমন মন, তেমনি জীবন, তেমনি পাবে দেখা। ২৫

হরিভক্ত, ভক্তের হরি,—একের নাশে আরের নাশ,
এদিক মারলে ও দিক মরে, বাঁশের ঝাড় আর ঝাড়ের বাঁশ। ২৬

নারীর যৌবন প্রভা জানে না নারী !
যে গড়ে যৌবন-প্রভা সে প্রভা তা'রি। ২৭

কে সধবা কে বিধবা, তোমায় কি আর বল'ব বা ?
সধবা যার কৃষ্ণপতি, আর সকলেই বিধবা। ২৮

ক্ষুধাপেলে মাতৃস্তনে দৃষ্টি পড়ে যার,
সংসারের রাঙ্গা কাটি চোখে না সে আর। ২৯

হরিপাদ পদা মধু আশ্রয় না পেলে,
কেবল কুচিস্থা আসে নির্জনেতে গেলে। ৩০

মাটির ঠাকুরই ব্রহ্ম খাঁটি—আলোব অভাবে ব্রহ্ম মাটি ।

ঈশ্বর বিনা জগৎ কেমন ? লবণ বিনা বাঞ্জন যেমন । ৩১

ফুল ফুটেছে ঘাসে,—সেও যে দেখি হাঁসে !

মায়ার বান্ধ বান্ধি—আমিই শুধু কাঁদি ? ৩২

মরিলে অমৃত কোলে তুলে নেবে কে ?

ক্ষণিলে অমৃত দেবে মাতৃশুনে যে ॥ ৩৩

সংসার স্বর্গীয়োদ্যানে ফুলের বাহার নানা,

দেখেই জীবন সফল কর, হাত দেওয়া তায় মানা,

দেখ ভিন্ন ছু'ওনা ওরে আবোধ ছেলে,

সংসারের ফুল দেখাই ভাল, ছুলেই যাবে জেলে । ৩৪

অড়েতে ইন্দ্রিয়ভোগ—হৃদ উথলে পড়ে,

অজড়ে ইন্দ্রিয় যোগ—ক্ষীরটি নাহি নড়ে ।

ইন্দ্রিয় নিধন অড়ের মনে ;—অগ্নান যৌবন বৃন্দাবনে ॥ ৩৫

ধর্ম ধর্ম ক'রে কেন, পারি না কর্ম্মতে আর, হৃদয় বান্ধিতে ?

“ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে, বাড়ায় মাত্র অঁধার, পথিকে ধাঁধিতে ।” ৩৬

কি সুখে এ মায়ী মোহ—শোক তাপে থাকি ?

কাদা খুঁচে সুখ পার কাদাখোঁচা পাখী !

ময়লার কাজ পেল মেথবেরা সুখী । ৩৭

ছি ছি, পারলে না, পাণ্ডব সখা, নিতে ত তুমি,
এই, কুরুক্ষেত্রে, চিত্ত আমার—“সুচাগ্র ভূমি !” ৩৮

ভাল থাক প্রাণকৃষ্ণ, তোমার তৈলেই আমার আলো,
তুমি থাকলেই আমি থাকি, তোমার ভালই আমার ভাল । ৩৯

জমে যায় বাষ্প হয়—উভয়ই জল,
সাকার কি নিরাকার—ব্রহ্মই কেবল । ৪০

প্রাণায়ামে তারি হুঃখ—রোগ প্রবলতা,
যার হয় শুক্রক্ষয়—নাযু দুর্বলতা ।

প্রাণায়াম গব্যস্থত—সবলের জ্ঞান,
দুর্বলের নাম জপ—দগ্ধস্থত জ্ঞান । ৪১

আমার পাপের রাশি—হাজার টাকার খড়ের গাদা,
দালানের ভিতর কলোম বোঝাই, কেউ পারেনি দিতে বাধা ।
কৃষ্ণভক্তির একটু বিন্দু, দেশলাইয়ের একটি কাঁটা,
আমার, আকাশ পাতাল খড়ের রাশি, এক মুহূর্তে কলো মাটি !

নিগুণ পরম ব্রহ্ম—চিনি গুনি শুধু,
রাধাকৃষ্ণ শুড়-চিনি—মধু মধু মধু ! ৪৩

কৃষ্ণলীলায় ব্রহ্ম ঢাকা, যোগমায়ার সে আবরণ ।
এ মায়ী নয়, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ, বজ্রিন কাচের আচ্ছাদন ! ৪৪

ব্রহ্মেতে বিরাম মোর—লীলায় পুনঃ আনাগনা,
উপরে নিদ্রার ঘর, তারই নিচেয় বৈঠকখানা ।
আছে আছে আর নেই—জীবশুক্তের দশা এই । ৪৫

এ সংসার ব্যভিচার—মন যোগাতে থাক,
শ্রীপতি মিনতি পদে সতী ক'রে রাখ । ৪৬

দিতে ভালবাসা—প্রেম বিলাতে আসা ।
কৃষ্ণ ভক্তের কাছে—হৃষ্টেজ্ঞা কি আছে ? ৪৭
সব দিয়ে দাও, কিছু নিওনা—প্রাণ থাকতে শুক্র দিও না । ৪৮

চিন্ময় চৈতন্য হরি—নামটিই তাঁর দেহ,
নাম বস্তু ভিন্ন নয়—তবু বুঝে না কেহ ।
অহং ধন্য আহামরি ! হরি বল্যেই ছুলাম হরি । ৪৯

সফলে বিফলে নানা প্রতিফল পেয়ে মন,
কৃষ্ণ পাদপদ্মে করে কর্মফল সমর্পণ । ৫০

আসিনি করিতে ভোগ শ্রী-পুত্রের মধু,
গোবিন্দের পদপ্রান্তে লয়ে যেতে শুধু । ৫১

ওই ঈশ্বরের কাছে,—পিতা-মাতা কত গেছে,
আকাশে দেবতা আছে—কেন দেখা যায় না ?

এ ব্রহ্মাণ্ড-অণ্ডে থেক,—ছটার দিন ধৈর্য্য রেখ,
চোখ ফুটলেই বেরিয়ে দেখ—আকাশ নয় সে আয়না । ৫২

ধন জন সুখ সুবি—সত্যত সুমতি,
বৈচে থেকে কৃষ্ণ সেবা—সে বড় দুর্লভ । ৫৩

আমিষে গুরুত্ব মোর নাই, শুভ্রমেঘ সম আমি ভেসেই বেড়াই ।
সংসার গুরুত্ব যত হেসেই উড়াই । ৫৪

আমার হরি মারবে তুমি,— সে যে আমার মোক্ষ ।
আমার মত কুমী কীটে প'ড়বে তোমার লক্ষ্য ? ৫৫

ব্যাদির ঔষধ আছে গিপাসার জল,
মরণে অমৃত আছে—দুর্কলের বল ।
ঈশ্বর যখন আছেন ধ'রে,—প্রত্যেক পতন উত্থান তরে ৫৬

নিত্য যে সুখ বৃন্দাবনে—অনিত্য তাই ত্রিভুবনে ।
কৃষ্ণ প্রেমের লহরী শুধু—“মম মম” এই মমতা মধু ।
সংসার সুখের বিন্দু—শ্রীকৃষ্ণ সুখের সিন্ধু । ৫৭

কিবা সে বন্ধন, যার মুক্তিতেই দুখ ?
কৃষ্ণ প্রেমের বন্ধন সে মুক্তি চেয়ে সুখ । ৫৮

ভেব না যে গোয়ালিনী জ্ঞানহীনা গোপীগণ,—
জেনে রেখ শুদ্ধ ব্রহ্ম-ভেজের উপর বৃন্দাবন । ৫৯

অভাগ্য জীবের অহো—হরি-বিরহ অহোরহঃ ।
কারে বা বিরহ কহ ?—মিলনের পর হয় বিরহ ।
ছিল কি মিলন কোন স্থানে ?—নইলে কেন পড়বে মনে ?

যত জালা ঘটে শুধু কৃষ্ণ অদর্শনে ।
কৃষ্ণ-বিরহের “হঃখ” ভেবে স্মৃথ মনে । ৬১

এই কি সে “গোপীভাব” ? ভাবি নিশি দিন,—
ঠিক অগতের “কাম”—জড়ত্ব-বিহীন ।
“কাম”ত জড়ত্ব নয়—জড়ে মিশলেই মরণ হয় । ৬২

যুক্তি হতে ভক্তি হয়—লীলানন্দে শেষ,
প্রেম ভক্তির প্রেম শেষে নাই ভক্তির লেশ,
সেই প্রেমের পারে গিয়া—গোপীভাব সে “পরকীয়া” ।

বয়স হ’লে ফুরিয়ে যায়,—খুটি নাটি খেলা,
ভক্তি হ’লে যুক্তি-কারণ তেজনি যায় ফেলা । ৬৪

ভক্তিরস ব্যঞ্জনটি,—ব্রহ্ম-জ্ঞানটি চুন,
প্রেমটি সাঁচি-পানের খিল, জ্ঞানটি তাতে চূর্ণ । ৬৫

ভক্তির ব্যঞ্জন নিত্য,—নিত্য ক্রমে রাধা,—
প্রেমভক্তি খাঁটি যা,—তা ব্রহ্মজ্ঞানে বাধা । ৬৬

প্রেম বুঝবে কেবা ? প্রেমের অর্থ সেবা ।
পূজা ছেড়ে সেবা—কর্ত্তে পারে কেবা ? ৬৭

কি জলে যমুনা-জলে, জলে কি অনল জলে ?
না হেরিলে প্রাণ জলে নিরধিলে স্মৃতিতলে ।
ভরজের সঙ্গে সঙ্গে, ত্রিভঙ্গ বন্ধিম সঙ্গে,
নাচিছে যেন কে সঙ্গে, অপাঙ্গে গতি চঞ্চল । ৬৮

চিন্ময় ভাবের হয় কত গাঢ় মূর্ত্তি ?
তান্মান্ দেখেছিল রাগিণীর মূর্ত্তি । ৬৯

‘মিথ্যা বলা দোষ’—পড়েছি আগে, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগে ।
সে সব মিথ্যা উপদেশ— নাইক তাতে সত্যের লেশ ॥
তরবারি তায় বলবে না— শত চোটেও যার কাটবে না ॥

ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞানশক্তি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমভক্তি,
মিশালেই হয় মেশানিনি, সঙ্গুগুণের শেবাশেবি । ৭০

নিরাকারে ডুবে পুনঃ অমিচ্ছার ইচ্ছা আসে,
অরূপ সাগরে রূপ আবার আপনি ভাসে । ৭১

ধরা যায় না পূর্ণ ব্রহ্ম,—সর্বব্যাপীর সাগা নেই,
যেদিক চাই সে দিক কৃষ্ণ, “সর্বব্যাপীর” সহজ এই ।

অষ্টাদশে অনুচর অন্তর যেমন
হা ছতশে করে ঘেন করে আবাহন,—
আত্মায় যৌবন যবে জৈষৎ প্রকাশ,
কোথা কৃষ্ণ ব’লে নর ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস । ৭৪

এ সব মূর্তি কেবল নামে— মূর্তি চিদানন্দ ধামে ॥
সে সব মূর্তির রূপের ছটা— দেখলে মানুষ বাঁচবে কটা ?
দেখলে রে সে রূপের কণা— যোগেশ্বরের জ্ঞান থাকে না ॥
অরূপের রূপ ঘরে ঘরে— যেমন ঘর তার তেমন ধরে ॥৭৫

কাম ক্রোধে মরুচি পুড়ে— মায়া ময়লার আস্তা কুঁড়ে ॥
কিসে হরি কর্ব তুট ?— আমার গায় যে কাম-কুষ্ঠ ।

এস না এস না হরি চুপে চুপে কই,—
জাতিতে গ্যাথ্রাণী আমি,—আহিরিনী নই ! ৭৭

অন্তরে বাহার দেখি চিন্ময় প্রকাশ,
বাহিরেও দেখি মাত্র তাহারি আভাস । ৭৮

এক ফলে কালে কালে না না রং ধরে,
কাঁচা ফলে মিথ্যা বলে নরাধম নরে ! ৭৯

প্রাণসহ শুক্রক্ষয়—দুঃচরিত্র তাকেই কয় ।

আদৌ শুক্র ক্ষয় না হয়—‘আদিরস’ সে মোঘের নয় । ৮০

বোম্বে বৃন্দাবন আগে দেখ যোগে ব’সে,

মাটিতে যে বৃন্দাবন, দেখতে পাবে শেষে ।

“চিন্ময়” হলে শ্রীছত্ৰুত—‘মুম্ময়’ তার অন্তর্গত । ৮১

যে চিনেছে ফুলের মালা, জলে ফেলে সে স্বর্ণহার,—

রূপরূপে নয়ন দিলে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অন্ধকার ! ৮২

ভাগবত গ্রন্থ আর ভগবদ্গীতা,

এ দুয়ের মধ্যে নাই বিন্দু-বিরোধিতা ৮৩

যোগে যাগে আগে হয়—বাসনা বিজয়,

ভববন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয় । ৮৪

বাঙ্গালীর ধর্ম “প্রেম” তুল্য যার নাই,

জগতে প্রেমের গুরু গৌরাঙ্গ-নিতাই । ৮৫

ব্রহ্মে কি সম্ভবে বর্ণ,—গৌর কিংবা কৃষ্ণ শ্বেত ?

“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ, ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ ।”

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণে সেবিবে যখন,

অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা তখন ।

ইন্দ্ৰিয় অক্ষুর গুণ পূর্ণতা না পেলে,
নিত্য সত্য ধন সব কোথা যাব ফেলে ? ৮৭

শরীরের সুখ “কাম” চিদানন্দ “প্রেম”
গিল্টিসোণা আর যেন অবিমিশ্র হেম । ৮৮

দিবানিশি বসি বসি বিকাশিছে গৃহবাগী
খল খল হাসি রাশি—সুখের সংসার !
ও সৌন্দর্য্য প্রাণভরা ভালবাসে বসুন্ধরা,—
না জানিলে নিত্য রসে শেষে হাহাকার ! ৮৯

জুন্টি এখন যথা তথা, কৃষ্ণ খুঁটের পুরাণ কথা ।
বল্‌চেন অনেক আধুনিক, সত্য দেশের দার্শনিক,
নরের পূর্ণতা আর কিছু নয়—নারীর নিঃসার্থ প্রেমের ছন্দ

খুঁটানের ‘সয়তান’ শুনোছিলে যা,
‘জগন্নাথ’ মেকরার হাতুড়ির বা ।
জগৎ-সৌন্দর্য্যরূপ অলঙ্কার থানি,
নাহি পাবে নাহি দিলে হাতুড়ির বানি ।
পাপ সয়তান আনে দুঃখই কেবল,
এ জগতে রেখে যায় অনন্ত মঙ্গল ! ৯১

কি মিষ্ট করুণ রস !—অভিনয়ে দুঃখ চাই,
সংসারে দুঃখই মিষ্ট—দুঃখেব মত সুখ নাই !
দুঃখের ছবি সবাই গড়—আমীরী চাইতে ফকিরী বড় ।

যেমন ময়ূর-পুচ্ছ নাচে মেঘ-পাশে,
সাধুর অন্তর অচ্ছ ছুঁথ দেখে হাসে । ৯৩

নারীর আশ্রয় নরের কেমন ? তথা আশ্রয় কীটের যেমন !
'কামীরা' আপনা ভুলে—নারীকে 'কামিনী' বলে ॥
বহু দোষে নয় নারী দোষী—পুরুষের দোষ দশগুণ বেশি !
নারী যে জননী তারে দোষী কর কিসে ?
নিত্য দেখ না যে নিজ চিত্ত ভরা বিষে ? ৯৪

জ্ঞান-মুক্তি প্রেম-ভক্তি একই তার মূল ।
একই গাছে শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ-কেলি ফুল । ৯৫

সংসারেই দেখা যায় অমৃতের নদী,
পবিত্র প্রেমের উৎস না শুকায় যদি !
অনন্ত-যৌবন কৃষ্ণ প্রেম-সিন্ধু তিনি,
অনন্ত-যৌবনা মোরা প্রেম-তরঙ্গিনী !
চিরস্থির নেত্রে দেখ ভবসিন্ধু পারে
“স্থির যৌবনেরে” আর “স্থির-যৌবনারে” । ৯৬

'জ্ঞান' অর্থে গীতার বচন—‘দারা পুত্রে আসক্তি বর্জন’ ॥
তত্ত্বজ্ঞানে ঠিক ওই—‘ব্যবহারে’ পারি কই ?
তত্ত্বজ্ঞানে যে অর্থ করে, কোশলে আন তা ব্যবহারে—
এসেছি ভুঞ্জিতে নহে, স্ত্রী-পুত্র সকল,
গোবিন্দের পদ-প্রান্তে লইতে কেবল । ৯৭

চুরি করা পাপ নয়—মহা পাপ শুক্র-ক্ষয় ॥
 কৃষ্ণের নাম 'মদন' কেন ? "শুক্র ধাতুঃ ভবেৎ প্রাণঃ" ॥
 'রসো বৈ সঃ' রসই তিনি—শুক্র ধাতুই রসের থনি ॥
 শুক্র রক্ষাই সাক্ষাৎ মদন—শুক্র পাতই মদন নিধন ॥
 শুক্র ক্ষয়ই মদন ভবে—'মদন-মোহন' কৃষ্ণ ভবে ॥
 'নবীন মদন' বৃন্দাবনে—উর্দ্ধরেতা সব সেখানে ॥ ৯৮

আনন্দে কামিনী-ফুল নিরঞ্জন সাধু ;
 তোলে পাড়ে ছেড়ে খোঁড়ে বালবুন্ধি শুধু ॥ ৯৯

মুচ্কি হাসি, যায় রূপসি, ও ত আমার পড়সী !
 ওই ত 'ফরবিডন্ টী' ওরি ভিতর বড়সী ! ১০০

যে নব যৌবনে ব্রজে অমরতা সুপ্রকাশ,
 সে নব যৌবনে এ যে জড়ে গাঁথা সর্বনাশ ॥ ১০১

নির্লিপ্ত নির্জ্ঞান ব্রজে থেকেও সুযোগ ক্রমে,
 খাই শুই হাসি কান্দি যেমন আবার,
 সেরূপ সুযোগ বশে ডোবে ব্রজলীলা রসে,
 থেকে থেকে নির্বিকল্প অন্তর আমার ! ১০২

কৃষ্ণপ্রেম পর্শে কাঁপি দুটি হাত বুড়ি,
 ভানুর চুম্বনে যেন কমলের কুঁড়ি । ১০৩

ধন্তরে জীবন, এ চির যৌবন, কৃষ্ণাশ্রমে রগ, উদ্দীপন,
বিন্দুতে অমর, হয়রে পামর, সিকুতে আমার, সস্তরণ !

দেহমন প্রাণ মাঝে দেখি যবে কি বিরাজে,
স্তরে স্তরে অমৃতের নিরাখ বিভাগ,
নাচি হয় পুরাতন, নিতা নব বৃন্দাবন,
নিতা নব যৌবনের নব অনুরাগ । ১০৫

কব কি, ভবে কি, বুঝবে কেহ ? কতই আনন্দে ছাড়ব দেহ ?
জগতের লোক বুঝবে কটা ? মরণ নয়ত বিয়ের ঘট।
বৃন্দাবন ধাম । রাধাকৃষ্ণ নাম ॥ নবযৌবন যাগ । নব অনুরাগ ॥ ১০৬

পর। প্রকৃতির মাঠে ঘাটে । রগের চোটে দাড়িম ফাটে ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে পড়লে ভাটা—শ্রমে জোয়ারে দাড়িম-ফাটা । ১০৭

নৃত্যগীতই, কর্ম মোদের, ভাবনা চিন্তা, জানিনা,
“নবযৌবন” ধর্ম মোদের, ‘বৃদ্ধ’ হওয়া, মানিনা । ১০৮

কৃষ্ণমেবা, করবে বলে, উপকরণ সব, নিতে এল,
মাছের শুধু কাটা পেয়ে ‘বাঘের মাসি,’ ভুলে রল । ১০৯

নর নয়, সব পালে পালে—সিংহ পড়েছে ব্যাধের জালে । ১১০
জগৎ সঙ্গীতময়, ইজিত কেবল—
নাচ গাঁও সবে, হবে জনম সফল । ১১১

দেহ-নাশে কৃষ্ণপাশে চিবশাস্তি নিবমল—
যতই কাটিচে দিন বাড়চে ভরসা বল ! ১১২

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা, জীব তে সন্তবেনা,
বৃন্দাবনে শুধু সেই ব্রজাঙ্গনা জানে ;
গোপীদের কি যে ধর্ম—পৃথিবী না জানে মর্ম,
ফুরিয়েছে কর্মাকর্ম ধর্মাদর্ম নাই সেখানে । ১১৩

নব অম্বাগ-মধু নিত্যই সমান শুধু,—
তাই নহে চিয়ার সে নিত্যধামে বিজ্ঞমান ।
নিত্যই বাড়িছে রস—সে নব-নবায়মান । ১১৪

ছঃখ নাই, এ সংসার—দেবতাদের থিয়েটার ।
ব'সে থাকলে দেখবে আবার—নিভৃত নিকুঞ্জ “ফেরারি বাণ্ডয়ার” ॥
আমাব পাঁচ শেষ, চুল্টি ঘুমে—যাচ্চ আমি ‘গ্রীণ’রমে ॥
তোমরা কর থিয়েটার—দেবদেবী সব নগঙ্কার ॥ ১১৫

দ্বিতীয় জ্যোতিঃ ।

যোগের ক্রিয়ার কালে, ঈশ্বর দেখিতে পাই ;
সমাধি ত্রিগুণাতীত—সেখানে ঈশ্বর নাই ।
নিগুণ-সমাধি-ভঙ্গে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে থেলা,—
জীবমুক্ত যোগী দেখে নির্ভয়ে সাকার লীলা ।

নিরাকারে ডুবি'উঠে "অনিচ্ছার ইচ্ছা" আসে,
অরূপ সাগরে রূপ আবার আপনি ভাসে ।—
তখনই দেখে জীব, নিত্য শুদ্ধ গুণ ধরি,
নাচেন কদম্বমূলে লীলা-রসময় করি !

প্রকৃতি পুরুষ দুটি	পূর্ণ রসে উঠে দুটি,
দুই অর্ধ এক হয়ে	নিগুণ সমাধি হবে ;
নিগুণ সমাধি শেষে	আবার বিভিন্ন দুটি,
“নব দম্পতির ভাব”	ভাবুক দেখিছে ভবে ।

ତୃତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଃ ।

'সৎ' যাহা নিত্য সত্য,
 'চিত্ত' সে চেতনা তত্ত্ব,
 'আনন্দ' সে নিত্য গুণ—স্থখের পাথার,
এই-তিন একত্রেতে সৎ-চিত্ত-আনন্দেতে
গঠিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি, নহে নিরাকার ।
চিনায় শ্রীঅঙ্গে তাই রক্ত মাংস অস্তি নাই,
 কিন্তু অবনিতে আসি যোগ মায়া ধরি,
শ্রীনন্দ-নন্দন হয়ে সখী সখা সঙ্গে লয়ে,
 দর্পন দিলেন হরি, অভিনয় করি !
অনন্ত সৃষ্টির গাবো সচ্ছিত্ত আনন্দ-মাঙ্গ
 বিরাজেন কোটী বিশ্ব সৃষ্টির কারণ ;
চৈতন্য-রূপিণী আর “আহলাদিনী শক্তি” তার
 পরমা প্রকৃতি রাধা দিলা দরশন ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-সার, মায়া-শক্তি আছে তার,
 জগৎ-সংসার তাঁর ক্ষণস্থায়ী খেলা ;
 আলো আচ্ছাদন করি, অন্ধকারে লুকাচুরী !
 চিদানন্দ বৃন্দাবনে চিরস্থায়ী লীলা !
 একটি রয়েছে আর জীব-শক্তি নাম তার,
 এই জীব-প্রকৃতিই করি আরাধনা,
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ধরি, অমৃত সঞ্চয় করি,
 রাধা কৃষ্ণ সেবা করে হয়ে কৃষ্ণ প্রাণা !
 জীব প্রকৃতিই ক্ষীণা, সে প্রকৃতি অসম্পূর্ণা,
 কর্ম-বশে অনায়াসে ভুলে কৃষ্ণধন ;
 কর্ম চক্রে ঘুরে ফিরে কাল পূর্ণ হ'লে পরে,
 অঙ্গে লাগে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সমীরণ !
 জীবে আছে চিৎভাব, জড় দেহে চিৎ-অভাব,
 জীবের হইলে জড়ে মমতা উদয়,
 “মায়ার বন্ধন” সেই, কাল পূর্ণ হইলেই
 জড়ে তুচ্ছ করি চিৎ-জ্ঞান স্বচ্ছ হয় ।
 চিদানন্দ-কৃষ্ণ ধনে সহসাই পড়ে মনে,
 ব্যাকুলতা গাঢ় হ'লে বলে অনুরাগ,
 “প্রিয়ভগ্নে আকর্ষণ” তাঁর নাম “প্রেমধন” ,
 চতুর্দর্শ ফলাতীত “পঞ্চম বিভাগ ।”
 এ পঞ্চম পুরুষার্থ লভি ভক্ত চরিতার্থ !
 “অজরা অমরা মুক্তি” ছায়া মাত্র তার,
 “জীব” চিদানন্দ-অংশ, জড়মায়া করি ধ্বংস,
 নিঃশেষে প্রবেশে প্রেম-রাজ্য আপনার !

চতুর্থ জ্যোতিঃ ।

বাহিরের খোলা খানি, 'বিশ্ব' বলি তারে জানি.
 বাহ্যভাব শুড় মাত্র, সতত সমল !
 মহাশক্তি তার মাঝে, চিন্ময়ী প্রকৃতি সাজে,
 বিশ্বের সর্বস্ব আর উপাশ্রু কেবল !
 বিশ্বের অন্তরে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি,
 তাঁহারি অন্তর মাত্র চিদানন্দ-স্থান ;
 শুধু নেই সং জানি পরিতুষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী,
 আমরা প্রকৃতি মানি, জগতের প্রাণ ।
 সং স্বরূপের সনে পরমা প্রকৃতি ধনে
 একাসনে হেরি করি চরণ সেবন
 ব্রহ্মতে স্মৃষ্টি পাই, কচিং যুঝাই তাই,
 পরা প্রকৃতিতে সদা করি জাগরণ ।

পঞ্চম জ্যোতিঃ ।

বাহিরে রয়েছে বিশ্ব তার মাঝে অপ্রকাশ্য
 অদৃশ্য অরূপ-রূপ প্রকৃতি তোমার,
 ঐশ্বর্য্য যেতেছে দেখা কোথাও ঐশ্বর্য্য ঢাকা,
 কেবল মাধুর্য্য মাঝা, অমিয় ভাণ্ডার ।
 অস্তিত্ব পুরুষ সনে বসি রাজ সিংহাসনে,
 বিশ্ব-প্রাণে সংগোপনে ঢালিতেছ সুধা,
 বাহ্যনেত্রে ধাঁধা লাগে, দেখিতে না পায় আগে,
 অন্তর্চক্ষু নাশে শেষে অন্তরের সুধা ।

ষষ্ঠ-জ্যোতিঃ ।

অনন্তের পানে সখি নিরখিয়া দেখ রে,
 পরব্যোম হ'তে,
 কোন্ শক্তি আছে বাকি, আসিতে ধরায় রে,
 চেতনার পথে ?

যত মহা শক্তি দোলে প্রকৃতির পদ-তলে,

মানবের মনোরাজ্যে কি না তার এসেছে ?

পরা প্রকৃতির কাছে অভাবে পূরণ আছে,

মানব অভাব সখি, যত কিছু রয়েছে !

ব্যাধির ঔষধ আছে, পিপাসার জল,

মরণে অমৃত আছে, দুর্জলের বল !

পরা প্রকৃতির সখি অস্তরেতে দেখি রে,

প্রাণ ছুটে যায়,

ইচ্ছা কবে ছুটে গিরে, সবে মিলি পড়ি রে,

তঁার রাণা পায় ।

সুগম পথে হের হের, নয়ন সার্থক কর,

বিশ্বের অস্তরে ওই অস্তর বাসিনী,

আগাদের প্রতি তাঁর সীমা নাই করুণার,

পরমা প্রকৃতি সেই পরব্রহ্ম-ঘরণী ।

অনল অনিল আর, চন্দ্রমা তপন

সেবিতোছে তাঁর দেব-দুর্গভ চরণ !

অগতের জীব যত জরা মৃত্যু দেখে রে

দুর্জগত! হেতু,

দেখে না অস্তরে তার জ্ঞানে প্রেমে গাঁথা রে

অমৃতের সেতু !

অস্থি গাংসে আরজিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে সমাপিনা

মেহ মন আত্মা দিয়া নিরমিয়া মানবে,

তাঁর যত গুণ কর্ণ, তৃণ হতে পরব্রহ্ম,

নর-করতলে দেন স্তরে স্তরে নীরবে ।

যখন মানব-মন মুকুল কেবল,
কে জানে ফুটিবে পঙ্কে ব্রহ্ম-নিলোৎপল !
কত যে সয়েছি মখি, রোগ শোক তাপ রে,
 কহিব কেমনে ?

অস্থি গুলি পুড়ে গেছে শুক কাঠ সম রে
বিষম আগুনে !

এ অন্তরে পশি গুরু দেখিলা সাহারা মরু !
কল্লতরু লতা-বীজ তাই আনি হৃদিনে,
রোপিয়া ঢালিলা বারি— অপার করুণা-বারি,
মরুভূমে বুন্দাবন সাজাইলা হৃদিনে ।
ধন্য গুরু ! যে রোপিল, মরু ছিল যথা,
কুম্ব-কল্লতরু আর রাধা-কল্পলতা ।

सुखं ज्योतिः ।

প্রকৃতির বক্ষে লয়ে,	অচ্ছিন্ন অভেদ্য হয়ে,
পরবোমে পূর্ণব্রহ্ম,	সর্বব্যাপী হয়েছ !
যে জন দেখিতে নারে,	সহজে দেখাতে তারে,
চিন্ময়ী প্রকৃতি সনে,	দ্বিধা হয়ে রয়েছ !
চিদানন্দময়ী সতী	বামে লয়ে, বিশ্বপতি,
মানব-প্রকৃতি সনে	মিলাইয়া প্রকৃতি,
ভক্তেরে দিয়াছ দেখা,	দ্বিভাগ হয়েছ একা,
ত্রিগুণে ত্রিভঙ্গ-বাক্য	পূর্ণব্রহ্মে আকৃতি !

যে জন দেখিতে নারে,	সহজে দেখাতে তারে
নর-নারায়ণকপে	ধরাধামে এসেছ !
জন্মান্তর হইয়াছি আমি,	দেখি না কোথায় তুমি,
তাহ আজ অন্তর্যামী	বুকে চেপে বসেছ !
অমূর্তির মাঝে মূর্তি,	নিশ্চুণে গুণের ক্ষুধা,
নভঃ বারি বরফ বা	বাস্প লয় যেমতি,
দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ,	ছুই ভাই নিকির্বাদ,
সাকার ও নিবাকারে	গলাগলি তেমতি !
ক্ষণস্থায়ী রঙ্গভূমি	কিছু না জানিয়া আমি,
এ সংসার-শৈশবে	রাগাকাষ্ঠী চুষেছি ;
পেয়েছে যথার্থ ক্ষুধা,	দাও তব প্রেম সুধা,
সংসারের চুষিকাঠী	ছুড়ে ফেলে দিয়েছি !

অষ্টম জ্যোতিঃ ।

তমোনিশি অবসান,	পর্য প্রকৃতির স্থান
পরম পুরুষ স্পর্শে	ধীরে ধীরে জাগিল,
অংশরূপা সত্ত্বজ্যোতিঃ—	বিভাবতী উষা সতী
প্রকৃতি-পুরুষ পাশে	প্রেমভিক্ষা মাগিল ।
চৈতন্য পুরুষে ধরি	প্রগাঢ় চুম্বন করি,
পর্য প্রকৃতির কপ	পরবোমে ছুটিল !
"প্রকাশ" "প্রকাশ" মাত্র !	জড় জগতের গাত্র
স্বর্গীয় জ্যোতির স্পর্শে	শিচরিয়া উঠিল !
ক্ষিতিকুল সলিলেতে,	ভেজঃ বোম অনিলেতে,

কোণে পশিল যত অচেতনে চেতনা,
অঙ্গড়ে অড়েতে খেলা সুখ দুঃখ নিত্যলীলা,
কুটে উঠে প্রেম সুখ কভু প্রেম-যাতনা !

হাসে রাবি নভঃস্থলে নালিনী নাচিছে জলে,
বিবাদে মুদিত অঁখি কুমুদিনী কাঁদছে !
কুটিল কুমুদ কাল মোরভে ছুটিল অঁগ,
পর্য প্রকৃতির পদে প্রেমযোগ সাধিছে ।

আদিত্য আকাশে আসি নালিনীরে কহে হাসি,
মো পশ্মিনি, মুখশর্মা হোর তব হবষে,
সব দুঃখ যায় দূরে অঁগ উঠে ধীরে ধীরে,
পর্য প্রকৃতির মুখ সহসা এ মানসে !

শ্রীবিষ্ম চৈতন্যমানে ; শ্রীবিষ্ম-প্রকৃতি ধনে,
পরন্যাস-সিংহাসনে বসাইয়ে যতনে,
বিষ্ম প্রকৃতির সখি, অন্তবেতে দেখি দেখি,
আমরা যে কত সুখা প্রকাশিতা কেমনে !

চৈতন্যেবে বক্ষে ধবি পর্য প্রকৃতি স্মরণী
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব-সৃষ্টি এক সূত্রে গাঁথিয়া,
যোগে আছে নিমগন, শুদ্ধ প্রেম বিতরণ,
তুমি আমি সেবি তাঁরে সেই প্রেমে মাতিয়া ।

কমলে সাহাবা বদে মহা দুঃখ ক্ষিতিলে,
সেই অর্বাচীন দলে হেরি তুমি ভুলনা !
শুনিলে সকলে হাসে— মানবেরা ভাগবাসে
সুখ দুঃখ—পাপপুণ্য মল্লীচিকা ছলনা !

প্রকৃতি পুরুষে আহা নিত্যলীলা হয় যাহা,

জগতে কে দেখে তাহা ?	তুমি যদি দেখিতে,
আমার বিবহে তবে,	মুদিত না হ'তে ভবে,
পরা প্রকৃতিব সূখে	চিরানন্দে ভাসিতে !
পশু পক্ষী ছীব কুল	তকলতা ফল ফুল,
জড় হ'তে জড়াতীত	ধরি নানা আকৃতি,
নাচে পবম্পবে ধরি,	দেখে যোগ-মেত্র ভবি,
পবম পুঙ্খ মনে	নাচে পবা প্রকৃতি !

নবম জ্যোতিঃ ।

সদা ভাসি প্রেম নীরে,	হেরি পরা প্রকৃতিবে,
নিগুণ চৈতন্যে ধরে	চিদানন্দে ভাসা'ন
করিল চিন্ময় সৃষ্টি,	তাহে দিয়া যোগ-দৃষ্টি,
সত্ত্বগুণা সখীদলে	খল্ খল্ হাসা'ন !
প্রকৃতই ভালবাসি,	প্রকৃতি সুন্দরী আমি
একো দিল রূপরাশি,	হেরি আঁখি জুড়া'ন !
অগ্নান-যৌবনা সতী	স্থির যৌবনেব জ্যোতিঃ,
প্রদানি সচ্চিদানন্দে	পাশে তার দাঁড়াল ।
এক অর্ক কেহ মানে,	অন্য অর্ক নাহি জানে,
অন্ধভাগ আদর্শনে	পূর্ণ দেখি কেমনে !
অর্ক পাশে অর্কাগ্নিনী,	নাচেন সহধর্মিণী,
অংশরূপা সত্ত্বগুণা	শত সখী বেষ্টিনে !
প্রত্যেক প্রকৃতি-সখী	অন্তরে চৈতন্যে দেখি,

আনন্দে অধীর হ'ল স্বপ্নে কি মরতে !
 পরম পুরুষ মনে প্রকৃতির সম্মিলনে,
 নাচে কোটি গ্রহতারা কোটি সৌর জগতে !

দশম জ্যোতিঃ ।

পাতরতা সতী, প্রকৃতির গতি, পুরুষেতে থাকে মিশিয়া,
 পুরুষ প্রকৃতি, এক মতি গতি, অভিন্ন স্বপ্নে বাসিয়া ।
 বাহিরে বিরহ, রহে অহরহঃ ; বুঝাতে অগতে, ধরে ছই দেহ,
 ভূমণ্ডল বিধা, না করিলে কহ, কে দেখে সে চিত্র, আসিয়া ?
 সত্য পতি মিলে, শরীর মিলে, অমূল্য ভাল, বাসিয়া ।

কামনা-বিহীন, নিমিত্ত-নবীন, ত্রিগুণেরে যদি দেখিত,
 তবে কি বেদাণ্ড, ত্রিগুণের অন্ত, সব গর্ভস্থান্ত, করিত ?
 নিষ্কর্মা রাধ'সে, নিষ্কর্মা পুরুষে, কতই বাখানে, ভক্তে গুনি হাসে
 ভাবে যে মানসে, নিগুণ পুরুষে, প্রকৃতিরে যদি, জানিত,
 রাজরাজেশ্বরী, দরশন করি, নিত্যা প্রকৃতিরে পূজিত ।

সতীর সতীভে, পুরুষ অন্তিত, মিশিয়া গিয়াছে, সমূলে ।
 ত্রিগুণের ধনে, বিকার "নিগুণে", ঋণসাক্ষী মোরা, সকলে ।
 ভাগ্যে সে প্রকৃতি, বক্ষ দিল ডাকি, নিগুণে বাঁচিল, বক্ষস্থলে থাকি,
 নাস্তিকেরা নাকি, কহে সব ফাকি, প্রকৃতিতে থাকি অগত্যা,
 নিমক হারাম, ত'রা অবিরাম, প্রকৃতিরে কহে অনিত্যা !

অসৎ পুরুষ, তার কি পৌরুষ ? অসতের খ্যাতি, হবে কি ?
 হয়ে নিরুপায়, প্রকৃতির পায়, বিজীত না হয়ে, হবে কি ?
 নিগুণ পুরুষ, কোথা তার বাড়ী, থাক দেখি পরা প্রকৃতিরে ছাড়ি,

নিজের নির্বাণে, নিজে রবে পড়ি, কেবা যাবে তারে, গুঁজিতে
নিজে গুণ হীন, ত্রিগুণার ধন, চির দিন যাবে, শোধিতে !
না না, থাক বঁধু সুখে, প্রকৃতির বৃকে, পাদপদ্মে তার, নমিও,
যা আসিল সুখে, বলিলু তোমাকে, দাসী বোলে তুমি, ধ্যামিও ।
শুদ্ধ অনুরাগে, করেছি এ রোষ, ক্ষম প্রিয়তম, এ দাসীর দোষ,
পর্য প্রকৃতিরে, জানিও নির্দোষ, চন্দ্রমুখ তার চুমিও,
“যুগল গিলন” পূর্ণতা কেমন ! প্রাণাধিক ধন তুমিও !

একাদশ জ্যোতিঃ । (গীত—বেহাগ)

দেখ সখি আজ, রজনী কেমন ।

প্রকৃতি পুরুষ, সুন্দর সুন্দরী, পরস্পরে ধরি করে আলিঙ্গন ।

প্রিয় সনে প্রিয়া, দেখিতে মেরূপ, প্রকৃতি পুরুষ, রয়েছে মেরূপ,

প্রেম যোগে ওই, দেখ বিশ্বরূপ, বিশ্বপ্রেমে কিবা, স্বপ্নের মগন ।

নবদম্পতির, প্রেমে গড়া কায়া, প্রকৃতির আর, পুরুষেরি ছায়া,
জীবে জীবে প্রেম, অনিত্য সে মায়া ; প্রকৃতি পুরুষে নিত্য সত্যধন ।

চিন্ময় পুরুষে, হেরিতে হেরিতে, নিত্য কৃষ্ণধনে, পায়রে দেখিতে,

নিত্য রাধারূপ, দেখে প্রকৃতিতে, ফটোগ্রাফ নিতে, জানে যেই জন ।

চিন্ময় পুরুষ প্রকৃতির প্রেম, নিত্য সত্য চির, নির্যাত হেম,

মানবের মায়া, চিন্ময়েরি ছায়া, চিন্ময়েই আছে, চুম্ব আলিঙ্গন ।

মুখে মুখে মুখে, বৃকে বৃকে বৃকে, স্প্রকৃতি রাধা, আছে কত সুখে,

দেখ সখি আজ, দেখাই তোমাকে, নিশীথ নিকুঞ্জে, কৃষ্ণের গিলন !

কৃষ্ণ বক্ষে রাই, অচেতন প্রায়, অলসে অবশে, উলঙ্গ ঘুমায় ।

প্রকৃতির অংশ, সংখীবংশ আর, নীরবে করিরে, চামর ব্যঞ্জন ।

দ্বাদশ জ্যোতিঃ ।

চুপে চুপে ভালবাসি “জগতের পতি,”
ফক্কনদী জুড়ে বহে, কি তব লীলা !
খজাহস্ত ওই কত “আয়ান” ছুঁয়তি !
সুস্তিত করেছে শত “জটীলা কুটীলা” !

আশী লক্ষ ঘোণী আমি করিছু ভ্রমণ,
এখনো মলিন ঘবে হীন পরিধান,
লাজে না কহিতে পারি বোবাব স্বপন,
ভাল হই আগে শেষে এস ভগবান ।

চুপে চুপে ভালবাস “জগতের সতি”,
তব প্রেম ফক্কনদী, কেহ না জানিলা,
কহিতেছে কিন্তু তব “জগতের পতি”—
শুনিলে সুস্তিত হবে “জটীলা কুটীলা,”
আমার এ প্রেমার্ণবে ডুবিবে সংসার,
সুত্রমাত্র এই প্রেম-তটিনী তোমার ।

কলঙ্কের ভয় সতি কেন কর আর ?
কেন কাঁপ জটীলা বা কুটীলার ডরে ?
সংসারের যমোপম “আয়ান” ছুঁয়ার
আসিলেও বাশী ত্যজে অসি নিব করে ।
কি লাজ “একলি ঘরে হীন পরিধান” !
আমিই সাজাব সাজ, ধরিয়া বমান ।

আশী লক্ষ যোনী একা ভ্রমিয়াছ তুমি,
কখনো আমাতে দৃষ্টি পড়েনি তোমার !
পশ্চাতে পশ্চাতে কিন্তু বুরিয়াছি আমি,
এ দেখা "মাহেন্দ্র ক্ষণে" ঘটিল আমার ।
সম্ভব, তোমার প্রেম জানে বকুগণ,
অসম্ভব মম প্রেম—বোবার স্বপন !
কি লাজ তোমার বল ? আমিহি তোমায়
সরমে সরম কথা কহিতে যে নারি !
তোমার ত সহিষ্ণুতা বিখ্যাত ধরায় !
আমায় অধীর প্রাণ, সহিছে না দেরি !
অন্ধে নিতে আঙ্গা দেও "জগতের সতি",
ধন্য হোক আজ তব "জগতের পতি" ।

ত্রয়োদশ জ্যোতিঃ ।

দেখিলাম ত্রিজগতে, জগন্ময়ী প্রাকৃতে,
তোমারি স্বভাব মাথা জীব সমুদয়,
নিয়া তব ভালবাসা, জগতে জীবের আসা,
প্রেমাগুর যোগাযোগে সৃষ্টিস্থিতি নয় ।
দুর্বল জীবের কাছে, অপার্থিব প্রেম আছে,
সে প্রেমের বেগ তারা সহিবারে নারে !
দারি পুত্র পরিবারে, চালি দেয় অকাতরে,
তোমার স্বভাব তারা ভুলিতে কি পারে ?

কিন্তু কি করিবে কহ ? রক্তমাংস জড় দেহ !
 সেই প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গের ঘায়,
 তটস্থ যে অস্থি মেদ, ভাঙ্গি পড়ে এই খেদ,
 পড়ে মরে তবু ধরে প্রকৃতে তোমার !
 জানিয়া বা না জানিয়া, তোমারি প্রকৃতি নিয়া,
 তব বশে তব অংশ ধায় তব পানে !
 লোকে বলে জীব অন্ধ, ও সকল গায়া বন্ধ,
 কেহ কহে ঘোর পাপ !—মর্গ নাহি জানে !
 মায়াবন্ধ জীবগণ, অজ্ঞানেই দেহ মন,
 তোমাকেই দিয়া মাত্র করে অভিনয় !
 গেল গেল তুচ্ছ দেহ, কি হৃৎকণ্ঠ তাহাতে কহ,
 বারেক আশ্বাদি তব প্রেম বিশ্বময় !
 তব ছায়া এই কায়া,— মায়া মায়া মধু-মায়া !
 আমি আমি আমি আমি—তরঙ্গ তোমার,
 মমতা-সুধার সিন্ধু !— ছুটিছে অমৃত-বিন্দু,
 মম মম, মম মম—লহরী সুধার ।
 সত্য করি সুপ্রকৃতে, কহ দেখি ত্রিজগতে,
 অণুতে অণুতে কেবা উচ্চারিছে “আমি” !
 আমি কিন্তু শুনি ভবে, দিবানিশি উচ্চ যবে,
 অংশে অংশে “আমি আমি” উচ্চারিছ তুমি !
 দেহ মন প্রাণ মাঝে, দেখি যবে কি বিরাজে,
 স্তরে স্তরে অমৃতের নিরখ বিভাগ !
 নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
 নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ ।

তার মাঝে নিত্য-স্মৃতি, পেতেছে যুগল-স্মৃতি,
 পরম পুরুষ পাশে প্রকৃতির শোভা !
 হেরি হেরি ভাবি মনে, নিরঞ্জন তপোবনে,
 আঁকি বসি প্রকৃতির চিত্র মনোলোভা !
 দ্বৈপায়ন-পাদপদো, দিয়া মন-কোকনদে,
 “লক্ষ ইঞ্চি” করিলাম “অর্ধ ইঞ্চি” স্থির,
 ‘রাধা-কৃষ্ণ’ দিয়া নাম, ফটোগ্রাফ্‌ তুলিলাম,
 পরম পুরুষ বামে পরা প্রকৃতির !

চতুর্দশ জ্যোতিঃ ।

ভক্ত বাঞ্ছা মনে করি, পরা প্রকৃতি স্তব্ধরী,
 ব্রহ্ম-কল্পতরু হরি করিয়া সহায়,
 বাসনা করিলা মনে, আসিবেন হুই শ্রবণে,
 সচ্চিদ-আনন্দ কাপে এ মর ধরায় ।
 বিশ্বকাপে অহরহঃ, কে দেখিতে পারে কহ ?
 আশ্বাদিতে নারে কেহ বিশ্ব-প্রেম-সুধা,
 জীবের আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ কাহারো কাছে,
 প্রকাশিতে নারে সেই অমৃতের ক্ষুধা !
 বিশ্ব-প্রাণ প্রেম-সুত্র, ধরি কেহ আঁকে চিত্র,
 দ্বৈপায়ন আস মাত্র করিতে প্রকাশ
 নিরঞ্জে দিবানিশি, কত যোগী মুনি ঋষি,
 তপোবনে থাকি বসি, হইল হতাশ ।
 তপস্যার যে মহিমা, আছে সে জ্ঞানের সীমা,
 অক্ষরে অক্ষরে লেখা ষড়্‌ দর্শনের,—

নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অমুরাগ !

পঞ্চদশ জ্যোতিঃ ।

প্রার্থনা ।

ব্রহ্মেশ্বর, মম দুঃখ আর কিবা কব ?
ভুলেছি তোমার হাথ, এবে দেখি স্বপ্ন প্রায়,
পড়ে কিনা পড়ে মনে মুখ চন্দ্র তব !
কত জন্ম চলি গেল, এখনো না দেখা হল,
আর কতকাল বল তোমা জুলে বব ?

কোথায় জীবিত নাথ, এস'গো এখন,
দেখ গো হৃদয় স্বামী, দেখ কি হয়েছে আমি,
পড়েছে সোণার অঙ্গে কাপিনীমা কেমন ?
ধন জন গৃহ কর্ম, গেছে জাতি কুল ধর্ম,
তব দরশন আশে রয়েছে জীবন !

তোমার বিরহে যদি, বাঁচি দেখা হবে ।
আমার হতেছে ভয়, হয় যদি একে লয়,
হা নাথ, আর কি হবে পুনর্জন্ম ভবে ।
শ্রীপদ সেবাব মত, পেয়েছি ইন্দ্রিয় যত,
“অন্ধকূপ-হত্যা” তার অঙ্গুরেই হবে ।

রাধানাথ, তা হলে যে হারাব তোমায়।
 কোথা বা রবে এ দাসী, কে মুছাবে মুখশশী,
 সমাধি রাঙ্গনৌ আসি গ্রাসিলে আমায়।
 পাদ পদ্ম শিরে নিয়া, কে মুছাবে কেশ দিয়া,
 মালতীর মালা গাঁথি কে দিবে গলায় ?

ব্রজনাথ, শুনেছি ত ব্রজের কাহিনী!—
 দোলাইয়ে ব্রজজ্ঞানে, পৃষ্ঠের অঞ্চল কোণে,
 নাচিত তোমার সনে ব্রজ বিলাসিনী।
 কে শুনাবে যথা তথা, আর সে অমৃত কথা,
 প্রাণের গৌরঙ্গ কোথা, ডাকে কাদালিনী।

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

লুকা'ও না ব্রজ নাথ ব্রজের জীবন!
 মিনতি ও রাজা পায়, তুমি লুকাইলে হায়,
 আমায় করিবে লয় বেদান্ত দর্শন।
 গোপীজন মনলোভা, কোটি চজ মুখ-শোভা,
 হবে না ত নিত্যধামে নিত্য দরশন।

সুখের ইন্দ্ৰিয় মোর শুকাবে সকল।
 প্রেম পরিমল সহ, কৃষ্ণ বিলাসের দেহ,
 নিরাকারে নিয়ে যাবে বেদান্ত প্রবল।
 আর কি পাইব গিয়া, নিত্য ধামে নিত্য কায়া,
 পৌর্ণমাসী যোগমায়া ভরসা কেবল।

আলোক সে জ্যোতিঃ মাত্র, গোলকের পতি ।
 ভুলোক আলোক চায়, ছাড়ি দেব সবিতায়,
 জ্ঞানের আলোক লোক ভালবাসে অতি !
 শ্রীপদে বুরিছে আলো ।— বেদান্ত জামে না ভাল,
 আলোকের কেন্দ্রস্থল “বৃগল গীরিত্তি ।”

তৃতীয় প্রার্থনা ।

শ্রাম-নব জলধর,	দেখা দাও তুমি,
ছাড়ি দিক্, যাচি বিন্দু	চাতকিনী আমি ।
নবধন, চির স্থির	করি রাখ স্থখে,—
ভয়াকুলা চপলারে	চাপি ধর বুকে !
শ্রাম-তরুণ, হায়	রহিলে কোথায় !
অনাশ্রিতা শ্রামলতা	ধূলায় লুটায় ।
লুটাইছে গায়াপক্ষে	মৃগাল সুন্দর,
তুলি লও করে কৃষক,	মত্ত করিবর ! *
হের কাণু-বালভানু,	কঁাদে কমলিনী,
মারামোহ-মহাপক্ষে	পড়ি কলঙ্কিনী !
তরুণ অরুণ শ্রাম,	কর তারে সুখী,
অনিমেঘে চেয়ে আছে	শ্রাম-সুখ্যমুখী ।
প্রেম-মধু-গন্ধে ধায়	মন-অন্ধ অলি,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ-	কাঁটা বন দলি !
সে পঞ্চম পুরুষার্থ	পাদপদ্ম-মধু
পাবে কি এ অন্ধকূপে	অঙ্কা গোপবধু ?



শ্রীমধুবন ।

শ্রীগোবচস্প্রিকা ।

মুক্তি অর্থ এ পার্শ্ব	স্বার্থের বিনাশ,
ক্রমে ভক্তি-শেষে প্রেমে	শ্রীরাস-বিলাস !
জড়িতে যা আকর্ষণ,	প্রাণে তা মিলন আশা,
বিশ্বে বিশ্ব ধরি টানে	প্রাণে প্রাণে ভালবাসা !
অণুতে অণুতে মিলে,	প্রাণে প্রাণে সুখভোগ,
মানব সাধিবে এই	বিশ্বময় প্রেমযোগ ।
জড়দেহ মিলনেতে	পুনঃপুনঃ ক্ষয় হুথ্,
জ্ঞানময় প্রাণময়	মিলনে অক্ষয় সুখ ।
বাঙ্গালীর ধর্ম "প্রেম"	বৃন্দাবনে পাতা ফাঁদ—
শিখান জগৎগুরু	অতুল্য "নদিয়া-চাঁদ" ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম ।

সখিবে,—

কেন যাই নবদ্বীপে, বৃন্দাবন ছাড়িবে, কহি সে কাহিনী—
ইচ্ছা করে সেথা গিয়া, তোমা লয়ে থাকিবে, দিবস যামিনী !

এ সুখ পেলাম কোথা ?—কই সে নিগূঢ় কথা,

শোন্ সখি, বাহা নথি, জুড়ার জীবন রে,

বৃন্দাবনে মুকুলিত নবদ্বীপে প্রস্ফুটিত

প্রেমের পূর্ণতা সেট শ্রীগোরাধ ধন বে !

শোন্ সখি মন দিয়া, সে নিগূঢ় তত্ত্বের, নবদ্বীপ নামে,
ভুলি গিয়া বৃন্দাবন, ভক্তগণ নিমগন শ্রীগোবাধ নামে !

সে যে তত্ত্ব আহামরি, কি বুঝাব সহচরি,

আগে হয় মুক্তি তাহে সর্ব বন্ধ নাশ রে,

বিশুদ্ধ জীবন হয়ে নিত্যসিদ্ধ দেহ লয়ে,

তবে সে হইতে পারে শ্রীগোরাধ-দাস বে !

দাস্ত্রভাবে আরস্তিয়া, প্রেমশিক্ষা নিয়া রে, প্রেমিকের পাশে,
হেরি গোরা রসরাজে, রাধাপ্রেম-সিদ্ধি মাঝে, ভক্তগণ ভাসে !

শ্রীরাধাবে আহামরি, রাখে কৃষ্ণ বন্ধ কার,

বৃন্দাবনে জনশূন্য নিকুঞ্জ মাঝারে রে,

কে বুঝে কৃষ্ণের খেলা !—নবদ্বীপে দেখাইলা

শ্রীরাধার নিত্যলীলা ছয়ায় ছয়ায় রে !

চারিশত বর্ষ পবে, কলিকাতা ধামে রে, গোরা নাশে তমঃ !
উপলিল গোব প্রেমে “নিশিরের” বিন্দু রে স্মৃতিসিদ্ধ সম !

গৌরাজ-কিরণ সখি অনন্তের পথে দেখি,
 অপার সমুদ্র পারে পাতে প্রেম ফাঁদ রে,
 স্বদূর মার্কিণ দেশে, শ্রীরাধার প্রেমাবেশে,
 জ্ঞানের গরিমা নাশে নদিয়ার চাঁদ রে !

শচী মাতার প্রতি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ।

গৌর গুণগান, করি রাখ প্রাণ, জননি ত্রিতাপ নাশিয়া,
 তুমি না রাখিলে, জাহ্নবী-জীবনে, জীবন যাইত ভাসিয়া ।
 তুমি মাগো যাহা, করেছ দর্শন, আমিও যে তাই, দেখি গো এখন,
 তারিবেন তিনি, নিখিল ভুবন, আমাকেই ভালবাসিয়া,
 আজ, গৌরপ্রিয়া বলি, দেখিবে আমারে, জগতের লোক আসিয়া ।
 প্রতিজ্ঞা আমার, শুনগো জননি, ঘরের বাহির যাব না ;
 দিনগনি মুখ, দেখিবনা আব, গৌরমুখ করি ভাব না ।
 কারো সাথে মাগো, কহিব না কথা, নদিয়া নগরে, যাইব না কোথা,
 ধুলার সংসারে, খুজিব না বুধা, বাহিরেত তাঁরে পাব না ।
 মাগো, গৌর মন্ত্র জপি, আনন্দে ভাসিব, ত্রিজগতে কিছু চাব না ।
 ততুল গণিয়া, জপিব শ্রীনাগ, তাহাতেই ক্ষুধা নাশিয়া,
 গৌরাজ ভজন, দেখাব কেমন, নিখিবে জগৎ আসিয়া ।
 কবি কহে ওই দেবী প্রকাশিত, নদিয়ায় পরা-প্রকৃতি উদিত,
 ভক্তি-সরে ওই আছে প্রফুটিত, ফুল-কুলেশ্বরী ভাসিয়া,
 আজ, নবদ্বীপেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, বেদান্তের অস্ত্রে বসিয়া ।

শ্রীনাগ ।

শ্রীনাগ কি ধন, জানে তা ক'জন, নাম-জপে কিবা হয় ? —
 সেই বিবরণ শুন দিয়া মন, হবে পাপ-তাপ-ক্ষয় !
 যে বস্তুটি সত্য, যে বস্তুটি নিত্য, অনিত্য সংসার-মারো,
 সে বস্তুর গুণ, নিত্য সত্য বলি, মানে হবে কাজে কাজে ।
 সে বস্তুর নাম, নিত্য সত্য সদা, নামটি গুণ বিশেষ,
 চিৎস্বরূপ বস্তু আর তার গুণে, ভেদ নাই এক লেশ !
 জ্বা সহ যথা, জ্বা-গুণ তার, অভিন্ন হইয়া রয়,
 নিত্য জ্বা সহ, নাম গুণ তার, কোন কাজে ভিন্ন নয় ।
 নামের সহিত, ফেরেন শ্রীহরি, এ প্রবাদ সত্য তাই,
 যেই নাম সেই, শ্রীহরি আপনি, বস্তু নামে ভিন্ন নাই ।
 হরিঅঙ্গ সেবা, করিবারে যেবা, বাধা করে কায় মনে,
 করে ও অন্তরে “হরেকৃষ্ণ হরে” জপুক সে রাত্রি দিনে !
 জ্বা-গুণ সম, বিমজিয়া ছায়, ফলিবে নামের ফল,
 যে রূপেই কর, “হেলয়া শ্রদ্ধয়া”
 মরিবেই, পায় যদি, না জেনে গরল !

শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা ।

ওই আসে হাসি হাসি ফাল্গুনী পূর্ণিমা-নিশি
 পলাশ-প্রসূন রাশি কত শোভা ধরিল !
 সুন্দর মন্দার দাগ আলো করে ধরাধাগ,
 কাঞ্চন কুসুম ফুটে দিক আলো করিল !

এসেছে কুসুমাকর উল্লাসিত নারীনর
 ভ্রমরী ভ্রমর সুখে পদ্মবনে ছুটিল !
 ফুলে ফুলে মনোহরা, আজ ধরা সুখে ভরা,
 বসন্তের বিশ্বপ্রেম উথলিয়া উঠিল !
 ফাস্তুনী পূর্ণিমা ভাই ! তোদের কি মনে নাই,
 বিশ্বপ্রেম-প্রসবণ শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ রে,
 ভক্তপাশে শুনে থাকি, বসন্ত পূর্ণিমা নাকি
 চির বসন্তের পাখী ধরিবার ফাঁদ রে !
 আয় আয় বঙ্গবাসী মায়ামোহ তমো নাশি,
 পরম্পরে ভালবাসি ভাসি প্রেম সাগরে ;
 চির বসন্তের তরে করছোড়ে ডাকি তাঁরে,
 জগতের প্রেমগুরু নবদ্বীপ নগবে !
 হরিনাম নিয়া নিয়া ছয়ারে ছয়ারে গিয়া,
 যাচিয়া যে আচড়ালে হরিনাম দিল রে,
 গলিত কুষ্ঠীরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন করি,
 আমাদের মন প্রাণ হরিয়া যে নিল রে,—
 শোধিতে তাঁহার ধণ আহা আজিকার দিন,
 আয় যত দীনহীন পতিত রে পতিতা,
 জন্ম দিনে ভুলি তাঁরে কেমনে ঘুমাবি ঘরে ?
 আয় আয় ছুটে আয় বালবৃদ্ধ বনিতা ।
 যাক ও সংসার পুড়ে, ফেলে দে মমতা ছুঁড়ে,
 হরি বলে ছুটে আয় মুক্ত বায়ু প্রান্তরে,
 চির প্রেম ভালবাসা, চির বসন্তের আশা—
 নিত্য নব বৃন্দাবন জাগাইয়ে অন্তরে !

হরি ব'লে বাছ তুলে
 নাম-সংকীৰ্ত্তন ভুলে
 সংগোপনে ভেবেছিলে
 এস আজ প্রাণ খুলে
 পাপ তাপ বিনাশিতে
 কত রাজা মহা বাজা
 দীনহীন দুঃখী যত
 নদিয়া চাঁদের মেলা
 নাই যান অভিমান,
 অকাতরে প্রেমদান
 আশ্রমে যবনে মিলি
 নদিয়া চাঁদের মেলা
 গৌরলীলা-অভিনয়
 মহা নগরীতে আজ
 ঘুটিবে অগংড়ার
 হরি নামামৃত ধারা
 নিতে নামামৃত ধারা
 তরলতা মাতেয়ারা
 গৌর হরি ধ্বনি করি,
 ছুয়াবে ছুয়ারে ফিরি
 পদে দলি অহমিকা
 নাচিবে, লুটাবে আজ
 মাতিবেবের রেচ্ছ হিন্দু,
 ধতুরে "শিশির-বিন্দু"

এস ভাই হেলে ছলে,
 গৃহে আজ থেক না !
 নাচিবেবের হরি ব'লে,
 মনে ক্ষোভ রেখ না ।
 আজ মহানগরীতে
 প্রজাগণ এসেছে,
 যষ্টি ভরে যায় কত ;
 আজ নাকি বসেছে !
 রাজা প্রজা এক প্রাণ !
 আজ নাকি হবে রে ;
 করিবেবের কোলাকুলি,
 কে দেখিতে যাবে রে !
 মন প্রাণ-বিনিময় !
 মহাব্রত পালিবে !
 অসার সংসার-সার
 ধরা পৃষ্ঠে ঢালিবে !
 আকাশে খসিবে তারা
 গৌর নামে নাচিবে,
 বজবাসী নরনারী
 হরিনাম যাচিবে !
 ভারত ও আমেরিকা,
 শ্রীপোরাঙ্গ চরণে,
 উথলিবে স্রধাবিন্দু !
 গৌর-ইন্দু-কিরণে !

হবে আজ দিবাবাতি নাম যজ্ঞে পূর্ণাহুতি ।
 আসিবে নদিয়া-পতি নিয়া প্রেম ফাঁদ রে ।
 হরি বল হরি বল, হরি বল হবি বল,—
 হরিনামে বাফা সেই নদিয়ার চাঁদ রে !

“আনন্দ লীলা-ময় বিগ্রহায়, হেমাভদ্রাব্যচ্ছবি সুন্দরায় ।
 তন্মৈ মহা প্রেমরস প্রদায়, শ্রীগোবচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥”

কীর্তন ।

একবার শ্রীচৈতন্য শ্রীচৈতন্য চিন্তা কর না ?
 শ্রীচৈতন্য বিনা অন্য লোকের কথায মন ভুল না ।
 আমরা কান্দাল বেশে এসেছি সবাই,
 এস শ্রীগৌরানন্দ, বলে অঙ্গ, নীতল কবি ভাই,
 যারা বিষয় মত্ত, তাদের চিত্ত, গৌর তত্ত্ব শোনে না ।
 গৌর,—তোমার নামটি যখন মনে হয়,
 ব'লে জয় শ্রীহরি, নৃত্য করি, ত্যজি লজ্জা ভয়,
 তোমাব উদ্ধ বাহু মনে প'লে আমাব বাহু স্থির থাকে না ।
 গৌর, মহামঙ্গল—হরিবোল বলে,
 আমাব প্রাণ গোবান্দ, সোনার অঙ্গ ভাসে নয়ন জলে,
 ছাড়ি ধর্ম অর্থ কামমোক্ষ রে, গোবচরণ কর ভাবনা ।
 প্রাণ খুলে সব কব সংকীর্তন,
 ধনেব কথা মানের কথা হওবে বিশ্ববণ,
 ও ভাই, তোমবা থাক, আপন মানে বে,
 আমাব গৌরচাঁদের মান ছিল না ।

বারোয়া—ঠুংরী।

যোগে আগে বাসনা বিজয় ;
 ভব বন্ধনাশে শেষে রাসের উদয় ।
 শাস্তভাবে যোগী ছিলাম, কোথা হতে কোথা এলাম,—
 ক্রমে যে দেখা'লে ব্রজ মাধুর্য্য আশায় !
 ভাগবতে বাস-বাণি যোগ কথা বহু শুনি,
 দশমে দেখিলু এসে লীলা মধুময় ।
 তরুলতা পশু পাখী, সকলি চিন্ময় দেখি,
 এই বৃন্দাবন নাকি, কৃষ্ণ-লীলাময় !
 কিছু না হল বিনাশ সর্বৈন্দ্রিয় সুপ্রকাশ,
 হৃদয়ে কখনে বাস কৃষ্ণ বসময় !

সাহানা—বাঁপতাল।

কুটিল চৈতন্য ব্রহ্ম তোমরা বল যারে,
 প্রাণনাথ বলি মোরা মন প্রাণ সঁপেছি তাঁরে ।
 তোমরা চাও অগতের নাশ, আমরা চাই তার সুপ্রকাশ,
 মরিতে হয় অভিজায়, প্রাণনাথ যদি মারে ।
 “সর্ব ধর্ম্মানু পবিত্র্যৈষ্য মামেকং শরণং ব্রহ্ম”
 শুনিয়া এসেছি মোরা নিতে কৃষ্ণের পদরজঃ ;
 ত্রিবিধ হুংখের গাঝে বসিয়ে হৃদয়-রাজে,
 সাজিয়ে নিকুঞ্জসাজে দাসী হয়ে সেবি তাঁরে ।
 গোপের, নাম কৃষ্ণদাস দাসী, নিত্য বৃন্দাবন বাসী,
 কৃষ্ণনাম ভালবাসি, দিব এ নাম সম্যাসীয়ে ।

ললিত—আড়া।

তুমি যত ভালবাস, আমি কি তা পারিব ?
 সংসারের সেবা করি অবসরে আসিব।
 আসিয়াছ নিজ গুণে ভালবাস সর্বক্ষণে
 আমি কিন্তু প'লে মনে তবে ভালবাসিব।
 এই ভাবে ভালবাস, এস যাও যাও এস
 কখনো ছুদও বস, প্রাণ কথা কব—
 আবার যাইব ভুলে তুমি কিন্তু তাই ব'লে,
 যেওনা যেনহে চলে, না দেখিলে মারা যাব।
 সংসারের সেবা করি আসিব যখন ফিরি,
 তব চন্দ্রানন হেরি প্রাণ জুড়াব ;
 অবসর মতে এসে ও চরণ পাশে ব'সে
 নয়নের অঙ্গে ভেসে, মন প্রাণ ঢেলে দিব।

পিলু—পোস্তা।

কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণমন
 কোথাগিয়ে লুকালে নাথ হ'রে নিয়ে প্রাণমন।
 কৃষ্ণবিনা এ সংসার সব দেখি অন্ধকার,
 কে আমার, আমি কার, যেন নিশার স্বপন।
 যে দিকে মেলি হু অঁখি, কৃষ্ণ-কর-লেখা দেখি,
 উর্দ্ধবাহু হয়ে ডাকি—দেহ নাথ দরশন।
 দীনহীন কৃষ্ণদাস, করে কৃষ্ণ, তব আশ,
 নহে কর প্রাণনাশ—এই তার নিবেদন।

পিলু—পোস্তা ।

প্রাণ থাকিতে শ্রিয়সখি তারে মন্দ বল না ।
 আমার কর্মগুণে, তার মনে দেখা, এজীবনে হল না ।
 দেহে থাকিতে জীবন না যদি হয় দরশন,
 কি কাজ এ দেহমন কেন প্রাণ গেল না ;
 জগৎ পূজিছে যারে আমি মন্দ বলি তাঁরে,
 প্রাণেশ্বরে মন্দ'করে মন্দমতি চলনা ।
 পালন কোণল তাঁর আমরা কি জানি তার,
 মঙ্গল বিধান সার—এ নহে তাঁর ছলনা,
 যার দয়াতে পেলাম অঁখি, অঁখি তাঁর দেখিল কি,
 অঁখি মুদে ভাব সখি, ও অঁখি আর খুল না ।
 প্রেমাসকু নাম জানি কেবল অমৃত খনি,
 প্রাণনাথ গুণমণি হবে না তাঁর তুল না ;
 তাঁহারি এ দেহমন তিনিই সর্বস্ব ধন,
 এ জীবন বিসর্জন তাঁর চরণে দিই চলনা ।

বাউল সুর ।

কই সে মাধব বিনোদ কালা ?
 একবার, হেরে জুড়াই ত্রিতাপ জালা ।
 তাহা, নাজানি ভকতি, মা আছে শকতি,
 আমি মন্দমতি ব্রজের বালা ।
 কুলসাম গেছে সে কালার পাছে কই কারকাছে প্রাণের জালা,
 আমি প্রেমের গ্রহনে প্রকার চন্দনে,
 মাজারে এনেছি হৃদয় ডালা ।

বাউল সুর।

সখিরে, ভাব না জেনে, প্রেমনদীতে, ঝাঁপদিও না।

মে নদী অকুল পাথার, দিসনা সাঁতার,

সাঁতার দিলে প্রাণ বাঁচেনা।

নদার তরঙ্গভারি ডুবেছে গোকুল পুরী,

মজেছে নর নারী গোপাঙ্গনা,

পোরে, স্বার্থ বসন, কুলের ভূষণ,

ছি ছি সখি, জল ছুঁও না।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা, জীবিতা সন্তবে না,

নিকামী নির্বিকারী ব্রজাঙ্গনা,

সেই, সখির কণ্ঠ, পূর্ণ ধর্ম

মর্শ জেনে, কর সাধনা।

পদ।

দেখেছি তারে আমি, দেখেছি তাবে,

সে যে কি মোহনরূপ বলিতে কে পারে।

নবীন মেঘের শোভা দেখেছি নয়নে,

শত কাদম্বিনী শোভা প্রাণনাথের চরণে।

চুড়াতে ময়ূর পাখা, পাখা কে তার বলে ?

পাখা নয় সে রাক্ষসী, কোটী চন্দ্র ঝলমলে।

কে বলেরে গুঞ্জমালা দোলে নাথের গলে,

সে যে, আমাদেরি মনপ্রাণ গাঁথা তাঁর বক্ষস্থলে।

বাউল সুর ।

আমরি বাজচে বীণা । কি মধুর যাচ্ছে শুনা ।
কোন বিমানে বাজচে বাঁশী প্রাণের মাঝে কর্ ঠিকানা,
বিনা হাওয়ায়, বংশীবাজায়, কেনা বাজায়, যায় না জানা ।
উচ্চ গুচ্ছ ময়ূর পুচ্ছ এমন স্বচ্ছ, আর দেখি না,
তরুণ অরুণ কিরণ ধারে, চক্রাকারে কার নিশানা !
কার আরাতি, কোন্ বিমানে, শঙ্খঘণ্টা হয় বাজনা,
আহা জীবের কি হৃদিশা কর্ণ বধীর, নয়ন কানা ।

বাউল সুর ।

নব অনুবাগী যোগী । নবীন প্রেমের অনুরাগী !
কোন যোগে যোগ সাধলে ভাল, কোন নবীনার প্রেম লাগি ?
এমন ধর্ম অর্থ কাগ মোক্ষ, চতুর্কর্গ ফল ত্যাগী ।
চায়না সে ইন্দ্র পদ, সুখ দুঃখের নয় সে ভাগী,—
সপ্ত স্বর্গ নয়ন জলে, ভাসচে তর প্রেমের লাগি !

গধ্যমান ।

ভালবাসি তোমারে, (হরি) প্রাণ ভোরে ।
দিবানিশি বসি বসি এই শুধু ইচ্ছা করে ॥
যে পেয়েছে ভালবাসা, তার মনে কতই আশা,
সার্থক তার ভবে আসা, অমানিশা অন্ধকারে ।
(হরি) দিয়া মায়া'র আবরণ, কেন ঢাক চন্দ্রানন ?
(আমার) ছুটে যায় যে প্রাণমন, ঐ বিধুবদন দেখিবারে !

পুরবি—খেমটা ।

আর চলতে নারি, প্রাণের হরি, চিরস্থির যৌবনেব ভরে,
 অমরত্ব সুধাপানে সদা প্রাণ প্রমত্ত করে ।
 এ চিরস্থির জীবন, করব তোমায় সমর্পণ,
 প্রেম সমরে ভুবন মোহন, আর বিকনা পুষ্পাশরে ।
 পূর্ণবসে তনু ভাসে, প্রাণ তোমারে ভালবাসে,
 তরঙ্গিনী রঙ্গে আসে, প্রাণ জুড়াতে প্রেম-সাগরে ।

রাগিণী—

কৃষ্ণ স্থির যৌবন,—আমার নবীন দেহ নবীন মন
 তাবুঝা কি পরেব কন্ঠ, সন্ধ্যা সখি, ওগো মন্ধ্যসখি শোন শোন ।
 আমি নারী বলতে নারি, বোবার স্বপন—
 আমি বোবার স্বপন দেখছি যেন ।

ললিত—আড়া ।

চিরস্থির যৌবন !—আমরা কৃষ্ণবিলাসিনী !
 নিন্দামোক্ষ, উচ্চ বক্ষ, ধবেছি নীলকান্ত গণি !
 হৃদয়ের সুরে সুরে, সাজিয়েছি প্রেমহারে,
 উচ্চ কুচযুগ পরে, আমাদের নিলরতন গণি ।



শ্রীশ্রী গুরুবে নমঃ ।

শ্রী ব্রজাঙ্গনা-গীতা ।

প্রথম মালিকা ।

(শ্রীমদ্ভাগবত-১০ম স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণাবনে বর্ষা ও পরংকাল ।

মহামুনি শুকদেব বাজ্রা পরীক্ষিতকে কহিলেন,—

হে রাজন্, গোপগণ আশ্রয়ে আসিয়া,
কাশিনীকুলের কাছে কহে বিবরিয়া,
যেকপে দাবাশি হ'তে হইল উদ্ধার,
কৃষ্ণের প্রাণস্ব বধ অদ্বুত ব্যাপার !
বৃদ্ধ গোপ গোপীগণ করিল শ্রবণ,
মনে ভাবে সবে হ'য়ে বিস্ময় মগন,—
রাম কৃষ্ণ দেবশ্রেষ্ঠ, নহে মর্ত্যবাসী,
লীলা তরে ব্রজপুরে অবতীর্ণ আসি । ১ শ্লোক

এই রূপে তাহাদের কিছু দিন যায়,
 সুন্দর বরষা ঋতু সমাগত প্রায় ;
 জীবের উদ্ভব কত হয় এই কালে,
 আন্দোলিত নভঃস্থল ছিন্ন ঘন-জালে ! ২ শ্লো
 চারি দিকে অপরূপ হেরি চারু শোভা,
 উঠিতেছে মেঘমালা জন-মনোশোভা !
 গুরু গুরু গরজনে নীল কাদম্বিনী,
 ঢাকিয়াছে নভঃস্থল, অঞ্জে সৌদামিনী !
 মেঘাচ্ছন্ন ঘোর ঘোর হয়েছে আকাশ,
 সগুণ ব্রহ্মের যেন অস্পষ্ট প্রকাশ ! ৩
 অষ্ট মাস আকর্ষণ করিয়া কেবল,
 যতনে সঞ্চিত সেই সলিল সকল,
 এখন আদিতাদেব জানিয়া সময়,
 করিলেন বরষণ—সুমঙ্গল ময় । ৪
 নিরখি তাপিতে আহা দয়ার্জি যে জন,
 দেয় যথা তার তরে প্রাণ বিসর্জন,
 সেরূপ নীরদ-দাম—নিছাৎ-নয়ন,
 নিরখি নিদাঘ-তপ্ত সমস্ত ভুবন,
 নাশিয়া আপন অঙ্গ ঢালিতেছে বারি,
 তাপিত জগৎ-প্রাণ সুলীতল করি । ৫
 তপস্তায় করিবারে কামনা-পূরণ
 তপস্বী যেমন করে শরীর-শোষণ,
 আবার পাইলে সেই তপস্তার ফল,
 শরীরে যেমন তার আসে পুষ্টি বল,

গ্রীষ্ম-তাপে কুশাঙ্গিনী মেদিনী ভেমন
 অভীষ্ট লভিয়া পুষ্ট, পরিতুষ্ট মন !
 জলিল যামিনী-যোগে খণ্ডোত্তের জ্যোতিঃ,
 মেঘাচ্ছন্ন গ্রহগণ প্রভাহীন অতি, —
 কলিযুগে দীপ্তি পায় পাষণ্ড যেমন,
 প্রভাহীন দীন ক্ষীণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । ৬
 আচার্য্যের শব্দ শুনি সঙ্কট সমাপনে,
 পাঠ-শব্দ করে যথা দ্বিজ শিষ্যগণে,
 সেরূপ যে সব ভেক মৌন হ'য়ে ছিল,
 শুনিয়া মেঘের শব্দ, শব্দ আরম্ভিল ।
 যেমন ইন্দ্রিয়াশক্ত মানবের কায়—
 ধন মন অকস্মাৎ বিপথেতে ধায়,
 শুককায় কুশাঙ্গিনী তটিনী ভেমন
 উখলিয়া করিতেছে বিপথে গমন । ৮
 কোন স্থলে ভূগদলে শ্রামাঙ্গিনী ধরা,
 কোথাও লোহিত কীটে রক্তবর্ণ করা,
 কোন স্থল ছায়াভঙ্গ—মেদিনীর শোভা
 সেনা-সন্নিবেশ যেন জন-মনোলোভা ! ৯
 অন্তে দুঃখ নাহি দেন মহাত্মা যে জন,
 দৈব-বশে সে সকল হয় সংঘটন,—
 ক্ষেত্র কভু শস্ত্র দানে বিমুখ না হয়,
 কৃষকেরে দুঃখ দেয় দৈব নিরদয় ।
 এখন সে ক্ষেত্ররাজি দিয়া শস্ত্র-ধন
 কৃষকেরে কি আনন্দ করে বিতরণ ! ১০

হরিপাদপদ্ম যথা সেবিলে আদরে,
 ভক্তি-জ্ঞানে ভক্ত-অঙ্গে রূপ নাহি ধরে,—
 সেই রূপ ধরিয়াছে নব রূপ-রাশি,
 নব জলে স্নান করি জলস্থল-বাণী । ১১
 যোগেতে অপরিপক যোগীর অন্তর
 বাসনা-তরঙ্গে যথা দোলে নিরন্তর,
 সেইরূপ রঙ্গে মিলি তরঙ্গিনী কুল
 বায়ু-স্কন্ধ সিদ্ধ-বক্ষ করিছে আকুল ! ১২
 হরিপাদপদো ময় যোগীন্দ্র যেমন
 ইন্দ্রিয় আঘাতে আর ব্যথিত না হন,
 তেগতি অচলরাজি দিবস নিশায়,
 অক্লেশে বরষাধারা সহিছে মাথায় । ১৩
 ত্র্যক্ষণগণের যথা হ'লে অনভ্যাস
 কেবল শাস্ত্রের থাকে অম্পষ্টে আভাস—
 সেরূপ হয়েছে পথ, পূর্ণ তৃণদল,
 পথের অম্পষ্টে চিহ্ন রয়েছে কেবল । ১৪
 যেমন ব্যাভিচারিণী বারম্বার আসে,
 স্থির নহে গুণশালী পুরুষের পাশে,—
 পরহিত-ঐতে রক্ত জলদেয়থারে
 ক্ষণশ্রমে ক্ষণপ্রভা দাঁড়াতে না পারে । ১৫
 মায়ায় রচিত এই সগুণ সংসারে,
 নিগূর্ণ পুরুষ যথা অবস্থান করে,—
 গভীর গর্জনপূর্ণ গগনের গায়
 গুণশূন্য ইন্দ্রধনু কিবা শোভা পায় । ১৬

অশান্তি আপদ কত আছে গৃহবাসে,
তথাপি গৃহস্থ যথা গৃহ ভালবাসে,
চক্রবাক চরে তথা বন সন্নিকটে,
পক্ষি কণ্টকময় সরোবর-তটে । ১৭-২০
কলিযুগে কুতর্কেতে তুলি নানা কথা,
পাষাণেরা ভয় করে বেদমার্গ যথা,
মেইরূপ বরষার খরতর বারি
চৌদিকে চলিল রাধে দেহু ভঙ্গ করি । ২১

রাধনু বর্ষায় ক্রীড়া করিবারে বনে,
শ্রীকৃষ্ণ চলিলা আজ বলদেব সনে,
বেষ্টিত গোপালগণে মহা আনন্দেতে,
সুপক খর্জুর-জম্বু পূর্ণ কাননেতে । ২২
স্তনভারে ধেনুগণ মন্দ মন্দ যায়,
কৃষ্ণের মুরলী শুনি উর্দ্ধমুখে ধায় ;
মাধবের সঙ্গে সঙ্গে ধায় গাভীগণ,
পমোদরে ক্ষীরধারা হতেছে স্রবণ । ২৩

রাধনু সে বন মাঝে দেখিলা কেশব,
মধুময় বনরাঙ্গি রম্য তরু সব ;
গিরি-নিঝরিণী-বারি শব্দ করি ধায়,
সে ধবনির প্রতিধ্বনি হতেছে গুহায় ।
বিপিনে পড়িল যবে বরষার বারি,
কভু বৃক্ষতলে কভু গুহা মাঝে হরি,
বিহরিলা ফলমূল করিয়া আহার,
সে বিপিনে করিলেন আনন্দ আপার ।

পরে যত দধি অন্ন জুটিল আসিয়া,
 বারি স্নিহিত মহা শিলাতে বসিয়া,
 গোপগণ সনে কৃষ্ণ করেন ভোজন ;
 পার্শ্বদেশে হর্ষে বুধ গাভী বৎসগণ
 করেছে শয়ন নব দুর্বাদল 'পরে
 মুদিত নয়ন, ধীরে রোগস্থন করে !
 দেখিলেন ভগবান্ সব সুখকর,
 শোভা হেরি বরষারে করিলা আদর । ২৪
 এই রূপে রাম কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনে
 বিহরিলা বরষায় গাভী বৎস সনে ।

ক্রমে বরষার অন্ত, শরৎ উদয়,
 গগনের মেঘমালা পাইল বিলয় !
 আর সে পবন নাই তেমন শব্দ,
 ঝরঝর নিরমল তরঙ্গিণী-জল ! ২৫
 যোগভ্রষ্ট যোগী পুনঃ পাঠিলে সাধন.
 আপন স্বভাব যথা করে সংস্থাপন,
 তেমনি ফুটিলে পুনঃ শারদ কমল,
 স্বভাব লভিল পুনঃ সরসী সকল । ২৬
 কৃষ্ণভক্ত আশ্রমীর আশ্রমে যেমন
 সর্ববিধ অমঙ্গল হয় নিবারণ,
 মেরূপ শরৎ আসি, গগন-মণ্ডল
 মুক্ত করি, ঘন মেঘ নাশিল সকল ;
 সচ্ছন্দে বিহরে সবে—হইয়াছে নাশ
 স্থানান্তাবে প্রাণীদের ঘনীভূত বাস ।

গিয়াছে ধরার পক্ষ শুষ্ক সর্ব স্থল,
 কলুষতাহীন জল ক্ষটিক-নির্মল । ২৭
 বামনা-বিমুক্ত মুনি প্রশান্ত যেমন,
 সর্বত্যাগী যেম তথা শুভ দরশন ! ২৮
 প্রতি দিন পরমায়ু হইতেছে ক্ষয়,
 বুঝিছে না মায়াবদ্ধ মানব-নিচয়—
 সেইরূপ জলাশয়ে ক্ষুদ্র মীনগণ
 জানিছে না নিত্য জল কমিছে কেমন ! ২৯, ৩০
 শরতের সূর্য-তপ্ত সরসীর নীর,
 সন্তপ্ত শরীর মন ! —হয়েছে অধীর
 স্নান জলবাসী ক্ষুদ্র জলচর যত,
 বিমূঢ় অজিতেন্দ্রিয় গৃহস্থের মত ! ৩১
 সর্ব ক্রিয়া-বিনিবৃত্ত মুনীজ যেমন
 বেদপাঠ ছাড়ি স্থির—অবিচল হন,
 সেইরূপ শরতে হ'ল বারি অবিচল,
 দরিল প্রশান্ত ভাব সমুদ্রের জল ! ৩২-৩৩
 ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া, প্রাণ হয় ক্ষয়,
 রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার সমুদয়
 যোগিগণ করে যথা প্রাণের ধারণ,
 ভূমি বাকি জল রাখে কৃষক তেমন । ৩৪
 জ্ঞান যথা দূর করে দেহ-অভিমান,
 গোপী-ক্লেশ যায় যথা কৃষ্ণ দরশনে,
 তেমতি শারদ নৈশ শশী সুবিমল,
 জীবের সজ্ঞাপ দূর করিছে কেবল । ৩৫

বেদের বিমল পথ করি আদর্শন,
 সত্বগুণশালী চিত্তে মোন্দর্য্য যেমন,
 তেমতি তারকারাজি করিয়া প্রকাশ,
 সুন্দর হয়েছে নৈশ শারদ-আকাশ !
 বেষ্টিত যাদবগণে মাধব যেমতি,
 স্তদর্শন চক্রে ধরি শোভা পান ততি,
 সেরূপ চৌদিকে নিয়া নক্ষত্র সকল,
 শোভেন নশাক ধরি অথগু মণ্ডল । ৩৬
 মনে মনে প্রাণ-কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন,
 কৃষ্ণপ্রাণা গোপীচিত্ত শীতল যেমন,
 সেইরূপ কুলবন—সমীর মধুর
 সেবি, জীব-মনস্তাপ হইতেছে দূর ! ৩৭
 মলিন কেবল দৃশ্য রাজ-দরশনে,
 প্রফুল্ল যেমন হয় আর সর্ব জনে,
 তেমতি কুসুম অঁধি সুদিল কেবল,
 সূর্য্যোদয়ে জল-ফুল প্রফুল্ল সকল ! ৩৮-৩৯
 গ্রামে গ্রামে নগরেতে নবান্ন ভোজন,
 বেনবিধি-উৎসবের হয় আয়োজন ;
 লৌকিক উৎসব কত হয় সারি সারি,
 হৈন্দ্ৰিয়-সুখের তরে ব্যস্ত নর নারী ।
 শরতের পক শস্ত্রে স্বর্ণময়ী ধরা,
 রাস কৃষ্ণে পেয়ে হ'ল আরো মনোহরা ! ৪০

দ্বিতীয় মালিকা ।

(শ্রীমদ্ভাগবত—২১শ অধ্যায়)

গোপীগণের কৃষ্ণগুণ গান ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন ।

পরতের আগমনে সুন্দর-শ্রী বৃন্দাবনে
 সন্মিল হইল স্বচ্ছ বিমল আভাস,
 পদাবনে রঙ্গ করি, সর্বদা সৌরভে ভরি,
 ধীরে যায় সমীরণ, ফিরে ফিরে চায় !
 গাভী বৎসগণ মনে বেষ্টিত গোপাল গণে
 আপনি শ্রীভগবান, জগতের প্রাণ—
 নিরূপম সেই বনে, দেখ আজ গোচারণে
 রাখালের গলা ধরি নৃত্য করি যান ! ১
 ফুল পাদপের পরে শত ভৃঙ্গ গান করে,
 সহস্র বিহঙ্গ গায় বসিয়া শাখায়,
 সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি গিরি অঙ্গ স্রোতস্বিনী
 সরোবর নিবারণী তরঙ্গে ভাসায় !
 লইয়া বালক গণে, আর বলরাম মনে
 গোচারণে রম্য বনে করিয়া প্রবেশ
 মুরলী বাজান হরি,— বাকার শ্রবণ করি,
 ব্রজনারী-প্রাণে হ'ল প্রেমের আবেশ ! ২
 আপন সখীর পাণে, কহিছে মধুর ভাষে,
 কৃষ্ণের গুণের কথা ব্রজাঙ্গনা গণ,—

কভু গোপ-সভা মাঝে, সাজি নীল পীত সাজে,
 বিরাজেন রামকৃষ্ণ প্রিয় দরশন !
 সেই নীল পীতাবরে, অপরূপ শোভা করে,
 মংলয় ময়ূর-পুচ্ছ রসাল-মুকুল ;
 বসনের মাঝে মাঝে, বিকচ কমল সাজে ;
 কভু বা করেন গান, শুনি প্রাণাকুল ! ৮
 অন্ত গোপী কহে আসি, কি পুণ্য করেছে বাঁশী !—
 যে অধর-সুধা শুধু সেবা গোপীকার,
 বাঁশী একা করি পান, কি সুখে করিছে গান !
 রেখেছ সামান্য রস উচ্ছিষ্ট তাহার ।
 যে বংশেতে বংশী হ'ল, সে যাহার তটে ছিল,
 সেই জলাশয়ে বত পদা শোভা পায়,
 বাঁশীর সৌভাগ্য হেরি, শিহরিছে আহা মরি ।—
 জলাশয় অঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত তায় ।
 বংশে যদি পুজ্য হয় ভগবৎ-ভক্তিময়,—
 আনন্দাশ্রু বর্ষে যথা কুল-বৃদ্ধ গণ,
 নিরখি বাঁশীর পুণ্য, বংশপতি বৃদ্ধ ধন্য !
 সে অঙ্গে আনন্দ-ধারা হতেছে ক্ষরণ । ৯
 কহে অন্ত গোপীগণ, সখিরে, স্রীবৃন্দাবন
 কৃষ্ণপদ স্পর্শে তুচ্ছ করে স্বর্গ শোভা ।
 বেণু-রবে মত্ত হিয়া পুচ্ছ শুচ্ছ বিস্তারিয়া
 নাথি নাথে শিখী নাচে জন-মনোমোহা ।
 নাচিছে সহস্র শিখী সর্ব জীব তাহা দেখি
 সর্ব চেষ্টা পরিহরি পর্বত উপর,

দৃষ্টি-স্থখে নিমগন !—

সুখের শ্রীবৃন্দাবন

প্রকাশিছে জগতের কীর্তি মনোহর ! ১০

কহে অশ্রু ব্রজাঙ্গনা,

দেখ সখি সুলোচনা,

পশু-জন্মে ধন্য ওই কুরঙ্গিনী গণ,—

শুনিয়া মোহন বাঁশী,

কৃষ্ণসার মনে আসি

প্রেমনেত্রে পূজা করে শ্রীনন্দ-নন্দন ! ১১

কোন গোপী গলা ধরি

কহে গুন সহচর,

মধুর চরিত, কৃষ্ণ ! রূপ মধুময় ।

নিরখিয়া ধরাভঙ্গে,

কে না ভাসে নেত্রজলে ?

কোন কাগিনীর মনে আনন্দ না হয় ?

সে রূপ দেখিয়া প্রাণে,

স্পষ্টে বেণু শুনি কাণে,

সখিরে বিমানচারী দেবাজনা গণ

থাকিয়া ওশিয়-অঙ্কে,

চমকিয়া প্রেমাতঙ্কে,

কৃষ্ণপদে প্রাণ মন দেয় বিসর্জন !—

রূপ হেরি জ্ঞানহারী,

বেণু রবে মাতোয়ারী,

তখন থাকেনা তারা, তাহাদের বশে,

ছাড়িয়া কবরি ভার,

ধরি পড়ে পুষ্পহার

প্রেমানন্দে অন্ধ হয়ে বেণীবন্ধ খসে ! ১২

কৃষ্ণগুণ-বিনিঃসৃত

আহা সেই গীতামৃত

কর্ণপুটে করি পাম মত্ত গাভী গণ,

অশ্রু ফেলে দাঁড়াইয়া,

প্রেমপূর্ণ নেত্র দিয়া,

মনে মনে কৃষ্ণ ধনে করে আলিঙ্গন !

ক্ষুধার্ত গোবৎস যত,

মাতৃ দুগ্ধ পানে রত,

শুনিয়া উৎক্লিষ্ট কর্ণে কৃষ্ণ-বেণু গান,

মুখে রাখি ক্ষীরধারা, ফেলিতেছে নেত্র ধারা,—
 আর না করিতে পারে মাতৃ স্তন পান ! ১৩
 দেখ গো মা, দেখ সখি, কাননের যত পাখী,
 মুনি ঋষি হইবার যোগ্য এরা সবে,
 যে রূপে গে কৃষ্ণধনে, সুখী হবে দরশনে,
 সেই রূপে বসি বৃক্ষে—শোভিত পল্লবে,—
 সুখে হবে দরশন, তাই বৃক্ষে আরোহণ
 করেছে বিহঙ্গগণ, মুগ্ধ মন প্রাণ,
 অথ কথা পরিহরি, নয়ন মুদিত করি,
 শুনিতেছে মধুমাথা মুরলীর গান ! ১৪
 থাক সে সজীব প্রাণী,— নির্জীব সে তরঙ্গিনী
 প্রকাশিছে প্রমোছাস অঙ্গ ভঙ্গিমায়,
 লইয়া তরঙ্গ-করে, শতদল উপহারে
 কৃষ্ণ-পদ আলিঙ্গনে হৃদয় জুড়ায় ! ১৫
 বলরাম সনে রঞ্জে, গোপাল গণের সঙ্গে,
 রবি-তাপে যান কৃষ্ণ বাজাহুয়া বাঁশী,—
 নিরখি তুবার-কায় মেঘমালা প্রেমে ধায়,
 দেখ, সে সখার শিরে ছত্র ধরে আনি ! ১৬
 পুনঃ পুনঃ পর্যটনে, চরণ-কুক্কুম বনে
 অলিত হইছে তুণে—করি দরশন,
 প্রেমে লয়ে বক্ষোপরি, বদনে সোপন করি
 কৃতার্থ ব্যাধের নারী, মার্থক জীবন ! ১৭
 দেখ দেখ সহচরি, এই গোবর্দ্ধন গিরি
 সকলের শ্রেষ্ঠ মরি, হরিদাস গণে ।—

দরশনে প্রেমাকুল, তৃণ জল কন্দ মূল
 দিয়া পূজে ধেনু মাঝে রামকৃষ্ণ-ধনে ! ১৮
 দেখ দেখ সখীগণ, কি আশ্চর্য্য দরশন !—
 গোপাল-বন্ধন পাশ করেছে করিয়া,
 গোপাল গণের সনে, বন হ'তে অশ্রু বনে,
 চলেছেন রামকৃষ্ণ গাভী গণে নিয়া ;
 বন হ'তে বনে যান করি উচ্চ বেণু গান, —
 বাঁশরীর মধুস্বর করিয়া শ্রবণ,
 বৃক্ষগণ করে রঙ্গ পুণ্ডকে পূরিত অঙ্গ,
 নীরবে দাঁড়িয়ে আছে মুগ্ধ জীবগণ !
 সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমানন্দে বিচরণে,
 যে যে লীলা করিলেন নিজে ভগবান,
 একপে তা গান করি, প্রেমযোগে ব্রজনারী
 তন্ময় হইল দিয়া দেহ-মন-প্রাণ । ১৯

তৃতীয় মালিকা ।

শ্রীমদ্ভাগবত—২২শ অধ্যায় ।

গোপীগণের বস্ত্রহরণ ।

শুকদেব কহিলেন,—

হে রাজন্, ব্রজবাসে হেমন্ত প্রথম মাসে,
 ব্রজ-কুমারীরা সবে মিলি,

কাহ্যারনৌ-ব্রত ধরি হবিষা ভোজন করি
 পূজে মহামায়া ভক্তকালী । ১
 ব্রজের কুমারী যত, হেরি সূর্য্য সমুদিত,
 স্নান করি কালিন্দীর নৌরে,
 জলের নিকটে গিয়া গড়িল বালুকা দিয়া,
 দেবীর প্রতীমা ধীরে ধীরে । ২
 ধূপ দীপ গন্ধ মালা আনি যত গোপবালা
 নৈবেদ্য তাম্বুল আদি দিয়া,
 মঙ্গ পড়ি বারে বারে দেবী নমস্কার করে,
 বর চাম্র মিনতি করিয়া,—
 কাহ্যায়নি মহামায়া, মহাদেবী শিবজ্ঞায়া
 হে মহা যোগিনি মহেশ্বরী,
 ধূলি দেও ও পদের—নন্দনুতে আমাদের
 পতি করি দেও গো শররি । ৩, ৪
 কৃষ্ণ যেন পতি হন হেন একনিষ্ঠ মন
 করি গোপ-কুমারী সকল,
 চিত্ত রাখি কৃষ্ণপরে ভক্তিভরে পূজা করে
 ভক্তকালী চরণ কমল । ৫
 উষায় উত্থান করি পরম্পর নাছ ধরি
 যমুনায়া যাইত যখন
 নিজ নিজ নাম সহ কৃষ্ণ-গুণ অহরহঃ
 সবে মিলি গাইত তখন । ৬
 এক দিন গিয়া নৌরে বঙ্গ রাখি নদী তীরে,
 যেমন করিত অন্ত দিন,

ব্রজ-কুমারীরা যত কৃষ্ণ-গুণ-গানে রত,
জল-ক্রীড়া করে শঙ্কাহীন । ৭

হেন কালে ব্রজেশ্বর, যোগেশ্বরের ঈশ্বর,
তাহাদের উদ্দেশ্য জানিয়া,

ব্রত-ফল দান ভরে সঙ্গীগণে সঙ্গে ক'রে,
সেই স্থানে উপস্থিত গিয়া । ৮

তাহাদের বস্ত্র যত করি সব অপহৃত,
উঠিয়া কদম্বতরু 'পরি,

লইয়া বাগক সবে হাসিয়া শ্রীহরি তবে
কহিলেন পরিহাস করি—৯

ব্রজের অবলা গণ করি হেথা আগমন,
লহ নিজ বসন সকল,

মত্যা বলি ফিরাবনা পরিহাস করিব না,
ব্রতাচারে তোমরা দুর্বল । ১০

ফিরিয়া যাবে না বৃথা, নাহি কহি মিথ্যা কথা,
এ সব বালক মোরে জানে ;

শুন সুমধ্যমা সবে, একে একে কিংবা সবে
বস্ত্র নিয়া যাও নিজ স্থানে । ১১

শুনি, লজ্জা-অবনত হয়ে প্রেমে বিগলিত,
অনুপায় যত সুমধ্যমা,

পরস্পরে দৃষ্টি করে, তীরে ত উঠিতে নারে,—
হাসিয়াখা বদন-চন্দ্রমা ! ১২

ছিল যত গোপী-চিত্র জলক্রীড়া-উনমত্ত,
জাকণ্ঠ সলিলে মগ্ন এবে,

শীতল যমুনা-নীরে আর ত রহিতে নারে,
 থর থরে কাঁপিতেছে সবে ! ১৩
 সেই যে গোবিন্দ বাণী বার বার সবে শুনি,
 কহিলা কল্পিত কলেবরে,—
 অশ্রায় ক'রনা শ্রাম, মোদের হ'য়না বাস,
 মোরা ভালবাসি যে তোমারে ।
 আমরা সবাই জানি ত্রুড়ে নাহি এক প্রাণী,
 শিষ্টে শাস্ত তোমার সমান,
 আমাদের মাথা খাও, বস্ত্র গুলি ফেলি দেও,
 শীতে দেখ বাহিরায় প্রাণ ! ১৪
 আমরা তব কিঙ্করী যা বল তাইত করি,
 ভালবাসি সেবি যে তোমায়,
 আছে তব ধর্মজ্ঞান, আমাদের বস্ত্রদান
 কর—নহে কহিব রাজায় । ১৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন সুহাসিনি যত, দাসী যদি হও সত্য,
 যদি আজ্ঞা পালো নিশি দিবা,—
 আসি লও বস্ত্র যত, তা না হ'লে দিব না ত,
 বৃদ্ধ রাজা করিবেন কিবা ? ১৬
 কল্পিত কুমারীগণ লজ্জা মাথা দেহ মন,
 তখন হইয়া নিরুপায়,
 কর-অচ্ছাদন দিয়া তীরেতে উঠিল গিয়া,
 প্রিয়তম কৃষ্ণের আজ্ঞায় । ১৭

শুধু ভাবে প্রসাদিত অক্ষত কুমারী যত

নিকটে আসিল নিরখিয়া,

প্রীত মনে তবে হরি বস্ত্র গুলি স্বন্ধে করি,

কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া,— ১৮

তোমরা এ ব্রত-কালে বিবস্ত্রা হইলে জলে,

রাখিলেনা মাগু দেবতার,—

এ পাপ নাশের তরে মস্তকে অঞ্জলি ধ'রে,

বস্ত্র লও, করি নমস্কার । ১৯

রাজনু সে দোষ গুনি, ভ্রাত ভঙ্গ মনে গণি

করে সবে, কৃতাজলি করি,

সর্ব-কর্ম-ফল-সার কৃষ্ণপদে নমস্কার ;

জানে তারা—তিনি পাপহারী ! ২০

হেন গতে অবনত হেবি সবে নন্দমুত,

জটীচিহ্ন হইলা তখন,

কুমারীগণের প্রতি সদয় হইয়া অতি,

যত বস্ত্র করিলা অর্পণ । ২১

রাজনু, যদিও হরি কবিতা ছলনা করি

হাস্যাম্পদ লজ্জিত তাদের,—

নাচান পুতলি প্রায়, কিন্তু কেবা নিন্দে তাঁয়,

প্রিয়সঙ্গে প্রীতি সকলের । ২২

বস্ত্র করি পরিধান তাজিলনা সেই স্থান,—

প্রিয়-সঙ্গে বশীভূত তারা ;

শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট মন,— কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ

সলাজ নয়নে জ্ঞানহারা ! ২৩

ব্রজের কুমারী যত লইয়াছে মহাব্রত,
 কৃষ্ণপদ কামনা করিয়া,
 তাদের উদ্দেশ্য জানি, নন্দ-সুত অন্তরায়ী
 কহিলা সকলে সন্তোষিয়া,—২৪
 ঐন সতী সাধবী সব তোমাদের মনোভাব
 আমারই অর্চন সেবন.
 জানি আমি—এই ব্রত আমার অঙ্গুগোদিত,
 সফল হইবে এ সাধন ! ২৫
 যাহাদের প্রাণমন আমাতেই নিমগন,
 কৰ্ম্মভোগ নাহি ত তাদের !
 কৰ্ম্ম-ফল দক্ষ ভণা, অকুর উদ্গম যথা
 নাহি হয় ভজিত বৌজের ! ২৬
 ঐন সতী সাধবী সবে, ব্রজপুরে যাও এবে,
 তোমাদের কামনা সফল !—
 করিলে যে ব্রতচার, মম বরে এই বার
 সুসিদ্ধ হইল সে সকল ! ২৭
 আমাতে রাখিয়া চিত্ত, করি কাত্যায়নী-ব্রত,
 সিদ্ধ হ'লে,—কিবা দিব আর ?
 মম সঙ্গে একত্রেতে আগাগিনী রজনীতে
 সকলেই করিবে বিহার ! ২৮

ওকদের কহিলেন,—

রাজন্ কুমারীগণ চঞ্চলা কৃতার্থ মন,
 শ্রীকৃষ্ণের পাইয়া আদেশ,

কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-পাশে, মন রাখি, অতি ক্লেণে

ব্রজপুবে কাঁবল প্রবেশ । ২৯

শ্রীনন্দ-নন্দন পবে, অগ্রে কবি অগ্রজেরে,

মনোরঞ্জে, সঙ্গে গোপগণ,

গোচারণে দীরে দীরে, বৃন্দাবন হ'তে দূরে,

সবে মিলি করিলা গমন । ৩০

হেমন্তেব রবি করে তাপিত মস্তক'পরে

তরুগণ ছত্র ধরে তথা,

নিরখি সে ছায়া-দান, কহিলেন ভগদান

ব্রজবাসী গণে এই কথা,—৩১

“হে শ্রীনাগ, হে সুবল, হে অর্জুন, হে বিশাল,

শ্রোককৃষ্ণ, অংশো, হে বৃষভ,

বকধন, হে ওজস্বী, দেবপ্রহ, —ব্রজবাসী,

দেখ দেখ বৃক্ষ এই সব,—৩২

মহাভাগ বৃক্ষ গণ শুধু পর-প্রয়োজন

সাধিতে নির্জনে আছে হায়,

হিম রৌদ্র বর্ষা বাত, মহু করি দিন রাত,

আমাদেব রক্ষা করে তার । ৩৩

অহো কি সুন্দর ভাবে জন্মিয়াছে এরা ভবে,

উপজীবা প্রাণী সকলের,

দয়ালু খাচকে যথা, এরা পূর্ণ করে তথা

সবদাই অভাব ক্ষীণের । ৩৪

পত্র পুষ্প ফল ছায়া রসগন্ধ মূল দিয়া

সর্বস্ব বিতরি অকাতরে,

অস্থি-চৰ্ম ভস্ম আব, দিবা কবে উপকাব,—

দনু জন্ম লভিল সংসারে ! ৩৫

তুমিয়া সন্তুষ্ট মনে জগতের প্রাণিগণে,

বাক্যে হিত করি সকলেব,

মন মন প্রাণ দ্বাবা সতত মঙ্গল করা,—

উদ্দেশ্যই জীব-জীবনের ।” ৩৬

প্রবাল স্তবক ভার পত্র পুষ্প ফলে আর

অবনত শাখি মধ্য দিয়া,

একপে প্রাণংসা করি যমুনার তীরে হরি

ধীরে ধীরে উপস্থিত গিয়া । ৩৭

হে বাজন্, গোপগণ সেথা করি দরশন

পবিত্র মঙ্গল স্বচ্ছ বাব,

গোবৎসে করায় পান, গোপেরা জুড়ায় প্রাণ

কালিন্দীর নীর পান করি । ৩৮

চতুর্থ মালিকা ।

(ত্রীমদ্ভাগবত—২৯শ অধ্যায়)

বাসবিহার উদ্যোগ ।

শুকদেব কহিলেন,—

বাজন্, শ্রীভগবান্ প্রেমের উল্লাসে

ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রজাঙ্গমা-পাশে,—

“আগামিনী যামিনীতে, আনন্দে অপার,

তোমরা আমার সনে করিবে বিহার ।”

মনোমোভা চাক শোভা ধরি সুহাসিনী
 ওই যে আইল সেই শরৎ-যামিনী !—
 ফুটিল মল্লিকা—হেরি, যোগমায়া ধরি,
 বিহার করিতে বাহু করিলেন হরি । ১
 হাসাইয়া ধরাতল কোমুদী-ছটায়,
 উঠিলেন শশধর গগনের গায় ।
 প্রেয়সীব পাশে আঁহা প্রবাসী যেমন,
 অনেক দিনের পরে করি আগমন,
 সাজায় প্রিয়ার মুখ কুঙ্কুমের রাগে,
 সেই কপ নিশানাথ উঠি পূর্ব ভাগে,
 স্বকবে সাজান তাবে অরুণ-জাভায়,
 ভবজন-মনঃক্লেশ নাশিলেন তায় । ২
 আঁহা যেন কমলার বদন-কমল,
 গগনমণ্ডলে শশী অখণ্ড-মণ্ডল,—
 নব কুঙ্কুমের বর্ণ বাজার্কের আভা,
 উঠিলেন, বিকাশিয়া অপক্লপ শোভা !
 শীতল কোমুদীমাখা সুন্দর কানন
 ধরিল অপূর্ব শোভা—করি দরশন,
 ধরিলেন ভগবান্ মধুমাখা গান,
 মুগ্ধ যাতে ব্রজাঙ্গনা দেহমন-প্রাণ । ৩
 আকৃষ্ট গোপীব চিত্ত মদ্যীভের স্বরে,
 কেহ কোন কথা নাহি বলে পরস্পরে,—
 প্রেম উদ্দীপক গীত করিয়া শ্রবণ
 অমনি যে বার পথে করিছে গমন ।

ধেয়ে যায় ব্রজাঙ্গনা, নাই কেহ সঙ্গে,

অলক-কুন্তল মালা তাই নাচে ঃঙ্গ্রে ! ৪

কোন গোপী বাগি গাভী করিছে দোহন,

শ্রীকৃষ্ণেব প্রেমগান করিয়া শ্রবণ,

অমনি দোহন ছাড়ি আবেশের ভরে,

কৃষ্ণ দরশনে চলে ব্যাকুল অন্তরে !

কেহ বা চুল্লিতে হৃৎক দিয়াছে তুলিয়া,

কেহ বা গোধূম পক চুল্লিতে বাধিয়া

উত্তারিতে আর তার বিলম্ব না হয়,

স্রুত চলে নিরখিতে কৃষ্ণ রসময় !

ভোজনে পরিবেশন কেহ কেহ কবে,

কেহ বা শিশুবে স্তন দেয় স্নেহ ভরে,

কেহ কনে পতিসেবা, শুনি বেণু-গান

অমনি যে যার পথে করিল প্রস্থান ।

কেহ বা বসিয়াছিল করিতে ভোজন,

অপূর্ণ আহাবে অন্ন কবিল বর্জ্জন । ৫

অঙ্গের মার্জ্জনে, কেহ সুগন্ধ লেপনে,

কেহ বা অঙ্গনদানে খঞ্জন-নয়নে,—

আপন আপন কার্যে রত ছিল সবে,

কার্য ফেলি যায় চলি হেরিতে মাধবে ।

দ্বিবা বস্ত্র অলঙ্কারে বেশ ভূষা করি,

ক্লৃষ্ণপাশে যাত্রা করে কোন কোন নারী,

স্রুত যায়, ব্যস্ততায় বসন ভূষণ

আন্দোলিত স্থানচ্যুত বিকৃত তখন ! ৬

পিতা ভাতা ভর্তা আসি নিবারণ করে,
 তথাপি তাদের চিত্তে দৈরঘ্য না ধরে !
 নিবৃত্ত না হয় কেহ কাহারো কথায়,
 অপহৃত-চিত্ত ভাবা, পাগলিনী প্রায় ! ৭
 কোন বা কামিনী পূর বাসিনী বলিয়া,
 গৃহ হ'তে বহির্গত হ'তে না পারিয়া,
 গদ গদ প্রেমে, আশ নিমীলিত আঁখি,
 চিন্তা কবে প্রাণকুণ্ডে অন্তবেতে রাখি ।
 পূর্ব হ'তে তাহাদের হৃদয়ের গতি,
 ছিল মাত্র প্রেমাস্পদ শ্রীহারর প্রতি,
 এখন তাহারা শুনি বাঁশরীর স্রব,
 অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করে নিরন্তর ।
 শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মনে সস্তাপ উদয়,
 সেই তাপে গোপীকায় সর্ব পাপ ক্ষয় !
 চিন্তাবেশে হৃষীকেশে হৃদয়েতে ধবি,
 যে সুখ সন্তোগ কবে সেই ব্রজনারী,
 সেই কৃষ্ণ-স্পর্শস্থখে হয় পুণ্যক্ষয়,—
 পাপ পুণ্য ছাড়ি গোপী দেখে কৃষ্ণময় । ৮, ৯
 বাদে গোপীর মাত্র প্রেম-আকর্ষণ,
 তথাপি সে পরমাত্মা ব্রজেন্দ্রনন্দন,—
 তাঁরে লভি স্থখে ছুখে কৰ্ম করি ক্ষয়,
 কৃষ্ণপদে ব্রজাঙ্গনা দেহ করে লয় । ১০

পবীক্ৰিৎ জিত্তাসিলা,— ব্রজে যত গোপবালা
 কান্ত বলি শ্রীকান্তেরে জানিত কেবল,—

অবোধ সে ব্রজবধূ পেয়ে কৃষ্ণ-প্রেমমধু,
 পান করে ছিল শুধু, হইয়া পাগল ;
 শ্রীকৃষ্ণেরে ব্রজাঙ্গনা ব্রহ্ম ভাবে জানিত না,
 ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না ত ব্রজগোপীদের,
 গুণেতেই গন রাখি— প্রবৃত্তির বশে থাকি,
 সংসার-নিবৃত্তি কিমে হইল তাদের ? ১১
 শুকদেব মহামুনি, কহিলো সে কথা শুনি,—
 রাজন্ পূর্ব্বই আমি কহিঁরু তোমায়,
 শিশুপাল হ'য়ে অরি, হরির শত্রুতা করি,
 গেল মুক্তিলাভ করি কৃষ্ণের কুপায় !
 আর যাবা কৃষ্ণপ্রিয়া সদা সুখী কৃষ্ণ নিয়া,
 কি কহিব, কৃষ্ণধন গবদ্বন যাদেব,—
 কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ দেহ মনপ্রাণ,—
 সংসার-নিবৃত্তি কেন না হবে তাদের ? ১২
 নিত্য সত্য ভগবান নাহি তাঁর পারমাণ,
 অক্ষয় নিগুণ তিনি—গুণের পালক,
 মানব মঙ্গল তরে রূপ ধরি এ সংসারে,
 শুভক্ষণে আসি হন ধর্ম্মের রক্ষক । ১৩
 কাম ভাবে দৃষ্টি করি ক্রোধ কিংবা ভয় কাণি,
 মেহ, সুহৃদতা কিংবা একতার ভাবে,
 শ্রীহরিতে যার মন, ছুটে যায় অনুক্ষণ,
 সে জন সে কৃষ্ণধানে তন্ময়ত্ব পাবে । ১৪
 রাজন্, সে ব্রজেশ্বর, যোগেশ্বরের জেশ্বর,
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবান অম্ব অস্তর্যামী,

তাঁতে ত নে প্রেমোদয়, সংসার-নিবৃত্তি হয়,—

ইহাতে আশ্চর্য্য কেন হইতেছ তুমি ?

নবনারী পশু পাখী, কৃষ্ণধান দেখি দেখি,

তারা ত সংসার মুক্ত অনায়াসে হয়

অচলাদি তরুলতা, কি কব তাঁদের কথা —

কৃষ্ণ দবশনে মুক্ত, চিরানন্দ ময় ! ১৫

পবে যত ব্রজনারী নিকটে আসিছে হেরি,

বাকুপটু শ্রীহরি যবি বঙ্গ করি কন,—

এস সব ভাগ্যবতি, আগাব গোভাগ্য অতি !

হয়েছে ত তোমাদের স্মৃথে আগমন ?

মঙ্গল ত ব্রজপুরে ? কেন এলে এত দূরে ?

বল, তোমাদের তরেকি কবিতে হবে ?

একে ত ব্রজনী ঘোষা,—ঘোবে হিংস্র খাপদেরা,

তথা ক'বে ব্রজপুবে ফিবে যাও সব ।

দেখ স্নগধ্যমাগণ, এ যামিনী কি ভীষণ ।

অবলাব অকুচিত হেন স্থানে থাকা

তোমাদের পিতামাতা স্বামী ও সুহৃদ ভ্রাতা,

খুঁজিছে শঙ্কিত মনে, না পাইয়া দেখা । ১৬ ১৭

শুনিয়া কৃষ্ণেব বাণী, গোপিকা অভিমানিনী,

বহে যেন অশ্রু মনে পালটিয়া আঁখি,—

নিরখি শ্রীভগবান, জানিয়া সে অভিমান,

কহিলেন,—মনোভাব আবরিয়া রাখি,—

দেখ দেখ গোপীগণ, ফুলে ফুলে ফুলবন,

ধরেছে কেমন শোভা মনোলোভা মন্দির !

ওই পূর্ণ শলী আসি চাণিতেছে হাসি হাসি
 বসন্ত-কৌমুদীবাণি কুলবন ভবি !
 আসিছে যমুনা হ'তে, খেলিতে খেলিতে পণে,
 সমীপে, দোলাইয়া কানন-পল্লবে,
 ঢালে শোভা নিরবধি ! — দেখিতে এসেছ যদি,
 দেখিলে ত ? এবি নীচ বসে বাও হবে । ২০
 তোমাবা সকলে মতী— গৃহে গোপাদেব পতি
 পতিসেবা কব গিয়া দিয়া মন প্রাণ ।
 গাভী বৎস শিশুগণ, ক্ষুধায় ব্যাকুল মন,
 করিছে বোদন গিয়া কব দুগ্ধ দান । ২১
 আব যদি প্রেমবশে, এসে থাক মগ পাশে,
 দোষ নাই তাতে, শুন সীমন্তিনীগণ,
 সর্ব সুখ পরিহার আমাকেই লাভ করি
 'জীব মাত্রে চরিতার্থ—সার্থক জীবন । ২২
 কিন্তু শুন শাস্ত্র মর্ম্ম, নারীব পবন ধর্ম্ম,
 তাকপটে পতিসেবা, মস্তান পাবন,
 আব পতি-বন্ধু যাবা গৃহেতে আসিলে তাঁবা
 সমাদবে সেবা কবা কবিয়া যতন ।
 যদিও জুগ্মপাত, কিংবা ভাগ্যহীন অতি,
 ছড কি দরিদ্র বৃদ্ধ—যান যষ্টি ভবে,
 তথাপি সে শ্রমি ধনে, সেবা কবা কায়মনে,
 নারীব কর্তব্য, নিজ সম্ভতির তরে । ২৩
 পব পুরাষেতে মন দিলে কুলবালাগণ,
 স্বর্গবাস সংঘটন হয় না তাদের,

জারো হয় ছুঃখকর, নিন্দনীয় ভয়ঙ্কর,
 যশোহানি, গৃহলক্ষী কুলবধূদের ! ২৪
 গুন বজ্রাঙ্গনাগণ, আমার নাম শ্রবণ
 ধ্যান বা কৌতুকে জীব যে আনন্দ লভে,
 কাছে বসি নিতি নিতি হয় না তেমন ক্রীতি,—
 তাই বলি নিজ নিজ গৃহে যাও সবে !

পঞ্চম মালিকা ।

শুকদেব কহিলেন রাজনু;—

ও সেই—প্রিয়তম মাধবের মুখে,
 শুনি সে নিষ্ঠুর বাণী, মলিনা গোপকামিনী
 সরসে মরিয়া গেল ছুঃখে । ২৫
 ও সেই—ছুঃসহ চিন্তার জরজর !
 ক্ষুণ্ণ মনে সবে রয়, ঘন ঘন শ্বাস বয়,
 থরথর শুক বিষাদর !
 ও সেই—ছুঃখভারে অবনত মুখে,
 ধীরে পদনখ তটে, গোপীগন ভূমি খোঁটে,
 নীরবে দাঁড়িয়ে মনোছুঃখে !
 ও সেই—কজ্জলোতে গিনি অশ্রুধার,
 বিধৌত করিল আসি, বক্ষের কুঙ্কুমরাশি,
 কজ্জলে কুঙ্কুমে একাকার । ২৬
 ও সেই—মাধবেই মঁপি প্রাণমন ,

অলু বাহা গোপীকার, কিছুই ছিল না আর,—
 প্রিয়তম ব্রজেন্দ্র-নন্দন !
 ও সেই—নিঠুর বচন শুনি তাঁর,
 যতেক গোপ-বনিতা প্রেম-কোপে কোপান্বিতা,
 ধৈর্য ধরিতে নারে আর !
 ও সেই—কোপে যত হরিণ-নয়না,
 গদ গদ ভাষে তবে, কহে সবে শ্রীমাধবে,
 নেত্রবারি করিয়া মার্জনা ;—২৭
 বিভো হে—কমল-লোচন দয়াময়,
 হেন নিদাক্ষণ কথা, কহি কেন দেও ব্যথা ?
 এ তোমার উচিত ত নয় !
 দেখ হে—ছাড়ি সব বিষয় বিভব,
 পাদপদ্ম তব হরি, আমরা ভজনা করি,
 আর কিছু জানি না মাধব !
 দেখ হে—সাধিন পুরুষ তুমি হও,
 আদি-দেব বিশ্বপাতা সম্যাসীকে লন যথা
 তেমতি মোদের তুমি লও । ২৮
 দেখ হে—পতি পুল্ল মিত্রের সেবন,
 জীর্ঘ্যা বলেছ যাহা, আমরা করিব তাহা,
 হে ধর্মজ্ঞ, গুন সে কেমন,—
 দেখ হে—তুমি দিলে এই উপদেশ,
 তোমাকেই সেবা করি, কৃতার্থ হইব হরি,
 পুল্ল মিত্র তুমিই প্রাণেশ !
 দেখ হে তব সেবাতেই সর্ব সেবা ।

জীবের সে নিত্যপ্রিয়, তুমিই পরমাত্মীয় ;

হে আত্মন, পতি পুত্র কেবা ? ২৯

দেখ হে—শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সকল,

তোমাতেই ত্রীতি পান, পুত্র মিত্র নাহি চান,—

সে কেবল দুঃখের অনল !

বিভো হে—হও নাথ, প্রসন্ন এখন,

বহু দিন হ'তে হরি, আছি যেই আশা করি,

ক'রো না হে সে আশা ছেদন ! ৩০

নাথ হে—আমাদের হস্ত আর মন,

এত দিন অবিরত, গৃহকর্মে ছিল রত,

তুমিই তা করেছ হরণ !

দেখ হে—ওই তব পাদমূল হ'তে

আমাদের পদ হায়, এক পদও নাহি যায়,

কেমনে বা যাই ব্রজপথে ? ৩১

হরি হে—হাস্যদৃষ্টি মধুময় গানে,

জেলেছ যে প্রেমানল, হবে না তা স্নানীতল,

তোমার অধর-সুধা বিনে ।

সখা হে—তা না হ'লে বিরহ অনলে

পুড়ি পুড়ি উছ মরি । ধ্যান যোগ করি করি,

যাব তব পাদপদ্ম কোলে । ৩২

দেখ হে—অশ্রুজ-নয়ন স্বর্ষীকেশ,

তব পদাশ্রুতলে : বাস করি কুতূহলে

কমলার আনন্দ অশেষ !

শুন হে—অরণ্য-জনের প্রিয় জন,

সেই পদ পরশনে, আনন্দ লভিয়া বনে,
 অন্ত জনে দিতে নারি মন ! ৩৩
 দেবগণ—যে লক্ষীর কটাক্ষ না পান,
 সে লক্ষী তুলসী সহ, হরিবক্ষে অহরহঃ ;
 তথাপি ও পদরজঃ চান !
 ও সেই—কমলার স্থায় ব্রহ্মনারী,
 পদরেণু-পাশে এবে শরণ লইল সবে ;
 প্রসন্ন হও হে' পাপহারী ! ৩৪
 হরি হে—পাদপদ্ম পূজিব বলিয়া,
 আশায় আসিয়া বনে, ও স্নান নিরীক্ষণে
 প্রেমাগুণে দগ্ধ হ'ল হিয়া ।
 হরি হে—দাসী হ'তে দেও আগাদের ;
 শ্রীমুখে অলক দোলে, কুণ্ডল ও গণ্ড-স্থলে
 মনপ্রাণ হরে সকলের !
 ও তোমার—অধরে ধরে না স্খলানি ;
 তা হ'তে হতেছে নাথ, স্নান কটাক্ষপাত,
 হৃদয়ে বিকিছে যেন আসি !
 ও তোমার—ভূষদণ্ডে ভয় দূরে যায় ।
 ও বক্ষে, কমলাপতি, কমলার কত শ্রীতি ।
 তাই ঘোরা দাসী রাঙ্গা পায় ! ৩৬
 ও তোমার—বেণু গানে ধৈর্য্য যায় খসি,
 নারী মাঝে ত্রিসংসারে, কে বল' থাকিতে পারে,
 সংসারের নীতি-পথে বসি ?
 ও তোমার—ভুবন মোহন রূপ হেরি,

বিহঙ্গ কুরঙ্গ সনে, গো বৎস বিটপি গণে
রোমাঞ্চ যে হইতেছে, হরি । ৩৭

হরি হে—নিশ্চয় জেনেছে ব্রজনারী,
আদি-দেব বিশ্বপাতা দেবের রক্ষক যথা,
তুমি তথা ব্রজ-দুঃখহারী !

দীননাথ—এই তপ্ত শির বক্ষঃস্থলে
করপদ্ম দান করি, সুশীতল কর হরি,
কিঙ্করী আমরা পদতলে । ৩৮

শুকদেব কহিলেন,—রাজগু,

ও সেই—যোগেশ্বর হরি আত্মারাম,
তথাপি লীলার ছলে, গোপীরা কাতরা হ'লে
ক্রীড়া সুখ দিলা অবিরাম । ৩৯

ও সেই—অচ্যুতের সহস্র বদন,
হাসি রাশি দন্তপাঁতি, কুন্দ কুসুমের ভাতি,
বিকাশে মোহিয়া জন-মন ।

ও সেই—গোপীনাথ প্রিয় দরশন,
ব্রজাঙ্গনা প্রেমভরে, বেষ্টন করেছে তাঁরে—
তারি ঘেরা শলাক যেমন ।

ও সেই—শত শত ব্রজনারী-মাঝে
মধুস্বরে গান করি, যুথ-পতি সম হরি,
বিহরেন অপরূপ সাজে ।

ও সেই—কুলমুখী গোপিকার মুখে

কতু বা গুনিয়া গান, করিছেন প্রেমদান,
 ডুবে যান প্রেমানন্দ স্থখে ।
 ও সেই—বৈষ্ণবস্তি মালা দোলে গলে ।
 শোভায় অরণ্য ভরি, বিচরণ করি হরি
 বিহার করেন কুতূহলে ।
 ও সেই—শরচ্ছত্র-মরীচি-মালায়
 যমুনা-পুলিন ধৌত ! শীতল বালুকা কত
 সে পুলিনে স্নাত ঘোঁছনায় ।
 ও সেই—মন্দ সমীরণ আসি তায়,
 পাইয়া কুমুদ-গন্ধ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
 উলটি পালটি ধীরে যায় ! ৪০
 ও সেই—যমুনার পুলিনে তথম
 প্রবেশ করিয়া হরি, বাছ প্রসারণ করি,
 গোপীগণে দিলা আলিঙ্গন ।
 ও সেই—ব্রজানন্দ-করে দিলা কর,
 অলক কুণ্ডল ধরি, পরিহাস রঙ্গ করি,
 করিলেন কতই আদর ।
 ও সেই—প্রেম উদ্বোধন করি তায়,
 মামা ক্রীড়া কোতুকেতে, মধুর কটাক্ষ পাতে
 বিহার করান গোপীকায় ! ৪১
 ও সেই—কামশূন্য ভগবান-পাশে,
 হয়ে এত আদরিণী, মানিনী গোপকামিনী
 আনন্দ-মাগরে সবে ভাসে ।
 ও সেই—মানে মত্ত গোপীকা সকল,

অভিমাণে ভাবে তাই,— তাহাদের তুল্য নাই
 নারীশ্রেষ্ঠ তারাই কেবল ! ৪২
 ও সেই—অচ্যুত জানিয়া অভিমান,
 সে গর্ভের শাস্তি তরে,— সুপ্রসন্ন হইবারে—
 অমনি করিল অশুভান ! ৪৩

ষষ্ঠ মালিকা ।

(শ্রীমদ্ভাগবত—৩০শ অধ্যায়)

নিশীথ কালে বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন

যুথ-পতি হারাইয়া হায়, বাস্তুমতি করিলীর প্রায়,
 হ'লে কৃষ্ণ অদর্শন, বিধাদে প্রমদা গণ
 ত্রস্ত মন ইতস্ততঃ ধায় । ১

মাধবের গমন মাধুরি, মিষ্ট হাসি স্মৃষ্টি চাতুরী,
 প্রেমালোপ নানা মত, বিলাস বিশ্রম যত
 গোপীচিত্ত করেছিল চুরি,

তাই তারা হয়ে জ্ঞান-হারা, কৃষ্ণপ্রেম রসে মাতোয়ারা
 কৃষ্ণরূপে হয়ে মত্ত, পেয়েছিল তন্ময়ত্ব—

ক্রীড়া করে পাগলিনী পারা । ২

কৃষ্ণ ভাব ভাবিয়া অন্তরে, সেই ভাব গোপীকারা করে,
 তন্ময় কৃষ্ণের ভাবে— সেই ভাবে করে সবে
 হাস্যালোপ দৃষ্টি পরস্পরে ।

কৃষ্ণ সনে অভিন্ন অন্তর, তাই তারা বলে পরস্পর—
আমি কৃষ্ণ ! আমি কৃষ্ণ ! আমিই সে প্রাণকৃষ্ণ !

আমি কৃষ্ণ, সুন্দর-সুন্দর ! ৩

পরে তারা মিলি পরস্পরে, শত কণ্ঠে প্রেমগান ধরে,
অচূতের অন্বেষণে, ফেরে তারা বনে বনে,
কৃষ্ণ গুণ গায় উচ্চস্বরে ।

যিনি সূক্ষ্ম আকাশের মত, অন্তরে বাহিরে অবস্থিত,
সে পুরুষে গোপীগণ বনে করে অন্বেষণ,
বৃক্ষে গুপ্তায় অবিরত ;— ৪

“তরুণ,—কৃষ্ণ কোথা বল গো আমারে,
হে পাকুড়, হে অশ্বখ, ওহে বট শুকসম,
তোমরা কি দেখেছ তাঁহারে ?

মন প্রাণ চুরি করি চলিয়া গেলেন হরি,
হাসি হাসি অঁখি-ভঙ্গিমায়,
হে অশোক কুরুবক, নাগকেশর চাম্পক,
তোমরা কি দেখেছ তাঁহারে ?

খাঁর হাসি প্রেমভরে, মানিনীর মান হরে,
সেই কৃষ্ণ, চিত্ত কাড়ি নিম্না,
করেছেন পলায়ন, কোথায় গেলেন গো—
গেলেন কি এই পথ দিয়া ? ৬

হে তুলসি হরিপ্রিয়ে ! হরি যে ভোগারি গো—
হৃদয়েতে রাখেন তোমায়,

অলি সনে কৃষ্ণবুকে, থাক যে পরম সুখে,
জান কি গো—কেশব কোথায় ? ৭

হে মালতি, হে মল্লিকে, ওগো জাতি, হে যুথিকে,
 তোমরা বল গো দয়া কবি,—
 করপদে পরশিয়া, তোমাদের নাচাইয়া,
 এই পথে গেলেন কি হরি ?
 হে পনশ, হে পিষাল, তমাল হিঙ্গাল তাল,
 আম জাম শ্রীবির বকুল,
 শ্রীকৃষ্ণের দরশন, কে বল পেয়েছ গো,—
 তাঁর তরে আমবা আকুল !
 হে কদম্ব—নীপ বৃক্ষ, ওগো চূত, ওগো অর্ক,
 অচ্যুত গেলেন কোন পথে ?
 জন্মা পব-হিত তরে, বসতি যমুনা তীরে !—
 কথা কও আমাদের সাথে । ৯
 ধন্ত ধন্ত বসুন্ধরে ! কি পূণ্য করেছে গো,—
 কৃষ্ণপদ পরশিলে রয়ে,
 প্রেমানন্দ পেয়ে তাই বোমাঞ্চ হয়েছে গো,—
 বৃক্ষরাজি শিহরিছে অঙ্গে !
 পাদপদ্ম পরণে কি আনন্দ হয়েছে গো ?
 কিংবা ত্রিবিক্রম-পদ পেয়ে ?
 অথবা তাহারো পূর্বে বরাহ-শরীর গো,—
 পরশি রয়েছে ফুল হয়ে ? ১০
 দেখ কুরঙ্গিনীগণ, কৃষ্ণ অঙ্গ হেরি গো,
 জুড়ালে কি আশ্রিত লোচন ?
 এখানে কি প্রিয়াসনে অচ্যুত এলেন গো ?
 বলিতে কি পার বিবরণ ?

প্রিয়া-অঙ্গে অঙ্গ লাগি, বক্ষেব কুক্ষুমে গো
রঞ্জিত কুষের কুন্দ-মালা !

এই যে এখানে সেঠে কুন্দফুল গন্ধ গো,
আকুল করিছে কুলবালা ! ১১

করণদো লীলাপদা— কমল-লোচন গো,
প্রিয়াঙ্কে নিষ বাহু দিয়া,

প্রেমাক তুলসী গঞ্জে, যন্তু অলি মনে গো
এই স্থানে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,

প্রেমদৃষ্টি করি করি— বৃক্ষগণ জ্ঞান কি গো,
আমাদের শ্রীনন্দ-নন্দন,

তোমাদের স্তব স্তুতি প্রগতি ব্যঙ্গন গো,
গেলেন কি করিয়া গ্রহণ ? ১২

দেখ দেখ প্রাণসখি, কানন-লতিক। গো,
শুধাও ও বন-লতিকায়,

প্রিয়তম তরু অঙ্গ আলিঙ্গন কবি গো
স্থির হ'য়ে রয়েছে হেথায় !

কিছু সখি কেন এত পূজকিতা লতা গো ?
এই দেখ—নিশ্চয় এ কথা,

শ্রীনাথের নথ-চিহ্ন, লতা অঙ্গে আছে গো !
কৃষ্ণ-কথা জানে বনলতা । ১৩

হে রাজন, কৃষ্ণ অবেষণ, করিতে করিতে গোপীগণ,
বিহ্বল হইয়া তথা উদ্গাদিনী সম কথা
কহিতে লাগিল অসুক্ষণ ।

কৃষ্ণ' ক্রীড়া স্মরণ করিয়া, কৃষ্ণ প্রাণা সকলে মিলিয়া,
অবশেষে কৃষ্ণলীলা, করে যত গোপবালা

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ভুলিয়া । ১৪

সেই কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন, হইল অবলা এক জন,
কোন বা রূপসী আসি, পুতনা হইয়া বসি,
হাসি হাসি কৃষ্ণে দেয় স্তন ।

শকট হইল কোন জনা, কৃষ্ণরূপে কোন কৃষ্ণ প্রাণা
অনায়াসে তারে ধরি, চবণ আঘাত করি,

কৃষ্ণলীলা করে ভ্রমাদনা । ১৫

শ্রীকৃষ্ণের বাণ্যভাব ধরি, কোন নারী আছে আহামরি ;
বালক কৃষ্ণেরে পেয়ে, অস্ত গোপী দৈত্য হয়ে,
অমনি লইল চুরি করি ।

গোপগণ আসিছে ভাবিয়া, কেহ চলে হামাগুড়ি দিয়া,
কেহ কৃষ্ণ কেহ রাগ,— লইয়া গোপের নাম,
কত গোপী আইল সাজিয়া ।

বৎসাসুর হয় এক নারী, অস্তে বকাসুর রূপধারী ।
কোন নারী বৎসাসুরে, কোন নারী বকাসুরে,
বিনাশ করিছে করে ধরি । ১৬

কোন নারী বাশরীর গানে, দূরস্থিত গাভীগণে আনে,
কত গোপী প্রেমভরে, সাধু ! সাধু ! বলে তারে,
ধন্য বলি কৃষ্ণ সম মানেন ।

গোপীকক্ষে কোন বা রমণী, রাখিয়া মৃগাল ভুজ খামি
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে, কহে অস্ত গোপী গণে,—
দেখ, আমি কৃষ্ণ শুগমণি !

কি মাধুরি ! দেখ গো আমার ! চলিয়াছি কিবা ভঙ্গিমায় !

কেন ভয় কর ইথে, আমি ঝড় বর্ষা হ'তে

করিতেছি রক্ষাব উপায় !

এই কথা কহিয়া কামিনী, আপন অঞ্চল বস্ত্র খানি,

অঙ্গুলিতে উর্দ্ধে ধরি— ধরে গোবর্দ্ধন-গির্জা,

বিস্তৃত সকলে, ধন্য মানি ।

কোন অবলার স্বচ্ছদেশে, লক্ষ্য দিয়া উঠি অনায়াসে,

কোন বা আভীর-নারী গভীর গর্জন করি

পদাঘাতে কহে মহা বোম্বে,—

ওরে সর্প, ছুটে ছরাশয়, আমি তোরে নাশিব নিশ্চয় !

জন্ম মম এ সংসারে, ছুটে দমনের তরে,

শিষ্টে জনে অর্পিতে অভয় । ১৮

কহিলা মহিলা এক জন, কি দাবাগি ! দেখ গোপগণ ;—

নয়ন মুদিয়া থাক, ভয় নাই, এই দেখ,

আমি রক্ষা করিব এখন । ১৯

কোন আহীরিনী স্নলোচনা, ধরি এক কৃশাদৌ অঙ্গনা,

জড়াইয়া পুষ্পহাবে, উদ্বলিত বাক্সে তারে,—

ভয়ে মরে কুরঙ্গ-নয়না । ২০

পুনঃ সেই নিভবিনীকুল, কুঞ্জে আরি হইয়া আকুল,

কৃষ্ণকথা বৃন্দাবনে, শুধাইছে বনে বনে,

ধরি ধরি তরঙ্গতা-কুল ।

শুধাইতে শুধাইতে যায়, হেন কালে দেখিবারে পায়,—

বনভূমি-মধ্যস্থানে পরমায়া-বিচরণে,

পাদপদা-চিহ্ন আছে তার !

হেরি ব্রজনারী গণ কম, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন এ নিশ্চয় ।
 ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, কৃষ্ণপাদপদ্ম ভিন্ন,
 ত্রিষগতে আর কারো নয় । ২১

সপ্তম মালিকা ।

হে রাধন্, যত ব্রজনারী যায পদ-চিহ্ন ধরি ধরি,
 দেখে গিয়া পরক্ষণে, কৃষ্ণপদ-চিহ্ন সনে
 নাবী-পদ চিহ্ন সাবি সারি ।
 হেরি সবে কহে ক্ষুণ্ণ মন । কোন্ ভাগ্যবতীর চরণ ?
 মাধব মাতঙ্গ সঙ্গে কে বা মাতঙ্গিনী গো—
 মনোরঞ্জে করেছে গমন ।
 নিশ্চয় তাহার স্বক'পরি, নিজ ভুজ দিলেন শ্রীহরি ।
 নিশ্চয় সে মন প্রাণে, আবোধ মুকুন্দে গো,
 প্রসন্ন করেছে, আহামবি ।
 তা না হ'লে, হায় কি কারণ, আমাদের ব্রজেন্দ্র-নন্দন,
 সে নারীয়ে সঙ্গে করি, নিৰ্জনে গেলেন গো—
 আমাদের কবিতা বর্জন । ২৪
 সখীগণ, দেখ দেখ সবে, শ্রীহরির পদরেণু ভবে ।
 কমলা মহেশ ত্রকা, শিরেতে ধবেন গো,
 ভক্তিভরে স্মরিয়া মাধবে ।
 সহচরি আয় সবে মিলি, কি পবিত্র কৃষ্ণপদ-ধূলি ।
 আয়, ও ধূলায় পড়ি, গড়াগড়ি দিয়া গো—
 ধূলি-স্নানে পাপ তাপ ভুলি । ২৫

নারী-চিহ্নে ক্ষুণ্ণ গোরা হার ! সেই নারী-কৃষ্ণ নিয়া যায় ।

আমাদের লুকাইয়া— সংগোপনে গিয়া গো—

একা তৃপ্ত অধর-সুধায় ! ২৬

দেখ সখি, এই স্থানে তার, পদ-চিহ্ন দেখি না যে আর ?

নিশ্চয় বুঝেছি সখি, তৃণাক্ষরে বিদ্ধ গো,

পদতল মাধব-প্রিয়ার !

সুন্দর কোমল পদতলে, তৃণের অক্ষুর বিদ্ধ হ'লে,

প্রিয় তারে স্বেদে করি, আনন্দে গেলেন গো—

পদ-চিহ্ন পড়েনি ভূতলে !

হেব হের সহচরী গণ, প্রেমানন্দ শ্রীনন্দ-নন্দন,

প্রিয়া-ভারে ভাবাক্রান্ত এখানে হ'লেন গো—

পাদপদ্ম অধিক মগন !

একি দেখি শ্রাণসখি আব ! বুঝি চিত্ত তুষ্টিতে প্রিয়ার,

এখানে কলকান্ত উতারি কান্তায় গো—

তুলিলেন কুসুম-সস্তার !

তাই দেখ, হেথা রহিয়াছে, চরণের চিহ্ন কাছে কাছে ।

ভূমে রাখি চরণাণ্ড, কুসুম পাড়িলা গো—

অর্দ্ধ পদচিহ্ন পড়ি আছে ! ২৮

প্রেমিক দিলেন হেথা বসি, প্রেমিকার বাহি কেশরাশি

চূড়া কবি বাহি ফুল, এই স্থানে বসি গো,

নিশ্চয় দিলেন ভালবাসি ! ২৯

হে রাজন, কৃষ্ণ আশ্রাম, তাঁহার আনন্দ অবিরাম !

আপনা আপনি তাই, ক্রীড়ারত সর্বদাই,

সে পুরুষ পূর্ণানন্দ ধাম !

কামিনী-বিলাস-ভ্রমে তাঁরে, কখনই ভুলাইতে নারে ;

তথাপি আসিয়া ভবে, প্রেমিক প্রেমিকা ভাবে,

দেখাইলা লীলা এ সংসারে !

হেন কপে সেই গোপীগণ, কৃষ্ণ চিহ্ন করি দরশন,—

অচেতন প্রায় হয় দেখিতে দেখিতে যায়,

শুধায় ধরিয়া বৃক্ষ গণ !

রাজন, ছাড়িয়া সর্ব জনে, মাধব গেলেন যার সনে,

সে নারী অন্তরে ভাবে,— কৃষ্ণ প্রেম চায় সবে,

কিস্তি কেবা পায় কৃষ্ণধনে ?

সর্ব জনে বাস ভগবান, করিলেন গোঁরে প্রেমদান !

আগি শ্রেষ্ঠা নারী গণে,— কেহ নাই ত্রিভুবনে

ভাগ্যবতী আমার সমান !

তার পর বন মাঝে গিয়া, মদ-গর্ভে মাধবে ডাকিয়া,

কহে ধীরে সে স্নন্দরী— কি বা করি ! দেখ হরি,

যেতে নারি আর ত চলিয়া ।

যথা তব ইচ্ছা, যাব আগি, আমায় লইয়া চল তুমি । ৩১

শুনিয়া কেশব কন,— স্বক্ষে কর আরোহন ;

স্বক্ষ পাতি দিলা অন্তর্যামী !

স্নন্দরী চলিল ধীরে ধীরে, স্নন্দরের স্বক্ষে উঠিবারে !

যেমন উঠিতে যায়, কৃষ্ণ না দেখিতে পায়,

হরি অদর্শন একেবারে !

না হেরিয়া শ্রীহরিরে আর, অনুতাপ জনমিল তার, ৩২
নিজ অপরাধ গণি, করযোড়ে কহে ধনী,—

দবদরে বহে অশ্রধাব !

প্রিয়তম, হা নাথ, রমণ ! কোথা তুমি রহিলে এখন ?
জনম দুঃখিনী আমি, তোমারি কিঙ্করী গো,—

একবার দেও দরশন ! ৩৩

হে রাজন্, কৃষ্ণ অন্বেষণে, গোপীগণ ভ্রমিছে কাননে,
ক্রমে বনমাঝে যায়,— সহসা দেখিতে পায়,

সেই সখী পড়িয়া সেখানে ।

পুড়ি কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অনলে, সে অবলা পড়িয়া ভুতলে ;
গোপীগণ গিয়া তথা, তার স্মৃতি ছুঁখ কথা,

শুনি সবে ‘কি আশ্চর্য্য !’ বলে । ৩৪

সুশীতল চন্দ্রমা-কিরণ, সে কাননে ছিল যত ক্ষণ,
তাবৎ অঙ্গনা কুণ, বিরহে হয়ে আকুল

বন মাঝে করিল ভ্রমণ !

ক্রমে আর দৃষ্টি নাহি চলে, অক্ষর হেরি বনস্থলে,
কৃষ্ণ অন্বেষণ আর, হইল না গোপীকার,

মনোদুঃখে নিবৃত্ত সকলে । ৩৫

কিন্তু ব্রজ-নারীর তখন, অরণ হ’ল না ধন জন ।
কৃষ্ণ কথা নিয়া গন্ত, কৃষ্ণ সম ক্রীড়া রত

কৃষ্ণময় দেখে সর্ব জন ।

তাই কৃষ্ণ-গুণ গান করি, ভুলিয়া দিয়েছে ব্রজ নারী ! ৩৬
কৃষ্ণাধানে নিমগন থাকি ব্রজাঙ্গনা গণ,

যমুনা-পুলিনে গেল ফিরি ।

আসিবেন অচ্যুত তথায়, সকলে রহিল সে আশায় ;
সকল সুন্দরী মিলি, উচ্চকণ্ঠে তান তুলি
সে পুলিনে কৃষ্ণ গুণ গায় । ৩৭

অষ্টম মালিকা ।

(শ্রীমদ্ভাগবত — ৩১শ অধ্যায়)

গোপীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা ।

কহে তবে গোপীগণ— ওহে কান্ত প্রাণধন,
করিলে জনমি ব্রজে কি সুখ প্রকাশ !—
কি সগুণি ! প্রাণেশ্বর, লক্ষ্যে আসি নিরন্তর
এ ব্রজ ভূষিত করি, করিছেন বাস !
সবে সুখী ! কিন্তু কান্ত, আমাদের প্রাণ অস্ত !
কেবল তোমারি তরে জীবন যাদের,—
কাতরা হুঃখিনী যত, খুঁজিছে তোমায় কত !
নেত্র-পথে আবির্ভূত হও হে তাদের । ১ শ্লোক
তব নেত্র শরতের কি সজ্জাত সরোজের
গর্ভ-কেশরের কাস্তি করেছে হরণ !—
ধিনা মূলে দাসী মোরা নেত্রাঘাতে মনচোরা
কেন হেন বধ পদ-পলাশ-লোচন ? ২
বিষ-জল-পান-দায়ে ভ্রাণ করি নানা ভয়ে,
বর্ষা বজ্র অগ্নি হ'তে সবে রক্ষা করি,

বিনাশিয়া বৎসাসুরে, অঘাসুরে ব্যোমাসুরে,

এবে কেন দাসী গণে পাশরিছ হরি ? ৩

যশোদা-নন্দন তুমি নহ ত হে অন্তর্যামী,—

প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী-রূপে তব স্থিতি !

ব্রহ্মায় কাতর হেরি, জগতেরে কৃপা করি,

যজ্ঞ-কূলে জন্ম নিলে জগতের পতি ! ৪

ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর, যজ্ঞকুল-ধুরন্ধর !

ভব-ভরে যারা লম্ব শ্রীপদে শরণ,

তাহাদের পরশিয়া— সত্যে অভয় দিয়া,

তব কর-পদ্য করে বাসনা পূরণ।—

ওই কর-পদ্য তব, কি কহিব হে মাধব,

ধরে নিত্য কমলার শ্রীকর-কমল !

ও কর-কমল দিয়া, এ মন্তক পরশিয়া,

কর নাথ আমাদের জনম সফল ! ৫

হে আশ্রয়, তব আশ্রয়ে, মধুর মধুর হাস্যে,

গর্জ খর্জ করি লজ্জা দেয় যুবতীরে !

আমরা শ্রীপদে দাসী, বাঞ্ছা পূর্ণ কর আসি,

দেখাও শ্রীমুখ-শশী ব্রজ-বাসিনীরে ! ৬

তব পাদপদ্ম হরি, ভক্তদের পাণহারী,

পশুদেরো অমুগামী, কমলার বাস—

দিয়াছিলে ফণী-পটে, এবে এই বক্ষ-ভটে,

দিয়া কর আমাদের মর্ষ-ব্যথা নাশ ! ৭

ওই শ্রীমুখের কথা, তোমার মধুর গাঁথা,

বিজেরো হৃদয়গ্রাহী !—করিয়া অবশ

আমরা কিঙ্করী যত হয়েছি যে মোহগত !
 অধর সুগায় পুনঃ বাঁচাও এখন ! ৮
 যাতে বাঁচে তপ্ত প্রাণ, কবি করে স্তুতি গান,
 যে কথা শুনিলে হিত, বাসনা বিলম্ব—
 তব কথামৃত ধারা বর্ণনা করেন যা'বা,
 পূর্ব স্নেহে বহু পুণ্য করিলা নিশ্চয় । ৯
 ভাবিলে মঙ্গল হয়—তব হাস্ত সুধাময়,
 প্রেমময় সে কটাক্ষ ! বিহার কেমন !
 নিভৃত সঙ্কেত-খেলা,—সেই যে আনন্দ-মেলা !
 স্মরিয়া কতই ক্ষোভ হতেছে এখন ! ১০
 যবে গোচারণ পথে চলি যাও ব্রজ হ'তে,
 প্রফুল্ল কমল সয় কোমল চরণ,
 লাগিবে কঙ্কর'পবে, বিদ্ধ হবে কুশাক্ষবে !
 এ চিন্তায় কাঁদে কান্ত আমাদের মন । ১১
 দেখু নায়ে বেণু স্নরে ফিরে যবে যাও ঘরে,
 ধূলি-মাখা কেশে ঢাকা দেখায়ে বদন,
 মর্গ-ব্যথা দিয়া যাও কিছুতে না মগ্ন দেও—
 ছি ছি কান্ত, তুমি ণঠ কপট এমন ? ১২
 উক্ত-বাক্য পূর্ণ করে— সেবিত কমলা-করে
 ওই পাদপদ্ম তব ধরাব ভূষণ !
 ভাবিলে আপদ ক্ষয়, সেবিলে যা সুখোদয়,
 আমাদের বক্ষ-তটে কব গো স্থাপন ! ১৩
 যাতে রতি বৃদ্ধি পায়, শোক যায়, তাপ যায়,
 সে তব অধর-সুধা মুরলি-চুম্বিত !—

যে সুধা লভিলে নবে সর্ব সুখ তুচ্ছ করে,
 সে সুধা মোদের দেও, দেবতা-বাঞ্ছিত ! ১৪
 দিনে থাক গোচারণে, তাই তব আদর্শনে
 মুহূর্তে যুগের সম ভাবে সর্ব লোক !
 হেরিব সন্ধ্যায় বসি অনিমেমে মুখ শশি—
 তাও বাদী খল বিধি দিয়াছে পলক ! ১৫
 ওহে অগতিব গতি, জান ত গীতের গতি—
 অচ্যুত, মোহিত মোবা উচ্চ বেগু-গীতে !
 পতি পুত্র ভ্রাতা সবে ছাড়িয়া এসেছি এবে
 পাদ-পদে মন প্রাণ বিসর্জন দিতে ! ১৬
 কাল রাত্রি ! হয়ে ভীতা কামিনী শরণাগতা !—
 অবলারে ত্যজিবাবে কে পারে এখন ?
 অসময়, রসময় ; কেন হও নিবদয় ?
 ছি ছি কাণ্ড, তুমি শঠ কপট এমন !
 হাসি মুখ, সে কটাফ ! রসাল বিশাল বক্ষ—
 লক্ষীর আবাস ! আর সেই যে তোমার
 কামিনী-কামনা-দোলা নিভৃত-সঙ্কেত-খেলা !
 হেরি লোভে নারী মন মুগ্ধ বারংবার ! ১৭
 ব্রজের ছাংখের ক্ষয়, নিখিল মঙ্গলালয়,
 তোমার উদয় ব্রজে মদন-মোহন !
 আগরা আকুল হরি, কৃপণতা ত্যাগ করি,
 কব আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ,—
 অদম্য বিষম কাম, হৃদ-রোগ ধার নাগ,
 জলিতেছি মোরা সেই রোগের জালায় ।

নাশে নিজ-জন-ব্যাধি— হেন কিছু মহৌষধি,
 দেও আমাদের সেই মর্গ-বেদনায় ! ১৮
 সাথে প্রিয়-দরশন, মোদের জীবন-ধন,
 যে পদে লাগিবে ব্যথা—ভাবিয়া অন্তরে,
 এ কঠিন বন্ধে আহা, বহু যত্নে রাখি যাহা,
 সেই পাদপদে তুমি ভ্রমিছ প্রান্তরে !
 সহজে যেতেছে জানা, কণ্টক-পাষণ-কণা—
 মণ্ডিত রয়েছে সেই কানন-প্রান্তর ।
 কমলা-সেবিত পদে, বিকিতেছে পদে পদে ।—
 শতধা বিদীর্ণ করি মোদের অন্তর ! ১৯
 একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম মালিকা ।

(শ্রীমদ্ভাগবত—৩২ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণের মাস্তনা বাক্য ।

শুকদেব কহিলেন রাজন,

প্রাণসম মাধবের দর্শন আশায়,
 এই রূপে ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায় ।
 বিবিধ বিলাপ করে সিমন্তিনী গণ,
 বৃন্দাবন মুগ্ধ করি করিছে রোদন ! ১
 হেন কালে আসিছেন কৃষ্ণ কুতূহলে,
 পীতাম্বর-ধারী হরি বন-মালা গলে !

শ্রীনন্দ-নন্দন ওই সহাস্র বদন,
 স্তম্ভিত নেহারি যারে মন্থকের মন । ২
 সম্মুখে নেহারি মরি প্রিয়তম ধনে,
 আনন্দ না ধরে আর গোপিকার মনে ।
 মৃতদেহে পুনরায় আসিলে জীবন,
 সর্ব অঙ্গ হয় পুনঃ উদ্ভিত যেমন,
 সেই রূপ মৃতকল গোপিকা সকল,
 আনন্দে উঠিল পুনঃ করি কোলাহল । ৩
 কোন ব্রজাঙ্গনা গিয়া আনন্দেতে ধরে
 ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কর আপনার করে ।
 শ্রীনন্দ-নন্দন-বাহু—চন্দন-চর্চিত,
 নিজ কক্ষ-দেশে কেহ করিল অর্পিত ।
 চর্কিত তাম্বুল নিয়া মুখ-পদা হ'তে
 কোন ব্রজ-নারী ধরে নিজ অঞ্জলিতে ।
 কর-কমলেতে ধরি চরণ-যুগলে,
 কোন বিরহিনী বালা রাখে বক্ষঃস্থলে । ৪
 কোন বালা বিহ্বলা হইয়া প্রেগ-কোপে,
 অধর দংশন করে কটাক্ষ-বিক্ষেপে । ৫
 কোন নারী অনিমেষে হইয়া অজ্ঞান,
 মুখ-পদা মধুরিমা করিতেছে পান ।
 হরিপদ-কোকনদ করিয়া দর্শন,
 সাধুর দর্শন আশা মিটেনা যেমন,
 কৃষ্ণ-মুখ-মধু পানে অবলার আশ
 মিটিছেনা—পান করি বাড়িছে পিয়াস । ৬

কোন নাবি প্রাণ-কৃষ্ণে নেত্র পথে নিয়া,
 আদরে হৃদয়ে রাখি নয়ন মুদিয়া,
 আলিঙ্গন কবে তাঁরে— আনন্দে মগন
 রহিয়াছে যোগমগ্ন যোগীন্দ্র যোগন ! ৭
 রাজন্ সন্ন্যাসী সবে, হরি-পাদপদ্ম ভবে
 লভিয়া যোগন করে ত্রিতাপ মোচন,
 সেই রূপ ব্রজ-নারী কৃষ্ণ দরশন করি,
 আনন্দে বিরহ তাপ করিণ বর্জন ! ৮
 হে তাত অচ্যুত কিবা ধরিলা অপূর্ব শোভা,
 ব্রজের নিপ্পাপা সাধবী গোপিকা মণ্ডলে,
 হেরি স্তান হয় হেন, সেই পরমাত্মা যেন
 স্তম্ভ আদি নানা গুণে বেষ্টিত কোশলে । ৯
 মদন-মোহন হবি, এজাগনা সঙ্গে করি,
 আনন্দে কালিন্দী-কূলে করেন বিহাব,
 কুন্দ-মন্দারের গন্ধে, সমীপ বহে আনন্দে,
 সে পুলিনে অলি-কূলে দোলাইছে আর । ১০
 শরৎের শশী আসি, বিকাশি কোমলী রাশি,
 হাসি হাসি তমোরাশি করিয়াছে দূর,
 যমুনা তরঙ্গ-কবে সাধায়েছে গুরে গুরে,
 শীতল পুলিনে স্নিগ্ধ ঘালুকা প্রচুর । ১১
 মদন মোহন হরি, ভুবন মোহিত করি,
 যমুনা-পুলিনে আশ্র কবেন বিহার ;
 কৃষ্ণ দরশনে তাই আনন্দের সীমা নাই,
 দূরে গেল মনোব্যথা ব্রজ-গোপিকার ।

পরব্রহ্মে অব্যেথিয়া, কৰ্ম-কাণ্ডে না পাইয়া,
 জ্ঞান-কাণ্ডে শ্রুতি শাস্ত্র পূর্ণকাম হয়,
 সেই কৃপা গোপিদেব, কাম পূর্ণ সকলের,
 কালিন্দীর কুলে হেরি কৃষ্ণ রসময় ।
 যে বসনে বক্ষ ঢাকা, বক্ষের কুঙ্কুম মাথা,
 সে বসনে গোপী গণ রচিত আসন,
 ব্রজ-বালা-মনপ্রাণ অন্তর্যামী ভগবান
 বসিবেন সে আসনে, এই আকিঞ্চন । ১২
 যোগীন্দ্রের হৃৎ-কমলে, ধ্যানযোগ-সুকোশলে
 যাহার আসন পাতা সমাধির বলে,
 আজ সেই ভগবান করিবাবে প্রেম দান
 বসিলেন ব্রজ-বালা-বক্ষের অঞ্চলে ।
 ত্রিভুবনে যত শোভা ভব-জন-মনোলোভা
 কৃষ্ণ অঙ্গে সে শোভার অপূৰ্ব মিলন,
 হেন অঙ্গ শোভা ধবি, বসিলেন আজ হরি
 ব্রজাঙ্গনা-সভা মাঝে অনঙ্গ-মোহন । ১৩
 অধরে মধুব হাসি, কটাক্ষ-বিভ্রম রাশি
 ল-ভঙ্গি-বিলাস করি যত গোপাঙ্গনা,
 কৃষ্ণ-কর পদ নিয়া, অঙ্গে রাখি মুছাইয়া,
 বিমর্দিনে কৃষ্ণ-প্রেম করি উদ্দীপনা,
 ভাব ভঙ্গি হাস্য রসে, কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-বশে,
 জৈমং কুপিত ভাষে প্রিয়ধন্য গণ
 গৌরব করিয়া মনে, শুধাইল কৃষ্ণ-ধনে,
 শ্রীমুখ-সরোজ পানে কবি নিরীক্ষণ :—

হরি হে পর-সেবা পরের ভজন, নানা ভাবে করে নানা জন
 ভজিলে তবেই ভজে, সে জন কেমন ?
 কহ কৃষ্ণ, কৃপাতে তোমার ভজন না করিলে আবার,
 তাহারে ভজেন যিনি, কি ভাব তাহার ?
 ভজনা করিলে কোন জন, কিংবা যদি না করে ভজন,
 কাহাকেও ভজে না যে—সে জন কেমন ?
 এই তব্ব কহ কৃপা করি, এই তব্ব কহ কৃপা করি,
 আমরা অবলা নারী বুঝিতে না পারি ! ১৫
 ভগবান কন অতঃপর, শুন সখি সে তব্ব সুন্দর !
 স্বার্থ-পর যাবা তারা ভজে পরম্পর !
 তা'তে, ধর্ম বা স্নেহের ভাব নাই, ধর্ম বা স্নেহের ভাব নাই
 স্বার্থ আছে. পরম্পরে ভজে তারা তাই !
 কিন্তু যারা করে না ভজন, কিন্তু যারা করে না ভজন,
 সে সকল জনে যারা করিছে ভজন,
 দয়াময় স্নেহময় তারা, পিতা মাতা সম স্বার্থহারা,
 একে আছে দয়া ধর্ম, অণ্ডে স্নেহ ভরা । ১৭
 আশ্রাম আশ্রুকাম জন, আশ্রাম আশ্রুকাম জন,
 অথবা সে অকৃতজ্ঞ মানব যেমন,—
 হাকৈও না করে ভজন, কাহাকেও না করে ভজন,
 সহস্র ভজনা যদি করে কোন জন । ১৮
 কিন্তু ভজিছে আগারে, যারা কিন্তু ভজিছে আমারে,
 আমি কিন্তু তাহাদেরো ভজিনা সংসারে ।
 যায় না পায়, দেখ, যারা, আমায় না পায়, দেখ, যারা,
 আমাকেই নিরন্তর চিন্তা করে তারা ।

হারাইলে দরিদ্রের ধন, হারাইলে দরিদ্রের ধন,
 সমস্ত ভুলিয়া সেই ভাবে সে রতন । ১৯
 গুন গুন অবলা সকল, গুন গুন অবলা সকল,
 তোমরা আমার তরে এসেছ কেবল ।
 ছাড়ি ধর্ম্যধর্ম্য জাতি কুল, ছাড়ি ধর্ম্যধর্ম্য জাতি কুল,
 এসেছ আমার তরে হইয়া ব্যাকুল ।
 আমাকেই করিবে স্মরণ, নিরন্তর করিবে স্মরণ,
 লুকাইয়া ছিহ্ন তাই, প্রিয়তমা গণ ।
 আমি কিন্তু অন্তরালে থাকি, আমি কিন্তু অন্তরালে থা
 লুকাইয়া তোমাদের মুখচন্দ্র দেখি ।
 গুন গুন প্রিয়তমা গণ, গুন গুন প্রিয়তমা গণ,
 প্রিয় জনে দোষী কেন কর অঁকারণ ? ২০
 গৃহ মায়া কঠিন শৃঙ্খল, গৃহ মায়া কঠিন শৃঙ্খল,
 ছিঁড়িয়া আমার কাছে এসেছ কেবল ।
 মম সঙ্গে মিলিতে যে পারে, মম সঙ্গে মিলিতে যে পা
 তার নিন্দা কে করিতে পারে ত্রিসংসারে ?
 দেবতার আয়ু যদি পাই, দেবতার আয়ু যদি পাই,
 তোমাদের ধ্বংস শোধ দিব—সাধ্য নাই ।
 গুন গুন স্নানীলা সকল, গুন গুন স্নানীলা সকল,
 তোমাদের স্নানীলতা ভরসা কেবল ।
 উপকার করি, সাধ্য নাই, তথাপি অশ্বর্গী হ'তে চাই ।—
 “স্বার্থশূন্য স্নানীলতা” ভিন্ন গতি নাই । ২১

দশম মালিকা ।

(শ্রীমদ্ভাগবত — ৩৩শ অধ্যায় ।)

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ।

শুকদেব कहিলেন, রাজন—

অবলা সরলা অতি, কুসুম-কোমল মতি
 সাধবী সতী ব্রজবালা গগ,
 যমুনা-পুলিনে শুনি, কৃষ্ণের অমৃত বাণী,
 যত ধনী আনন্দে মগন । ১

ভুলিল বিরহ-জালা, পূর্ণকামা ব্রজবালা,
 প্রেম-মালা পরিল গলার ;
 করে করে ধরাধরি, পরস্পরে করি করি,
 শ্রীহরিকে বেষ্টিয়া দাঁড়ায় !

রমণী-নক্ষত্র মাঝে, বৃন্দাবন-চন্দ্র সাজে,
 শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দ-মনে !

শীতল কোমুদী ঢালা সে পুলিনে আরস্তিলা
 রাসলীলা ব্রজবালা সনে । ২

যোগেশ্বর ভগবান, মুগ্ধ করি গোপী-প্রাণ,
 শত কুমুদ-রূপ ধরি তবে,
 হুই হুই গোপী মাঝে, দাঁড়ান মোহন সাজে—
 রসরাজে পার্শ্বে দেখে সবে !

হুই পার্শ্বে ভুজদামে, গোপী কণ্ঠ আলিঙ্গনে,
 দাঁড়ালেন শ্রীহরি যখন,

প্রতি জনে ভাবিতেছে, এই যে আমারি কাছে

প্রাণ সম ব্রজেন্দ্র নন্দন ! ৩

শ্রীরাস আরম্ভ হ'লে, অমনি নভোমণ্ডলে

সমাগত দেবদেবী যত !

আকাশে হৃদুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি তার মাঝে

দেখে সবে—হয় অবিরত ! ৪

সঙ্গীত গন্ধর্ব গণ, আনন্দে হয়ে মগন,

অমুকুণ গায় কৃষ্ণ নাম ;

প্রিয় সঙ্গে প্রিয়া সাজে, বলয় নুপুর বাজে

কিঙ্কিনীর ধ্বনি অবিরাম ! ৫

হেমরত্ন মাঝে, মকরত সাজে, গোপী মাঝে হরি মরি কি শোভা,

চরণ চালন, ভুজ বিকম্পন, সহস্র বদন, কি মনোলোভা !

জ্ঞানি হিলোলো, কটিতট দোলে, পীন বক্ষস্থলে লহরী কত !

কর্ণের কুণ্ডল, নাচিছে কেবল, শিথিল-বসনা যুবতী যত ! ৬

রাস-বিলাসিনী, কেশব-কামিনী, শ্রমজল মাথা কমল মুখে !

কবরীর ভার, কটি চন্দ্রহার, হেলিছে ছলিছে, ভাসিছে স্থখে !

হরি অঙ্গ ধরি, নাচে ব্রজনারী, দামিনী যেমন, নীরদ দামে ! ৭

প্রেম-মত্ততার, কৃষ্ণ-গুণ গায়, ভুবন ভাসায়, হরির নামে !

সুখা-নির্বাহিনী, কৃষ্ণ কণ্ঠ ধ্বনি, শুনি গৌরবিনী ব্রজের বধু,

নিজ নিজ স্বরে, সবে গান করে, গোপী কণ্ঠ গীত, মধুরে মধু

সাধু সাধু বলি, দিয়া করতালি, বনমাণী দেন, বাহবা তায় ;

সাধুবাদ শুনি, যত বিনোদিনী, সেই সুর ধ্রুব, তালেতে গায়

শুনিয়া সঙ্গিত, মাধব মোহিত, আনন্দে আদর করিলা কত !

নাচিতে গাইতে, রাস মণ্ডলেতে, পরিশ্রান্ত অতি, যুবতী যত ।

ক্লান্ত ব্রজবালা, মল্লিকার মালা, হেলিছে ছলিছে পড়িছে খসি ।
 | বলয় কঙ্কন, হতেছে ঞ্জন, শ্বেদ সমাবৃত, বদন-শশী ! ১১
 শ্রীরাম বিহারী, হবিস্কম্পোপরি, পরিশ্রান্তা নারী, দিতেছে ভার,
 বাহর বেষ্টনে, শ্রীনন্দ-নন্দনে, ধরেছে যে জন, কি ভয় তার !
 পদ্ম-গন্ধ-যুত, চন্দন চর্কিত, গল স্ববেষ্টিত, কৃষ্ণের করে
 নাসাবন্ধু ধরি, মিহবি মিহরি, কোন বিদ্বাদরী চূষন করে । ১২
 কখন অবশ, কখন শ্ববশ, আবেশের বশে, কামিনী কুল,
 আবার নাচিছে, হেলিছে ছলিছে, কাঁপিছে কুণ্ডল, খসিছে ফুল ।
 কিবা সমুজ্জল, রমণী-কুণ্ডল, কৃষ্ণ-গণ্ডস্থল, করেছে শোভা !
 কৃষ্ণ গণ্ড সহ, নিজ গণ্ড কেহ, করিছে মিলন কি মনোলোভা !
 রামনৃত্যপরা, গণ্ডে গণ্ড ধরা, সেই বিদ্বাদরা, করিছে গান ;
 ভুবনে অতুল, অচ্যুত আকুল ! চর্কিত তাম্বুল, করেন দান । ১৩
 সঙ্গীতের সহ, নাচিতেছে কেহ, মেখলা নপুর, মুখরা স্তখে,
 হইয়া শ্রান্ত, ধরি শ্রীকান্ত, শ্রীকরকমল, স্থাপিলা বৃকে । ১৪
 কৃষ্ণ বাহু নিরা, বেষ্টিত হইয়া, শ্রীনাথে পাইয়া, ব্রজের বধু,
 শ্রীরাম মণ্ডলে, বিহবে সকলে, সঙ্গীতের ছলে, ঢালিছে মধু । ১৫
 যমুনার কুলে, শ্রীরাম মণ্ডলে, ভ্রমর সকল, করিছে গান,
 বলয় কিকিণী, নুপুরের ধ্বনি, মিশি তার সনে, জুড়ায় প্রাণ ।
 এক্রপে যখনে, শ্রীকৃষ্ণের সনে, নাচে বৃন্দাবনে, ব্রজের বালা,
 অলক কপোলে, কর্ণে ফুল দোলে, শ্বেদ ভালে গলে ছলিছে মালা !
 তাহাতে তখন, তাদের কেমন, চারু চন্দ্রানন, ধরেছে শোভা !
 বিচলিত বেশ, আলুনিত কেশ, খসিছে কবরী কুসুম কিবা ! ১৬
 নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলে খেলা যথা বালক বেলা,
 শ্রীপতি তেমনি, ছায়া অরুণিণী, ব্রজবালা সনে, করেন খেলা । ১৭

কভু আলিঙ্গন, কর বিমর্দিন, কটাক্ষ ফেপণ, কভু বা হাসি,
বালাক্রীড়া সব, করেন মাধব, ব্রজবালাদেব, ত্রিতাপ নাশি !
শ্রীঅঙ্গ পরশে, গোপীর মানসে, হবষে প্রেমের উদয় হ'ল,
তাতেই কেবল, ইন্দ্রিয় সকল, আবেশে অবশ হইয়া গেল !

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সুরেশ-নষ্ট, ভূষণ ভ্রষ্ট সবে !

সুরেশ পাশ, বক্ষের বাস, বন্ধন মুক্ত ভবে ।

গোপিকা সকল, প্রেমোন্মত্তে বিকল, খসিছে দুকুল হার,
যত আভরণ, কে করে ধারণ, থাকেনা তেমন আর । ১৮

শ্রীকৃষ্ণের আর, ব্রজ গোপিকাব, বিহার-উল্লাস যত,
হেরি ক্রমে ক্রমে, মুরছিল প্রেমে, খেচর কামিনী কত !

তারাদল সনে, শশাঙ্ক গগনে, শ্রীবাস দর্শনে গতি,

তুলিয়া তখন, দাঁড়াইয়া বন, দীঘল রজনী অতি ।

হারাইয়া দিশা, দাঁড়াইলা নিশা, বিবশা প্রেমের ভরে ।

অনন্ত নিশার, অনন্ত বিহার, ব্রজগোপিকারা করে । ১৯

আআরাম হরি ! কিন্তু লীলা করি, যত গোপী তত হন ;

অনন্ত-বিহারী, যোগমায়া ধরি, রাসলীলা-পরায়ণ !

রাজনু যখন, শ্রান্ত গোপীগণ, বহুক্ষণ হ'ল লীলা,

দয়াময় হরি, শ্রীকর প্রসাবি, গোপী মুখ মুছাইয়া ! ২০

শ্রীকর পরশে, গোপিকা হরষে, আবেশে অবশ প্রাণ,

হাস্ত কটাক্ষেতে, তুষিয়া শ্রীনাথে, করে হারিগুণ-গান । ২১

করিনী-বেষ্টিত, মাতঙ্গের মত, শ্রম নাশ করিবারে

আজ ভগবান্, যমুনাধ ঘান, বেষ্টিত রমণী-হাবে ! ২২

বক্ষেতে মর্দিত, কুঙ্কুম রঞ্জিত, গালতী মালার গন্ধ ।

পশ্চাতে পশ্চাতে, ধাইল ভ্রমর, পরিসর লোভে অক্ষ । ২৩

রাজনু তখন, বিষাদরীগণ, নামে জলে যমুনার,
 প্রেমানন্দে ভাসি, খল খল হাসি, অধরে না ধরে আর !
 প্রেমের তরঙ্গে, হাসি হাসি রঙ্গে, কৃষ্ণ অঙ্গে দেয় বারি !
 গিটায় আক্ষেপ, জলের প্রক্ষেপ, মারে শত ব্রজনারী !
 গিলিয়া সকলে, যমুনার জলে, কৃষ্ণ অভিষেক করে,
 দেবগণ সবে, পূজিলা মাধবে, গগনে কুসুম ধারে ! ২৪
 আশ্রাম যিনি, লীলা তরে তিনি, বিহার করিলা হেন,
 পরে উপবন, করেন ভ্রমণ, মদ মত্ত করী যেন !
 সেই বনে যত, হয় প্রফুটিত, স্থলজ জলজ ফুল,
 সমীরণ ছুটি, পরিমল লুটি, করিতেছে প্রাণাকুল ! ২৫
 প্রেমতে বিকল, প্রমদা সকল, ঘিরেছে মাধবে রঙ্গে,
 শুদ্ধ সত্য হরি, যোগমায়া ধরি, বিহরেন গোপীসঙ্গে ।
 তেজ রক্ত করি, উর্জরেতা হরি, ব্রজনারীদের সনে
 কাব্যরস-ধনি, শারদ যামিনী, যাগিলেন বৃন্দাবনে । ২৬

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রজনু,

অধর্ম শাসন তরে, ধর্ম রক্ষা করিবারে,
 অবনীতে ভগবান হন অবতার,
 ধর্মের রক্ষক বক্তা, আর যিনি ধর্মকর্তা,
 কেমনে করেন তিনি হেন ব্যভিচার ? ২৭
 আশুকাম সদা হরি, তথাপি একরূপ করি,
 কেন করিলেন হেন নিন্দনীয় কর্ম ?
 আমাদের এ সংশয়, কিছুতে যা'বার নয়,
 এই কি হইল শেষে শ্রীহরির ধর্ম ? ২৮

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন

ছাড়িয়া মানব ধর্ম, ঈশ্বর করেন কর্ম,

কর্ম নাই—ভয় নাই, দেখিতে যে পাই ;

তেজস্বীর যেই ধর্ম, দুর্বলে না জানে মর্ম—

সেই কর্মে ইষ্ট বই অনিষ্ট ত নাই !

অনলে যা কিছু দিবে, কিছুতে না দোষ হবে,

আরো তারে করে অগ্নি শুদ্ধ নিরমল,

পূর্ণ ঈশ্বরেতে তাই, দোষের সম্ভব নাই,

ঈশ্বরের কর্মে নিত্য সত্য সমুজ্জল ! ২৯

পূর্ণ তেজ নাহি আর, ঈশ্বরও নাহি যার,

সে যেন না করে হেন কর্ম আচরণ,

কদ্র ভিন্ন অশ্রু জনে, দেখাদেখি বিষ-পানে,

অবশ্যই অচিরে ত্যজিবে জীবন ! ৩০

ঈশ্বরের বাক্য সত্য, তাঁর কর্মকাণ্ড নিত্য,

জ্ঞানিগণ তাঁর বাক্য পানেন সदाই,

তেজস্বীরা চিরদিন বৃথা অহঙ্কার হীন,

মঙ্গলামঙ্গলে স্বার্থ অনর্থও নাই ! ৩১

দেবতা তীর্থাক নর সকলের অধীশ্বর,

ষড়ৈশ্বর্যবান যিনি জীবের জীবন,

মঙ্গল বা অমঙ্গল— জীব ধর্ম এ সকল

কেমনে সম্ভবে তাঁতে—সর্বস্ত যে জন ?

সেবি যার শ্রীচরণ, পরিতৃপ্ত ভক্তগণ,

মুক্ত হন যোগিগণ যার ধ্যান করি,

সেই বিভু দয়াময়, লীলা তরে স্ব ইচ্ছায়,
 অবতীর্ণ হন ভবে কলেবর ধরি !
 সংসারেব মারাবন্ধ, পাপ পুণ্য ভাল মন্দ
 কভু না সম্ভবে তাঁর—তিনি অন্তর্যামী ;
 সতী সাধবী গোপীদেব, গোপীভর্তা সকলের—
 জীবের হৃদয়বাসী ত্রিঙ্গগৎ স্বামী !
 যাহা কিছু বুদ্ধি বল সকলেব সাঙ্কিহল,
 লীলা ছলে ধরাতলে দেহধারী হন,
 মানবের মূর্তি ধরি ভক্তগণে সঙ্গে করি,
 করেন কেবল জীব মঙ্গল-সাধন ! ৩৫
 এ সংসারে চমৎকার নানা বিধ লীলা তাঁর,—
 হেরি লোক ভক্তি তরে তাঁর দিকে ধায়,
 শুনিয়া সে লীলা-কথা, শোক তাপ মর্ম্ম-ব্যথা
 পাশরিয়া সর্ব্ব লোক অগবত্বে পায় ! ৩৬
 হে বাজনু, সে কারণ, ব্রজবাসী গোপগণ
 শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হিংসা ক্রোধ করে নাই,
 মায়ামুগ্ধ গোপ যত, কৃষ্ণ নামে আনন্দিত,
 ভাবিত নিকটে পত্নী আছে সর্ব্বদাই ! ৩৭
 তাঁর পর গোপী যত, কৃষ্ণের আদেশ মত
 ব্রাহ্ম-মুহুর্ত্তেতে গৃহে করিল প্রস্থান ;
 গৃহেতে না মন যায়, ধীরে যায় অনিচ্ছায়,—
 ফিরে চায়, আর গায় কৃষ্ণগুণ-গান ! ৩৮
 যে জন পবিত্র মনে, ব্রজাঙ্গনাদের সনে
 শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা করেন শ্রবণ,

কিংবা শ্রদ্ধা ভক্তি বশে এই পূর্ণ প্রেমরসে
 যতনে রতন সম করেন বর্ণন,—
 সেই জন অনায়াসে পূর্ণ ভক্তি প্রেমবশে
 কামরূপ শত্রু-হস্তে পাইবে নিস্তার,
 ছাড়িয়া সকল স্বার্থ বুঝিবে প্রেমের অর্থ,—
 অমৃত, নিঃস্বার্থ-প্রেম ব্রজগোপিকার । ৪৯

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা গীতায় “রাসলীলা” নামক
 দশম মালিকা ।

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা সমাপ্তা ।





শ্রীগৌরঙ্গ-গীতা ।

বহিরঙ্গ খণ্ড ।

স্ততি ।

কৈবল্যাং নবকায়তে, ত্রিদশপুবাকাশ পুষ্পায়তে,
হৃদাশ্চেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণ স্থথায়তে বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে,
যং কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেবস্তুমঃ ॥

গাহার করুণা-কটাক্ষ বৈভব যুক্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে নির্বাণ-
মুক্তি নরকেব ছায়, স্বর্গ আকাশ-কুসুমের ছায় ইন্দ্রিয়গণ উৎখাত-
দত্ত কাল সর্পের ছায়, বিশ্ব পূর্ণ স্থথের ছায়, বিধি মহেন্দ্রাদি কীটের
ছায় প্রতিভাত হয়, জামবা সেই শ্রীগৌর সুন্দরের স্তব করি ।

(শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সবস্বতী)

“আনন্দলীলা-রস-বিগ্রহায়, হেমন্ত-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়,
তন্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়, শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমো নমস্তে ” ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা ।

বহিরঙ্গ খণ্ড ।

প্রথম চন্দ্রিকা—উদ্বোধন ।

চৌদ শত সাত শকে শীত অন্ত হয়,
আনন্দে বসন্ত বায়ু মন্দ মন্দ বয়,
ফাঙ্কন মাসের অতি অপকূপ শোভা,
জগতে জীবন্ত ভাব জন-মনোগোভা ।
ঘোর ঘোর সন্ধ্যাকাল ডুবু ডুবু রবি,
পূর্ষ ভাগে রক্তরাগে পূর্ণিমার ছবি ।
ঢালিয়া জোছনা রাশি ভাসিয়ে ভুবন,
জগৎ-আনন্দ শশী উদিতা যখন,
নবদ্বীপে অবিশ্রান্ত হরিধ্বনি হয়,
কেহ নাচে, কেহ গায় জাহ্নবীর অয় ।
টান মুখে চুষ দেন পৃথিবী স্তন্যরী,
“গ্রহণ” হয়েছে টান্দে—বলে নরনারী ।
ভাসিছে টান্দেব মালা গজাজলে ধীরে,
শঙ্খ ঘণ্টা ঘণ্টাবোল ভাগীরথী-তীরে ।
টলমল নবদ্বীপ হরিধ্বনি ময়,
শচীগৃহে কেন এত হলুধ্বনি হয় ।
সে সময় শুভক্ষণ করি দরশন,
করিলে গৌরাঙ্গ-হরি জনম গ্রহণ,

অগ্ন্যথ মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে,
 ধন্য করি নবদীপ অবনৌ মাঝারে ।
 পূর্ণ শশী-কপরাশি তোমায় পাইয়া,
 রহিলেন শচীমাতা আনন্দে ভাসিয়া ।
 চন্দ্র-কলা সম হয় পরীর বর্ধন, —
 কালে যজ্ঞশূত্র তুমি করিলে ধারণ ;
 শিক্ষা করি গঙ্গাদাস পণ্ডিতেব পাশে
 নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'লে অনায়াসে ।
 ছোঁষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ উদাসীন মন,
 অগতের মায়া মোহ দিয়া বিসর্জন,
 দিবা জ্ঞানে দেখি ভবে শোক ছঃখ যত
 ছাড়িলেন এ সংসার জনমের মত ।
 তখন বালক তুমি শ্রীগৌরঙ্গ হরি,
 পিতামাতা রহিলেন তব মুখ হেরি ।
 মাতৃচক্ষু জল মুছি আপনাব করে,
 কতই সান্ত্বনা দিলে জননী-অন্তরে ।
 পিতার অস্তিমকালে ভাসি অশ্রুণীরে,
 কতই সান্ত্বনা তুমি দিলে জননীরে ।
 নিরখিয়া গৌরচন্দ্র ও চন্দ্র-বদন,
 কেবল ভুলিয়াছিল জননীর মন ।
 কিন্তু কি যে ভাব ছিল তোমার মাঝারে,
 সত্যত শুনিতে তুমি আহারে বিহারে,
 আসি যেন বিশ্বকপ ডাকেন সদাই,
 “আয়রে গৌরঙ্গ-চাঁদ মন্যাসেতে যাই ।”

নিরাশ্রয়া জননীরে ফেলিয়া এখন,
কেমনে যাইবি বল নদিয়া-জীবন ?
সতত বিরাগ বিভা ও চাঁদ বদনে,
শচীমাতা রাত্র দিন দেখেন নয়নে ।
কাদিছে মায়েব প্রাণ, সহিতে না পারি,
বিবাহে সম্মত হ'লে শ্রীগোরাঙ্গ-হরি ।
বল্লভাচার্য্যের কথ্য লক্ষ্মী দেবী মনে,
বদ্ধ হ'লে অতঃপর বিবাহ-বন্ধনে ।

কিছু দিন শচীমাতা ছিলেন শীতল
তোমার অন্তরে কৃষ্ণ জাগেন কেবল ;
মাতার আদেশ নিয়া গেলে পূর্ব দেশে,
কান্দিলেন মাতা শেষে নিদারুণ ক্রোশে ।
শুনিয়াছি লক্ষ্মীমাতা গেলেন স্বরায় ।
ভ্যজিয়া অনিত্য দেহ, অরিয়া তোমায় ।
জননী দিলেন শেষে বিবাহ তোমার,
গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়া মনে পুনর্বার ।
অপরূপ রূপ তব ভুবন বিদিত
মিরথিয়া সর্ব জন হ'ত বিমোহিত ।
গঙ্গা-তটে গিয়া তুমি বসিতে যখন,
নেহারি নাগরী কুল কহিত তখন :—

কন্দর্প কি এই জন ?— বেড়াইয়া ত্রিভুবন,
আসিলেন পৃথিবী মণ্ডলে ?
প্রভাতের সূর্য্য আসি, কিংবা পরাতের শশী
অনিদিত করেছে সকলে ?

স্বর্ণ চূড়া সম তরু ভ্র যেন কামের ধনু
 বাল-ভানু শ্রীমুখ-মণ্ডলে,
 কিবা শোভা সিংহ-গ্রীবা, ভবজন-মনোলোভা
 চক্রে শোভা চরণ-কমলে !

অমর হতেছে জ্ঞান, করেছে অমৃত পান,
 জগতে জীবের তরে আসিয়াছে লয়ে,
 অধরের ধারে ধারে, যত ধরে রাখি পরে
 রসনায় ধরে ধরে রেখেছে লুকায়ে !

তোমার নাগরী যত বাধানিত হেন ;—
 নিকলক পূর্ণ শশী ধরাতলে যেন !

কখনো বসিয়া তুমি জাহ্নবীর তটে,
 কহিতে তোমার ভক্ত গণের নিকটে,—
 সংসারে যৌবন কাল জীবনের সার,
 যৌবনে দম্পতি প্রেম—তুল্য নাই যার !
 কিন্তু যদি চিরস্থায়ী হইত সে ধন,
 আনন্দ-সমাধি হ'ত অনন্ত কেশন !

কৃষ্ণই পুরুষ নিত্য ভাল আছে জানা—
 আমি যে প্রকৃতি তাঁর অনন্ত-যৌবনা ।

এই যে সহজ জানে দেখিতেছি আমি,
 প্রাণ-কৃষ্ণ, চারিদিকে মূর্তিমান তুমি !
 অস্থি মজ্জা শিরাস্রোতে শোণিতের বিন্দু,
 তার মাঝে মোর কৃষ্ণ কোটি শরদিন্দু !
 জীঘের জীবন কৃষ্ণ, প্রাণরূপ যিনি,
 মধ্যাহ্ন-মার্ভণ্ড সম প্রকাশিত তিনি ।

জীবে জীবে রয়েছেন জগত্তের প্রাণ,
 আঁধারে জগৎ অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ !
 দেখি আমি ব্যাধি তিনি সমস্ত জগৎ
 করতল হস্ত এই আমলক বৎ !
 তিনিই প্রাণের প্রাণ অন্তরে অন্তর,
 সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ধারা ঢালি নিরন্তর
 নিত্য নিত্য গড়িছেন স্বর্ণময়ী ধরা,
 সুধাময়ী ভক্তপুত্রী জন-মনোহরা !

আনন্দ আনন্দ, আনন্দ উপরে, আবার আনন্দ ধারা,
 ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে, সৃষ্ট বসুন্ধরা !
 অনন্ত ঘোবন, তাঁহার আমার, বনের সাগর তিনি,
 সম্রোগে প্রগল্ভ, তিনি আর আমি, আর না কিছুই জানি !
 সৃজিয়া জগৎ, দিয়াছেন ফেলি, বিগুজ মধুর রসে—
 রসে ঢল ঢল, সোণার কমল, অমৃত-সাগরে ভাসে !
 ওহে প্রাণ-সখা, তব সনে দেখা, লেখা যার কপালেতে,
 যত মিশামিশি, হয় দিবানিশি, আকাশের চাঁদ হাতে ;
 আহা বিহার, অসার সংসার, জীবন যাই যে ভুলি,
 থাকে না ত ক্ষুধা, অবিশ্রান্ত সুধা, পান করি প্রাণ খুলি !
 সংসারের লোকে, দোষ দেয় মোকে, বুঝে না ত কিছু তারা,-
 সংসার-সীমান্তে, পরা প্রকৃতিতে, অবিশ্রান্ত প্রেম-ধারা !
 জীবনে মরণে, নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক,
 অঘাচিত তব, প্রেম বিতরণ, পথিক কান্দালে ডাক !
 আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধি, চিরদিন তব আগি !
 আগিও তোমার, তুমিও আমার, নিখিল-অন্তর যার

চির সন্মিলন, তরে প্রাণধন, পরাণ কান্দিছে মোর,
এস চিদাকাশে, পূর্ণ শশী বেশে, জীবন যামিনী না হতে ভোর !

দ্বিতীয় চন্দ্রিকা ।—সংকীৰ্ত্তন ।

রাগিণী শ্রবট-মল্লান, একতালী ।

আহারে দেখাবে গৌর হবি । প্রেমের আবেশে নিতাই ধরি ।
দবদর দবে নয়ন-বাৰি, বহিছে, নাচিছে ভাব-তরঙ্গ ।
সোণার কমল সমান বরণ, মধুর মধুর গজেন্দ্র-গমন,
দয়ার সিন্ধু ইন্দু-বদন, নদিয়া-জীবন ভকত সঙ্গে ।
প্রেমের ভবঙ্গ নয়ন ভঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ-লহরি খেলিছে অঙ্গে,
শ্রীমুখ-কমল ভকত ভঙ্গে, নিবখি নাচিছে রঙ্গে ;
দেহ গেহ কেহ কবে না স্মরণ, পথে পথে পথে কবে বিচরণ,
আবাল বনিতা করিতে দর্শন, ছুটিছে, নাচিছে সঙ্গে সঙ্গে ।

মুখ-অরবিন্দ আনন্দেতে মাথা, প্রেমের শিশিরে নেত্রদল ঢাকা
রসনা-কেশরে মকরন্দ মাথা, হরি নামামৃত সঙ্গে ;—
হরি হরি বোল উঠিতেছে ধ্বনি, ফাটিছে গগন কাঁপিছে মেদিনী,
পাপী তাপী যত ছুটিছে অমনি, কুমার কাহিনী গাইছে বঙ্গে ।

আসিলেন নদিয়ার সন্ধ্যা শ্রামাঙ্গিনী,
সবিত্ সিন্দুর বিন্দু পরি সীমন্তিনী,
পশু পক্ষী শ্রান্ত পাছে আবাসে তুলিয়া,
বল্লধাবে শান্ত করি, বিধিবে নমিয়া,

দীপ্ত কবি দীপ-তারা অবনৌ-অশ্বরে

কাঁপ দিলা 'অতীতের' অতল সাগরে !

ত্রিকালজ মহাকাল সন্ধ্যা-কন্ঠা নিয়া,

বর্তমান-ভর্তা হ'তে নিজ গৃহে গিয়া,

রাখিলা নিদ্রিত করি শোয়াইয়া ধীবে,

লক্ষ লক্ষ মাস পক্ষ শয়ন-মন্দিরে !

শোভিতেছে দীপমালা শ্রীবাস-অঙ্গনে,

উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি কৃষ্ণনাম সনে ;

বাজিল বিজয় বাদ্য—খোল কবতাল,

নাচিল বৈষ্ণব দল করে ধরি তাল !

বহে যথা ঝটিকার প্রথম বাতাস,

গাইল ডকত-বৃন্দ প্রথম উল্লাস !

আবার মঙ্গল-ধ্বনি উঠিল গগনে

মাতিল মাতঙ্গ যুথ ভব-পদ্মবনে !

ঝঙ্কাবাতে ভূমে পড়ে তরুরাজি যথা,

ছিন্ন ভিন্ন ভক্তবৃন্দ কে পড়িছে কোথা,

আন্দোলিত স্থানচ্যুত মহাভাবে পড়ি,

মুখে মাত্র "হরিণোল" যাম গড়াগড়ি !

অবিশ্রান্ত চারি প্রান্তে মহা সংকীর্তন

করিছেন সমভাবে গৌর ভক্ত গণ,

নাচে দিগঙ্গনা গণ ভক্তগণ সনে,

নাচাইয়া নন্দবাসী নরনারী গণে !

বাল বৃদ্ধ কৃষ্ণনামে মত্ত দিবা রাত্রি,

অঙ্গনে অঙ্গনে নাচে মনোবঞ্চে মাত্তি !

অঙ্কুর চন্দন আদি মাজল্য শীতল
 সৌরভেতে সমীরণ হতেছে পাগল,
 নারীকুল রাশি রাশি ফুলকুল নিয়া,
 বরষিছে পুষ্পাসাব চারিদিক দিয়া !
 ছলিছে তুলসী মালা শত ভক্ত-গলে,
 রক্ত-হার নিন্দা করি ভুবন উজ্জলে !
 মোহিত বৈষ্ণব-দল ! আহা অবিরল
 অপাঙ্গে আনন্দ-অশ্রু বহিছে কেবল !
 সাগর সঙ্গমে যথা তরঙ্গ তরঙ্গে
 রঙ্গে পড়ি আলিঙ্গন দেয় অঙ্গে অঙ্গে,
 সেই রূপ ভক্তগণ দেয় গড়াগড়ি
 ভকতি সঙ্গমে ওই ভক্ত অঙ্গে পড়ি !
 লক্ষ অশ্রুপাত হয় বক্ষ-বক্ষ তিত্তি,—
 হেন অশ্রু, বিন্দু যায় নিন্দে গজমতি !
 ধন্ত দেব শ্রীচৈতন্য ! বড় ভাল বাসি
 ডাকিছে তোমায় আজ দীন বঙ্গবাসী !

হায়রে যামিনী যোগে যবনেবা যত
 জাগিছে রজনী আজ ; রুষিতেছে কত
 প্রবল যবন দল ! শ্রীহরি, শ্রীহরি !
 বাঁচাতে বৈষ্ণবে আজ উপায় কি করি !

যতেক যবন যায় কাজীর সম্মুখে
 জানায় কীৰ্ত্তন-বার্তা ; কহে মহা দুঃখে,—
 “দিবা বিভাবরী ধরি নগবে চীৎকার,
 খোল করতাল রোল হয় অনিবার,

অস্থির নগর-বাসী, হে বিচার-পাত,
 বারণে বারণ নাই । বারণ যেমতি
 মদ-মত্ত, সেই রূপ গৌরঙ্গ নিতাই ।
 লজ্জ্য কে বা, দেখি মোরা,—প্রাণে ভয় নাই,
 বীর মহম্মদ আজ্ঞা ? দেখিব নগরে,
 লজ্জিয়া কোরাণে কে বা হরিধ্বনি করে ?
 দেহ আজ্ঞা, শির তার দেখাব আনিয়া
 রক্ত-ধারে, করতাল মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ।”

শাসিতে বৈষ্ণবে কাজী করিলা আদেশ
 সরোষে, হরষে মাতি যবন অশেষ—
 বায়ু বেগে বহি যথা—ঘোব অত্যাচারে
 ভাঙ্গিল বৈষ্ণব-পাড়া, গুঁড়া গুঁড়া কবে,
 শ্রীমৃদঙ্গ, চূর্ণ চূর্ণ করে করতাল ।
 কুঠার তুলিয়া কহে রোষ বাক্যজাল,—
 আবার যাহার মুখে শুনি হরিধ্বনি,
 এ কুঠার মারি তারে বধিব এখনি ।”

পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ কবিয়া দর্শন
 অস্ত্রে যান দিনমণি । আসিছে তখন
 রজনীর আগে আগে সন্ধ্যা শ্রামাঙ্গিনী,
 হিম করে ধীরে ধীরে ফুটাতে তখনি
 গলাজ সাজের ফুল ; নেত্র কোণ মেলি
 আধারে অঙ্গন দেখে হৃষ্ট কৃষ্ণকেলি ।

সঙ্গে করি “পবিত্রতা” “সরলতা” সহ,
 আগরি আঙ্গিনা হতে বাহিরিল ওই

প্রফুল্ল বৈষ্ণববালা, অগতে অতুল,
 যতনে চমক করে আরতির ফুল ।
 কেহ বা কুটীর হতে দীপ করে করি,
 আইলা অঙ্গনে ধীরে ; ধীরে ধীরে মরি
 রাখিলা তুলসীমূলে, নগিলা অঞ্চলে
 বেষ্টি কর্ত্ত ; নমে শিশু তুলসীর তলে !

শত শত দীপমালা যতনে সাজায়
 সন্ধ্যায় পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় ।
 চারিদিকে দীপাবলী, বৈষ্ণবের বালা
 সাজাইতে সংকীৰ্ত্তনে গাঁথিতেছে মালা
 পল্লবে মুকুলে ফুলে । নাচিছে তখন
 সুগন্ধী চন্দনগন্ধে মন্দ সমীরণ ।

গুরুগুরু গুরুগুরু মধুর মৃদঙ্গ
 বাজিল বিজয় বাদ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে
 করে করে ঝঙ্কারিল মৃচ্ছ করতাল ।
 আইল বৈষ্ণবকুল করে ধরি তাল,
 নিগেঘে বৈষ্ণবদলে প্রাঙ্গণ পূরিয়া
 বাহিরিল দলে দলে হবিধ্বনি দিয়া,
 ছাইয়া নদিয়া বাট, গগন বিদারি
 ধ্বনিল “গৌরান্ধ জয় ।” ভক্ত নরনারী
 শত কণ্ঠে । কল কণ্ঠে দিলা হলাহলি
 চারিদিকে শত শত বরাদনা মিলি ।
 চমকে যবন কুল ।—শুনিলা অমনি
 গাইছে “গৌরান্ধ জয়” নৈশ প্রতিধ্বনি ।

তৃতীয় চন্দ্রিকা । পাষণ্ড দলন ।

তোল পাড় করে যথা সমুদ্রের বারি,
 তেমনি গগনভল উচ্ছৃঙ্খল কবি
 উঠিতেছে সিংহরব ; সপ্ত সম্প্রদায়
 সমস্ববে সংকীৰ্ত্তন করে নদিয়ায় !
 মধুর মৃদঙ্গ বাজে চতুর্দিশ থানি
 সপ্ত ভাগে । আগে আগে নাচেন আপনি
 মহাপ্রভু ; মধ্যভাগে অদ্বৈত গৌসাই ;
 সকল পশ্চাতে যেথা আর কেহ নাই,
 নাচিছেন হরিদাস আপনার ভাবে,
 করতালি দিয়া দিয়া নগি হুঁইদেবে !
 নাচিছেন নিত্যানন্দ লক্ষ ঘোড়া ঘোড়া,—
 সপ্ত সম্প্রদায়ে নাচে পৰ্ব্বতের চূড়া ।

দলে দলে চলে যথা কদলীর বনে
 নির্ভয়ে গাতঙ্গ গণ আপনার মনে,
 সেই রূপ হরিদাস সংকীৰ্ত্তনে রত,
 আটল কাজীব ঘাবে ধর্মবীর যত !

নিশিতে প্রবল ঝড় উঠিল দেখিয়া
 মেঘ আড়ম্বর সহ, প্রমাদ গণিয়া,
 গৃহস্থ গৃহের দ্বার বন্ধ করে যথা,
 ভয়ে ভয়ে দ্বার কাজী বন্ধ করে তথা ।

কতই মালতি ফুল ফুটেছে অঙ্গনে !
 কামিনী-রজনীগন্ধ-গন্ধে সেই স্থান

অঙ্ক মঙ্গল গাঁকবহ,—যেখানে ব্যাকুল
 নিশিদিন নৃত্য করে মত্ত অলিকুল !
 হেন সে উদ্যানে আজ বাজিছে মৃদঙ্গ,
 সংকীর্ণনে, নাচিতেছে করিতেছে বঙ্গ,
 শত শত ভক্তবৃন্দ, পড়িছে ধূলায়,
 আবার উঠিছে তিতি নমন-ধারায় !
 চয়নে কতই পুষ্প, দলি গুল্ম লতা,
 সংকীর্ণনে মত্ত হ'য়ে কে পড়িছে কোথা !
 চারিদিক হ'তে ওই নরনারী গণে
 ছড়াইছে ফুলকুল মহা সংকীর্ণনে !

কাজীর নাহিক আর পূর্ব ব্যবহার,
 গাহতে লুকায়ে কাজী রুদ্ধ করি দ্বার
 কর্তব্য-বিমূঢ় মন ! ভুবন মোহিয়া
 আসিছেন মহাপ্রভু দস্তে তৃণ নিয়া
 কাজীর ছয়ারে আজ ! দস্তে তৃণ ধরি
 ছয়ারে দাঁড়ান আসি ত্রীগোরাঙ্গ হরি,
 আনত মস্তকে ওই ! নয়ন সদয় !
 তিতে বক্ষ নেত্র নীরে !—করেন বিনয়
 গোরাঙ্গ বিনয়-খনি, দীনহীন হয়ে !
 পাণীর ছয়াবে আজ কহেন বিনয়ে,—
 “উঠ তুমি ভাগাবান্, উঠ গৃহস্থামী,
 কাঙ্গাল ভিখারী দ্বারে আসিয়াছি আমি ।”

যে দীনতা দীননাথ দেখান জগতে
 যুগে যুগে, যোগে-যোগে প্রকাশ করিতে

মনে বাঞ্ছা !—কিন্তু কবি সজল নয়নে
সরমে লেখনি রাখে গোরাঙ্গ-চরণে !

খুলি দ্বার চাহি কাজী দেখিলা ছুয়ারে
অপরূপ ! অশ্রুধার বহিছে ছুধারে—
দাঁড়াইয়া ছই ডাই নিমাই নিতাই !
যবন-বিচার-পতি নিরখিয়া তাই,
নমিলা অমনি পদে যেমতি কঙ্কর !
কি ছার কাজীর কথা !—যিনি গোড়েখর
ধরায় ধূলার পড়ি নমিলা যে পায়,
বজ্রের নবাব আসি নমিলা যাহার,
শরণ লইল যার শীতল চরণে
চণ্ডাল ভূপালাবধি জীবনে মরণে,
জগাই মাধাই লয় যে পদে শরণ,
সে পদে নমিবে নিত্য নিখিল ভ্রূম !

সাপটি আপন বক্ষে কাজীরে ধরিয়া
মাচেন চৈতন্ত-চাঁদ ! দৌহে নিরখিয়া
মীরবে কহিলা দৌহে আত্ম-বিষরদ !
কাজী সঙ্গে মনোরঞ্জে প্রেম আলিঙ্গন
দিলেন বৈষ্ণব যত ! পরিতুষ্ট সবে
করিলা নিশিতে কাজী ঘোর মহোৎসবে ।

গোরাঙ্গ কৃপায় এবে শাস্তি হ'ল যদি,
গো-বধ নিষেধ কাজী করে তদবধি ।
অবাধে অবোধে হেন করিয়া শাসন
প্রবোধিয়া প্রভু দিলা প্রেম-আলিঙ্গন ।

চমকে প্রভাত-তারা । গৃহস্থ জাগিছে
 গৃহে গৃহে, থাকি থাকি পাণিয়া ডাকিছে ।
 মিলি সবে হেন কালে যবন বৈষ্ণবে
 ধ্বনিল “গৌরাম্ জয় !” অতি উচ্চ ববে ।
 ছুটিল অমনি গুনি সুদূর বিমানে
 সুপ্রভাতে শুক-তারা ত্রিদিবেব পানে ।

করিবেন মহাপ্রভু পাষণ্ড উদ্ধার,
 পাষণ্ড আসে না পাশে, উপায় কি তার ?
 দ্বারে দ্বারে ফিরিবেন সন্ন্যাসীর বেশে,
 সন্ন্যাসী হইতে সাধ হ'ল অবশেষে ।

আদিত্যের ত্রায় ভব-তমোরানি নাশি
 এক দিন নবদ্বীপে উপস্থিত আসি
 পবিত্র মুরতি সাধু কেশব ভাবতি,
 উদ্ধবেতা যতানিল ঈশান যেমতি ।
 প্রশান্ত তেজস্বী সেই সাধুকুল-রবি
 উপস্থিত নদিয়ায়—পবিত্রতা ছবি ।
 যত্নে তাঁরে গৃহে নিলা নিমজ্জন করি
 শচীব নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী ।
 প্রসন্ন করিয়া তাঁবে গৌরাম্ জননী
 শতেক ব্যঞ্জনে অন্ন দিলেন আপনি ।

জানে না সে শচী মাতা সেবিলা কাহারে,
 শ্রাস্ত হয়ে নিশি যোগে আদেশি কুমারে
 করিতে সাধুর সেবা, ঘুমাইলা দেবী,—
 কার কাছে রাখি গেলা নয়নের ছবি ।

বিস্ময়িতা গুনিয়েছে—“ভাবতী গৌসাই”

শচী মাই জানে তার “নির্বোধ নিমাই !”

নীরব নিশিতে ওই জাহ্নবী সৈকতে,
করতলে গণ্ড বাখি ভাবিতে ভাবিতে,
বসিয়া সে ভারতীর চরণের পাশে
শচীব নয়নানন্দ নেত্র-অঙ্গে ভাসে !
নীরব নিশিধ কাল । নীরব সকল ।
নীরব আঁধারে ঢাকা জাহ্নবীর জল ।

কত ক্ষণে দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া তখন
জিজ্ঞাসিলা গৌরচন্দ্র “হে প্রভো এখন
সন্ন্যাস গ্রহণ ত্রুত সাজে কি আমায় ?
কহ মোরে কৃপা করি, মিনতি তোমায় ।
আমাতে, কহ তা, প্রভো, কভু কি সম্ভবে,
বাঁপ দিব আমি সেই কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে ?

কৃপা করি মোরে প্রভো সঙ্গে করি লও
মহাপাপী দীন আমি আমারে বাঁচাও,
দেও হে সন্ন্যাস-দীক্ষা এই দীন জনে,
ঘোষিবে শ্রবণঃ তব এ তিন ভুবনে ।
থাকিব তোমার সঙ্গে সেবিত চরণ,
কৃষ্ণ সেবা করি আমি কাটাব জীবন ।”

“বিষম সন্ন্যাস-ত্রুত ।” কহিলা ভারতি,
“দেখ বে নিমাই ভবে কত মহামতি
জপে তপে দিবা নিশি কাটায় কেবল,
কত ধর্ম কত কর্ম করিল সকল,—

তথাপি সন্ন্যাস নামে নিত্য ভীত তারা,
 ভাবিলে সে কঠোরতা হয় জ্ঞানহারী।
 অবোধ, প্রবোধ মান। সুবোধ হইয়া
 সংসার সুখের আশা বিসর্জন দিয়া।
 হতাশ-মরুর পথে কেবা যায় চলি
 আশ্রয় সুখে কেবা দেয় চির জলাঞ্জলি।
 যারা করে এ সংসারে সন্ন্যাস গ্রহণ,
 তাদের হয়েছে তুল্য জীবন মরণ।
 পিতা মাতা ভ্রাতা দারা বন্ধু বাকবের
 মনস্তাপ দিয়া মাত্র, আত্মীয় জনের
 চির আশা নষ্ট করি, করি সর্বনাশ,
 প্রবাসে থাকিতে হয় ছাড়ি গৃহবাস ;
 বার মাস পথে পথে, বাস বৃক্ষতলে
 “আমার” বলিতে কেহ থাকে না ভুতলে।

এ হেন অবস্থা বাছা সাজে কি তোমায় ?
 কি দায় চেকালি আজ পাইয়া আমায় ?
 অধিক রজনী আছে, নিদ্রা যাও তুমি ;
 সন্ন্যাস লইতে বাছা নিষেধি রে আমি।
 আমি যাই—বুঝে দেখ, মোর সঙ্গে গেলে
 কাঁপ দিবে বিষ্ণুপ্রিয়া জাহ্নবীর জলে।”

নীলবে রহিলা দৌহে। নীলব যামিনী,
 রজনী-জননী-কোলে ঘুমায়ে অবনী,
 অনাহত শব্দে বহে কালের প্রবাহ ;
 শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, জাগো গো মা কেহ ?

তোমাদের কি বলিব ? ঘটে যা সংসারে
নিয়তি নীরবে সব সংযোজনা করে ।

নীরবে কালের গতি বহে ক্ষণ কাল,
কহিলা ভারতী পরে—“খোর মায়াজাল
কেমনে কাটাবি বাছা ? যাই তবে আমি
নিমাই, ঠেথরজ ধরি গৃহে থাক তুমি ।
নীরবে বিদায় তাঁরে দিলেন নিমাই ;
আঁধারে চলিয়া যান ভারতি গৌসাই ।
রহিলেন নদিয়ায় নদিয়া-বিহারী,
কিছু দিন, ভক্ত সঙ্গে সংকীৰ্ত্তন করি ।

চতুর্থ চন্দ্রিকা ।—সন্ন্যাস ।

ওই দেখা হয় হয় নিশায় উষায়,
নিশির শিশির পড়ে পাতায় পাতায়,
আকাশে ছুটিছে তারা ! কে যায় সংপ্রতি
অতি দ্রুতগতি ওই লজ্জি ভাগীরথী ?
জাগ রে নদিয়া-বাসি, জাগরে এখন,
আর না পাইবি সেই নদিয়া-জীবন ।
জাগ দেবি বিযুপ্ৰিয়ে, ঘুমায়ে না আর,
আজ হ'তে দুঃখময় জীবন তোমার
কাটাও কঠোর ব্রতে ; উঠিয়া এড়াতে
কিংবা আজ দিবে বাপ জাহ্নবীর স্রোতে ।

এখনো আসিয়া দেখ গৌরান্দ-জননী,
কোথায় চলিল তব নয়নের মণি !
আজ আবার বিশ্বরূপ ফাঁকি দিয়া তোরে,
চলি যায় পদাঘাত করিয়া সংসারে !
জনমের মত মা গো দেখ এক বাব,
কি চোরে সর্ব্বদা ধন হরিল ভোগার !

আগে পাছে ছায়া ছায়া, দৃষ্টি নাহি হয়,
ভোর ভোর ঘোর ঘোর গাছ-পালা নয়
পথ ঘাট, টুপ-টাপ্ পড়িছে শিশির,
বহিল ঝঝির করি প্রভাত সমীর ?
মুকুলিত তরু লতা, মধু-মক্ষিকায়
তুলিয়া মধুর তান ফুল-মধু খায় !

উষায় চলেন পথে গৌরান্দ-সুন্দর,
আকাশের পূর্ণ ভাগ হ'ল মনোহর,
হতেছে পাতার শব্দ গাছের তলায়,
পিক্ পিক্ পাখী ডাকে শাখায় শাখায় !
দেখা যায় সরোবর—জল থৈ থৈ,
রাখাল পল্লীর প্রান্তে করে হৈ হৈ ।

বহু কালে বহু গ্রাম অতিক্রম করি,
চলিয়া গেলেন ওই শ্রীগৌরান্দ-হরি !
সমুখে কাটোয়া পুরি ভারতি-আবাস,
নিমাই পাইলা যেন স্বকরে আকাশ !

হেরিছেন বাঙ্গ রবি, গজাজলে মুখ-ছবি,—
 কে বা আজ নদিয়ায় নমে সবিতায় ?
 নিরখিব কোন প্রাণে আর সে নদিয়া পানে ?
 নদিয়া-জীবন ধনে কবেছি বিদায় !
 আজ তোরে শচী মাই, কি ব'লে বুঝাই, তাই
 ভাবিতেছি মনে মনে, প্রাণে হাহাকার !
 আয় দেবি বিষ্ণুশিষ্যে, শচী মাই তোরে নিষে
 কাঁহুক ফুকরি বলি “গৌরাজ আমার !”
 আয় ছুটে আয় আয়, কোথায় অদ্বৈত রায়,
 মাথায় পাখান ভাঙ্গে—ধর শচী মায় ;
 নিতাই রে কর গান, নিমাই-গত জীবন।
 জাহ্নবী-জীবনে ওই কাঁপ দিতে যায় !
 কাঁদে রে নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি,
 কা'ল যে কি কাল-নিশি এসেছিল ।—ব'লে ;
 কাঁদে পাড়া-প্রতিবাসী ভারতী গৌসাই আসি,
 সোণার নিমাই টান নিয়ে গেছে চ'লে ।
 কে বা আর ঘরে ঘরে বেড়াইবে নৃত্য ক'রে
 চুরি করি নেছে চোরে নোদের নিমাই ;
 হরি ব'লে দিয়ে মাড়া, মাতাইবে তিন পাড়া,
 তেমন নিমাই ছাড়া আর কেহ নাই !
 আচণ্ডালে আসি জুটে, নদিয়া-জাহ্নবী তটে.
 সংকীৰ্ত্তন ঘাটে ঘাটে, করিবে কি আর ?
 জপ-মালা নিয়া হাতে নদিয়া বাজার পথে
 কে চলিবে ? শূন্য আজ নদিয়া-বাজার ।

সোণার নিমাই চাঁদ পাতিয়ে পেমের ফাঁদ
 মাতালে নদিয়া-বাসী, বাকি কেহ নাই !
 আবাল বনিতা যে বা, করেছে তোমার সেবা ;
 কেশব ভারতি কেবা, কহ ত নিমাই ?
 কেমন সন্ন্যাসী সে টা নিশা কালে ফেরে বেটা,
 সে বা কোথাকার কে টা, ক'টা লোকে জানে ?
 তোমার যে ভাগবাসা, আচণ্ডালে করে আশা,—
 এ প্রেম করিলে খাগা সন্ন্যাসীর মনে !
 সন্ন্যাসী সাজিবে তুমি, ত্যজিয়া জনম-ভূমি ?—
 যাও, কিন্তু ফিরে চাও নদিয়া-জীবন,
 আমরা নদিয়া বাটে, জাহ্নবীর ঘাটে ঘাটে,
 অদ্যাবধি নিরবধি করিব রোদন !
 কাঁদে ওই শচী মাই, তোমার কি দয়া নাই ?
 কাঁদে ওই বিষ্ণুপ্রিয়া ধরামনে পড়ি ।
 যতক নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি,
 ভাগীরথী তীরে আসি যায় গড়াগড়ি ।
 পাইলে পূর্ণিমা তিথি উঠিতে কীৰ্ত্তনে মাতি,
 উখলিত ভাগীরথী হরি সংকীৰ্ত্তনে,
 আজ সে পূর্ণিমা চাঁদে, নিরখি সবাই কাঁদে,
 হেরিতে গোরাক্ষ চাঁদে ছুটে জনে জনে ।
 ওই তব নিরুপমা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়তমা
 রয়েছে ধরায় পড়ি, অর্ধ অচেতন,
 জাহত্যা-পাতক ভয়, তোর কি নাহিক হয় ?
 ফিরে আয় গোরা চাঁদ, নদিয়া-জীবন !

ওই দেখ শচী মাই পাগলিনী জ্ঞান নাই,
 নিমাই ! নিমাই ! বলি পথে পথে ফেরে ;
 হুঃখিনী জননী তোর, জীবন-যামিনী ভোর !
 মাতৃহত্যা ভয় তোর নাহি কি অন্তরে ?
 ফিরে আয় গৌর-হরি, আঁধার নদিয়া পুরি !
 “হরি” বলি দেবে আসি আলিঙ্গন দান !
 আয় ফিরে গৌরমণি আসি কর হরিশ্রবণি,—
 সঞ্জীবনী নামে বাঁচা মৃতকর প্রাণ !
 আব কি আসিবে ফিরে আবার নদিয়া পুরে,
 শচীর নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী !
 বিষাদে মলিন মুখে আবাল বনিতা হুঃখে,
 ‘গৌরঙ্গ’ বলিয়া কঁাদে দিবা বিভাবরি !
 কবি কহে সকাঁতরে গৌরঙ্গ আসিবে ফিরে,
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিষ্ণুপ্রিয়া, তিষ্ঠ শচীমাই ;
 শোক-তাপহাবী হরি, ভাব তাঁবে বক্ষে ধরি,—
 হরি নামে বাক্য সেই নোদের নিমাই !

উপনীত কাটোয়ায় গৌরঙ্গ স্তম্ভর,
 রাখিলা ভারতি তাঁরে করিয়া আদর
 আশ্রমে, বিশ্রাম-শেষে গৌরঙ্গের ভিক্ষা—
 “দীন দাসে দেহ প্রভো, সন্ত্যাসের দীক্ষা ।”
 প্রবোধিলা বারংবার ভারতি গৌসাই,
 “নবীন বয়স তোর, দেখরে নিমাই,

অভাগা জননৌ তোর কাঁদে গৃহে বসি,
কি করিবে বিয়ুগ্রিয়া শূণ্য গৃহে পশি ?
বালক, সন্ন্যাস কভু মাজে কি তোমার ?
তোমাতে সে মহা ভাগ সম্ভব ত নয় !”

অমনি লুটায় পড়ি ভারতীর পায়,
সোণার পর্কত চুড়া গড়াগড়ি যায় ।
ছ-নয়নে বারি ধারা বহে দর দর,
কহেন গৌরাঙ্গ-হরি হইয়া কাতর,—
“সত্য জীবের হৃৎথে কাঁদিছে পরাণ ।
মত্তর আমার প্রভো কব দীক্ষা দান ।”

“উঠরে রতন মণি” বলিয়া তখন
করিল আচার্য্য তাঁয় ক্রোড়েতে ধারণ ।
“উঠ বৎস, আজ নিশি সুপ্রভাত তব,
জ্ঞান কর পুত জলে, মন্ত্র দীক্ষা দিব ।
দিব্য পরিধান এই ধর বৎস করে,
পরিধান কর এবে বর কলেবরে ।
নিয়তির কথা কিছু কহিতে না পারি,
সন্ন্যাসে সন্ন্যাসী থাক, সংসারে সংসারী ।

শেখর আচার্য্য সঙ্গে নিত্যানন্দ বায়
দত্তজ মুকুন্দ আদি আসি কাটোয়ার
উপস্থিত, আয়োজন হইল মত্তর ;
আইল নরসুন্দর, করিতে সুন্দর
বরাধ,—গৌরাজ চাঁদ মুড়াবেন কেশ,
লইবেন বহির্কাস, তাজি গৃহবেশ !

“শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য” নাম করিয়া নির্দেশ,
কোশলে আচার্য্য দিলা কৃষ্ণ-উপদেশ ।
সংসারের মায়ামোহ লুকাল তখন,
তিমির মিহিরোদয়ে লুকায় যেমন !
নিমাই সন্ন্যাস-সজ্জা করিলা ধারণ,
কটিতটে বহিন্ধাস, মস্তক মুগুন ।
হাতে দণ্ড কমণ্ডলু গায়ে নামাবলী,
কঙ্কণে ভিক্ষার বুলি লইলেন তুলি ।
যাও তবে যাও দেব শ্রীচৈতন্য-হবি,
নয়ন যে দিকে চায় । পথের ভিখারী ।
বিশ্রাম করিবে এবে বসি তরু তলে,
ভিক্ষা মাগি থাকে অন্ন বড় ক্ষুধা হ’লে,
আজ হ’তে রাখি দেও সুখ দুঃখ যত
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে দেব, জনমের মত ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ শচীমাঠ ! কঁাদ কেন আর ?
জগৎ কঁাদাবে আজ নিমাই তোমাব ।

পঞ্চম চন্দ্রিকা ।—শান্তিপুৰ সন্মিলন ।

ক্রমে বাহুজ্ঞান হান হইয়া দৌনের দৌন
“বৃন্দাবন”-“বৃন্দাবন” করিয়া কেবল
চলিছেন গৌর-হরি— ভুলাইয়া তাঁরে ধরি
শান্তিপুৰ পানে আনে ভকত সকল ।

‘যমুনা ! যমুনা !’ বলি প্রভু ছুটি যান চলি,
 সম্মুখে জাহ্নবী হেরি ভ্রম হ’ল তায়,
 যত ভক্তগণ গিয়া শান্তিপুর দেখাইয়া,
 ‘সন্নিকটে বৃন্দাবন’ বলিয়া ভুলায় !

নদিয়া-জীবন-ধন ক্রমে করে আগমন
 আবার নদিয়া পানে নদিয়া-বিহারী ;
 শুক তরু যুঞ্জয়িত, মৃত প্রাণ সজীবিত,
 আবার নদিয়া-বাসী বলে ‘হরি হরি’ !
 শুনে তবে পরম্পরে, গৌরান্ন আসিছে ফিরে,
 উথলিত শোকাবেগ, কানে শচীমাই ;
 শান্তিপূরে প’ল সাড়া, উথলিল তিন পাড়া,
 অবল-বনিতা কানে ‘নিমাই ! নিমাই !’
 গৌরান্ন আসিছে ফিরে, কি আনন্দ ঘরে ঘরে ।
 বসি গেল শান্তিপূরে আনন্দ-বাজার ।

মৃদঙ্গ করঙ্গ যত, গোপীযন্ত্র মনোমত
 আরস্তিল বেচা কেনা হাজার হাজার !
 করতাল একতারা, শ্রীবেহাল, সপ্তস্বর,
 থঞ্জনী মন্দিরা শিখা জপমালা কত ;
 তিলক তুলসী লয়ে, কত লোক দাঁড়াইয়ে
 বৈষ্ণব-বরাঙ্গ-সজ্জা করে অবিরত ।

যতেক নগর-বাসী, প্রতিক্ষিছে দিবানিশি,
 কত ক্ষণে আসিবে রে প্রাণের নিমাই !
 বৈষ্ণব-কুমারী কুল, আঁচল ভরিয়া ফুল
 গাঁথিছে অমূল্য মালা উল্লাসে সবাই ।

চলিলেন অদ্বৈত, ধাইল রে ভক্ত-যুথ,
 ভাঙ্গিল রে শাস্তিপুৰ গোরাঙ্গ হেরিতে !
 ওই আসে গোরহরি, নিত্যানন্দ-গলা ধরি,
 নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে ফেলিতে !
 আর ত উঠে না পা, ধর ধর কাঁপে গা,
 ধীরে ধীরে চলিছেন নিত্যানন্দে ধরি !
 ওই শাস্তিপুৰ-বাসী, নিমাইরে ধরে আসি,
 'হরি হরি' বলি ওই নিল স্বক্ষে করি !
 পেয়ে আজ গোরহরি, শাস্তিপুৰ শাস্তিপুৰি !—
 তুষিতে স্নানীত বারি, অক চক্ষু পায় !
 অদ্বৈতে প্রতিধ্বনি, গাইল মঙ্গল ধ্বনি,
 জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হুঁধ্বনি হয় ।
 শাস্তিপুৰে শ্রীগোরাঙ্গ, নিম্না সব সঙ্গ-পদ
 ফিরিছেন বাড়ি বাড়ি, সুধাইয়া সবে,
 মুণ্ডিত মাথার কেশ, পরণ বেহাল-বেশ,
 জপমালা করে !—সবে দেখিছে নীরবে !
 সে প্রশস্ত বক্ষস্থলে, তুলসীর মালা দোলে
 বচন অমিয় মাধা, উদাস নয়ন !
 নিরখি সবাই বলে, নিমাই জুধের ছেলে
 হয়েছে অনীতি বর্ষ বৃদ্ধের মতন ।
 কেহ বলে ও নিমাই, তোর কিরে মায়া নাই ?
 কেমনে মোদের ফেলি পলাইলি তুই ?
 খুলি ফেল বহির্কাস একি সাজ বারমাস !
 আমরাও পরি, ফিরে ঘরে খুলে খুই ।

ঘরে আয় বাছুরি, রেখেছিরে সর ননী
 খা নিমাই,—বলি বুড়ি আনি দেয় পিড়ি ;
 বুড়ির চরণ-ধূলি, নিমাই মাথায় তুলি,
 দাঁড়াইলা বৃক্ষভলে গৃহপাশ ছাড়ি ।

‘নিমাই বিনয়ে কয়,— “সে যে মা সন্তব নয়,
 কৃষ্ণ নাম সার করি লয়েছি সন্ন্যাস ;

কি কাজ ননী-ভোজন, গৃহবাস অযেষণ,
 কি বা প্রয়োজন করি এ বেশ-বিন্যাস ?

কৃষ্ণনাম-সুধামাশি, পান করি দিবা নিশি
 স্নেহেতে শয়ন করি বিমানের তলে !

কৃষ্ণ-কৃপা-সমীরণ, বহিতেছে অমৃক্ষণ,
 এর চেয়ে কি সুখ মা আছে ভুগুণ্ডলে ?

কর সেই কৃষ্ণনাম দিবানিশি অবিশ্রাম,
 বরষিবে অবিশ্রান্ত আনন্দের সুধা,

পান করি এক দিন, খেতে চাবে চির দিন,
 বুচিবে অনন্ত দুঃখ—হুনিবার্য সুধা !”

জাহ্নবীর মনঃগতি, চন্দ্রমা উজ্জল অতি,
 সংকীৰ্ত্তন দিবা রাত্রি হয় শান্তিপূরে,

ওই নিত্যানন্দ রায়, আজ নবদ্বীপে যায়,
 পথেতে সহস্র লোক ধরিয়াছে ঘিরে !

‘জানি না নিমাই বই, কই সে নিমাই কই ?’
 শুধাইছে শত জন, কহিছেন রায়,—

এসেছেন গৌরহরি, যাও সবে ত্বর করি,
 আসি যাব এ সম্বাদ দিতে শচীমায় ।

দ্রুত নিত্যানন্দ রায়, ছুটি গিয়া নদিয়ায়,
 কহিলেন শচীমায় শুভ সমাচার ;
 নদিয়া বিগত-প্রাণে, গৌর আগমন শুনে,
 তাড়িত-প্রবাহ যেন হইল সঞ্চার ।
 নিমাই নামের ধ্বনি, গৌরান্ধ-জননী শুনি
 ধরা-শয্যা তাজি দেবী উঠিবারে যায়,
 আচম্বিতে শির ঘুরি, ত্রাসিয়া নদিয়া-পুরী,
 ছিন্নমূল স্বর্ণলতা ধূলায় লুটায় ।
 অমূল্য হৃদয়-নিধি, জগতে হারায় যদি.
 যদি বিধি পুনরায় মিলায় সে ধনে,
 নাম শুনি প্রাণ যায় ।— কিন্তু তাই পুনরায়
 সঞ্জীবনী মন্ত্র হয় মৃতকল্প প্রাণে ।
 নিত্যানন্দ কর্ণমূলে, 'নিমাই নিমাই' বলে,
 উঠ মা নিমাই এল, নদেবাসী ধাম,
 পতিপ্রাণা পতিরতা, শোকাকুলা বধুমাতা
 বুঝাইয়া ঘরে রাখি চল গো ঘরায় ।

আলু থালু কেশ পাশ, অর্দ্ধাবৃত ছিন্ন বাস,
বহে কিনা বহে খাম, ভগ্ন শ্মশিরেতে,
ধূলায় লুটায় কায়, অর্দ্ধ অচেতন প্রায়,
কে রমণী হায় হায়, ধরা-শয়নেতে ।
ডাকে নিত্যানন্দ রায়, নদীয়া-নিবাসী আয়,
এ যে কি বিষম হ'ল নারীহত্যা দায় ।

পাড়া প্রতিবাসী ঘেরে, মলের কলনী লয়ে

তাড়াতাড়ি ভীত হয়ে ঢালিছে মাথায় ।

নিত্যানন্দ উঠেঃ ঘরে, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ধ্বনি করে,

কেহ গিয়া তুলা নিয়া ধরে নাসিকায় !

হায় সতী পতিপ্রাণা, গৌরান্ধগত জীবনা,

গৌর-অদর্শনে আজ, চলিলে কোথায় ?

কোথা যাও বিষ্ণুপ্রিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া,

নিতাই গৌরান্ধ নিয়া, এসেছে তোমার ।

নদিস্না-জীবন-ধন, করেছেন আগমন—

জাহ্নবী-সৈকতে লোক, ধরিছে না আর ।

এত কাল গেল যদি, সদয় হ’লেন বিধি,

এসেছেন গুণনিধি; তব দরশনে,

পুঁছিয়া অঙ্গের ধূলি, কমল-নয়ন মেলি,

এক বার উঠি দেখ কমল-নয়নে ।

মুহূর্হঃ অঙ্গ দহে, ছ—ছ করি ঘর্ম্ম বহে,

প্রাণে আর কত সহে ।—এস একবার,

এসে দেখ গৌরহরি, চলিলেন আহামরি

ভবলীলা সাজ করি, মজিনী তোমার ।

ভাল ভাল শ্রীগৌরান্ধ, দেখাইলে ভাল রঙ্গ,

চিরদিন এই বঙ্গ কহিবে কাহিনী,

হেন পতিপ্রাণা-ধনে, তাম্রি গেলে কোন্ প্রাণে ?

এমন নিষ্ঠুর পতি কভু নাহি শুনি ।

তুমি কর “হরি হরি”, কিন্তু দিবা বিভাবরী,

বিষ্ণুপ্রিয়া ‘গৌরহরি’ এই মন্ত্র জপে ।

এক বার হুঃখ নাশি, পার্শ্বেতে দাঁড়াও আসি,
ভুবন মোহিত হোক অপক্লপ রূপে !

ভাঙ্গিল নদিয়া-পুরী হরি হরি ধ্বনি করি
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ ধাইল পশ্চাতে !
শান্তিপুৰ আপো করি, হেরিবারে গৌরহরি
আইল নদিয়া-পুরী, বিমল প্রভাতে ।

সবে দেয় ছলাছলি করে সবে কোলাকুলি,
ফেলি সবে কাঁথাঝুলি শত সম্প্রদায়,
কেহ দেয় করতাল, কেহ করে ধরে তাল,
মৃদঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে নাচে আর গায় ।

ছুটে গিয়া মাতৃপায়, গৌর গড়াগড়ি যায়,
আজ সে হুঃখিনী মায় পড়িয়াছে মনে,
সঙ্গ পঙ্গ সঙ্গে নিয়া, নন্দেবাসী দ্রুত গিয়া,
জুড়ায় তাপিত হিয়া গৌরঙ্গ-চরণে ।

দর দর অশ্রুধারা, ছুটে যায় নেত্র-তারা,
বহে আজ শান্তিপুৰে নয়নের নদী—
উঠিল রোদন-ধ্বনি, ফাটিল যেন মেদিনী !
আবাল-বনিতা বৃদ্ধ উঠিয়াছে কাঁদি ।

কাঁদিতে দিবস গেল, শান্তিপুৰে সন্ধ্যা এল,
মুছা'তে, সাধুনা দিয়া নয়নের জল ;
এস গো মা শচীমাতা, সীতাদেবী আছ কোথা,
গৌরঙ্গের সঙ্গ সঙ্গে দেও অন্ন-জল ।

সীতা দেবী কৃত গিয়া, শচীমাতা সঙ্গে নিয়া,
 . রাঙ্কিলা মোচার ঘণ্ট, কলমির শাক,—
 থালা ভবি অন্ন নিয়া, ভক্তগণ মুখে দিয়া
 ‘রাধা’ নামে সিংহ-রবে ছাড়িতেছে হাঁক ।
 কোটি কোটি ভক্তবৃন্দ, করে আজ কি আনন্দ ।
 মহোৎসবে গায় সবে “রাধেজিকা জয় ।”
 খেতে খেতে নাচি উঠে, অন্ন ফেলি যায় ছুটে,
 কেহ বা ভূতলে লুটে অন্ন মাথে গায় ।
 সবে অন্ন মাখি লয়, এ উহার মুখে দেয়,
 ব্রাহ্মণ চণ্ডালে অন্ন করে কাড়াকাড়ি ;
 লক্ষ দিয়া সিংহ-রবে উঠি নিত্যানন্দ তবে,
 সবার্কার মধ্যে পড়ি, অন্ন খান কাড়ি ।
 এই রূপে শান্তিপুরী, জগন্নাথ-ক্ষেত্র করি,
 কাঁদাইয়া নরনাবী প্রেমের মিলনে,
 শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, করিলেন কি আনন্দ,
 কি জানিব ?—আমি অন্ধ ! জানে ভক্তগণে ।
 ত্যজি গিয়া শান্তিপুরী, গীলাচলে গৌরহরি
 কি যে সে প্রেমের ধর্ম কথিলে প্রচার ?—
 দাসের হয়েছে ভয় । না হ’লে সে প্রেমোদয়,
 গাইতে সে প্রেমগান, কি সাধ্য আমার ?
 অপ্রেমিক অর্থভোগী,— নহে কনি স্বার্থভাগী,
 না হইলে প্রেম-যোগী, প্রেমধর্ম-সাব
 কেমনে कहিব আমি ?— , প্রেমের চরম তুমি ।
 অপ্রেম-উদয়ভূমি অন্তর আমার ।

কি যে সে চৈতন্য ধর্ম, কে জানিবে তার সর্ম ?
 তথাপি প্রকাশে যারা করেছে প্রয়াস,—
 শোষিয়া সমুদ্র-বারি, পঙ্কিল গোস্পদ পুরি,
 ভাবিছে অনর্থ করি, সার্থক আয়াস !
 ক্ষম দেব !—বিশ্ব-প্রেমে, থাকি এই ভবধামে,
 যদ্যপি করিতে পূর্ণ পারি এই প্রাণ,
 গাইব গোরাক্ষ-গাঁথা, অন্তরঙ্গ-মর্ম্য কথা—
 অমর-বাহিত সেই অমৃতের গান ! *





শ্রীগৌরঙ্গ-গীতা

—:—

অন্তরঙ্গ খণ্ড ।

প্রথম চন্দ্রিকা—লীলাতত্ত্ব ।

“বাঙ্গালীর ধর্ম প্রেম, তুল্য যার নাই ;
জগতে প্রেমের গুরু গৌরঙ্গ-নিতাই ।”

অনুমতি চাহে দাস, কৃপা কর কৃষ্ণ-দাস,
তব গ্রন্থ মহারঙ্গ-খনি.

সে রত্ন আবৃত আছে, তুলিয়া জীবের কাছে,
দেখাইব “নীলকান্ত মণি ।”

শ্রুত যত, ভক্ত যত, ভবে অবতার যত,
ঈশ্বর-প্রকাশ-মূর্তি আর,

তার শক্তি নানা মত, যেখানে আছেন যত,
পাদপদ্মে প্রণতি আমার ।

ଶ୍ରୀଗୌରାଜ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଯିନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଚୈତନ୍ୟ,
 ଗିନି ଗିନି ଅଳ୍ପ ଗତି ନାହିଁ !

শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভরে,
আত্মসমর্পণ করি তাই ।

ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆହା ମରି,
ରବି-ଶମ୍ଭୁକ୍ରମେ ଆସି ସତ୍ୟା,

একত্রে পরমানন্দ শ্রীগোরাঙ্গ-নিত্যানন্দ
সমুদিত সুমঙ্গল-দাতা ।

উপনিষদাদি বেদ জ্ঞানেতে জানি অভেদ,
বলেন অদ্বৈত ব্রহ্ম যারে,

সে বিমল ব্রহ্মজ্যোতিঃ, কৃষ্ণ-চৈতণ্যের ডাতি,
কোটি কোটি নমস্কার তাঁরে ।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে, আত্মা বলি বাধ্য করে,
 ক্রীটচৈতন্য-অংশ তিনি ধন্ত ।

ষট্ঠৈশ্বৰ্য্য-পূৰ্ণ আৰ, ভগবান্ নাম য়াৰ,
স্বয়ং তিনি শ্ৰীকৃষ্ণ-চৈতন্য !

আছে যত জ্ঞান-তত্ত্ব, তার মাঝে পরমতত্ত্ব
গৌরিতত্ত্ব মহেশ্বর ধাম,

যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম, বিমল পবিত্র প্রেম,
বঙ্গ ভূমে 'শ্রীগোবিন্দ' নাম ।

কভু কোনো অবতারে, কোনো জন ত্রিসংসারে,
পায় নাই যে অমূল্য নিত্য সত্য ধন,

সে উজ্জ্বল প্রেম-রস, হইয়া প্রেমের বংশ,
করিবারে অকাতরে ভবে বিতরণ,

হেরি কলিযুগ-ভ্রমঃ, মধ্যাহ্ন-মার্ভও সম,
 অবতীর্ণ অবনৌতে হইলেন যিনি,
 মহা প্রেমে পরিপূর্ণ, তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ,
 হৃদয়-কন্দরে যেন ক্ষুধা পান তিনি ।
 যুগেন্দ্র গিরি-কন্দরে, করিকুল ধ্বংস করে,
 হৃদয়-কন্দরে কাম ক্রোধ করে বাস,
 গৌর হরি সে কন্দরে, হরিধ্বনি-ছছকারে,
 তরন্তু ইন্দ্রিয় গণে করুন বিনাশ !
 বিগলিত কৃষ্ণ-প্রেম, যেন বিগলিত হেম,
 তাতেই গঠিত রাধা, স্বর্ণ প্রাতিমা,
 কৃষ্ণের আনন্দ-শক্তি ধরিয়াছে রাধা-গুণি,
 বেদ বেদান্তাদি যার দিতে নারে সীমা ।
 রাধাকৃষ্ণ এক তত্ত্ব, প্রেমের সমাধি-গত,
 বিলাসের বাসনায় দেহ ভেদ হয়,
 চির কাল বিলাসেতে, ছই দেহে আনন্দেতে,
 প্রকৃতি-পুরুষ হন এক রসগয় !
 কৃষ্ণ সনে শ্রীরাধার মিলন যে কি প্রকার,
 প্রকৃতি-পুরুষ তম্ব মিলন কেমন,
 দেখাইতে তুমি হরি, রাধা-ভাব-কান্তি ধরি,
 ভূতলে অতুল শোভা করিলে ধারণ ।
 প্রেমযোগ-মহামন্ত্র শিখাইতে মহা যন্ত্র—
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তুমি উদিত ধরায়,
 শিখালে প্রেমের অর্থ,— ‘প্রেম পূর্ণ পুরুষার্থ’
 জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায় ।

রাধা-প্রেম-পারাবার, কতই মহিমা তার,
 অন্ত তার দেখিবার অভিলাষ করি,
 আপন মাধুর্য্য-ধন, করিবারে আশ্বাদন,
 নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে ধ্যান করি, শ্রীরাধিকা ব্রহ্মেশ্বরী,
 কত সুখ আহা মরি করেন সন্তোষ,
 সেই সুখ ভুঞ্জিবারে, রাধানাথ এ সংসারে
 শচী-গর্ভে আবির্ভূত করি মায়া যোগ ।
 তুমি গৌর পূর্ণানন্দ, তুমিই সে নিত্যানন্দ,
 তুমিই অদ্বৈত-তত্ত্ব ভক্ত-অবতাব,
 শ্রীবাসাদি ভক্ত কত, গদাধর আদি যত—
 পঞ্চ ভাবে 'পঞ্চ তত্ত্ব', মহিমা তোমার ।
 ধন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য ধন্য
 ধন্য শ্রীঅদ্বৈত, পদে থাকে ঘেন চিত,
 আর কি পাবি রে মন, সে দেব-হৃদয়-ধন
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ, মুক্তি-বিনিমিত !
 অপার পরমানন্দ, শ্রীগোরাঙ্গ নিত্যানন্দ,
 রবি-শশী সম আসি নাশি অন্ধকার,
 প্রেমের কপাট খুলি, জীবেরে নিলেন তুলি,
 রক্ত করি শোক তাপ হৃৎখের ছয়ার ।
 হইয়া অজ্ঞান-অন্ধ, ভুলিয়া পরমানন্দ
 ভাবিয়াছে মন্দমতি মানব সকল,
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, জীবের চরম লক্ষ্য
 পুরুষের পুরুষার্থ চতুর্বর্গ ফল ।

যোর তমঃ অন্ধকার, তা'হতে কি আছে আর ?
 কৰ্মফলে আশা যার, তার কি বা গতি ?
 প্রেম-তব নাহি জানে, মত্ত জ্ঞান-অভিমানে,
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চার সে দুর্য়তি ।
 মোক্ষ-বাঞ্ছা সর্ব হ'তে, নিন্দিত প্রেমের পথে,
 অজ্ঞানের শেষ মীমা, নিবিড় আধার ;
 হায় হায় ভক্তদের প্রেম-ভক্তি-অমৃতের
 বিন্দু বিসর্গও ইথে থাকিবে না আর ।
 শুভ বা অশুভ যত, ভাবে জীব অবিরত,
 ধরাতলে সে সকল অজ্ঞানের ফল,
 আহা কৃষ্ণ-প্রেম-সুখা, পানেতে দিতেছে বাধা,
 ভক্তি-সুখা-মিষ্ট-পথে কণ্টক কেবল ।
 বেড়াইয়া ঘরে ঘরে, হেন শিক্ষা সকলেরে
 বক্ষে ধবি অকাতরে দিয়াছ ধরায়,
 আচণ্ডালে কোলে করি, প্রেম দিলে গৌর-হরি,
 জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায় ।
 যাতে আসি ভক্ত গণ, আনন্দে আশ্রয় লন,
 সেই কৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন প্রবাহ সুধার
 প্রবাহিত হোক আসি, সংসার-ত্রিতাপ নাশি,
 শ্লিষ্ট করি মরুভূমি-রসনা আমার ?
 শ্রীনন্দ-নন্দন বলি, আনন্দেতে বাহু তুলি,
 ভাগবতে দ্বৈপায়ন বীর নাম গান,
 নন্দাবন-চন্দ্র যিনি, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তিনি,
 নবদ্বীপে অবতীর্ণ জগতের প্রাণ ।

বিশেষ বিশেষ ভাবে, প্রকাশিত তিনি ভবে,
 তিন ভাবে তিন নাম দিতে পবিত্রাণ,
 কাহারো না হন বাস, ধরেছেন তিন নাম,—
 ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্ ।
 চন্দ্র-চক্ষুে সূর্য্য দেবে, জ্যোতির্শ্রয় দেখে সবে,
 জ্যোতিঃ তিন অণু কিছু দেখিতে না পায়,
 কিন্তু সেই জ্যোতিঃ মাঝে, চিন্ময় বিগ্রহ সাজে,
 নিকৃৎ মূর্তি, যাতে দৃষ্ট জগত জুড়ায় ।
 জ্ঞান-চক্ষুে সেই মত, দেখে শুদ্ধ জ্ঞানী যত—
 শুদ্ধ জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্ম, কিছু নাই আর,
 ভক্তি-পথে হয়ে অক্ষ, দেখে না সচ্চিদানন্দ
 কৃষ্ণের উজ্জল বস পূর্ণ অবতার ।
 কোটি কোটি ভূমণ্ডলে, সম ভাবে সর্ব্ব স্থলে
 ব্রহ্ম নামে মহাজ্যোতিঃ জ্ঞানি মনোগোড়া,
 আদি অন্ত নাহি যার, সেট জ্যোতিঃ-পারাবা
 চিদানন্দ গোবিন্দের শ্রীঅঙ্গের আভা ।
 সেই শ্রীগোবিন্দ আসি, প্রেমের পাথারে ভাসি
 নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীশচী-নন্দন,
 ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ অঙ্গে যার, চরণ-কমলে তাঁর,
 কোটি নমস্কার করে সমস্ত ভূবন ।
 ধ্যান-মগ্ন নিরন্তর, উদ্ধরেতা দিগম্বা
 প্রশান্ত বিমল-চিত্ত গর্যাসী সকল,
 তব অঙ্গ-জ্যোতিঃ দিয়া, ব্রহ্মধাম বিরা
 সে ধামে নির্বাণ-মুক্তি লভেন কেবল

এক সূর্য্য বিমানেন্তে, কিন্তু কোটি ক্ষটিকেন্তে,
 কোটি সূর্য্য বেই রূপ প্রকাশিত হয়,
 সেরূপ তোমার অঙ্গ কোটি জীবে করে রঙ্গ,
 কিন্তু তুমি শ্রীগোরাঙ্গ এক রসময় ।
 ভুবন-নিস্তার তরে, পতিতের ঘরে ঘরে
 ভ্রমিলে রোদন করি পতিত-পাবন,
 সকলি গালিগ হরি, গালিগ না অহকারী
 পাষাণে গঠিত এই পাষাণের মন ।
 তব রূপ তিন ভাবে প্রকাশিত আছে ভবে—
 ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তুমি বিশ্বময়,
 ব্রহ্মাদি সকলি তাই, তোমাতে দেখিতে পাই,
 ব্রহ্মাদির কেহ কিন্তু তোমা সম নয় ।
 সর্ব্ব অবতার ধাম— “অবতারী” তাঁর নাম,
 তুমি সেই ‘অবতারী’ সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার,
 যে তোমাতে যাহা বলে, তাই সত্য সর্ব্ব কালে,
 তব দেহে রয়েছেন সর্ব্ব অবতার ।
 ধরি যার শ্রীচরণ, অজ্ঞানাত্ম মুখ জন,
 শাস্ত্র-সমুদ্রের তলে অবহেলে যার,
 মুসিদ্ধাস্ত-রত্ন লাভে, চরিতার্থ হয় ভবে,
 আমরা প্রণত সেই গোরাক্ষের পায় ।
 দাস্য মধ্য বাৎসল্যেতে, সর্ব্বোত্তম মধুরেতে—
 চারি রসে ভক্ত যিনি, কৃষ্ণ তাঁর বশ,
 প্রেমেন্তে পরমানন্দ, শ্রীগোরাঙ্গ নিভ্যানন্দ
 বিতরিলে ভবে এই চারি প্রেম রস ।

দ্বিতীয় চন্দ্রিকা ।—প্রেম-তত্ত্ব ।

শাস্ত্র-বিধি মানা মত করি আচরণ,
বিধি-ভক্তি বশে লোক করিছে ভজন,
ব্রজের নির্যল ভাব—সুপবিত্র প্রেম,
যেমতি গলিত তপ্ত অবিশিষ্ট হেম,
কি রূপে পাইবে তাহা মানব সকল,
সে ভাবে ভাবুক লোক নিতান্ত বিরল ;
বিধি-ভক্তি বশে লোক ঈশ্বরকে মানে,
ব্রজের নির্যল ভাব স্বপনে না জানে ।
ঈশ্বর ঐশ্বর্যময়, করি দরশন,
অগসিত হইয়াছে মানব নয়ন,—
ধেয়ে যায় অনন্তের জ্যোতির্গগন সাজে,
ঐশ্বর্যের পরিণাম বিহ্বলতা মাঝে ।
বিশ্বরূপে অঙ্ক হয়ে দেখিতে না পায়,
প্রেমামৃত-নদনদী শুকাইয়া যায় ।
কণ্ঠের সে গদ্য-ভাষা রুদ্ধ হয়ে আসে,
পদ্যময় কাব্যরস থাকে না সে দেশে ।
ঐশ্বর্য-প্রভাবে প্রেম শিথিলতা পায়,
কৃষ্ণপ্ৰীতি-সুধারস শুকাইয়া যায় ।
বিধি-মার্গে নিত্য যারা করিছে ভজন,
মুক্তি লাভ করি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
চতুর্বিধ মুক্তি সেই ঐশ্বর্যের ধাম,—
সাক্ষ্য সামীপ্য সাক্ষি সালোক্য সে নাম

“আমি ব্রহ্ম” জ্ঞান যার, ‘সায়ুজ্য’ সে পায়,
‘সায়ুজ্য’ নিকর-মুক্তি ভক্রে নাহি চায়।

হরিনাম সংকীৰ্তন কলিধর্ম সার,

দাস্য সখ্য স্নমধুর প্রেমানন্দ আর,

আচণ্ডালে দান করি শুষ্ক ভূমণ্ডলে,

নাচাইতে বাহু তুলে পাষণ্ড সকলে,

পাষণ্ড দলন ধ্বজা বিজয়-নিশান

উড়াইতে, জুড়াইতে পতিতের প্রাণ,

জায় দর্শনের স্থায় শুষ্ক সাহারায়

সাজাইতে বৃন্দাবন প্রেম যমুনায,

বঙ্গভূমি “স্বগদাপ গরীয়সী” করি,

নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি।

ভক্ত-ভাব ধরি, নিরঙ্ক করি আচরণ,

শিক্ষা দিলে জগতেরে ভক্তির সাধন ;

তব অংশে যুগধর্ম আসে বারংবার,

প্রেমের পূর্ণতা মাত্র পূর্ণতা তোমার।

বহু ! বহু অবতার হয়েছে ধরায়,

তোমার মঙ্গল-রূপ সেই সমুদায় ;

কিন্তু যদি না দেখিত নিখিল সংসার

একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার,

নাচিত না তরু লতা অসার সংসারে :

জির যৌবনের চির প্রকলিতা তরে !

তাই তুমি লীলা তরে আপন ইচ্ছায়,

শুভ ক্ষণে কলিযুগ প্রথম সফ্যায়,

অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ আসি,
 ধন্য করি বঙ্গদেশ ।—ধন্য বঙ্গবাসী !
 তপ্ত কাঞ্চনের কাস্তি স্নদীর্ঘ শরীর,
 কাণ্ঠে করিনাম-ধ্বনি জলদ-গভীর,
 আজানু লম্বিত বাহু, কমল-লোচন,
 শাস্ত দাস্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণ—ভক্তি পরায়ণ,
 নিকলক পূর্ণ শশী বদন গুণল,
 সর্ব ভূতে সম জ্ঞান, ভকত-বৎসল,
 চন্দন বলয় নানা অলঙ্কার ধারী,
 নৃত্যপরায়ণ তুমি নদিয়া-বিহারী !

কলিয়ুগে মহাবজ্র 'নাম-সংকীৰ্ত্তন'
 করেন সাধন যত সুপণ্ডিত গণ ;
 এ সৌভাগ্য তাঁহাদের তোমারি কৃপায়,
 মহাজ সাধন হেন কি আছে ধরায় ?
 ধর্মাধর্ম কৰ্মাকর্ম—মহা তমোজাল,
 যার নামে দূরে যায় এ সব অজাল,
 বাহু উত্তোলন নৃত্য প্রেম-দৃষ্টি যার
 প্রেমে পূর্ণ করে এষ্ট অসার সংসার,
 উদাসী পরম হংস চতুর্থ আশ্রমে,
 পরিপূর্ণ হয় যার অপার্থিব প্রেমে,
 ক্রমে ক্রমে তাঁর নাম করি উচ্চারণ
 মরুময় মন যেন হয় বৃন্দাবন !
 সদানন্দ নিত্যানন্দ, মহিমা কি কব ।
 আদিতীয় অদ্বৈত ।—তুই অঙ্গ তব ।

কত শত ভক্ত আছে উপায় তোমার,
 প্রেমে সিক্ত করে শুক অসার সংসার !
 তুলেছে নিশান তারা—‘পাষাণ দলন’,
 হেরি বিগলিত প্রেমে পাষাণের মন !
 নাম-যজ্ঞ সংকীৰ্ত্তন প্রবর্তন করি,
 পবিত্র করিলে ধরা শ্রীগৌরাজ-হরি,
 কৃষ্ণনাম-মহাযজ্ঞ সৰ্ব্বযজ্ঞ-সার !

সেই যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর, মহিমা তোমার !

নিরখি অপূৰ্ব তব মহাভাব-রূপ,
 সৰ্ব্বজনে জানে রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ।
 শ্রীগৌরাজ নিত্যানন্দ অদ্বৈত টাঁদ,
 পাতিলে প্রেমের জাল—পাখী ধরা ফাঁদ !
 পড়েছে পাষাণ-পাখী তোমাদের জালে,
 কৃপা করি রাখ ধরি নিজ বক্ষঃস্থলে !
 আচঙালে বক্ষে ধরি দিলে আলিঙ্গন,
 তাই কান্দে পাণী তাপী পাষাণের মন !
 চিন্ময়ী প্রকৃতি তুমি—পুরুষ চিন্ময় !
 তুমিই সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময় !

অমূল্য পবিত্র প্রেম তুলা নাই যার,
 আশ্বাদন করিবারে সার ভাগ তার,
 বিতরিতে ভক্তি-ধন অনুরাগ-পথে,
 করে বলে ‘ভাপবাসা’ শিখাতে জগতে,
 দিতে নিত্য স্নিগ্ধ রস দক্ষ জীব গণে
 রসিক-শেখর কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে,—

ঈশ্বর ঐশ্বর্যময়—দেখিয়া দেখিয়া,
 বিভূর প্রভুত্ব মাত্র জানিয়া জানিয়া,
 ভয়ে ভয়ে ভক্ত গণ দূরে দূরে ধায়,
 “একান্ত আপন” বলি জানিতে না পায় !
 অগতের প্রাণ কৃষ্ণ—প্রেম-পারাবারে
 প্রাণ ভরি ভালবাসা ঢালিতে না পারে !
 ঈশ্বরে ঐশ্বর্য দেখি ভয়ে করে স্তব,
 ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে মুগ্ধ সগস্ত মানব ;
 ঐশ্বর্য দেখিলে প্রেম শুকাইয়া যায়,
 শুদ্ধ প্রেম বিনা কেহ আগায় না পায় !
 প্রভু বলি মাগু করে যে জন আমারে,
 আমা হ’তে আপনারে হীন বোধ করে,
 দূরে থাকি স্তুতি করে শ্রদ্ধা-ভয় মনে,
 তার প্রেমাধীন আমি হইব কেমনে ?
 যে ভাবে যে জন করে ভজন আগায়,
 সেই ভাবে দেই আমি দ্রশন তার ।
 পুত্র মিত্র সখা কিংবা বলি প্রাণ-পতি,
 আমাতে যমতা স্নেহ কিংবা শুদ্ধা রতি
 যে জন অর্পণ করে বড় ভাল বাসি,
 আগায় যে ভাল বাসে নিজ স্বার্থ নাপি,
 আমায় সর্বদা জানে আপন সমান,
 কিংবা করে আপনারে শ্রেষ্ঠ অভিমান,
 তার বশীভূত আমি থাকি চির দিন,
 হইয়া সর্বতোভাবে তার প্রেমাধীন ।

পুত্র পুত্র বলি করি স্নেহ-সম্বোধন,
 জননী করেন মোরে লালন পালন,
 সখা আসি চড়ে মোর স্বর্গের উপরে
 উভয়ে সমান জানি, সরল অন্তরে ;
 ভবসনা করেন প্রিয়া অভিমান ভরে,
 বেদ-স্তুতি ছাড়ি তাহা শুনি সমাদরে !
 এ সব স্বজন মিলি এক সঙ্গে রব,
 প্রেম দিতে অবনীতে অবতীর্ণ হব ।
 এ সকল সুরসের সার ভাগ নিয়া,
 নিজ নিজ আশ্বাদন করিয়া করিয়া,
 দেখাইব ভক্ত গণে খুলি মন প্রাণ ;
 প্রাণ সম ভক্ত গণে দিব প্রেম দান ।
 ব্রজের নির্মল রাগ করি দরশন,
 উল্লাসে নাচিবে মম প্রিয়তম গণ ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদ বিধি দূরে পরিহারি,
 জুড়াইবে প্রাণ মোরে আলিঙ্গন করি !
 প্রেম আশ্বাদন ভরে ভাবি মনে মনে,
 অমুরাগা ভক্তি দিতে প্রিয়তম গণে,
 নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীশচী-নন্দন,
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম করিলে গ্রহণ ।
 ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নিয়া প্রেমেতে তোমার,
 নাম-সংকীর্ণনে দিলে সম অধিকার ।
 জায় বেদ বেদান্তের অভিমান ভুলি,
 ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মিলি করে কোলাকুলি ।

সে যে কি অপূৰ্ণ ভাব কহিতে না পারি,
মনে হ'লে দরদরে বারে নেত্র বারি ।
আমাদের অভিমান দূর কর আসি,
সোণার গৌরঙ্গ চাঁদ । ডাকে বঙ্গবাসী !
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ ধাম,
ভূতল শীতল কর দিয়া “কৃষ্ণনাম” ।
বঙ্গবাসি গণে আসি রাখ রাক্ষা পারি,
অগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমার !

তৃতীয় চন্দ্রিকা ।—রসতত্ত্ব ।

দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর যে রস,
ভক্ত গণ হন এই চারি রসে বশ ;
প্রেমের আধার ভক্ত, চারি রসে অমুরক্ত,
যে ভক্ত যে রসে চিত্ত করেন সরস,
সেই ভাব শ্রেষ্ঠ তাঁর, তাহে কৃষ্ণ বশ ।
এই চারি রাগ-ভক্তি করিলে বিচার,
শ্রেষ্ঠই মধুর রস, তুল্য নাই যার ;
বাৎসল্য বা দাস্ত সখ্য, হয়েছে মধুরে ঐক্য ;
মধুর রসেতে আছে সৰ্ব্ব রস সার,
যে রসেতে রসময় গৌরঙ্গ আমার ।
এই যে উল্লাস-ময়ী সুমধুরা রতি,
পাত্রে ভেদে হয় ভিন্ন আশ্রয়াদের গতি ।

যে জন যে রূপ চায়, সে জন সে রূপ পায়,
 বিশেষে মজিয়া যায় স্বরসিক মতি !
 মধুরের দুই ভাব—গোপনীয় অতি ।
 একটি স্বকীয়া রতি, অশ্রু পরকীয়া,
 স্বকীয়া রতির গতি দেখ মন দিয়া,—
 স্বীয় সুখ অভিলাষে, বান্ধা আছে স্বার্থ-পাশে,
 হেন যে প্রেমের টান পরস্পরে নিয়া,
 সে প্রেম স্বকীয় হয় 'বিনিময়' দিয়া ।
 পরকীয় প্রেমে বাড়ে রসের উল্লাস,
 পরার্থে সর্বস্ব দিব—এই অভিলাষ ;
 অবিরত দুঃখ পাই, তাতে কিছু ক্ষোভ নাই,
 নিজ সুখ নাহি চাই, এই মনে আশ,
 'পরেরে করিব সুখী'—হোক সর্বনাশ !
 পরকীয়া রতির সে বৃদ্ধাবনে স্থান,
 গোপী ভাবে মাত্র তাহা আছে বিদ্যমান ।
 গোপীভাব-শিরোমণি, পরকীয়ারস খনি,
 শ্রীরাধিকা—প্রেমময় জগতের প্রাণ,
 পরা-প্রকৃতিতে গেই দেবী বর্তমান ।
 যত ভাব উঠে মথি প্রেম-পারাবার,
 প্রোঢ় নিরমল প্রেম সর্বোত্তম তার,
 কৃষ্ণের মাধুর্য্য ধন করিবারে আশ্বাসন,
 প্রকৃষ্ট উপায় হেন আছে কি বা আর ?
 শ্রীরাধার প্রেম-ধন—মহিমা অপার !
 তাই তুমি শ্রীগৌরাজ অবতীর্ণ আসি,

নিয়া নিরমল প্রোঢ় প্রেম সুধা রাশি,
 অবিরত 'হরি হরি' উচ্চারণ করি করি,
 শ্রীরাধার ভাব ধরি নেত্র জলে ভাসি,
 শিখালে প্রেমের অর্থ, স্বার্থ রাশি নাশি ।
 দেবের অভয়-দাতা, অধিল-তারণ,
 উপনিষদের লক্ষ্য পূর্ণ সনাতন,
 ভক্ত আর গোপিকার প্রেমের মাধুর্য্য-হার,
 অসার সংসার সার, পরাংপর ধন,
 আর কি দেখিব সেই গোরাঙ্গ-চরণ ?
 ব্রজের মধুর রস আশ্রয়-দান তরে,
 স্বীয় রূপ আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে,
 গোপীর মাধুর্য্য ভাবে, প্রকাশিত যিনি ভবে,
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সেই গোরাঙ্গ সুন্দরে,
 আর কি পূজিব মোরা প্রেম ভক্তি-ভরে ?
 কৃষ্ণ প্রেম স্বরূপা শ্রী রাধা বিনোদিনী
 শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি স্বরূপিনী,
 আছাদিনী শক্তি নাম, কেবল আনন্দ-ধাম,
 নিত্য রসময় কৃষ্ণ-চিত্ত-বিলাসিনী,
 নিত্য নিরমল সত্য অমৃত রূপিনী ।
 প্রেমের যে সার ভাগ "ভাব" বলে তায়,
 ভাবের চরমে 'মহাভাব' বলা যায়,
 মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধিকা বিনোদিনী
 কৃষ্ণ-অঙ্গে, মৃগমদে সুগন্ধের প্রায়,
 আশ্বাদিতে লাল্য-রস ভিন্ন ভিন্ন কায় ।

সৰ্ব্বব্যাপী রাধা-প্রেম, বিভূর সমান,
 ক্রমে বৃদ্ধি পায়, আর নাহি পায় স্থান,
 সেই প্রেম পারাবার, আদি অন্ত নাহি তার,
 ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে গগন সমান,
 সে প্রেমের নাই শেষে মান পরিমাণ ।
 মাধব-মাধুরী-বাধু ব'হলে প্রবল,
 রাধা-প্রেম-সিন্ধু তাহে উথলে কেবল,
 ক্রমাগত হিংসা বশে, বৃদ্ধি পায় অবশেষে
 অনন্ত অমিয়-রনে ভাসায় সকল,
 কেহ নাহি হারে, তুলা উভয়ের বল ।
 ব্রজ-বনিতার প্রেম—মহাভাব নাম,
 সে প্রেমের অর্থ নহে সংসারের কাম ;
 কি পবিত্র স্নানিষ্ঠল, দেবারাধ্য মহা বল ।—
 কেবল নিঃস্বার্থ বল পূর্ণানন্দ-ধাম,
 মোক্ষ-ফল বিনিমিত সুখ অবিরাম ।
 শরীরের সুখ 'কাম', 'প্রেম' চিদানন্দ,
 গিল্টি সোণা আর হেম, কি চিনিবে অন্ধ ?
 লৌহ কাকনের মৃগা, অজ্ঞ জনে জানে তুলা,
 পুতি গন্ধে সঙ্গা যার নাসা-পথ বন্ধ,
 পায় কি সে কোকনদ মৃগমদ গন্ধ ?
 আপন ইন্দ্রিয়-সুখ ইচ্ছা হ'লে মনে,
 সেই ইচ্ছা কাম নামে বিদিত ভুবনে ;
 কেবল ঈশ্বর-প্ৰীতি বাহ্য হ'লে নিতি নিতি,
 তাকেই পবিত্র প্রেম বলে ভক্তগণে,

সে প্রেমের পূর্ণাঙ্গি হ'ল বৃন্দাবনে ।
 বেদ-ধর্ম লোক-ধর্ম দেহ-ধর্ম আর,
 ধৈর্য্য লজ্জা কর্মা কর্ম সকল প্রকার,—
 এ সব নিজের ভরে কামেতে আবদ্ধ করে,
 সে সকলে অবহেলে করি পরিহার,
 যার চলি, হৃদয়েতে প্রেমোদয় যার ।
 কুলাচার-পরিবার-স্বজনের ভয়,
 যাহার অন্তরে আর হয় না উদয়,
 কেবল কৃষ্ণের সেবা কায় মনে করে যে বা,
 সেই দেখে এই বিশ্ব কৃষ্ণ-প্রেমময়,
 বৃন্দাবন-ক্ষুতি তার মুহুমুহুঃ হয় ।
 কাম-গন্ধ নাই ব্রজ-বনিতা-অন্তরে,
 তাদের সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণের ভরে,
 নিজ সুখ দুঃখ নাই, কৃষ্ণ-সুখে সুখী তাই,
 কৃষ্ণ-সুখ অন্বেষণ করে প্রেম ভরে,
 দেহ মন প্রাণ সঁপি শ্রীকৃষ্ণের করে ।
 তবে কেন কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজ-নারী গণ,
 সাজায় আপন অঙ্গে বিবিধ ভূষণ ?
 বেণী বাঁধে চিকনিয়া, থরে থরে পুষ্প দিয়া,
 বসনে সাজায় অঙ্গ, কজ্জলে নয়ন ?
 নিতি নিতি অঙ্গ মাজে কহ কি কারণ ?
 কৃষ্ণ-প্রাণা ব্রজগোপী কৃষ্ণ-বিলাসিনী
 অন্তরঙ্গা-শক্তি, কৃষ্ণ আনন্দ-দায়িনী ।
 কৃষ্ণের প্রীতির ভরে, নিত্য বেশ ভূষা করে,

কৃষ্ণ সেবা তরে মাত্র যত সীমন্তিনী
 মাজায় আপন অঙ্গ দিবস যামিনী !
 “এই দেহ করিয়াছি কৃষ্ণে সমর্পণ,
 এ শরীর নহে মোর, শ্রীকৃষ্ণেব ধন ;
 কৃষ্ণ-বিলাসের দেহ, অযত্ন কি করে কেহ ?
 দর্শনে পশনে তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মন”—
 এই ভাবি অঙ্গ সজ্জা করে গোপী গণ ।
 “শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য এই শ্রীঅঙ্গ আমার”—
 এই ভাবি নিজ দেহে যত্ন বাড়ে যার,
 তারে হেরি দর দরে কৃষ্ণের নয়ন ঝরে,
 উখলিয়া উঠে বিশ্ব-প্রেম-পাবাবার !—
 বাঁড়িছে বিলাস-সিদ্ধ ব্রজ-গোপীকার !
 ব্রজ-বালা রূপ গুণ দরশন করি,
 প্রীতি-পাবাবার মাঝে মগ্ন হন হরি !
 শ্রীকৃষ্ণ হলেন সুখী, গোপী গণ তাই দেখি,
 ভাসে সুখ-সিদ্ধ মাঝে নৃত্য করি করি—
 অমৃতের সরে শত ফুল-কুলেশ্বরী !
 ব্রজ-ভাবে যত হয় প্রেমের উদয়,
 কৃষ্ণের মাধুর্য্য তাতে পরিপুষ্ট হয়,
 পুষ্ট হয়ে সে মাধুরী, পুনঃ গোপী-প্রেম ধরি
 নিজ বনে বৃদ্ধি তারে করে ক্রমাধর,
 যাবৎ না সেই প্রেম হয় বিশ্বময় !
 গোপীদের সে প্রেমের নায়ক শ্রীহরি,
 গোপীকুল-সর্বোত্তমা রাধিকা সুলারী ।

শ্রীরাধার ভাব নিয়া, নিজ রূপ আচ্ছাদিয়া,
 দেখাতে প্রেমের লীলা অভিনয় করি,
 আসিয়াছ বঙ্গদেশে শ্রীগোবিন্দ-হরি ।
 জরা মৃত্যু পাপ তাপ হুঃখ রোগ শোক
 ভুলিয়া, তোমার পূজা করুক ত্রিলোক ;
 তোমা ধনে আলিঙ্গনে, কি যে তৃপ্তি হয় মনে,
 বুঝুক সকল লোক—ভুলোক ছালোক,
 পশু পক্ষী তরু লতা পরিতৃপ্ত হোক ॥

চতুর্থ চন্দ্রিকা ।—বৃন্দাবন তত্ত্ব ।

শুক অবনীতে, যুগ-ধর্মা দিতে, প্রেম রসে সিক্ত করি,
 ভবে অবিরাম, দিতে ‘কৃষ্ণ নাম’, এসেছ গোবিন্দ হরি ।
 কি বলিব আমি, সাক্ষাৎ যে তুমি, মধুরস মূর্তিমান ।
 তাই আশ্বাদন, তাই প্রচারণ, করে তব মন প্রাণ ।
 আর যত রস, মধুরের বশ, আপনিই সঙ্গে যার,
 মধুরের মাঝে যথা কালে সাজে, দান্ত সখ্য সমুদায় ।
 দাস্য-সেবকতা, সখ্য-সুহৃদতা, পিতৃ মাতৃ স্নেহ আর
 সকলি বিরাজে মধুরের মাঝে, সেই ত রসের সার ।
 সদা সাম্য ভাবে থাকিলে নীরবে পুরুষ প্রকৃতি হয়,
 তাই সাম্য বস,—সদা যার বশ, মুনি ঋষি সমুদয় ।
 সে সাম্যের বশ নহে ব্রজ-রস—অলস নহে সে ভবে,
 ক্ষান্ত নাহি হয় বাড়ে ক্রমাগত “জয় রসময় ।” রবে ।

রাধা-কৃষ্ণ-ভাব, এমনি প্রভাব—উভয়-ইন্দ্রিয় গণ,
 যাচি যাচি ধরে, নাচি নাচি করে পরস্পরে আলিঙ্গন !
 ইন্দ্রিয় সকল সন্তোষে কেবল, হতেছে দুর্বল যবে
 ক্রমাবসে ক্ষয়, বর্জিত না হয়, “কাম” নাম তাব ভবে ।
 নহে সে ‘স্বপথ’ সে সব বিপথ, সংযত করিলে তায়,
 নিত্য ভক্ত-সঙ্গে নিত্য রস-রঙ্গে ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গ ধায় !
 হয় না দুর্বল, বর্জিত কেবল অনন্ত সে বল তার,
 পদ তলে পড়ি যায় গড়াগড়ি মৃত্যুময় এ সংসার !
 পরব্যোম-ভূমি মায়া অতিক্রমি রয়েছে প্রকৃতি-পারে,
 বিভূর সমান অনন্ত মহান্ সর্বব্যাপী বলে যারে ;
 তার উর্দ্ধভাগে স্থগা তবে জাগে “কৃষ্ণ-লোক” নামে ধাম ;
 তথা শ্রীগোকুল, নাহি যার তুল, ব্রজপুর যার নাম !
 সকল তত্ত্বের সর্ব মহত্ত্বের বিত্তক সত্ত্বের পার
 সেই ব্রজধাম, “বৃন্দাবন” নাম, সকল শোভার সার !
 বৃন্দাবন স্থান অনন্ত মহান, সর্বব্যাপী সর্ব’পরে,
 নিয়ম অধীন নহে কোন দিন, স্বাধীন স্বভাব ধরে !
 এক মাত্র হয়, দুই কভু নয়, বৃন্দাবন অবিদ্যায় ;
 কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকাশিত হয় ব্রহ্মাণ্ড মাঝখানে আসি ।
 জড় অতিক্রমি, চিন্তামণি-ভূমি,—চিন্তায় সে বৃন্দাবন,
 কল্প-তরু তথা, কত কল্প-লতা কল্প-পুষ্প অগণন !
 মায়া-মোহ-ছায়া প্রাকৃতিক কায়া নিয়া সদা থাকে যারা,
 চন্দনেন্দ-ধন “নিত্য বৃন্দাবন” দেখিতে না পায় তারা !—
 চন্দ্র চন্দ্র দ্বারা খুঁজিতেছে যারা, যায় না প্রেমিক-কাছে,
 দেখে তারা সবে মূঢ় যবে ভু-খণ্ড পড়িয়া আছে !

শ্রীবৃন্দাননের নিগূঢ় ভক্তের অধিকারী ভক্ত গণ,
 স্বরূপ জানিয়া প্রেম-নেত্র দিয়া করিছেন দরশন,—
 অনন্ত যৌবন অম্লান বরণ চির সবুজের গোভা
 নাচিছে ছলিছে, অগ্নি বাবিছে, বৃন্দাবন মনোমোহা !
 কোটি ব্রজাঙ্গনা অনন্ত যৌবনা শ্রীরাম-মণ্ডল মাঝে
 ঘিবেছে মাধবে, জীবন-বল্লভে, নবীন রসিক রাজে ।
 নাহি অস্ত তার—অনন্ত বিহার, নিয়া নব রসময় ;
 অগ্নি দর্শন, নিতুই নুতন, পুরাতন নাহি হয় !
 প্রেমে হ'লে মত্ত হেন গূঢ় ভক্ত, প্রকাশিতে এ ধরায়
 রাধা-ভাব ধরি, তুমি গৌর-হারি, অবতীর্ণ নদিয়ায় !
 জ্যোতির মণ্ডল রয়েছে কেবল বৈকুণ্ঠের চারি ধারে,
 সেই মহা জ্যোতিঃ হরি-অঙ্গ-ভাতি, সিদ্ধ-লোক বলে তারে ;
 চিৎ-স্বরূপ হয়, শুদ্ধ জ্ঞানময়—সেথা এক সখা মাত্র,
 শুধু চিৎ-সখা, নাহি কেহ কর্তা, শ্রদ্ধা বা প্রেমের পাত্র ।
 চিৎ-বিশেষ ভাব স্নানর স্বভাব চিৎ-বিলাস-রস নাহি,
 জ্যোতিঃ অভ্যস্তরে বৈকুণ্ঠ ভিতরে সে ভাব দেখিতে পাই !
 বৈকুণ্ঠে কেবল “ঐশ্বর্য্য” সকল, হরির “প্রভুত্ব” শুধু,
 তাহা হ'তে দূরে আছে ব্রজপুরে “কেবল প্রেমের মধু।”
 রাধা-ভাব-খনি মাঝে প্রেমস'ণ ।—সে প্রেম ছ'হাত দিয়া
 করিলা যে জন ভবে বিতরণ, সকলের ঘারে গিয়া,
 সে গৌরঙ্গ নাম প্রাণের আরাগ অময়-ভাণ্ডার হোক,
 উদ্ধ বাহু করি বলি “গৌর-হারি !” নাচুক সকল লোক !
 যে প্রেমের অর্থ, পূর্ণ পুরুষার্থ—স্বার্থের একান্ত নাশ,
 সে প্রেমের ঘাস ছিন্ন হয়ে যায়, সংসার মায়া'র পাশ ।

ধর্ম অর্থ কাম আর মোক্ষ ধাম— তুচ্ছ পুরুষার্থ ছায়
শেষ পুরুষার্থ ‘প্রেমের মহত্ব’ প্রাক্টে নদিয়ায় ।

পঞ্চম চন্দ্রিকা ।—মহাভাব ।

কথোপকথন ছলে, রামানন্দে বলেছিলে
যে সকল কথা—মোরা যাই নাই ভুলে ;
সে শিক্ষা দুর্লভ অতি, কৃষ্ণদাস মহামতি
যতনে রতন সম রেখেছেন তুলে ।
তুমি জিজ্ঞাসিলে তায় কহ কহ রাম রাম,—
কি সাধনে মানবের জুড়াইবে প্রাণ ?
রামানন্দ কহে বাণী— শুন শুন গুণমণি,
স্বধর্ম পালনে জীব পাবে পরিজ্ঞান ।
তুমি ত কহিলে তবে— সে সকল সত্য তবে,
কিন্তু গৃহ তব আরো কহ রাম রাম,
কহি সে অমৃত-কথা, আমার প্রাণের বাধা
জুড়াও, অধিক আর কি কব তোমায় ।
শুনি রামানন্দ কন, শুন প্রভো নিবেদন,—
হরি-পদে সর্ব কর্ম সমর্পণ করি,
লোকে যদি কর্ম করে, তাতেই ত্রিতাপ হরে,
সবে শান্তি পায় সর্ব দুঃখ পরিহরি ।
তুমি তাহা সত্য মানি কহিলে হে গুণমণি,—
রামানন্দ, এ কথায় আনন্দ না হয়,

প্রাণে মোর বলে যাহা, তুমি অবগত তাহা,

কহ কিমে হবে জীব চিরানন্দময় ?

কৃতাজ্ঞানি করি দায় উত্তর করিলা তায়—

ভক্তি আর জ্ঞান যোগে করিলে সাধন,

ভগবৎ-কৃপা হইবে, তবে পরিদ্রাণ পাবে,

মানবের মনোরথ হইবে পূরণ !

সে কথায় তব প্রাণে কভু না প্রবোধ মানে,

পুনঃ জিজ্ঞাসিলে তুমি হইয়া কাতর,—

সত্য কহ রায় রায়, মিনতি করি তোমার,

আর যদি কথা থাকে ইহার উপর।

রামানন্দ কন তবে— শুধু ভক্তি-যোগে তবে

হরি-পাদ-পদ্ম লাভ হবে মানবের,

তুমি তা মানিয়া সত্য, জিজ্ঞাসিলে গুঢ় তথ্য;

রায় কন, দাস্য-প্রেম শ্রেষ্ঠ সকলের।

আনন্দে কহিলে তুমি— কৃতার্থ হইছ আমি,

তার পর আরো কিছু কহ কৃপা করি,

রায় কহে—অন্ধ আমি, বলি যা বলাও তুমি,

কৃপা কর দীন দাসে শ্রীগোরাঙ্গ-হরি।

অন্তরে শ্রীভগবানে প্রভু বলি যারা মানেন,

তাদের আনন্দ শান্তি সীমাবদ্ধ আছে ;

প্রাণাধিক কৃষ্ণ-ধনে স্নহদ যাহারা জানেন,

মোক্ষ-পদ অতি তুচ্ছ তাহাদের কাছে।

তুমি প্রভু প্রেম্যানন্দে কহিলে সে রামানন্দে—

জনম মার্থক আজ হইল আমার,

ধরিতেছি তব করে, বঞ্চিত না কব মোরে,
কহ সে আমর-তত্ত্ব, থাকে যদি আর ।

রামানন্দ কন তবে— প্রাণকুণ্ডে কান্ত-ভাবে
ভজনা করিলে জীব যে আনন্দ পায়,
সে কথা কি কব আমি ? সকলি তা জান তুমি !
প্রেমের চবম কথা कहিহু তোমায় ।

ভাসিয়া নয়ন নীবে তুমি যে कहিলে তাঁরে,—
কহ রায় আবো উচ্চ তত্ত্ব আছে যত ;
যাহা কও সব সত্য, আরো কও রসতত্ত্ব,—
আমায় কিনিয়ে লও জনমের মত ।

কহিলেন রাম রায়— এবে আমি নিরুপায়,
কহিবারে না জুয়ায়, হতবুদ্ধি যেন ;
সংসারে ইহার পয়ে, আরো যে জিজ্ঞাসা করে,
আমি ত জানি না প্রভু, আছে কেহ হেন !
তুমি জিজ্ঞাসিলে যাহা, তুমিই ত জান তাহা,
আমি ত জানি না—কহি তোমারি কুণায় ;
কান্ত-ভাবে যে সাধন, তা হ'তে অমূল্য ধন,
রাধা-প্রেম—কান্ত-ভাব মলিন যথায় !

তখন कहিলে তাঁরে,— কৃতার্থ করিলে মোরে,
বরষিলে কর্ণে মোর অমৃতের ধারা,
রাধা-প্রেম-পারাবার গভীরতা কত তার,
কহ মোরে—হায় আমি জ্ঞান বুদ্ধি হারা !

কহিলেন রামানন্দ— কি कहিব গৌরচন্দ্র,
কহিবার আমার ত আর কিছু নাই,

রাধা-প্রেম-পারাবার, কি সাধ্য তা বর্ণিবার,
গাইয়া একটি গান তোমাতে শুনাই ।—

গীত ।

“পহি লহি রাগে নয়ন-ভঙ্গ ভেল,
অজুদিন বাড়ল অবধি না গেল ;
না সো রমণ, না হাম রমণী,
হুঁহ মনে মনোভব পেশল জানি ।”
“নয়নে নয়নে হল প্রথম মিলন,
বাড়িতে লাগিল প্রেম, অনন্ত যেমন ;
সে নহে পুরুষ সখি, আমি নারী নই,
মনে মনে শুক প্রেম প্রবেশিল সহি ।”
শুনি সে অপূর্ণ গান, বিচলিত তব প্রাণ,
অধীর হইয়া তুমি উঠিলে তরায়,
মুখে হাত দিয়া তার নিষেধিলা বারংবার—
কাস্ত হও, কাস্ত হও রামানন্দ রায় ।
শুনিলে তোমার গান আমার যে যায় প্রাণ,
জগতে ও কথা তুমি কহিও না আর,
পাও যদি মর্গী জন, কহিও এ বিবরণ,—
কেমন সে রাধাকৃষ্ণ-যুগল-বিহার ।

কে আছে প্রেমিক কোথা, বুঝিবে এ মর্ম-কথা ।—
কোথা আছে প্রাণ সম গৌর-ভক্ত গণ,

তোমাদেব কৃপা বিনা কে পায় প্রেমের কণা ?

প্রেম-সিধু হ'তে বিন্দু কর বরষণ ।

‘ভাস্ত্রং যত্র মুনীষ্যতৈবনপি পুবা যাস্মিন্ কমা মণ্ডনে,

কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদেদ ন শুকঃ ।

যন্ন কাপি কৃণাময়ে নচ নির্জে পুদযাটিতং শৌবিণা,

তন্নিমোজ্জল ভক্তি-বান্ধুনি স্মরণং খেলন্তি গৌর-প্রিয়াঃ ।

“যে পথে হলেন ভাস্ত্র মুনীষ্যর গণ,

পুবা কালে ধরাতলে অজ্ঞাত যে ধন,

শুক দেব যে বিষয়ে ছিলা জ্ঞান-হীন,

কৃষ্ণ যাহা দেন নাই তরুে এত দিন,

সে উজ্জল মহা বসে হইয়া মগন,

করিতেছে স্মখে ক্রোড়া গৌর-ভক্তগণ !”

জড়ে আকর্ষণ যথা, প্রেমের মিলন তথা,

আকর্ষণ এক ভাব—বর্ধন না হয়,

প্রেমের মিলন প্রাণে কাস্ত হ'তে নাহি জানে

অসীম চিন্ময় দেশে বাড়ে ক্রমান্বয় ;

রসিক জনের কাছে সত্যত বিদিত আছে,—

প্রেমের দ্বিবিধ ভাব, উভয় সবস,

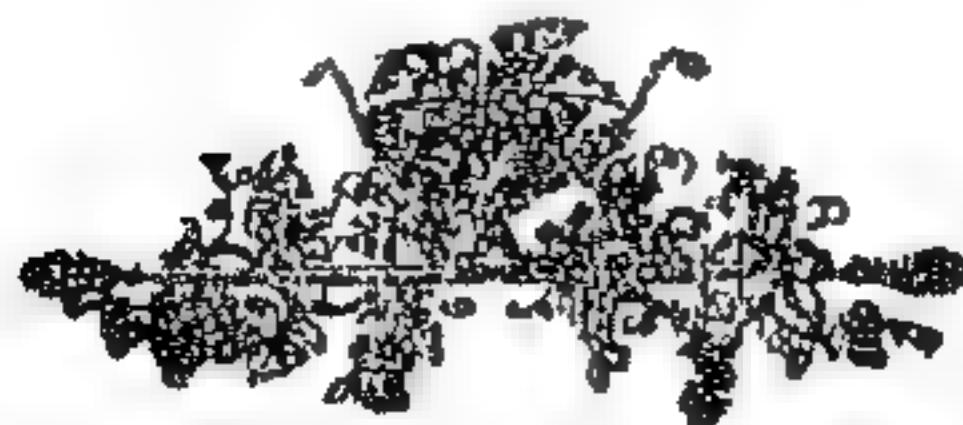
দেবতার সাধনীয়,— স্বকীয় ও পরকীয়,

তুই ভাবে ভক্তগণ পিয়ে সুধা-রস ।

স্বকীয় যা স্বার্থ-পর, কাস্ত-ভাব নিরন্তর,

শ্রীকান্তেরে কাস্ত জানি অনন্ত বিহার ।

পরকীয় প্রেম যাহা, স্বার্থ-গন্ধ শূন্য তাহা,
 কৃষ্ণ-প্রীতি ভিন্ন তাহে কিছু নাহি আর ।
 যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম, এই পরকীয় প্রেম
 বুঝাইতে বৃন্দাবনে বাসেব উদয় !—
 শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধরি নবদ্বীপে অবতরি
 প্রেম-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলে বসময় !
 সে প্রেম কি পাব আমি ? জান তুমি অন্তর্যামী,
 বিষ খাই, সুধা-পানে দৃষ্টি শুধু শুধু !
 যদি তব কৃপা হয়, বিশ্ব-হয় সুধাময়,
 পশু পক্ষী তরু লতা মধু মধু মধু !
 তোমার চরিতামৃত ভক্ত গণে সুবিদিত,
 আমি অন্ধ, গৌরচন্দ্র ভরসা কেবল ।
 গৃহ-অন্ধকূপে থাকি পাপ-পঙ্ক গায়ে মাখ,
 তাকিঁকের সঙ্গে করি ভেক-কোলাহল !
 তোমার শ্রীমূর্তি খানি হৃদয়-মন্দিরে আনি,
 চিরানন্দময় হই—এই ভিক্ষা মোব ;
 প্রেম দাও প্রেমময়, যেন না করিতে হয়
 শত-জন্ম-ব্যাপী আর তপস্যা কঠোর ।
 ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা সমাপ্তা ।



সুধাকর গ্রন্থাবলী ।

গ্রন্থকারের জীবনভাস ও স্বজনের পরিচয় সংগ্রহ ।

সমাধি-শ্লোক । (স্বনিখিত)

“বাসন্তী উষাব সাথে, দেখেছি কুমার নাথে,
গীতা হাতে—গমন চকল,
সুশ্রামল মাঠে গিয়া, কাদিত মে ফুকানিয়া,
‘হা গোবাস্ত !’ বলিয়া কেবল ।” ১

“দুপুর বেলায়, গাছেয় তলায়,
কুমার নাথের শান্তি-ধাম,
পথের পাশে, গাইত ব’সে,
ভুবন-পাবন “কুমারাম” ।” ২

“তৃতীয় এহর বেলা, সাজায়ে গাছেয় তলা,
কবিতা গ কত খেলা, কত কথা কহিত ।
পথিক হাসিত হেরি— কুমার নাথেবে ঘেরি,
ওই তটিনীর তটে রাখালেরা নাচিত ।” ৩

‘শ্রাসাদিনী সফা সাথে, আর কি কুমার নাথে,
বন পথে কবির দর্শন ?
আর কি “হা কুমার !” বলি, বৃক্ষে দিবে কোলাকুলি ?
জতা পাতা করিবে চুদন ?” ৪

“তটিনীর তটে ওই তটিনীর ছেলে
রাখাল কাঞ্চাল ওই গাছেয় তলায়,
এখনও ভাবে হায় আমাদের ফেলে,
না ব’লে কুমার নাথ গেল বা কোথায় ?” ৫

কেদ না কেদ না ভাই—তাজিমাছি অনিত্য সংসার,
মবি নাই, আছি আমি,—আগে যাত্র এসেছি তোমার । ৬

গ্রন্থকারের সমাধি-প্রস্তর । (অনুগতগণ-লিখিত) ।

যেমন চন্দন তরু কুঠার সহিয়ে গায়,
হৃদয়-সৌরভ-রাশি জগতে ছড়িয়ে যায়,
সেই কপ এসেছিলে বমুনা-পুলিন হ'তে,
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-গন্ধ জগতে ছড়িয়ে যেতে ।
জুড়িয়ে এ মকভূমি সারা নিশি হাসি হাসি,
বব্বিতে সুধাকর কৃষ্ণকথা-সুধা রাশি ।
ওই পর-ব্যোম হ'তে শুনি তব আবাহন,
তব পাশে যেতে আজ আনন্দে অধীব মন !
তব সঙ্গে মোরা সবে কবে নিত্য দেহ নিয়া,
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম সেবা পাব নিত্য ধামে গিয়া !
তব অনুগত বত ভক্ত নরনারী-করে,
ধোদিত এ মহা শ্লোক হৃদয়-পাষণ পরে ।

জননীর সমাধি-শ্লোক ।

দেব দ্বিজ অতিথিবে, সেবা করি প্রাণ ভ'রে,
ভক্তের চরণ-রেণু বাঞ্ছা শিব দেশে,
সমাধি ব্রত বহু শ্রমে আটখটি ব্যয়ক্রমে
তের শ এগার সালে, ভাদ্র ষড় বিংশে,
যোগমারা-অঙ্ক-ধ্যানে, কৃষ্ণপাদ-পদ্ম পানে,
ছুটিলা নিমেষে ছাড়ি স্বাবর-জগমে,
জগৎ-জননী সমা মা-জননী নিকপম ;
বৃন্দা সুন্দরী দেবী, ত্রিবেণী-সঙ্গমে ।

জননীর মহা প্রস্থান ।

ত্রিবেণী সঙ্গম সে যে মহা তীর্থ স্থল,
 ভাদ্র মাসে ভরা গঙ্গা করে টল মল !
 যোগমায়া-যোগাশ্রম গঙ্গার উপর,
 বিষ্ণু ব্রহ্মচারী তায় সাক্ষাৎ শঙ্কর !
 তিন রাত্রি রহিলেন আশ্রমে তাঁহার,
 বরদা স্নানরী দেবী জননী আমার !

আদেশি চতুর্থ দিন খট্টাঙ্গের তরে,
 কহিলেন গঙ্গাযাত্রা করাও আমারে !
 বহু দূর হতে কষ্টা, তমালিনী নামে,
 উত্তরিলে সেই ক্ষণে যোগমায়াশ্রমে ।
 জননী কহিলে কন্যা, কি দেখিছ আর ?
 এই আসি চলিলাম স্বধামে আগার !

ক্ষণ মাত্র মোহপ্রাপ্ত হেরি জননীরে,
 সকলে খট্টাঙ্গ পরে উঠাইল ধীরে !
 রাজকুমার তমালিনী নীরদা ব্রাহ্মণী,
 ধরাধরি করে দেবী কুমুদ-কামিনী ;
 শ্রীগুরু-রঞ্জন পোত চলিল পশ্চাতে,
 বিষ্ণুব্রহ্মচারী যান উপদেষ্টা সাথে ।
 শারদারে ধরি চলে অশ্রুমাধা ছবি,
 গৌরী-রূপা দোহিত্রী সে শতদল দেবী ।

ভৈরব এগার মাল, চাত্র ভাত্র তায়,
 বড় ত্রিংশ দিনে, শুভা শুক্লা দ্বিতীয়ার ।

রবি বারে গত দিবা তৃতীয় গ্রহর,
বেণী-মাধবের ঘাটে চলিলা সত্তর ।

রক্তরাগ স্নেহকোমল শযায় চড়িয়া,
নামাবলী জপমালা সঙ্গে তাঁর নিয়া,
ভগবদ্গীতা খানি নিত্য পাঠ্য তাঁর
সমতনে শিরদেশে রক্ষা করি আর,
বক্ষপরে ধরিলেন মোক্ষফল জানি,
স্বামী দেবতাব কাষ্ঠ-পাছুকা ছুখানি,
ইষ্টমন্ত্র জপি করি কৃষ্ণ নাম ধীরে,
উপনীত হইলেন ত্রিবেণীর নীরে ।
তখনও কহিছেন—কি দেখিছ আর ?
অর্ক অঙ্গ হ'ল এই আড়ষ্ট আমার ।

মা, মা, বলি ডাকি ডাকি কহে তমালিনী
দেখ মা জাহ্নবী এই জগৎ-পালিনী ।
তখনও গ্রীবা তুলি করিলা দর্শন,
আজ্ঞা প্রার্থিত তাঁর জাহ্নবী জীবন ।

বিদ্যুৎ দীন-পালিনী—ছিল সর্ব সুখ,
মহা প্রস্থানের কালে হাসি ভরা মুখ ।
অস্তকালে জ্ঞানশূন্য হয়নি সে ছবি,—
করে ধরা কৃষ্ণ নাম, নয়নে জাহ্নবী ।

উড়িছে শঙ্কর চীল সে ঘাটে তখন,
বৈষ্ণবেরা আরম্ভিল মহা সংকীর্্তন ।
পূজিতেন মাতা মম, গোমাতৃ-চরণ,
অস্তকালে ভগবতী দিলা দর্শন ।

বৈষ্ণব কীর্তন ঠেলি দূত প্রতিজ্ঞায় . .
কোথা হ'তে গাভী এক শিরে দাঁড়ায় ।
ভাগীবধী তীরে সেই গাভী আসি ধীরে,
নিত্য পূজ্য ষাঁহা তাঁর,—দাঁড়াইল শিরে ।
গোমাতার পদধূল শিরে সবে দিলা,
জননী সমাধি যোগে নয়ন মুদিল !

বাক্যকৃষ্ণ করে বিশ্ব-চন্দনের চিতা,
ব্রহ্মচারী পড়ে শ্লোক—ভগবদগীতা ।
“গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম”—শত কর্ণে ধ্বনি,
কত্মা মেখে পুষ্পরথে চলিলা জননী ।
মুখাগি কারল পোত শ্রীশুক রঞ্জণ,
চিতাগি নির্ঝাণ হল সায়াহ্ন যখন ।

সন্ধ্যায় ধরে না লোক ত্রিবেণীর ঘাটে,
ধেয়ে যান দানমণি ত্রিবেণীর পাটে ।
শজ ঘণ্টা বাজাইয়া সন্ধ্যা-আরতিকে,
আসিল শতেক নৌকা ঘাটের চৌদিকে ।
চারিদিকে দেবালয়,—অপূর্ব ব্যাপার,
শজ ঘণ্টা কাশরের ধ্বনি অনিবার ।
পুষ্প মেহে ছুটিলেন জননী ভখন,
প্রফুল্ল কমল-গন্ধ প্রভাতে যেমন ।
সন্ধ্যার আরতি মাঝে চুরি করি রবি
লয়ে যান বিফুলোকে জননীর ছবি ।

শ্রীঅঙ্গের ধূলি বালি জড়কের মলা,
বাড়ি ফেলি যান চলি ভুবন-উজ্জলা ।

দেহের বার্কিকা ছাড়ি ধরিশেন কিবা—

প্রভাতেব পদ্ম সম যৌবনের বিভা !

চলিলা চিন্ময় দেশে, জানকে অপার

যোগ-যুক্তা জীবনুজ্জ্বলা জননী হামার !

ব্রহ্মচারিণী সে কন্তা তমানিনী ধীরে,

মহা প্রস্থানের গান গায় গঙ্গা ভীরে,—

কীর্তন । (কনিষ্ঠ পুত্র সরোজনাথ কৃত)

হরিনাম তরি, আর কি দেরি,

মা (মন) স্মৃথে যাও ভব বাবি পার ।

নাম মাংস, পরাংপর, নামে তরিয়ে অকুল পাথার ॥

ভাসাও তবি, জয়শ্রীহরি, নামের মারি গেয়ে,

অকুল কাঙারি হরি, ভবপারের নেয়ে ॥

হরি নামের স্রবাতাসে দেওরে বাদাম তুলে,

তুফানে পড়িলে তবি, ডেক, হরি হরি ব'লে ॥

গভীর গরজে এ নাম গাওরে অনুবাণে,

হরি নামের গঙগোলে কুণ্ডলিনী জাগে ॥

রত্নজ্ঞানে যত্ন করি পর নামের মালা,

হরি নামের স্রবাতাসে জুড়ায় ত্রিতাপ জালা ॥

• হরিনামে পাণী তাপী কত গেল তরি,

কুতুহলে বাহে তুলে বল হরি হরি ॥

বাউরি পাড়া ।

নের গর্ভে মরচে নর—

গোবিন্দের পায় চাইল বর,

‘হুখে দিন যায়, দিন জানে থায়’ তাদেরি পাড়ার বাসব ঘর !

তাইতে পাতার কুটীর বেড়া, আমার বাড়ী বাউরি পাড়া ।

যাও যদি কেউ দেখবে বাড়ী, নব্য সভা পল্লী ছাড়ি,
দুখী আশে পাশে খেটে খুটে আসে, মাথায় ময়লা কয়লা ঝাড়ি ।
সজ্জা বেলায় দিচ্ছে সাড়া— ওই আমাদের বাউরি পাড়া ।

আপাদ গন্তক ঘর্ম্ম ঝরে, বাউরি এল দিনটা ঘুরে,
বিলাসিতা ছুঁয়ে, দেহ মন ধুয়ে, “পায়রা পুকুর” “ফুল পুকুরে” ।
ধনমান-পাপ—সৃষ্টি ছাড়া ওই আমাদের বাউরি পাড়া ।

মেয়েরা এসে সামনে জ্বাটে, ছেলে বো পানে মিন্‌মে ছোটে,
‘দেহমন খোলা, ডালে ছেলে দোলা, ভালবাসা, সঁজের বেলা ফোটে ।
নাচ্‌চে বাজ্‌চে মাদল কাড়া, ওই আমাদের বাউরি পাড়া ।

সঁজের পরেই নিবায় বাতি, প্রেম ঝগড়া তামান্‌ রাতি,
রূপে নিরূপমা, অমানিনি সমা, আধ্বসনা বাউরি জাতি ।
শ্রামা মা দিচ্ছে জিহ্বা নাড়া ওই আমাদের বাউরি পাড়া ।

বাউরি বো যায় মায়ে বিয়ে সঁজের আঁচল মাথায় দিয়ে ;
রসিক রসিকা, প্রেমিক প্রেমিকা, ঘুরচে এধার ওধার গিয়ে ।
থল্‌ থল্‌ থল্‌—উঠচে হাসি ! ছপুর রেতেও বাজ্‌চে বাশি !
বসন ভূষণ—নেকড়া ছেঁড়া ! ওই আমাদের বাউরি পাড়া ।

কা'ল খাবকি !—নাইক জ্ঞান, বাউরি তবু গাচ্ছে গান !
 চির দরিদ্রতা—মাথা সবলতা, তাইতে কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ !
 ছেঁড়া কাপড় মলিন বেশ ! ভূতেব মতন মাথার কেশ !
 দেখ'রে পথিক, একটু দাঁড়া—ওই আমাদের বাউরি পাড়া !

ভিখারী নয় শু গরিব তারা ! মরচে খেটে দিনটা সারা !
 এসে দেখ তাই, ঘবে অন্ন নাই ! বালক বালিকা যাচ্ছে মারা !
 কেউ কি তাদের কোথাও আছে ! নয়নের জল ফেল'বে কাছে ?
 গভীর নিশিতে কেবল শুনি শ্রীগোবিন্দেব, আকাশ-বাণি !
 “মাইভঃ মাইভঃ” দিচ্ছে সাড়া—সুধায় আকুল বাউরি পাড়া !

ধনী মানী জ্ঞানী যেওনা সেথা “দারিদ্র্য-রতন” রয়েছে তথা !
 সাধু যদি হও, তবে দেখে যাও, কেমন পবিত্র “দরিদ্রতা” !
 পর-দুখে যার হৃদয় কান্দে, গেলেই সেথায় পড়বে ফাঁদে !
 আমার বাড়ীব সাম্নে খাড়া—“দানের তীর্থ” “বাউরি পাড়া” !

চিনবে বাড়ী গেলেই কাছে,— লতার পাতায় ভম্বরা নাচে !
 সুধাকর সেবা, হয় নিশি দিবা ! ‘নবানুরাগেব’ নিশান আছে !
 “নিমাই-নিকুঞ্জ” বর্ধমান— করছে শীতল তাপিত প্রাণে !
 মিত্র প্যারি চাঁদেব গলি, তুলসি-গন্ধে ছুটছে অলি !
 সাম্নে স্তামল চিতার বেড়া ! আমার বাড়ী বাউরি পাড়া !

শ্রীগতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মাতৃস্মৃতি ।

অগৎ-মোহিনী দেবী—ছিন্ন মায়া-ডোর,
 বসতি স্ববর্ণপুর, মা জননী মোর ।
 দূর ছুই কল্যা, পতি—পুত্র-শোকাতুরা,
 অগৎ-জননী-নামে সদা মাতোয়ারা !
 নীরব পল্লীব মাঝে নির্জন সে বাড়ী,
 যথা যান আসিতেন গৃহে তাড়াতাড়ি !
 গৃহে বসি পড়িতেন ভাগবত, গীতা,
 তুচ্ছ কবি তীর্থ-ভাস, ধর্ম ভয়ে ভীতা !
 মহা আটান্ন বর্ষে বাথিলেন দেহ,
 ভ্রাতৃপুত্রী ভিন্ন তাহা জানে নাই কেহ !
 পড়িলেন গীতা-শ্লোক, আছে দিবা জ্ঞান,
 মস্ত্র অপি ইষ্ট-মূর্তি কবিলেন ধাম !
 মুদি অঁখি ইষ্ট মূর্তি অঁকি চিত্র পটে,
 নিরমল সে ভটিনো যমুনাব তটে,
 অকস্মাৎ ত্যজিলেন জড়দেহ-ভাব,
 জানে নাই গ্রামবাসী পশু পক্ষী আর !
 তেব শরু বার মাল কার্তিকার্টে দিন,
 বুধে ঘাদনীতে মুক্ত জড়ত্ব বিহীন !
 সজ্জাধ বিশ্বাস ছিল গঙ্গা সবঙ্গতী,
 যমুনার কূলে হুগল ত্রিবেণীতে স্থিতি,
 সেই মহা তীর্থে মহা সমাধি-মগন,
 বিষ্ণু পাদপদ্ম হৃদে করিয়া ধারণ,

নিত্য ধামে গিয়াছেন, মুক্ত মায়া-ডোর,
 জগৎ-মোহিনী দেবী মা জননী মোর ।
 নিত্য ধামে গিয়া যেন পাদপদ্ম সেবি,
 প্রার্থনা কবয়ে কহা রাজমন্ত্রী দেবী ।

তমালিনী-বিরচিত মাতৃস্মৃতি গীত ।

যোগমায়া এসেছিলেন হরিভক্তি বিতরণে,
 তাই, রেখাইলেন নিজশক্তি, পবিত্র, ত্রিবেণী সঙ্গমে ।
 মা নয় গো তুই মহামায়া, আচ্ছাদিত্নে নিজ কামা,
 লিখাইতে ভক্তি দয়া, এই অক্লান্তি অধম সন্তানে ॥
 পুরাইতে মনস্কাম, বরদা সুনন্দী নাম,
 লিখাইলে বাধাশ্রম—যুগল মঙ্গল উপাসনে ।
 মদা, অনিত্য সংসারে ভ্রাব, কহা যোগ্য নই মা তোব,
 তাই, কই মা করি কবযোভ, রেখ বরদা অভয় চরণে ।
 শক্তিকপা হয়ে এলি, কেন শক্তি দিতে ভুলে গেলি ?
 আমার নিঃশক্তি কেন করিলি ভজিতে তোর শ্রীচরণে ?
 পতি বিয়োগ, মাতৃ বিয়োগ, ম'লাম ম'লাম কি ভববোগ,
 ঘুচিয়ে দে মা এ কৰ্ম ভোগ, নইলে যোগ হব কেমনে ?
 তবে কয় মা শিবের উক্তি, ব্রহ্ম জানেও মহামুক্তি,
 আমার যেতা নাইমা শক্তি, কালভাল লেগেছে মনে ।
 দেখিস যেন রাখিস স্মরণ, পাই যেন মা গুরু চরণ,
 গোপালীর তোব এই নিবেদন, প্রয়োজন নাই অগ্রদানে ।
 আমার এ নব কলি, দিলাম তোমায় পুষ্পাঞ্জলি,
 খেপা মেয়ে তোর গোপালী, কাল কাটায় আনন্দ মনে ।

গোপালেন্দ্র দর্শন প্রার্থনা । [তমালিনী-রচিত]

কোথা মোর প্রাণধন নন্দেন্দ্র নন্দন,
দয়া করি এ দাসীরে দেও দরশন ।
পাগিনী তাপিনী আমি অনাথা রমণী,
জগতের নাথ কৃষ্ণ দেখা দেও তুমি ।
তোমার ত্রিভঙ্গ ঠাম কেমন সুন্দর,
ধারণা করিতে নারে অবলা অন্তর ;
আকুল ব্যাকুল হই তোমাবে হেরিতে,
এস বাপ, দিন গত, খুঁজিতে খুঁজিতে ।
নন্দেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ, যশোদার কান্থ,
দাঁড়া দেখি বাঁকা হয়ে, বাজা দেখি বেণু !
দোলায়ে ময়ূর পাখা চুড়ার উপর,
কত যে তরালে বাপ আমি হ'লু চোর ।
চরণে চরণ থুয়ে, বামেতে হেলিয়ে,
দাঁড়াও কদম তলে আমার হৃদয়ে ।
মকর কুণ্ডল কর্ণে, বনমালা গলে,
রতন নুপুর বাজে স্রীচরণ তলে ।
নাচ আমি কালশশী, সমুখে আমার,
বাগনের আশা যেন টান ধরিবার ।
জানিরে অন্তর মোর হিংসা বিবে জরা,
কেমনে দাঁড়াবি সেথা গুরে মনোচোরা ।
কিন্তু বাপ সুন্দাবনে কালিন্দী মাঝার
কালকূট বিষধরে করেছ উদ্ধার ।

ধন্য ধন্য নাগজন্ম সার্থক তাহার,
 কি গুণে পাঠল রাজ্য চরণ তোমার ।
 ভরসায় ডাকি তাই আয়রে গোপাল,
 মনে ধর তুই মোর হৃদয়ের ছাওয়াল ।
 ধ'রে আনি বেঞ্চে, আনি যথা ইচ্ছা, করি,
 বুকের মাঝারে রেখে চাঁদ-মুখ হেরি ।
 হাতে নাহি পাই তোরে, বড় ক্ষোভ হয়,
 আশার হতাশ হয়ে শেষে হয় ভয় ।
 ভব-ভয় ঘুচাইতে আর কারে ডাকি ?
 কোলে আয়, কালরূপে আলো ক'রে রাখি ।

শ্রীবৃন্দাবন গমন প্রার্থনা । তমালিনী-রচিত ।

বড় আশা মনে, যাব বৃন্দাবনে, সঙ্গী না পাইলু কেহ,
 বৃন্দাবনেধরি, চাহ কৃপা করি চরণ নিকটে লহ ।
 ঘর ঘরে পুল প্রীতি, সত্যত আসক্ত মতি,
 কি মতে কাটিব মায়্যা-পাশ ?
 যদি মোরে দয়া কর, বন্ধন ছেদন কর,
 বিষয়-গামনা কর নাশ ।
 অনিত্য সংসার-মা, ডুবিতেছি পদে পদে,
 বিপদে পড়িয়া তোমায় ডাকি,
 ব্যাকুলিত বড় প্রাণী, দয়া কর রাধারাগী,
 তব পদে যেন গতি রাখি ।
 ভেঙ্গেচে কপাল বিধি মিলাইতে তোমা-নিধি,
 না বুঝিয়া পাঁজকে ডুবে/মরি,

অহো কি হৃদৈব মোর, কন্যা পুত্রে হৈলু ভোর
 তোমা লাগি যতন না করি।
 কবে বৃন্দাবনে যাব, সে পুরি দর্শন পাব,
 ভাগ্যের উদয় কবে হবে।
 কুঞ্জ মাঝে রত্নাসনে হেরিব সে তোমা ধনে,
 যুগল চরণে মতি হবে।
 শুক দেহ মরুভূমে কৃষ্ণশ্রোম প্রসবণে,
 মিত্র যদি করিবারে পার,
 তবে সে জানিব আমি করুণাময়ী গো তুমি,
 বাধে বসময়ী নাম ধব।
 ভাগ্যবন্ত মহাজনে, নির্জনে বহু সাধনে,
 হৃদয়ে স্থাপিতা কৃষ্ণ রাধা,
 আমি অন্ধ, জ্ঞান নাই, রতন খুঁজিতে যাই,
 উলটি লাগিল মনে ধাঁধা।
 যোগমায়া পৌর্ণমাসী, মৌরে কৃপা কর আসি,
 দেখাও রাধা কৃষ্ণ-নিলমণি,
 বৃন্দাবনে কি ধাবি লয়ে, তুইগো পায়ণীর মেয়ে,
 সেই ভয়ে ভীতা তুমিগিনী।



